প্রথম সংখ্যা শীত ১৩৮৫

সাহিত্য পত্রিকা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত

সাহিত্য পত্রিকা

দ্বাবিংশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা

শীত : ১৩৮৫

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

সম্পাদিত

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

P30658

সাহিত্য পত্রিকা
তত্ত্বাবধায়ক সমিতি

সভাপতি : ডক্টর ফজলুল হালিম চৌধুরী, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সদস্য : ডক্টর আহমদ শরীফ, ডীন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ; প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ; ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রফেসর। সদস্য-সচিব : ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদকমণ্ডলী

প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহিম (সদস্য),

প্রফেসর আহমদ শরীফ (সদস্য),

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (আহ্বায়ক-সম্পাদক)।

সম্পাদনা-সহযোগী

সৈয়দ আকরম হোসেন, এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর,
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

SAHITYA PATRIKA, Vol. 22 No. I WINTER 1385 ; January 1979
EDITED By DR. MOHAMMAD MONIRUZZAMAN, Professor of Bengali, University of Dacca, Bangladesh and Published by Editor, Printed at Dacca University Press.

প্রসঙ্গ-কথা

ন বছর (১৩৮২-৮৪) বিরতির পর নবপর্যায়ে 'সাহিত্য পত্রিকা' পুনরায় প্রকাশিত
া উনবিংশ, বিংশ ও একবিংশ বর্ষে পত্রিকার কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি।
বাহিকতা রক্ষার জন্য বর্তমান সংখ্যা দ্বাবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : শীত ১৩৮৫
ব চিহ্নিত হল।

প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই প্রতিষ্ঠিত ষান্মাসিক 'সাহিত্য পত্রিকা' বাংলা ভাষা
হিত্য বিষয়ক শ্রেষ্ঠ মানের গবেষণা পত্রিকা হিসেবে দেশে-বিদেশে সুপরিচিত ও
ত। এই পত্রিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের গৌরব। আজ নবপর্যায়ে প্রকাশের
ল, আমি এই পত্রিকার লেখক ও পাঠকদের সর্ববিধ সহযোগিতা কামনা করি।

ন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে, 'সাহিত্য
ত্রিকা' মুদ্রিত হবে। আমি এ জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ
নাই।

া বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জানুয়ারী, ১৯৭৯

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

লেখক-পরিচিতি

নীলিমা ইব্রাহিম এম.এ. (কলিকাতা), পিএইচ. ডি. (ঢাকা)
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এম.এ., পিএইচ. ডি (ঢাকা)
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ আকরম হোসেন এম.এ., পিএইচ. ডি. (ঢাকা)
এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ এম.এ. (ঢাকা), এম. এ. (ব্রিটিশ কলাম্বিয়া)
এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রফিকুল ইসলাম এম.এ. (ঢাকা), এম.এ. (কর্নেল), পিএইচ.ডি (ঢাকা)
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এম.এ. (কলিকাতা)
অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা কলেজ

আহমদ শরীফ এম.এ., পিএইচ.ডি. (ঢাকা)
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ডীন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুহম্মদ এনামুল হক এম.এ., পিএইচ. ডি. (কলিকাতা)
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রফেসর

সাহিত্য পত্রিকা

শীত : ১৩৮৫

সূচীপত্র

নীলিমা ইব্রাহিম

ওমর খৈয়ামের জীবনদর্শন ও নজরুল-মানস ।। ১

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

মধুসূদনের কবিতার ছন্দ ।। ১৯

সৈয়দ আকরম হোসেন

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা ।। ৫৪

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

বাক্যতত্ত্ব : অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ ।। ৬৫

রফিকুল ইসলাম

উপভাষাতত্ত্ব ও বাংলাদেশের উপভাষা বিশ্লেষণ ।। ৮৩

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

কাজী হায়াৎ মাহমুদ বিরচিত হিতজ্ঞান বাণী ।। ৯৭

আহমদ শরীফ

ব্রজমোহন দাস বিরচিত চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ ।। ১২৯

মুহম্মদ এনামুল হক

গ্রন্থ-পরিচয় ।। ১৯৪

ওমর খৈয়ামের জীবনদর্শন ও নজরুল-মানস

নীলিমা ইব্রাহিম

প্রাচ্যের বহুবিধ জ্ঞানভাণ্ডারের মত পারসিক কবি গিয়াসউদ্দীন আবুল ফৎহ্ ওমর ইবন্ ইব্রাহীম অল-খৈয়ামের সঙ্গেও আমাদের আত্মীয়তা ঘটেছে পাশ্চাত্য কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ মনীষীবৃন্দের মাধ্যমে। ভারতবাসীকে একদা নবরূপে উপনিষদের মর্মকথা শুনিয়েছিলেন মসিয়েঁ দ্যু পেঁ; আর বিশ্ববাসীকে ওমরের কাব্যরস সুধার অপার্থিব সন্ধান দান করেছেন বিখ্যাত ইংরেজ কবি এড্ওয়ার্ড ফিট্জেরাল্ড। বাংলা কাব্যজগতে ওমর-মানসের পথ প্রবেশের ইতিহাসে ফিট্জেরাল্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি একান্ত আবশ্যক। ফিট্জেরাল্ড শুধু কবি ন'ন তিনি ছিলেন একজন আত্মভোলা গবেষক; নির্জনে একা বসে পিয়ানোতে সুর তুলতেন, খেলাচ্ছলে বিভিন্ন রঙে ছবি আঁকতেন। এ দু'টি গুণ বা অনুভূতিই তাঁর কবিস্বভাবের বহির্প্রকাশ। মধ্য-যৌবনে দীর্ঘদিনের পরিচিতা লুসীকে বিবাহ করেন কিন্তু বছর না ঘুরতেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। প্রচুর বিত্ত ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি নির্জনে নিঃসঙ্গভাবে কাটিয়েছেন; প্রাসাদের মালিক হয়ে উদ্যানসংলগ্ন কুঁড়েঘরে বাস করেছেন। মার্টিন রেক্টরীতে পৌত্র রেভারেণ্ড জর্জ ক্র্যাবের সঙ্গে ১৮৮৩ সালে তিনি সাক্ষাৎ করতে যান। ঐ বছর ১৪ই জুন চুয়াত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। বুল্জ পার্কের গীর্জা প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় ১৯শে জুন। ১৮৮৪ সালে উইলিয়াম সিমসন খৈয়ামের কবরে প্রস্ফুটিত গোলাপ গাছের চারা নিশাপুর থেকে নিয়ে আসেন লণ্ডনে; কিউ গার্ডেনে যত্নে বর্ধিত ওই চারা ১৮৯৩ সালে ফিট্জেরাল্ডের কবরে রোপিত হয়।

খৈয়াম-কাব্য অনুবাদের মানসিকতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে সংযোজিত ব'লে ফিট্জেরাল্ডের এ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দান করা হ'ল।

১৮১৮ সালে ওমর খৈয়ামের কিছু রুবাই ফন হ্যামার জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু জার্মান ভাষার সীমিত ও সংক্ষিপ্ত ব্যাপ্তি ও অপ্রচলন হেতু এ অনুবাদ পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়নি। ১৮৫৬ সালে ই. বি. কাউয়েল অক্সফোর্ডের বদলীয়ান্ লাইব্রেরী থেকে ওমরের কিছু সংখ্যক রুবাই নকল ক'রে ফিট্জেরাল্ডের কাছে পাঠান। মাত্র ছ'মাসের ভেতর ফিট্জেরাল্ড পঁয়ত্রিশটি রুবাই বেছে অনুবাদ করেন এবং ফ্রেজারস্ ম্যাগাজিনে প্রকাশের জন্য পাঠান কিন্তু দ্রুত প্রত্যাখ্যাত হন। ১৮৫৯ সালের ৯ই এপ্রিল পঁচাত্তরটি রুবাই অনুবাদ করে ফিট্জেরাল্ড নিজেই প্রকাশ করেন, অবশ্য অনুবাদকের নাম গোপন রাখা হয়। রুবাইয়াতের মূল্য ধার্য হয়েছিল এক শিলিং। দু'বছর অপেক্ষার পর গুদাম পরিস্কারের প্রয়োজনে এক পেনীতে সব বিক্রী করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ওমর ও তাঁর অনুবাদক যখন বিশ্বখ্যাতি অর্জনে সক্ষম হন তখন এ গ্রন্থের এক কপি ষাট পাউণ্ড পর্যন্ত মূল্যে বিক্রী হয়েছে।

১৮৬৭ সালে টি. বি. নিকোলা ফরাসী ভাষায় কিছু রুবাই অনুবাদ করলে ফিট্জেরাল্ড অধিকতর উৎসাহী হয়ে একশত একটি রুবাই অনুবাদ করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

ইতিমধ্যে সমকালীন কবি ও কাব্যরসিক সমাজে ফিট্‌জেরাল্ড কবি রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জনে সফল হয়েছেন। রসেটি, সুইনবার্ন, উইলিয়াম মরিস, আলফ্রেড্ টেনিসন, থ্যাকারে প্রভৃতি জ্ঞানী ও গুণীব্যক্তি তাঁকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফলে অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ অতি সহজেই পাঠকসমাজ আকৃষ্ট করল। ১৮৭২ সালে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রতি গ্রন্থের মূল্য ধার্য হ'ল সাত শিলিং দশ পেন্স।

১৮৭৫ সালের দিকে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা খৈয়াম সম্পর্কে অতিমাত্রায় আগ্রহী শুধু নয় একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। ওদেশীয় ভাষায় যাকে বলা যায় রীতিমত 'ক্রেজি'। ওমর ক্লাব, ওমর সমিতি, ওমর সংসদে গোটা পাশ্চাত্য জগৎ মুখর হয়ে উঠলো। আমেরিকায় ওমরকে পরিচিত করলেন চার্লস এলিয়ট নর্টন। ১৮৭৯ সালে রুবাইয়াতের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখন পর্যন্তও গ্রন্থে অনুবাদকের নাম অনুপস্থিত। ঐ একই সালে ফিট্‌জেরাল্ডের জীবিত অবস্থায় পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশের সময় প্রথম অনুবাদকের নাম ছাপার অক্ষরে জানা গেল। ফিট্‌জেরাল্ডের সঙ্গে ওমর চর্চাকারী রূপে মসিয়েঁ নিকোলা, অধ্যাপক কাউয়েল, জন পেইন, শুকোভস্কি, ব্রাউন, পি. বি. ম্যাক্‌ডোনাল্ড, ডেনিসন রস প্রভৃতি বহু কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও প্রাবন্ধিকের নাম উল্লেখ করা যায়। ফলে ওমর-কাব্য, তাঁর মানসদর্শন ও চিত্তসত্তার আবিষ্কারে ও রসগ্রহণে লক্ষ কোটি পাঠক উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। অবশ্য এ কথা সত্য যে ফিট্‌জেরাল্ডের অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রেই ভাবানুবাদ এবং তিনি নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন। তবুও এ কথা ভুললে চলবে না যে তিনি একজন খ্যাতনামা কবি ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন। আজ সমগ্র বিশ্বের খৈয়াম ভক্তেরা তাঁর কাছে অপরিশোধণীয় ঋণে আবদ্ধ। ওমর ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে বাংলাদেশের কাব্যকাননে সমাদৃত হলেন। ইউরোপে যখন কট্টর খ্রীস্টধর্মাচারণের জয়জয়াকার সেই সময়ে ওমরের চিত্তভাবনা তাদের ধ্যানধারণায় একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। ঐশী চিন্তায় মগ্ন জগৎ যেনো আবার মৃত্তিকার ঘ্রাণে আকৃষ্ট হ'ল। পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা পুষ্ট ভারতীয় সমাজও দ্বিধান্বিত হ'ল। কিন্তু চিন্তাধারায় সর্বাগ্রগামী বাঙালী সন্তান ওমরের বিপ্লবী চেতনায় শুধু নয় তাঁর সংগ্রামী চিন্তায় ও প্রেমিক সত্তায় মুগ্ধ হ'ল। শুরু হ'ল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রুবাইয়ের অনুবাদ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দক্ষ অনুবাদক; তিনি ওমরে প্রেম পেলেন, জীবনচাঞ্চল্যের স্পর্শ লাভ করলেন আর পেলেন নতুন ছন্দ। ইতিমধ্যে নানা গবেষণার মাধ্যমে ওমরের কয়েকশত রুবাই আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। মোটামুটি সাত আটশ' রুবাই যে ওমরের রচিত এমন ধারণা করা হয়ে থাকে। আমাদের পদাবলী আর চণ্ডীদাস সমস্যার মত এখানেও বহু জটিলতা বর্তমান। তবে ফিট্‌জেরাল্ড থেকে শুরু করে বঙ্গসন্তান কান্তিচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, কাজী নজরুল ইসলাম এবং সিকান্দার আবু জাফর তাঁদের স্বমানসিকতার প্রতিফলনের সূত্রে গ্রথিত রুবাইগুলিকে একত্রিত করে রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়ামের অনুবাদ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রভৃতিও আবেগজড়িত হয়ে কয়েকটি রুবাই অনুবাদ করেন।

এবারে আমাদের আলোচ্য বিষয় ওমর-কাব্যে প্রতিফলিত কোন্ দার্শনিক তত্ত্ব বা চিন্তা অধিকাংশ অনুবাদককে আকৃষ্ট করেছিল বা করেছে। ওমরের ব্যক্তিজীবন একরকম কুয়াশাচ্ছন্নই বলা যায়। সমকালীন অথবা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক অথবা সাহিত্যিকের মন্তব্যের ওপর নির্ভর ক'রে তাঁর জীবন সম্পর্কে কিছু খণ্ড ছিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয় যে ওমরের কাব্যজীবনের মূল প্রেরণায় ছিলেন অন্ধ কবি আবুল আ'লা। তিনি ছিলেন দার্শনিক ও বহুভাষাবিদ। তাঁর কবিতায় ক্ষোভ, যন্ত্রণা ও বিদ্রোহের সুরই মুখ্য, কিন্তু এ বিদ্রোহ যদি ওমরের কাব্য রচনার উৎস ও প্রেরণা হয় তাহ'লে ওমর শুধু বিদ্রোহী ন'ন, রাষ্ট্রদ্রোহী বিপ্লবীও। কারণ আবুল আ'লা কাব্য রচনা করেছেন আরবী ভাষায় আর ওমর করেছেন তাঁর মাতৃভাষা ফার্সীতে। এ বিদ্রোহ শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ, এ বিপ্লব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার বলিষ্ঠ মানসিকতার বহিপ্রকাশ। 'হফ্‌ত ইক্‌লিম', 'আতিশখাদে', 'রিয়াজউশ্‌শুওয়ারী', 'মেজমাউল ফুসেহা' প্রভৃতি গ্রন্থে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং জীবনীকারগণ ওমর খৈয়ামকে 'দার্শনিকদের সম্রাট' 'বিদ্বানদের মধ্যমণি', 'জ্ঞানীদের আদর্শ', প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করেছেন।[১] এমনকি তাঁকে 'খোরাসানের ইমাম' পর্যন্ত আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ সব গৌরবই তিনি লাভ করেছিলেন গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবদানের জন্য। তাঁর সে পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ আজও বহন করে চলেছে। কিন্তু বহুজন সমাদৃত কবি ওমর খৈয়াম পরবর্তী কালের আবিষ্কার। সমকালে নিন্দিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত কবি ওমরই আজ বিশ্ববরেণ্য; বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক, দার্শনিক ওমরের প্রতিভা সেখানে ম্লান।

ওমর খৈয়ামের কাব্য থেকে তাঁর মন ও মানসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থি জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে বলেই আমার ধারণা। কারণ তাঁর রুবাইয়াতে বহু কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও পণ্ডিত তাঁদের চিত্তসত্তার প্রতিফলন উপলব্ধি করেছেন।

অনেক রসগ্রাহীর মত খৈয়ামের সাহিত্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সুযোগ আমার হয়নি। বাধা ভাষার; বর্তমান বিশ্বের স্বল্পায়ু মানবজীবনের বহু জ্ঞানই অপ্রত্যক্ষভাবে লব্ধ। ওমরের সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় সেই অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে অর্থাৎ অনুবাদের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে আলঙ্কারিকদের ভাষায় আমার অশক্তিজনিত দুর্বলতা ও অব্যুৎপত্তিপ্রসূত আংশিক অজ্ঞানতা দুই-ই বর্তমান। তবুও এ কথা বলতে পারি যে, ওমরের জীবনদর্শন সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমার স্বাধিকারপ্রমত্ততা নয়।

জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রান্তির পর ওমরের কাব্যরস গ্রহণে চিত্তে এক অনাবিল শান্তি বিরাজ করে। কারণ আমাদের মর-জীবনে পাওয়ার চেয়ে না-পাওয়ার যন্ত্রণা অধিকতর গভীর ও নিবিড়। তাই হতাশাগ্রস্ত জীবনকে 'চাইনা' অনুভূতিতে ঐশ্বর্যবান করা সহজ নয়। যা পেয়েছি তার তুলনা নেই, এ মর্মোপলব্ধি সাধনার ধন। ওমরের জীবনদর্শনে আমি সেই মহার্ঘ তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছি। পার্থিব সকল চাওয়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সুরা এবং সঙ্গীতে বিভোর হয়ে থাকা ওমরকে, সাধারণ মানুষ ভাবতে সঙ্কোচ বোধ হয়। কারণ এমন আত্মসমর্পণকারী প্রেম তো ঐশী সাধনার নামান্তর।

এ প্রেমসাধনায় তদ্‌গত চিত্ত ছিলেন বৈষ্ণব সাধকেরা, সূফী তত্ত্বজ্ঞেরা। বাঙালী অন্তর এ উভয় প্রেমাস্বাদে ধন্য। কিন্তু সেখানে বারবার ঐশী প্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ জগৎ ও জীবনের স্পর্শ বাঁচানো এ প্রেমাস্বাদে আমাদের বারবার পদস্খলন না হলেও মনঃস্খলন যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। স্পষ্ট, সহজ, প্রাঞ্জল হৃদয়-আবেদনের কাছে কৃষ্ণ-প্রেম হার মেনেছে কারণ সেখানে পদকর্তা চোখ রাঙিয়ে বলে রেখেছেন :

রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়

ওমরে কিন্তু এমন কোনও নির্দিষ্ট হিতোপদেশ অথবা ইঙ্গিতমাত্র নেই। কারও চরিত্র সংশোধন বা উন্নয়নের বাসনা বা সাধনা নিয়ে তিনি কাব্যকুঞ্জে বিহার করেননি।

---

১ "মনীষীদের অভিমত", 'রুবাইয়াৎ ওমর খাইয়াম' : সিকান্দার আবু জাফর অনূদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাঙলা একাডেমী : বর্ধমান হাউস, ঢাকা ১৯৭১, পৃষ্ঠা ১৬

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলেছেন, একটি পুকুরের জল কেউ পান করছে, কেউ অবগাহন করছে, কেউ বস্ত্রধৌত করছে, নানাজন নানা প্রয়োজনে একে ব্যবহার করছে। সবার চাহিদা মিটছে অথচ পুকুরের জলও ফুরিয়ে যাচ্ছে না। ওমরের কাব্য পাঠে তাঁর জীবন-দর্শন সম্পর্কে আলোচনাতেও 'নানা মুনির নানা মত'। কারণ সেখানেও পাঠকচিত্ত তার রসিক সত্তার মাপকাঠিতে প্রয়োজন মিটিয়েছে। তাই ওমর খৈয়াম ও তাঁর মানসভাবনা সম্পর্কে সূত্রনির্দেশী মন্তব্য করতে যাওয়া মূঢ়তা।

সাধারণ হৃদয়সংবাদী পাঠকচিত্ত ওমর সম্পর্কে যে মতটি গ্রহণ ও প্রচার করে তৃপ্তি পান তা হচ্ছে ওমর দেহভোগী, জীবনসর্বস্ব, জড়বস্তুবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন তাঁদের মতই ওমর জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা ও না-পাওয়ার বেদনায় বিধ্বস্ত হয়ে দৈহিক সুখ ভোগকেই পরমার্থ জ্ঞান করেছিলেন। এ মতবাদ যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের পুরোভাগে আছেন আর্থার জে. আরবেরী। প্রথম অনুবাদকের উদ্ধৃতি দিয়েই এ মতবাদকে যাচাই করে দেখা যাক :

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough
A Flask of Wine a Book of Verse and—Thou
Beside me singing in the Wilderness—
And Wilderness is Paradise enow.

[Edward Fitzgerald]

এক সোরাহি সুরা দিও, একটু রুটির ছিল্‌কে আর
প্রিয়া সাকী, তাহার সাথে একখানি বই কবিতার,
জীর্ণ আমার জীবন জুড়ে রইবে প্রিয়া আমার সাথ,
এই যদি পাই চাইব নাকো তখৎ আমি শাহানশার!

[কাজী নজরুল ইসলাম]

সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়!
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর—
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানীর স্বর্গপুর!

[কান্তিচন্দ্র ঘোষ]

এইখানে—এই তরুতলে—
তোমায় আমায় কুতূহলে
এ জীবনের যে-ক'টা দিন কাটিয়ে যাবো প্রিয়ে,
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র,
অল্প কিছু আহার মাত্র,
আর একখানি ছন্দ-মধুর কাব্য হাতে নিয়ে;
থাক্‌বে তুমি আমার পাশে,
গাইবে সখি প্রেমোচ্ছ্বাসে,
মরুর মাঝে স্বপ্ন-স্বরগ ক'রবে বিরচন,
গহন-কানন হবে লো সই নন্দনেরই বন!

[নরেন্দ্র দেব]

এখানে কোথাও পল্লবঘন নির্জন তরুতলে
বসে থাকি যদি নিরুদ্বিগ্ন দিন কাটাবার ছলে
সাথে থাকে যদি কিছু আহার্য, মদিরা পাত্র-ভরা
একটি কাব্য সুরভিসিক্ত ছন্দের শতদলে,

নব জীবনের সলাজ মধুর বিস্ময়ে সচকিতা
সাথে থাকো যদি লীলায়িত তনু মধুমুখী মধুমিতা
তনুতে মুছায়ে তনুর পিপাসা আর যদি গাহো তুমি
ফিরদৌসের সমারোহে হবে এ-বনানী সুশোভিতা ॥
[সিকান্দার আবু জাফর]

এ Paradise, শাহানশার তখৎ, স্বর্গপুর, নন্দনবন, ফিরদৌস কার না কাম্য, সকল অনুবাদকের কবিআত্মাই ওমরকে ভালবেসেছেন। এমন কোন বেরসিক আছে যে, সাকী, সুরা, কাব্যগ্রন্থ ও নির্জন কুঞ্জের প্রতি বিমুখ হবে। তাই আরবেরীর মন্তব্যকে উপেক্ষা করা যায় না। তবে তিনিও নিজ মানসধর্ম অনুযায়ী খণ্ডিত ওমরকে ভালবেসেছিলেন। কারণ এখানে সত্যিই কি কোন হতাশার সুর বর্তমান? এ যে পরম চাওয়াকে, অলীক কল্পনার স্বপ্নকে হাতের মুঠোয় পাওয়া। কিন্তু হতাশা না থাকলেও বেদনা আছে। ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত জীবনের জন্য মমতাবোধ, আক্ষেপ :

আজ আছে তোর হাতের কাছে, আগামী কাল হাতের বার,
কালের কথা হিসাব করে বাড়াসনে তুই দুঃখ আর।
স্বর্গ-ভরা ক্ষণিক জীবন—করিসনে তার অপব্যয়,
বিশ্বাস কি—নিঃশ্বাস-ভর জীবন যে কাল পাবি ধার!
[কাজী নজরুল ইসলাম]

যতক্ষণ আছে মোর পাত্র সুরা-ভরা
খাদ্য কিছু সঙ্গে আছে ক্ষুধা-তৃপ্তি-করা,
তুমি আছ পার্শ্বে মোর যতক্ষণ প্রিয়া,
রাজার ঐশ্বর্যে নাহি লুব্ধ হবে হিয়া!
[নরেন্দ্র দেব]

সম্ভবতঃ এ কারণেই বলা হয় ওমর চার্বাকপন্থী :

যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্ত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

অথবা যদি বলা যায় তিনি 'এপিকিউরিয়ান'; জীবনে আনন্দ উপভোগই তাঁর সারকথা, কিন্তু ওমরের জীবনদর্শনে 'এহো বাহ্য'। শুধু কি এ জড়জীবন ভোগতৃষ্ণা, দেহার্চনাই আমরা ওমর খৈয়ামে পেয়েছি? এ বাসনা যেমন আমাদের আকৃষ্ট করেছে তেমন এর পরিতৃপ্তির আধার সাকী ও তার প্রেম আমাদের আহ্বান জানায়নি, প্রমত্ত করেনি? অরণ্য ফিরদৌস হয়েছে কারণ সঙ্গে আছে মনোহারিণী সাকী। এই প্রেমিক সত্তার কবিকে বাংলা সাহিত্যে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন বাঙালী কবিসমাজ। পারস্যের নার্গিস, গোলাপ, লালাকে বেল, যুঁই, চাঁপার সঙ্গে একই আধারে সাজাতে চেয়েছিলেন তাঁরা। এঁদের সকলেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল পারসিক কাব্যসৌন্দর্য ও মাধুর্য বিশেষতঃ খৈয়াম-চিত্তসত্তার স্বপ্নে বাঙালী রসিক হৃদয়ের মিলন ঘটানো। এ প্রেম, এ তৃষ্ণা কঠোর সৃষ্টীধর্মানুসারীর মত

বাঙালী হিন্দু-মুসলিমের অন্তরেও গোপন অভিসার। কারণ ধর্মের রাঙতা বা মোড়কে সজ্জিত না করে আমরা রামী বা রানী লছমীর প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে পারি না। তাই নিঃসন্দেহে ওমর আমাদের কাছে বিদ্রোহী, বিপ্লবী, বেপরোয়া নাস্তিক।

কিন্তু মনে সংশয়; এতোবড় একটি হৃদয়বান প্রতিভাকে এমনভাবে নস্যাৎ করা কি সম্ভব? এগিয়ে এলেন সূফী সম্প্রদায়। খৈয়াম জড়দেহবাদী, ভোগলালসা পিপাসু, কামুক ন'ন। তিনি প্রেমিক, তাঁর প্রেম ঐশী প্রেম। তাঁর সাকীকে রামী, লছমী, দুলী অথবা কোনও এক নামে অভিহিত করা যায় না। এ সাকী ঈশ্বরের প্রতীক। হাফিজকে সুধী-জন যেভাবে বিচার করে ধোপদুরস্ত ক'রে নিয়েছেন ঠিক অনুরূপ ছাঁচে ঢেলে ওমরকেও সূফী সাধকরূপে প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। ওমর খৈয়ামের বহু রুবাইয়ের ফরাসী অনুবাদক নিকোলা মত প্রকাশ করলেন ওমর সূফীদের মরমীবাদে বিশ্বাসী। একারণেই নির্জনবাসে ছিল তাঁর আনন্দ, তাঁর মতে মুখ্যতঃ তিনি নৈরাশ্যবাদী তাই নিজের আনন্দের ভুবন নিজেই রচনা করেছেন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এ মতবাদকেও উপেক্ষা করা চলে না:

এই সে প্রমোদ-ভবন যথায় জলসা ছিল বাহ্‌রামের,
হরিণ সেথায় বিহার করে, আরাম করে ঘুমায় শের!
চির জীবন করল শিকার রাজশিকারী যে বাহ্‌রাম,
মৃত্যু-শিকারীর হাতে সে শিকার হ'ল হায় আখের!
[কাজী নজরুল ইসলাম]

সুলতানী-প্রাসাদ-যার
বিপুল-আকার,
দীর্ঘ স্তম্ভ স্পর্শিত গগন;
নৃপ অগণন
যাহার তোরণ দ্বারে
বারে বারে
নোয়াইত শির;
নিস্তব্ধ গভীর
আজি তার শূন্য ঘরে ঘরে
বনের কপোত একা কাতরে কূজিয়া শুধু মরে।
[নরেন্দ্র দেব]

মৃত্যু আসিয়া মস্তকে মোর আঘাত করার আগে
লে আও শরাব—লাও ঝট পট রাঙানো গোলাপী রাগে।
হায়রে মূর্খ! সোনা দিয়ে মাজা তোর কি শরীরখানা—?
গোর হয়ে গেলে ফের খুঁড়ে নেবে—? ও ছাই কি কাজে লাগে।
[সৈয়দ মুজতবা আলী]

সচল হাতটি লিখেই চলেছে বিরাম-বিহীন গতি
লিখেই চলেছে এক থেকে এক সবার ভাগ্য-নথি,
একবার কোন অদৃষ্ট-লিপি লেখা সমাপ্ত হ'লে
সে-হাত মোছেনা একটি বর্ণ কারও লাভ কারও ক্ষতি।
[সিকান্দার আবু জাফর]

সত্যই নৈরাশ্যের অনুভূতি ওমরে আছে। ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক আমরা, সংক্ষিপ্ত, অনিশ্চিত মধুময় এ জীবন। কিন্তু তবুও নিকোলার মন্তব্যকে বেদবাক্য জ্ঞানে মেনে নিতে

পারি কি? এ নিষ্ঠুর ভাগ্যলাঞ্ছিত জীবনে কি সুখের, পুলকের, আনন্দের অনুভূতি নেই? এর সাথেই কি আমরা উচ্চারণ করতে পারি না:

শরাব নিয়ে বসো, ইহাই মাহ্মুদেরই সুলতনৎ
'দাউদ' নবীর শিরীণ স্বর ঐ বেণু বীণার মধুর গৎ।
লুট করে নে আজের মধু পূর্ণ হবে মনস্কাম,
আজকে পেয়ে ভুলে যা তুই অতীত আর ভবিষ্যৎ।
[কাজী নজরুল ইসলাম]

একই মত একই তত্ত্ব কিন্তু বিভিন্ন অনুবাদকের অভিব্যক্তিতে কতো ব্যবধান। এ তাদের ব্যক্তিসত্তা, অনুভূতির ভঙ্গী ও রীতির পার্থক্য। কিন্তু দার্শনিক এতে তৃপ্ত ন'ন। তিনি আরও গভীরভাবে সত্যকে সন্ধান করেন। তাই অনুবাদক পেইন সূফীতত্ত্বের বন্ধনে ওমরকে বেঁধে তৃপ্তি পেলেন না। তিনি মনে করেন ওমরের মতবাদ ইসলামী সূফীবাদ ও উপনিষদের আত্মজিজ্ঞাসার একটি সমন্বিত রূপ। তাঁর মতবাদকে যুক্তি দিয়ে, প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

আমরা সব যুক্তি, সব তর্ককে পণ্ডিত ও দার্শনিকের হাতে সোপর্দ করে একটি মন্তব্য সর্বসম্মতিক্রমে উচ্চারণ করতে পারি— ওমর প্রেমিক ছিলেন, ওমর ছিলেন সৌন্দর্যের মগ্ন পূজারী; সাকী যদি ঈশ্বর হন ভাল কথা কিন্তু না হ'লেও রসজ্ঞ পাঠকের ক্ষতি নেই। সাকী এক, একাধিক অথবা সকল রূপসী রমণীর রূপের নির্যাস ও হৃদ্স্পন্দনের প্রতীক সে তথ্যও আমাদের অজ্ঞাত। তবে বিশ্ব নরদেহ ও আত্মা যে রমণীদেহের সঙ্গ ও নারীপ্রেম কামনা করে, ওমরের সাকী সেই কল্পলোক বিহারিণী সত্তা হলেও আমাদের আপত্তি নেই। কারণ সাকী প্রেমে বিভোর ও উন্মত্ত ওমর বিশ্বপ্রেমিকের পরমাত্মীয়। তিনি সূফী হোন, অথবা উপনিষদের সত্যে বিশ্বাসী হোন, নৈরাশ্যবাদী হোন, অথবা ভোগবাদী হোন—সহৃদয়হৃদয়সংবাদী হ'তে তাঁর কোনও বাধা নেই।

খৈয়ামের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ খৈয়াম নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী। তবে এ অভিযোগ উত্থাপন করা যতো সহজ, প্রতিষ্ঠা করা ততোধিক কঠিন; কারণ ধর্মান্ধতা, প্রথাগত ধর্মাচারণ অনুমোদন ও ঈশ্বর বিশ্বাস এক নয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান-সর্বস্বতাকে ওমর ঘৃণা করতেন, ওমরের অন্তরে ধর্মব্যবসায়ী অত্যাচারীর প্রতি সহজাত অশ্রদ্ধা ছিল। কারণ মোল্লা, পুরুত, পাদ্রী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা অপরকে যে নির্দেশ ও উপদেশ দান করেন নিজেরা তা পালন করেন না। ওমর এঁদের মনুষ্যেতর জীব বলে মনে করতেন। এই সহজ স্পষ্ট অনুভূতিকেই কেউ কেউ ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন।

ভণ্ড তপস্বীদের নিয়ে খৈয়াম বহু ব্যাঙ্গাত্মক রুবাই রচনা করেছেন। নিজেকে নিয়েও কৌতুক কম করেননি। হাফিজের মত তাঁরও বিশ্বাস ছিল জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে প্রিয়, প্রিয়া অথবা আরাধ্যকে পাওয়া যায় না। তাঁকে পেতে হ'লে চাই প্রেম, ভক্তি, আত্মসমর্পণের অধিকার। খৈয়াম শব্দের অর্থ তাঁবুকার; নিজেকে নিয়েই বিদ্রূপ করেছেন:

খৈয়াম—যে জ্ঞানের তাঁবু করল সেলাই আজীবন,
অগ্নিকুণ্ডে পড়ে সে আজ সইছে দহন অসহন।
তার জীবনের সূত্রগুলি মৃত্যু-কাঁচি কাটলো হায়,
ঘৃণার সাথে বিকায় তারে তাই নিয়তির দালালগণ।
[কাজী নজরুল ইসলাম]

জ্ঞান-বিজ্ঞান ন্যায় দর্শন সেলাই করিয়া মেলা
খৈয়াম কতো না তাম্বু গড়িল ; এখন হয়েছে বেলা
নরককুণ্ডে জ্বলিবার তরে। বিধি-বিধানের কাঁচি
কেটেছে তাম্বু—ঠোক্‌কর খায়, পথ-প্রান্তরে ঢেলা।
[সৈয়দ মুজতবা আলী]

শূন্য হাতুড়ে শূন্য পেলাম—যে আঁধারকে সে আঁধার
একদা মোর ছিল যখন যৌবনেরই অহঙ্কার
ভেবেছিলাম—গিঁঠ খুলেছি জীবনের সব সমস্যার,
আজকে হয়ে বৃদ্ধ জ্ঞানী বুঝেছি ঢের বিলম্বে,
[কাজী নজরুল ইসলাম]

বালক-বয়সে অনেক ঘুরেছি সুফী জ্ঞানীদের সাথে,
নানান বিষয়ে শুনেছি তাঁদের অভিমত দিনে রাতে।
আমার জ্ঞান তো হাজার প্রয়াসে বাড়েনি একটি কণা,
দুই কান ভরে যা কিছু শুনেছি ভুলেছি নিমেষপাতে।
[সিকান্দার আবু জাফর]

দুই জাহানের চতুর সূক্ষ্ম বিচার-তর্কে যারা
জ্ঞান-বিদগ্ধ সুফী-দরবেশ নিয়ত আত্মহারা,
বিস্মৃত তারা জীবনের কাছে তাদের বিধি-বিধান
পরিত্যক্ত প্রলাপের মত আবর্জনায় সারা।
[সিকান্দার আবু জাফর]

জ্ঞানের কথা আর ভাবের কথার ব্যবধান রবীন্দ্রনাথও এমনিভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। পৃথিবীর কোনও ধর্মবেত্তা বা আদি ধর্মপ্রচারক পুথিগত বিদ্যায় মহামহোপাধ্যায় ছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। উপরন্তু কেউ গোপালক, কেউ মেষপালক ইত্যাদি ছিলেন বলেই জানি। সুতরাং গ্রন্থপাঠ করে জ্ঞানী যদি অনুশাসন দান করেন প্রেমিক তাকে অবজ্ঞা করতে পারে বলেই ওমরের বিশ্বাস। কারণ প্রেমই মানবাত্মার মোক্ষলাভের মূলধন। এ কারণেই হৃদয়ধর্মে ধনী ওমর ভণ্ডদের বিদ্রূপ করেছেন :

দোষ দিও না মদ্যপায়ীর তোমরা, যারা খাওনা মদ,
ভালো করার থাকলে কিছু, মদ খাওয়া মোর হ'ত রদ্।
মদ না-পিয়েও, হে নীতিবিদ্, তোমরা যে-সব কর পাপ,
তাহার কাছে আমরা শিশু, হই না যতই মাতাল বদ।
[কাজী নজরুল ইসলাম]

দেখে দেখে ভণ্ডামী সব হৃদয় বড় ক্লান্ত ভাই,
তুরন্ত্ শরাব আনো সাকী, ভণ্ডের মুখ ভুলতে চাই!
শরাব আনো বাঁধা রেখে এই টুপি এই জায়নামাজ,
হব বক-ধার্মিক কা'ল, আজ ত এখন মদ চালাই।
[কাজী নজরুল ইসলাম]

সুতরাং ওমরের ধর্ম সত্য, সুন্দর, মঙ্গলের সাধনা। এ সাধনায় প্রেম সত্য। কপটতা ও ভণ্ডামী সব চেয়ে ঘৃণার বস্তু। তাই সত্যভাষিণী বারাঙ্গনাকে তিনি আচারসর্বস্ব শেখজীর থেকে অধিক মূল্য দান করেছেন, মর্যাদা দিয়েছেন :

পানোন্মত্ত বারাঙ্গনায় দেখে সে এক শেখজী কন—
"দুরাচার আর সুরার কর দাসীপনা সর্বক্ষণ!"
"আমায় দেখে যা মনে হয়, তাই আমি" কয় বারনারী,
"কিন্তু শেখজী, তুমি কি তাই, তোমায় দেখে কয় যা মন?"
[কাজী নজরুল ইসলাম]

সে একদিন পান্‌শালে কোন্ বারাঙ্গনা দেখে,
শেখজী বলেন ডেকে—
দেখছি তুমি মূর্তিমতী পাপ!
মদ্যপায়ী ব্যভিচারীর অসংযমের ছাপ
অঙ্গে তোমার আঁকা!
তোমার রূপের কদর্যতা থাকবে না আর ঢাকা।
বারবণিতা বললে হেসে,—স্বামী,
দেখছ যা'—তা' সত্য বটে আমি।
কিন্তু, তোমার বাইরে প্রভু, দেখতে যে-রূপ পাই,
যথার্থ কি অন্তরেতেও সত্য তুমি তা'ই?
[নরেন্দ্র দেব]

এই মুখোশপরা ধর্মধ্বজীদের পৃথিবীতে এতোবড় সত্যের পূজারীকে কি ধর্মহীন নাস্তিক আখ্যা দান করা যায়?

এ প্রবন্ধের প্রথমাংশে ওমর খৈয়ামের চিত্তাকাশ সম্পর্কে যে সব সমালোচনামূলক বিরূপ মন্তব্য আমরা পেয়েছি তার ওপর আলোক পাত করতে গিয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি এই প্রাজ্ঞ দার্শনিক ও সুন্দরের উপাসক সম্পর্কে মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে তার যথার্থতা প্রমাণ করা বড় কঠিন দুরূহ কাজ। তাই যে পাঠক যে চিত্তবৃত্তি নিয়ে তাঁর সাহিত্য পাঠ করেন তাঁর অন্বিষ্ট ভাবমণ্ডলে মগ্ন হয়ে যাওয়াই তাঁর জন্য উত্তম পন্থা।

বিভিন্ন অনুবাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত ওমরের রুবাইয়াতে তাঁর যে মানসভাবনা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে সে সম্পর্কে এখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো। ধর্মবেত্তা, নৈয়ায়িক অথবা জটিল দর্শন তত্ত্বজ্ঞের বাইরে যে সহজ, সরল, হৃদয়স্পর্শী কাব্যামোদীদের জগৎ আছে, তারা খৈয়ামে যা পেয়ে ধন্য হয়েছেন সেদিকে আমরা দৃষ্টিপাত করছি। নেতিবাচক-ভাবেই এ প্রবন্ধের অবতারণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম।

মানুষ হিসেবে এ রূপ-রস-গন্ধ-ভরা পৃথিবীতে এসে ওমর ধন্য। সত্য, শিব, সুন্দরের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কাব্যে। এ আনন্দ মেলায় কাঁটার মত একটি বেদনা তাঁকে অহরহ বিদ্ধ করেছে, জীবন ক্ষণস্থায়ী, যেতে না চাইলেও যেতে হবে। এ জীবনের সমাপ্তি মৃত্যু। পরজন্মে তিনি বিশ্বাসী ন'ন। রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুপারে' কবিতার মত কোন 'জীবন দেবতা' মৃত্যুর অপর পারে তাঁর জন্য মিলন উৎসব নিয়ে অপেক্ষা করবে না। এ বিশ্বাসে তিনি আস্থাশীল, অনড় :

হায় রে হৃদয়, ব্যাথায় যে তোর ঝরিছে নিতুই রক্তধার,
অন্ত যে নেই তোর এ ভাগ্য-বিপর্যয়ের যন্ত্রণার!
মায়ায় ভুলে এই সে কায়ায় আনলি কেন, রে অবোধ,
আখেরে যে ছেড়ে যেতে হবেই এ আশ্রয় আবার!
[কাজী নজরুল ইসলাম]

অর্থ বিভব যায় উড়ে সব রিক্ত ক'রে মোদের কর,
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে মোদের মৃত্যুর নিষ্ঠুর নখর ;—
মৃত্যু-লোকের চোখ এড়িয়ে ফেরত কেহ আগুল না,
যে সব পথিক গেল সেথায় নিয়ে তাদের খোশখবর!
[কাজী নজরুল ইসলাম]

এ কারণেই ওমর জীবনবাদী ; শুধুমাত্র কামার্ত মাংসলোলুপ যৌবন বন্দনাকারী তিনি ন'ন। সর্বদেশের সকল কালের কবি শিল্পীই এই প্রাণৈক সত্তা, গতিশীল, জড়ত্বনাশী যৌবনের বন্দনা করেছেন। যৌবনেরই অপর নাম জীবন।

হায় রে, আজি জীর্ণ আমার কাব্য পুথিযৌবনের!
ধূলায় লুটায় ছিন্ন ফুলের পাপড়িগুলি বসন্তের।
কখন্ এসে গেলি উড়ে, রে যৌবনের বিহঙ্গম!
জানতে পেরে কাঁদছি যখন হয়ে গেছে অনেক দের।
[কাজী নজরুল ইসলাম]

কিন্তু এ অমোঘ, অসীম শক্তির যৌবনও নিয়তির কাছে অসহায়। গ্রীক পুরাণের নেমেসিস, হিন্দুধর্মের ভাগ্যলিপি ওমরের কাব্যে কঠিন বস্তুসত্তা নিয়ে উপস্থিত। কারণ এই 'ললাটস্য লিখন' পরিবর্তনের ক্ষমতা আমাদের নেই ; অন্ততঃ ওমর এই মতবাদে বিশ্বাসী :

পেতে সে চায় সুন্দরীদের ফুল্লকপোল গোলাপ ফুল
কাঁটার সাথে সইতে হবে তায় নিয়তির তীক্ষ্ণ হুল।
নিঠুর করাত চিরুনিরে কেটে কেটে তুললো দাঁত
তাই সে ছুঁয়ে ধন্য হ'ল আমার প্রিয়ার কেশ আকুল।
[কাজী নজরুল ইসলাম]

জ্ঞানীরা না হয় বিচার বিবাদে কলহে থাকুন রত,
সৃষ্টিতত্ত্ব তর্ক এড়িয়ে নির্জনে অন্ততঃ
আমরা সবাই ভেল্কী হাতের তুচ্ছ খেলনা যার,
সেই আমাদের অদৃষ্ট নিয়ে খেলি না মনের মত।।
[সিকান্দার আবু জাফর]

এই পৃথিবীর মৃত্তিকাছানা প্রথম কাদার ছাঁচে
সর্বশেষের মানুষটিও যে নির্ণীত এক ধাঁচে,
পাঠ করা হবে যে ললাটলিপি মহাবিচারের প্রাতে
নব সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে তা-ও ত' লিখিত আছে।।
[সিকান্দার আবু জাফর]

এ কথারই পুনরাবৃত্তি পেয়েছি মধুসূদনে : 'প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ?'

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই।
[সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

সুতরাং যতো দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত আর জ্যোতিষচর্চা ওমর করে থাকুন না কেন অদৃষ্টের অপরিবর্তনীয় লিপি আর অবধারিত শেষ পরিণাম মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্থির, অনড়। কারণ বাহ্যিক জীবনের অনেক রহস্যের মুক্তি ঘটলেও জীবনমৃত্যু সৃষ্টতত্ত্বের ব্যাখ্যা আজও আমাদের অজ্ঞাত। খৈয়াম সেখানে অসহায় :

পৃথ্বী হতে দিলাম পাড়ি, নভঃগ্রহে মনটা লীন—
সপ্ত-ঋষি যেথায় বসি ঘুমিয়ে কাটান রাত্রি দিন।
বিদ্যাটা মোর উঠল কেঁপে কাটলো কতো ধাঁধার ঘোর—
মৃত্যুটা আর ভাগ্য লিখন—ওইখানে গোল রইল মোর।
[কান্তিচন্দ্র ঘোষ]

তাই সবই অর্থহীন ; সত্য শুধু আসা আর যাওয়া :

হেথায় আমার আসাতে প্রভু হন নি তো লাভবান
চলে যাবো যবে হবেন না তিনি কোন মতে গরীয়ান।
এ কর্ণে আমি শুনিনি তো কভু কোনো মানবের কাছে
এই আসা-যাওয়া কি এর অর্থ—খামখা পোড়েন টান।
[সৈয়দ মুজতবা আলী]

তবুও জীবন ব্যর্থ নয়, মিথ্যা নয়। এর সর্ব সার্থকতা প্রেমে—দানে ও গ্রহণে। প্রেমই আনন্দ, আনন্দই প্রেম :

মরুর বুকে বসাও মেলা, উপনিবেশ আনন্দের,
একটি হৃদয় খুশী করা তাহার চেয়ে মহৎ ঢের।
প্রেমের শিকল পরিয়ে যদি বাঁধতে পার একটি প্রাণ—
হাজার বন্দী মুক্ত করার চেয়েও অধিক পুণ্য এর।
[কাজী নজরুল ইসলাম]

মর্ত্যমানবের এ সার্থকতা জীবনের সর্বত্র, সর্বস্তরে। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'জীবে প্রেম করে যেই, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' খৈয়ামে দয়া নয়, করুণা নয়, অনুকম্পা নয়, এ আচণ্ডালে প্রেমদানের দাবী :

কারুর প্রাণে দুখ দিওনা, করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনে শান্তি নাশি বাড়িও না আর মনস্তাপ।
অমর আশিস্ লাভের আশা রয় যদি, হে বন্ধু মোর,
আপনি সয়ে ব্যথা, মুছো পরের বুকের ব্যথার ছাপ।
[কাজী নজরুল ইসলাম]

এ দরদী আত্মাকে নাস্তিক বলে কারা ? কারা বলে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ?

পৌঁছে দিও হযরতেরে খৈয়ামের হাজার সালাম,
শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসিও তাঁরে লয়ে আমার নাম—
"বাদ্‌শানবী ! কাঁজি খেতে নাই ত নিষেধ শরিয়তে,
কি দোষ করল আঙুর পানি ? করলে কেন তায় হারাম ?"
[কাজী নজরুল ইসলাম]

আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর নিজেই খুঁজে পেয়েছেন :

তত্ত্বগুরু-খৈয়ামেরে পৌঁছে দিও মোর আশিস্
ওর মত লোক বুঝল কিনা উল্টো ক'রে মোর হদিস্ !
কোথায় আমি বলেছি, যে, সবার তরেই মদ হারাম ?
জ্ঞানীর তরে অমৃত এ, বোকার তবে উহাই বিষ !
[কাজী নজরুল ইসলাম]

ভালবাসতে জানতে হয়। ভালবাসি বললেই প্রেমদান হয় না। এ গূঢ়তত্ত্ব সাধন সাপেক্ষ। ভক্ত ওমর অন্ধভক্ত ন'ন। সন্তানের জন্য জন্মদাতা, সৃষ্টিকর্তা পিতার কর্তব্য আছে। আমরা কি শুধু অকারণে তাঁর কাছে দয়া প্রার্থনা করবো ? সন্তানের মঙ্গল কামনার দায়িত্ব-বোধ তাঁর নেই ? বিদ্যাপতি বলেছেন :

তুঁহু জগতারণ জগতে কহাওসি
জগবাহর নহি মুই ছার—

খৈয়াম বলেন :

ওগো, আমার চলার পথে তুমি—
রাখ্‌লে খুঁড়ে পাপের গহর,
বইয়ে বিপুল সুরার লহর
করলে পিছল ভূমি !
এখন আমি ঠিক যদি না চলতে পারি তালে
শিকল-বাঁধা চরণ নিয়ে প্রারব্ধের ওই জালে,
বলবে না ত' ক্রুদ্ধ অভিশাপে—
পতন আমার ঘটলো নিজের পাপে !
[নরেন্দ্র দেব]

আত্মসমর্পণকারী দ্বৈতাদ্বৈত সত্তা যার বিলুপ্ত তাকে অভিযুক্ত করবে কে ?

কোথায় করুণা তব ?
নিমজ্জিত আমি পাপে অতি,
আঁধার হৃদয় মোর !
কোথা তব পুণ্যময় জ্যোতি ?
পাই যদি স্বর্গ আমি
পুরস্কার—উপাসনা পরে,
সে তো হবে উপার্জন !
নহে সে তো পাওয়া তব বরে ?
[নরেন্দ্র দেব]

দয়া যদি কৃপা তব,
সত্য যদি তুমি দয়াবান,
কেন তবে তব স্বর্গে
পাপী কভু নাহি পায় স্থান?
পাপীদের দয়া করা —
সেই তো দয়ার পরিচয়।
পুণ্যফলে কৃপালাভ
সে তো ঠিক দয়া তব নয়।
[নরেন্দ্র দেব]

তর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঈশ্বর গুপ্তও হার মানলেন। এ অভিমান, অভিযোগ, আত্মসমর্পণের মর্ম উদ্ধারে আমি অপারগ। সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন ওমর কাব্যের মর্মউদ্ধারে তিনি মল্লিনাথ ন'ন। তিনি কেন, অনাগত কালের মল্লিনাথের পথ চেয়ে আমরা অপেক্ষায় আশাপথ চেয়ে থাকবো। তাঁর কাব্য পাঠে এটুকু উপলব্ধি করেছি খৈয়াম এ মধুময় বসুন্ধরাকে ভালবেসেছেন, ভালবেসেছেন ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক পৃথিবীর সকল প্রাণী-জগৎকে, জয়ধ্বনি করেছেন যৌবনের, প্রশস্তি গেয়েছেন স্রষ্টার, নিষ্ঠুর নিয়তিকে মেনে নিয়েছেন, অবধারিত মৃত্যুকে করেছেন স্বীকার। ধরার ধূলোয় বসে ধরণীর জয়গান গেয়েছেন।

উপরোক্ত ওমর-মানসলোক দেশকালের সত্য সুন্দরের পূজারীকে আহ্বান জানিয়েছে। ফিট্‌জেরাল্ড ছিলেন সুন্দরের পূজারী, প্রকৃতিভক্ত, খামখেয়ালী ছন্নছাড়া। জীবনোপভোগী সুন্দরের উপাসক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ওমরে পেয়েছিলেন জীবনের গান আর নবছন্দের চাপল্য। কান্তিচন্দ্র ঘোষ রোমান্টিক কবি, কল্পলোকের সাকী তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। নরেন্দ্র দেব বাস্তববাদী জীবন উপাসক ছিলেন। কৌতুক ছলে নিজের বাসভবনের নামকরণ করেছিলেন ভালবাসা অর্থাৎ প্রেম ও অর্থের সমন্বয় না হ'লে সুগৃহ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। নজরুল খৈয়ামে আত্মদর্শন করেছিলেন, তার বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরবর্তী অংশে করবো। সৈয়দ মুজতবা আলীকে চার্বাকপন্থী বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনি নিজের জীবনদর্শন প্রসঙ্গে বীরভূমের সাঁওতালদের উদাহরণ দিতেন। তারা নাকি ঘুম থেকে উঠে ভাতের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে দেখে ঐ দিন যাপনের মত রসদ সেখানে আছে কিনা, থাকলে কাজে যায় না। 'চেক্ ডিজঅনারড্' হয়ে না এলে তাঁর নাকি লেখার মুড্ আসতো না; সুতরাং তাঁর ওমর-প্রীতি সহজবোধ্য। সিকান্দার আবু জাফর পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে সকল রকম উপভোগের উপাচারের ছিলেন ভক্ত। সেই ভক্তি তাঁকে ওমরের প্রতি আকর্ষিত করেছে। আমি বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় বেশ কয়েকজন বাঙালী কবির অনুবাদের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি, ফলে একই মন ও মানসিকতা কিভাবে পৃথক পৃথক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে সে বিষয় লক্ষণীয় হয়ে উঠবে।

ওমর কাব্য সম্পর্কে নজরুলের ঔৎসুক্য, আসক্তি বা পরিণামে তাঁর রুবাইয়াৎ অনুবাদ করবার মূলে যে প্রেরণা কাজ করেছে সেই আলোচনায় যাবার আগে একই প্রকার নেতি-বাচক পদ্ধতিতে আমরা নজরুল-মানস উপলব্ধির চেষ্টা করতে পারি। ওমরের মত নজরুল সম্পর্কেও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহুমুখী সমালোচনামূলক মন্তব্য বর্তমান।

প্রথমতঃ ফার্সী ভাষা কাব্যে ব্যবহার করে ওমর রাষ্ট্রীয় প্রথাগত রীতিকে লঙ্ঘন করেছিলেন আর নজরুল ছিলেন রাজদ্রোহী। তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেই ক্ষান্ত হননি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে কারাবরণ করেছেন, 'রাজবন্দীর

জবানবন্দী' লিখেছেন, লিখেছেন সকল বিপ্লবের সারসত্তা নিয়ে 'বিদ্রোহী' কবিতা, বাজিয়েছেন 'অগ্নিবীণা'। তবে ব্রিটিশ সরকার একে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ বললেও ভারতবাসীর কাছে তিনি একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক, আজও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত বলতে সকল বাংলা ভাষাভাষীর কাছে নজরুলগীতি এক অমূল্য সম্পদ ; অথবা নজরুলের রাজদ্রোহিতা আত্মজাগৃতি ও মুক্তিকামনার বহির্প্রকাশ।

দ্বিতীয়তঃ ওমরের মত নজরুল সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় তিনি নাস্তিক, নিজধর্মে আস্থাহীন, হিন্দু পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর নাম তাঁর কণ্ঠস্থ। অতএব তাঁকে কাফের অপবাদ দিতেও সমকালীন জ্ঞানপাপীরা ইতস্ততঃ করেনি। অথচ নজরুল ইসলাম রচিত হাম্‌দ, নাত বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের আত্মিক সম্পদ ; এমন প্রাণঢালা গভীর খোদা-প্রেম, রসুলপ্রেমের বুঝি তুলনা নেই। তাঁর অসংখ্য শ্যামাসঙ্গীতকে দেশমাতৃকা অথবা বিশ্বমাতৃত্বের প্রতীকরূপে যাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি তাঁরাই তাঁকে বিদ্রূপের ছলে বিদ্ধ করেছেন। ওমরের সাকীকে যেমন আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি না, ভক্ত প্রেমিক নজরুলের প্রেমিকা অথবা প্রেমিক, বৈষ্ণবের পরমাত্মা কিংবা সূফীদের সাকী—এর কোনটিই এক কথায় বৈজ্ঞানিক ফতোয়া জারি করে নজরুলের ওপর আরোপ করা যায় না।

মহৎ ব্যক্তিত্ব, কবি, শিল্পী, দার্শনিক সকলেই সাধারণতঃ সমকালীন সমাজে সমাদৃত হন না। কারণ গণমানসের তুলনায় তাঁদের মেধা, চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, জীবন উপলব্ধির রীতি পদ্ধতি প্রায় শতাব্দীকালের অগ্রবর্তী থাকে। একারণে ওমর সমকালে লাঞ্ছিত হয়েও আজ বহুল সমাদৃত। নজরুলও সমালোচনার পর্যায় অতিক্রম করে আজ সর্বজনহৃদয় অধিকারে সক্ষম। অবশ্য দিগ্‌নাগাচার্য সকল কালের সকল কালিদাসেরই সহঅবস্থানকারী। ওমর-কাব্য অনুবাদের আগ্রহ ও উৎসাহের কারণ অনুসন্ধানে সৈয়দ মুজতবা আলীকে স্মরণ করছি [২] :

'কাজী রোমান্টিক কবি, বাঙলা দেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যে রকম তাঁকে বাস্তব থেকে স্বপ্নলোকে নিয়ে যেতো, ঠিক তেমনি ইরান-তুরানের স্বপ্নভূমিকে তিনি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বাঙলা কাব্যে। ইরানে তিনি কখনো যাননি, সুযোগ পেলেই যে যেতেন, সে কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না (শুনেছি পণ্ডিত হয়েও মাক্সমুলার ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন এবং তাই বহুবার সুযোগ পেয়েও এদেশে আসতে রাজী হননি)। কিন্তু ইরানের গুল্ বুল্‌বুল্ শীরাজী-সাকী তাঁর চতুর্দিকে এমনই এক জানা-অজানার ভুবন সৃষ্টি করে রেখেছিল যে গাইড্-বুক, টাইম-টেবিল, ছাড়াও তিনি তার সর্বত্র অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন। গুণীরা বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই দু'টি করে জন্মভূমি—একটি তাঁর আপন জন্মভূমি ও দ্বিতীয়টি ফ্রান্স। কাজীর বেলা বাঙলা ও ইরান।' সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর সারসভঙ্গীতে যে কথা বলেছেন আমাদেরও তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মেলানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ সত্যানুভূতি সর্বত্র সমধর্মী।

বিদ্রোহ, বিপ্লব, ধর্মদ্রোহিতা, সংশয় সঙ্কোচের বিচার রেখে আমরা বলতে পারি নজরুল ইসলাম ওমর-কাব্যে ইরাণী বালার প্রেমমুগ্ধ তন্ময় এক প্রেমিক সত্তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। নজরুলের জীবনে প্রেম বহুবার এসেছে বহু রূপ ও রঙ নিয়ে। হয়ত ওমরের সাকীকেই নজরুল সারা জীবনের তৃষ্ণা, আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে খুঁজে ফিরেছেন। তাই নজরুলের প্রেম, প্রেমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে কথা, গল্পকাহিনী, অপকাহিনী, বাস্তব সত্যভাষণ কোন কিছুরই অভাব নেই। যেমন কালের গতিপ্রবাহে নব সত্য আবিষ্কারের মত রবীন্দ্রনাথের দেশী-বিদেশী প্রেমিকার সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে।

---

২ "ভূমিকা", সৈয়দ মুজতবা আলী : কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত 'রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম', ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, শ্রীজীবনকুমার বসু প্রকাশিত, কলিকাতা ১৯৭৪

পূর্বেই উল্লেখ করেছি নজরুল মূলতঃ রোমাণ্টিক কবি ; রূপের পূজারী একান্তভাবেই কল্পলোক বিলাসী, অমৃতপিয়াসী। ইরাণী রমণীর সুর্মা আঁকা নার্গিস আঁখি, গোলাপের পাপড়ির মত অধর, ভ্রমর কৃষ্ণ ভ্রূ আর তার পতাকা বিলাস নজরুল চিত্তকে নিঃসন্দেহে আন্দোলিত করেছিল। এখানে ঐশী প্রেমের অবতারণা করতে যাওয়া অর্থ নিজেকে সঙ্কুচিত করা। একারণে মুজতবা আলী বলেছেন,৩ 'ইরানী সাকীর গলায় কবি যে বার বার শিউলির মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তার কারণ সে তরুণী মুসলমানী বলে নয়, সে সুন্দরী ইরানের বিদ্রোহী কবিদের নর্ম সহচরী বলে—ইরানের বিদ্রোহী আত্মা কাব্যরূপে, মধুররূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকীর কল্পনায়।' এর চেয়ে স্পষ্ট সত্যের প্রকাশ সম্ভবপর নয়। কবি তাঁর পারিপার্শ্বিকের সকল নিষেধ, মান্য, অত্যাচার, কণ্ঠরোধকারী অনুশাসন সবকিছু তুচ্ছ করে সাকীতে আত্মসমর্পণ করেছেন। ক্ষমতাকে কৃপা করাই সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ, শ্রেষ্ঠ বিপ্লব। সে বিপ্লব ওমর করে গেছেন, নজরুল করবার আশা পোষণ করেছেন। নজরুল কাব্যে পাই :

কস্তুরী হরিণ-সম
আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেরে গন্ধ-অন্ধ মন-মৃগ মম!

আপনারই ভালবাসা
আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা!
অনন্ত অগস্ত্য-তৃষাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি' বিন্দু-সম, মাগে সিন্ধু আর!
[পূজারিণী]

এই ভোগাসক্তি, প্রেম অতৃপ্তি নজরুলকে বিশ্বের সকল প্রেমিক প্রেমিকার প্রতি আগ্রহাকুল করে তুলেছে। সকল ধর্ম ও জাতির সর্বকালের ইতিহাস, পুরাণ, গল্প, লোকগাথা মন্থন করেছেন কবি প্রেমের স্বরূপ সন্ধানে ; কিন্তু নিশাপুরের নির্জন কুঞ্জে যে সাকীকে পেয়ে ওমর আত্মস্থ, কৃতার্থম্মান্য ; নজরুল তাকে খুঁজলেও পাননি। নজরুল আত্মতৃপ্ত বা আত্ম-সমাহিত ন'ন ; অবিশ্বাসের যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ কাতর :

এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন-প্রীতি!
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ,
পূজা হেরি' ইহাদের ভীরু-বুকে তাই জাগে এতো সত্য-ভীতি।
নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যতো পূজা পায় এরা চায় তত আরো।
ইহাদের অতিলোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয়, একে পেয়ে সুখী নয়,
যাচে বহু জন...

যে পূজা পূজিনি আমি স্রষ্টা ভগবানে
যারে দিনু সেই পূজা সে-ই আজি প্রতারণা হানে!
[পূজারিণী]

নিজের অন্তরে যে নিষ্ঠার একাগ্রতার অভাব নজরুলের ছিল, নারীর ওপর তিনি অবলীলাক্রমে তা আরোপ করেছেন।

৩ প্রাগুক্ত

এখানে ওমরের সঙ্গে নজরুলের দুস্তর ব্যবধান। নজরুলের তৃষ্ণা আছে কিন্তু ভোগে তৃপ্তি নেই, নেই ক্ষমাপূর্ণ হৃদয় প্রশান্তি। সাকীর চেয়ে নজরুল নিজেকে ভালবেসেছেন বেশী তাই এ অভিযোগ। কিন্তু আশ্চর্য, শুধু দ্বিচারিণী ন'ন বহুচারিণীর বিরুদ্ধেও ওমরের অশ্রদ্ধা নেই। ওমরের পানোন্মত্ত বারাঙ্গনা শেখজীকে যে কথা বলেছিল নজরুল বিস্ময়ের সঙ্গে সেখানেও উপস্থিত। 'ভর্তৃহীন জবালার' মত নারীরা ওমর ও নজরুল উভয়েরই শ্রদ্ধা ভাজনীয়া। নজরুল বলেছেন :

জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোন সে প্রভেদ নাই।
অসতী মাতার সন্তান সে যদি জারজ-পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়!
[বারাঙ্গনা]

ভণ্ডধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রতি ওমরের মনোভাব আর নজরুলের মানসভাবনার কোনও ব্যবধান নেই। এখানে উভয়ে একে অপরের দ্বিতীয় আত্মা। সম্ভবতঃ অন্তরভরা মানবপ্রেম ও ভালবাসাই এর কারণ। নজরুল সকল যুক্তিতর্কের মুখে আবরণ টেনে বলেছেন :

পেটে-পিঠে কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল ত্রিপিটক—
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে' যাও যত সখ,—
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর কষাকষি?—পথে ফোটে তাজাফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে' দেখ নিজ প্রাণ!
[সাম্যবাদী]

হাফিজ যে শাস্ত্রজ্ঞানকে অসার বলেছেন, ওমর তাঁর তাবু সেলাইকে করেছেন বিদ্রূপ; নজরুলও সমস্বরে কণ্ঠ মিলিয়েছেন :

শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা সত্য সিন্ধু জলে।

এ কবির কাব্য নয়, দার্শনিকের তত্ত্ব নয়, বৈজ্ঞানিকের সত্যানুসন্ধান নয়, এ ভক্তের আত্ম-দর্শন জাত ঈশ্বরোপলব্ধি। খৈয়ামের অভিযোগের ভাষার থেকেও নজরুলের কোনও কোনও জায়গায় তীব্রতর যন্ত্রণা অনুভূত হয়। কারণ ইতিহাস খ্যাত নিশাপুরের ঐশ্বর্যে সহস্র মিস্‌কাল স্বর্ণের রাজকীয় বরাদ্দ নজরুলের কপালে জোটেনি। সুখ বৈভব, প্রেম বঞ্চিত নিরুপায় কবি ভন্ডদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করেছেন আল্লাহ্‌র কাছে :

তব মস্‌জিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী,
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।
[মানুষ]

শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে খৈয়ামের বক্তব্য আমরা পেয়েছি। আঙুরের রস খাওয়া যদি অপরাধ হয় তাহ'লে যারা মানুষের খুন খায় তাদের অপরাধের পরিমাপ করবে কে? সমমর্মিতা নজরুলে পাই :

মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা, বেদনা-মথিত সুধা,

তাই লুটে তুমি খাবে পশু ? তুমি তা দিয়ে মিটাবে ক্ষুধা ?
তোমার ক্ষুধার আহার তোমার মন্দোদরীই জানে,
তোমার মৃত্যু-বাণ আছে তব প্রাসাদের কোন খানে!
তোমারি কমনা রাণী
যুগে যুগে, পশু ফেলেছে তোমায় মৃত্যু-বিবরে টানি'।
[মানুষ]

ভুলে গেলে চলবে না ওমরের সঙ্গে নজরুলের কালগত ব্যবধান কমপক্ষে সাত আটশত শতাব্দী। মানবতাবাদ, অর্থনৈতিক সমস্যা ও ধনবণ্টনের তত্ত্ব ও তথ্যে মানবসভ্যতা আরও অধিকতর আগ্রহী। নজরুলের সাম্যবাদের সঙ্গে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনার সমাবেশ ঘটেছিল ওমরের তা ছিল সহজাত অনুভূতি। তাই মানবের প্রতি প্রীতি, প্রেম, দরদ ও সহানুভূতি উভয়ের থাকলেও প্রকাশভঙ্গীতে দুস্তর ব্যবধান আমরা উপলব্ধি করি। তবে দ্বিধাহীন কণ্ঠে একথা বলা যায় সকল প্রকার ধর্মীয় ভণ্ডামীকে দু'জনেই ঘৃণা করেছেন। প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। মানুষের প্রতি প্রেম ও ভালবাসাই অনন্তকে ভালবাসা বা ঈশ্বর সাধনা এ উপলব্ধিতেও উভয়েই সমদর্শী। খৈয়াম জীবনবাদী তাই যৌবনের পূজারী। নজরুলও ব্যতিক্রম ন'ন :

জিঞ্জির-পায়ে দাঁড়ে ব'সে টিয়া চানা খায়, গায় শিখানো বোল্,
আকাশের পাখী! ঊর্ধ্বে উঠিয়া কণ্ঠে নতুন লহরী তোল্!
তোরা ঊর্ধ্বের—অমৃত-লোকের, ছুঁড়ুক নীচেরা ধূলাবালি
চাঁদেরে মলিন করিতে পারে না কেরোসিনী ডিবে-কালি ঢালি!
বন্য-বরাহ পঙ্ক ছিটাক, পাঁকের ঊর্ধ্বে তোরা কমল ;
ওরা দিক্ কাদা, তোরা দে সুবাস, তোরা ফুল—ওরা পশুর দল!
[যৌবন-জল-তরঙ্গ]

অনুরূপ যৌবন-বন্দনা রবীন্দ্রনাথেও আছে তবে সেখানে ভাষা অপেক্ষাকৃত রোমাণ্টিকধর্মী। ওমর সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদের অভিযোগ আছে। প্রাপণীয়কে না পেলে নৈরাশ্য আসা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই অপ্রাপণীয় আরাধ্য বস্তুটি কি ?

নজরুল জীবন যৌবনের পূজারী ; প্রাণশক্তির উদ্দামতায় সব দুঃখকে দু'পায়ে দলিত মথিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু মর্ত্যের কোনও মানব কি কোন দিন এ অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে ? সব অভিযোগের শেষ উত্তরে কবি বলেছেন :

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষজ্বালা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে না'ক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু যাহারা আছ সুখে!
[আমার কৈফিয়ৎ]

স্রষ্টার সৃষ্টি বেদনার উপলব্ধি এক পরম পাওয়া। সে পাওয়ায় ওমর এবং নজরুল উভয়েই ধনী।

নজরুল নিজেকে যুগের নয়, হুজুগের কবি বলেছেন। আমরা জানি এ তাঁর বিনয় অথবা ক্ষোভ। যুগ অতিক্রমকারী যে সিদ্ধরস ওমর পরিবেশন করে গেছেন নজরুলে তার

সমকক্ষতা নেই—এ কথা স্বীকার করতে সঙ্কোচের কারণ নেই। কিন্তু নজরুলের উপলব্ধি ছিল, যন্ত্রণা ছিল, প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা ছিল এ সত্যও অনস্বীকার্য। ওমরের প্রজ্ঞা, স্থিতধী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচুর সঞ্চয় নজরুলের ছিল না। তাঁকে অনেকটা স্বভাবকবিও বলা যায়। কিন্তু ওমর চিত্তভাবনায় নজরুলকে স্পর্শ করেছিলেন এই হচ্ছে আমার মূল বক্তব্য।

একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করে আমার বক্তব্যের যবনিকা টানবো। খৈয়ামের যতো-গুলি রুবাই বিভিন্ন কবি বঙ্গানুবাদ করেছেন তার ভেতর নজরুল সর্বাধিক আবেদনশীল। শুধু সমমানসিকতা নয়, আরবী-ফার্সী শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে নজরুলের আবাল্য পরিচিতি। মূল ফার্সী থেকে নজরুল অনুবাদ করেছেন কিনা, সে ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে নজরুলের ব্যাকরণ, তথ্য ও তত্ত্বগত জ্ঞান কতোটা ছিল তা পরিমাপ করবার শক্তি আমার না থাকলেও পণ্ডিতজনের মতে খুব বেশী ছিল বলে কেউই মনে করেন না। এ সম্পর্কে তাঁর অনুবাদকের ভূমিকা লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর বক্তব্যকে তুলে ধরছি: 'ফার্সী তিনি বহু মোল্লা মৌলবীর চেয়ে কম জানতেন, কিন্তু ফার্সী কাব্যের রসাস্বাদন তিনি করেছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী; রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণবাগীশদের চেয়ে কম সংস্কৃত জানতেন, কিন্তু তিনি লিরিকের রাজা মেঘদূতখানা জীবন এবং কাব্য দিয়ে যতখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন ততখানি কি কোনও পণ্ডিত পেরেছেন? বহু লোকেই বাঙলাদেশের মাটি নিখুঁতভাবে জরিপ করেছেন, কিন্তু ওই মাটির জন্য প্রাণ তো তাঁরা দেননি। প্রাণ দেনেওয়ালা ক্ষুদিরাম, কানাইলাল ভাল জরিপ জানতেন একথাও তো কখনো শুনিনি'।

এমন মনোজ্ঞ মন্তব্যের পর নজরুলের অনুবাদের ভাষাকে সমর্থন করবার জন্য আমার কোনও মন্তব্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আলোচনার সূত্রপাতে আমি একটি রুবাইয়ের ফিট্‌জেরাল্ড থেকে সুরু করে সিকান্দার আবু জাফর পর্যন্ত উল্লেখ করেছি। সেখানে শব্দ প্রয়োগ কৌশল, সূক্ষ্ম কারুকার্য ও চাতুর্যে নজরুল অদ্বিতীয়। যদিও নজরুলের অনুবাদ সম্পর্কে তাঁর অনুজ সিকান্দার আবু জাফর 'ফতুয়ার আব্রু না রাখা ফতোয়া' বলে মন্তব্য করেছেন কিন্তু সমাপ্তি বাক্যে আমি সৈয়দ মুজতবা আলীকে স্মরণ করছি: 'কাজীর অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী।'

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১ কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত : রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, শ্রীজীবনকুমার বসু প্রকাশিত, কলিকাতা ১৯৭৪

২ সিকান্দার আবু জাফর অনূদিত : রুবাইয়াৎ ওমর খাইয়াম, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাঙলা একাডেমী : বর্ধমান হাউস, ঢাকা ১৯৭১

৩ শ্রীনরেন্দ্র দেব অনূদিত : রোবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম, পঞ্চদশ সংস্করণ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, কলিকাতা ১৯৫৫

৪ কান্তিচন্দ্র ঘোষ অনূদিত : রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, দ্বিতীয় সংস্করণ, কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা ১৩৬৮

৫ *Rubaiyat of Omar Khayyam* : Rendered into English verse by Edward Fitzgerald, Reprint, Collins, London 1963.

৬ A. J. Arberry : *Classical Persian Literature*, George Alban and Unwine Ltd, London 1957.

৭ Edward G. Browne : *A Literary History History of Persia*. Vol. II, Reprint, Cambridge, London 1956.

মধুসূদনের কবিতার ছন্দ

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদগাতা। এই আধুনিকতা কাব্যাঙ্গিকে ও কাব্যানুভবে সমভাবে কবি সঞ্চার করেন। আঙ্গিকের দিক দিয়ে তাঁর বহুবিধ নতুন নিরীক্ষার সাফল্য উল্লেখযোগ্য। কবিতায় 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' প্রবর্তনের ফলে বাংলা কবিতার শরীরে গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়েছে; কবিতায় পঠনরীতিরও পরিবর্তন হয়েছে—আগে কবিতা পড়া হত সুর করে, মধুসূদনের পর উদাত্ত আবৃত্তিযোগ্য হয়ে উঠেছে বাংলা কবিতা। অমিত্রাক্ষর বা অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত প্রয়োগের এক উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষায় নাট্যগতি সঞ্চার, নাটকে ব্যবহারযোগ্য ভাষা রচনা। তারই পরীক্ষা কবি করেছেন 'পদ্মাবতী নাটকে', 'তিলোত্তমাসম্ভবে', 'মেঘনাদবধে' ও 'বীরাঙ্গনা'য়। কিন্তু ঐ ছন্দে কোনো পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে তাঁর ছন্দ-নিরীক্ষার সাফল্যের পথ ধরেই সে নাটক রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'বিসর্জনে'র অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত মধুসূদনেরই ছন্দ-নিরীক্ষার অভিলষিত পরিণতি।

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে মিল-অমিলের সংস্কার মোচনের কৃতিত্বও মধুসূদনের। অমিত্রাক্ষরের আগে সংস্কার ছিল: মিলহীন কবিতা হয় না। অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তনে সে সংস্কার ঘুচল। কিন্তু পরবর্তীকালে অমিত্রাক্ষরের মূলশক্তি—যতিস্বাধীনতা ও প্রবহমানতা—উপলব্ধি করতে না পেরে অনেকে অক্ষমভাবে অমিত্রাক্ষর লিখতে থাকলেন। এটাও একটা সংস্কারে পরিণত হল। মধুসূদন যেন এই সম্ভাবনা বুঝেই দুটি কাব্যে সমিল পংক্তি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু সেখানেও মিলবিন্যাস প্রাচীন রীতির নয়। 'ব্রজাঙ্গনা'য় স্তবক-বিন্যাস-রীতি-বৈচিত্র্য এনে এবং 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে বাংলা সনেট প্রবর্তন করে মিল-বিন্যাসেও কবি নতুন নিরীক্ষার সাফল্য প্রদর্শন করেছেন। বস্তুতঃ মধুসূদন-উত্তর আধুনিক কবিতায় তাই মিল-অমিলের সংস্কার বড় নয়, বরং কবিতা মিল-অমিল নিরপেক্ষ রূপে বেড়ে উঠেছে। 'ব্রজাঙ্গনা'র স্তবক-বিন্যাস-রীতি-বৈচিত্র্য বাংলা কাব্যচিত্রের সমতল ক্ষেত্রে দৃশ্য-বৈচিত্র্যের নিরীক্ষারও দ্যোতক। আর মধুসূদনের সনেট বাংলায় ঐ কলারীতির বিপুল সম্ভাবনার সফল সূচনা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ

বাংলা কবিতার ছন্দে অমিত্রাক্ষর প্রবর্তন মধুসূদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই ছন্দের আদর্শ ইংরেজী 'ব্ল্যাঙ্ক-ভার্স' কিন্তু এর ভিত্তি বাংলা 'পয়ার'। ইংরেজী 'ব্ল্যাঙ্ক-ভার্স' মূলতঃ অমিল আয়াম্বিক পেন্টামিটারে রচিত হয়। যেমন, মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যের নবম সর্গের নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি চরণ:

Such pléas/ure tóok/the Sérp/ent tó/behóld
This flow/ery plát,/the swéet/recéss/of Éve

Thus eár/ly thús/ álóne;/hér héaven/ly fórm
Aṅgél/ic, bút/móre sóft/and fém/iníne.
Hér grác/iɔus inn/océncé,/hér év/ery aír
Óf gést/ure ór/léast áct/iön óv/éráwed
His mál/ice ánd/with ráp/iṅe swéet/béreáved
His fiérce/néss óf/thë fiérce/intént/it bróught.

এখানে প্রতি চরণে পাঁচটি পর্ব এবং প্রতি পর্ব একটি অপ্রস্বরিত ও একটি প্রস্বরিত অক্ষর নিয়ে গঠিত; এই ছন্দের অন্তর্গুণ অমিল প্রবহমানতা। মহাকাব্যে মিল্টন এবং নাটকে শেক্সপীয়র অমিল পংক্তি প্রয়োগ করেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থও অমিল পংক্তি প্রয়োগ করেন জটিল চিন্তা প্রকাশক কবিতায়: যেমন, 'দি প্রেলিউড' স্মরণযোগ্য। পঞ্চপার্বিক এই ছন্দ-রীতির বাহ্যরূপকে মধুসূদন গ্রহণ করেননি। গ্রহণ করেছেন ঐ ছন্দের অন্তর্গুণ; অমিল প্রবহমানতা এবং তা প্রয়োগ করেছেন বাংলা অক্ষরবৃত্তের ৮।৬ পর্বদ্বয়ে বিভক্ত চরণ সজ্জায়। এই চরণ সজ্জার পূর্ব-নাম 'পয়ার'। মধুসূদনের আগে 'পয়ারের' আকৃতি ও ধ্বনিদ্যোতনা ছিল নিম্নরূপ:

১. ঘোড়ার চড়িয়া মর্দ | হাঁটিয়া চলিল।
কিছুদূর গিয়া পুনঃ | রওয়ানা হইল॥

২. মহাভারতের কথা | অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভণে | শুনে পুণ্যবান॥

৮।৬ পর্বদ্বয়ে বিভক্ত চরণাত্মিক স্থবির মিল বিশিষ্ট এই 'পয়ারের' গতি ছিল ঘোড়ায় চড়ে হেঁটে চলার মতই ক্লান্তিকর, বিষণ্ণ। এই বিষণ্ণতার অবসাদ মোচন করে মধুসূদন লেখেন:

সম্মুখ সমরে পড়ি, | বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে | গেলা যমপুরে
অকালে ,কহ, হে দেবি | অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি | সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ | রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি?[১]

১ মেঘনাদবধ কাব্য: প্রথম সর্গ. 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ ১১৭

P30658

লক্ষণীয় যে, এই কবিতা হুবহু ব্ল্যাঙ্ক-ভার্স নয়, হুবহু পয়ারও নয়। উভয়ের শক্তি এখানে মিলেছে। ব্ল্যাঙ্ক-ভার্সের অন্তর্গুণ গৃহীত হয়েছে, তাই এর বৈশিষ্ট্য :

১. প্রবহমানতা
২. মিলহীনতা
৩. যতিপাতের স্বাধীনতা

এবং এই বৈশিষ্ট্যসমূহ কবি লিখেছেন বাংলা অক্ষরবৃত্তের চরণ সজ্জায়। এই কারণে এই ছন্দকে অমিল প্রবহমান স্বাধীনযতি অক্ষরবৃত্ত—এই নামে অভিহিত করা চলে।

মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দ রূপেই বর্তমানে 'অমিত্রাক্ষর' সুপরিচিত হলেও এই ছন্দে তিনি প্রথম রচনা করেন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। এই কাব্যের প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' ১৭৮১ শকাব্দের শ্রাবণ মাসে (জুলাই-আগস্ট ১৮৫৯, ৬ষ্ঠ পর্ব ৬৪ খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮৮)। পরের সংখ্যায় (ভাদ্র ১৭৮১ শকাব্দ, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৫৯, ৬ষ্ঠ পর্ব ৬৫ খণ্ড, পৃ. ১০৪-১১১) প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় সর্গ। এর অল্পকাল আগে, অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের 'মাঝামাঝি সময়ে' মধুসূদন বাজী রেখে এই কাব্য রচনা শুরু করেন। কবির ভাষায়, I began the poem in joke।[২] যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বর্ণনানুসারে[৩] বাংলায় Blank Verse রচনার সম্ভাব্যতা প্রমাণ করতেই মধুসূদন এই কাব্য রচনা করেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশকালে কবির নাম উহ্য থাকে। প্রথম সর্গ মুদ্রণকালে ভূমিকাস্বরূপ রাজেন্দ্রলাল লেখেন :

> 'কোন সুচতুর কবির সাহায্যে আমরা নিম্নস্থ কাব্য প্রকটিত করিতে সক্ষম হইলাম। ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন, ও অন্ত্য যমকের পরিত্যাগ, করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্য্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্দ্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য পাঠকেরা অবগত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয়; বর্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন।'

'তিলোত্তমাসম্ভব' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে।[৪] প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেন। গ্রন্থটি কবি তাঁকেই উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে নতুন ছন্দ-নিরীক্ষার কথাই কবি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেন।[৫] কবি লেখেন :

> 'যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোনো কথাই বলা বাহুল্য; কেননা এরূপ পরীক্ষাবৃক্ষের ফল সদ্য পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতী হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্ব-সাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া

---

২ পত্র ৩৯, 'মধুসূদন-নাট্য-গ্রন্থাবলী', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ ৭৮৯

৩ গৌরদাস বসাককে লেখা (১লা ডিসেম্বর ১৮৯২) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পত্র; যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত', চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৭, পৃ ৬৬৩-৬৫

৪ নগেন্দ্রনাথ সোম, 'মধুস্মৃতি', কলিকাতা, দ্বি-স ১৩৬১, পৃ ১০৭

৫ 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৩ দ্রষ্টব্য।

চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক যে, কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিবেক না।'

অমিত্রাক্ষর প্রবর্তনে মধুসূদনের সাফল্য উল্লেখ করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন :

> Your opinion of Madhu's poem is entirely my own, and Jatindra Mohan Tagore, a man of well cultivated taste, and an excellent judge of poetry, whom perhaps you know, concurs with me. It is the first and a most successful attempt to break through the jingling monotony of the পয়ার, and as a poem the best we have in the language.

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের চরণ সংখ্যা ২৫২০; প্রথম সর্গে ৬৬৬, দ্বিতীয় সর্গে ৫৮৫, তৃতীয় সর্গে ৬৪৪ ও চতুর্থ সর্গে ৬২৫ চরণ আছে। নিম্নে প্রথম সর্গের প্রথম ২৫ চরণ উদ্ধৃত হল :

ধবল নামেতে গিরি | হিমাদ্রির শিরে— ১
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা | ভীষণদর্শন ; ২
সতত ধবলাকৃতি, | অচল, অটল ; ৩
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা, | শুভ্রবেশধারী, ৪
নিমগ্ন তপঃসাগরে | ব্যোমকেশ শূলী— ৫
যোগীকুলধ্যেয় যোগী ! | নিকুঞ্জ, কানন, ৬
তরুরাজি, লতাবলী, | মুকুল, কুসুম— ৭
অন্যান্য অচলভাবে | শোভে যে সকল, ৮
(যেন মরকতময় | কনককিরীট) ৯
না পারে এ গিরি, সবে | করি অবহেলা ১০
বিমুখ পৃথিবীপতি | পৃথ্বীসুখে যেন ১১
জিতেন্দ্রিয় ! সুনাদিনী | বিহঙ্গিনীদল, ১২
সুনাদী বিহঙ্গ, অলি | মত্ত মধুলোভে, ১৩
কভু নাহি ভ্রমে তথা ! | মৃগেন্দ্র কেশরী,— ১৪
করীশ্বর,—গিরীশ্বর | শরীর যাহার,— ১৫
শার্দ্দূল, ভল্লুক, বন | চর জীব যত— ১৬
বনকমলিনী কুর | ঙ্গিণী সুলোচনা,— ১৭
ফণিনী মণিকুন্তলা, | বিষাকর ফণী,— ১৮
না যায় নিকট তার | —বিকট শেখর ! ১৯
অদূরে ঘোর তিমির | গভীর গহ্বরে, ২০
কলকল করে জল | মহাকোলাহলে, ২১
ভোগবতী স্রোতস্বতী | পাতালে যেমতি ২২
কল্লোলিনী ; ঘন স্বনে | বহেন পবন, ২৩
মহাকোপে লয়রূপে | তমোগুণান্বিত, ২৪
নিশ্বাস ছাড়েন যেন | সর্ব্বনাশকারী।[৬] ২৫

৬ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৫-৬

কাব্যোপযোগিতার পাশাপাশি এই ছন্দের নাট্যোপযোগিতা কবি পরীক্ষা করেন 'পদ্মাবতী' নাটকে (এপ্রিল, ১৮৬০) এবং এই নাটক 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের (মে, ১৮৬০) একমাস আগে প্রকাশিত হয়। 'পদ্মাবতী' নাটকের চতুর্থাঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে আছে :

(সারথিবেশে কলির প্রবেশ।)

কলি। (স্বাগত) আমি কলি ; এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে ১
শুনিয়া আমার নাম ? সতত কুপথে ২
গতি মোর। নলিনীরে সৃজেন বিধাতা— ৩
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার ৪
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ বলে। ৫
শশাঙ্ক যে কলঙ্কী—সে আমার ইচ্ছায়! ৬
ময়ূরের চন্দ্রক-কলাপ দেখি, রাগে ৭
কদাকারে পা-দুখানি গড়ি তার আমি! (পরিক্রমণ) ৮
জন্ম মম দেবকুলে ; অমৃতের সহ ৯
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে। ১০
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি সমান মোর কাছে। ১১
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে ১২
হিত মোর ; পরদুঃখে সদা আমি সুখী। ১৩
(চিন্তা করিয়া) এ বিদর্ভপুরে,— ১৪
নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল ; তার প্রতি ১৫
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী, ১৬
আর মুরজা রূপসী, কুবের-রমণী ;— ১৭
এ দোঁহার অনুরোধে, মায়া-জালে আমি ১৮
বেড়িয়াছি নৃপবরে, নিষাদ যেমতি ১৯
ঘেরে সিংহে ঘোর বনে বধিতে তাহারে। ২০
মাহেশ্বরীপুরীর ঈশ্বর যজ্ঞসেন— ২১
পদ্মাবতী নামে তার সুন্দরী নন্দিনী ; ২২
ছদ্মবেশে বরি তারে রাজা ইন্দ্রনীল ২৩
আনিয়াছে নিজালয়ে ; এ সংবাদ আমি ২৪
ভাটবেশে রটিয়া দিয়াছি দেশে দেশে। ২৫
পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি ২৬
থাবা দিয়া বসিয়াছে এ নগর-দ্বারে— ২৭

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খনাদ)

কলি। (স্বগত) ঐ শুন— ২৮
বীর দর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝো এবে ২৯
ইন্দ্রনীল। (চিন্তা করিয়া) এই অবসরে যদি আমি ৩০
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি— ৩১
তা হলে কামনা মোর হবে ফলবতী। ৩২
প্রেয়সী-বিরহ শোকে ইন্দ্রনীল রায় ৩৩
হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে ৩৪
মরে বিষাদে। এ হেতু সারথির বেশে ৩৫

আসিয়াছি হেথা আমি। (পরিক্রমণ)। কি আশ্চর্য্য! ৩৬
অহো— ৩৭
এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজস্বিনী। ৩৮
এঁর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে ৩৯
অক্ষম কি হইনু হে? (সহাস্য বদনে) কেনই বা হব? ৪০
অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কভু ৪১
পারে তারে পরশিতে? দেখি, ভাগ্যক্রমে ৪২
পাই যদি রাণীরে এ তোরণ সমীপে। ৪৩
(চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া সপুলকে) এ কি? ৪৪
ওই না সে পদ্মাবতী? আয় লো কামিনি— ৪৫
এইরূপে কুরঙ্গিনী নিঃশঙ্কে অভাগা ৪৬
পড়ে কিরাতের পথে; এইরূপে সদা ৪৭
বিহঙ্গী উড়িয়া বসে নিষাদের ফাঁদে! (চিন্তা করিয়া) ৪৮
কিঞ্চিৎ কালের জন্যে অদৃশ্য হইয়া ৪৯
দেখি কি করা উচিত। (অন্তর্ধান।)[৭] ৫০

লক্ষণীয় যে, এখানে সংলাপের ব্যবহার নেই বরং এখানে সমগ্র অংশই কলির স্বগতোক্তি। এই অমিল কাব্যাংশে কমা-সেমিকোলন-দাড়ির ব্যবহার বাক্যের প্রয়োজনানুসারী।

১৪ চরণে 'এ বিদর্ভপুরে' = ৬ মাত্রা
২৮ চরণে 'ঐ শুন' = ৩ মাত্রা
৪৪ চরণে 'এ কি?' = ২ মাত্রা
৫০ চরণে 'দেখি কি করা উচিত' = ৮ মাত্রা

—অপূর্ণ বা খণ্ড চরণ ব্যবহৃত হয়েছে।

যতিচিহ্ন ব্যবহার বাক্যের প্রয়োজনানুসারী। কাব্যাংশের ৫০টি চরণের মধ্যে ১, ৩, ১৩ ও ৩০ চরণে ৪ মাত্রার পরে যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে—

১ চরণে—আমি কলি; এ বিপুল | বিশ্বে কে না কাঁপে
৩ চরণে—গতি মোর। নলিনীরে | সৃজেন বিধাতা—
১৩ চরণে—হিত মোর; পরদুঃখে | সদা আমি সুখী।
৩০ চরণে—ইন্দ্রনীল। এই অব | সরে যদি আমি

৩৫ চরণে ৫ মাত্রার পরে যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে—

মরে বিষাদে। এহেতু | সারথির বেশে

৩৪ চরণে ৬ মাত্রার পরে যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে—

হারাইবে প্রাণ, ফণী | মণি হারাইলে

৭ পদ্মাবতী নাটক, চতুর্থাঙ্ক, 'মধুসূদন-নাট্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ১৮১-৮২

৮ মাত্রার পরে যতিচিহ্ন আছে ২, ৬, ৯, ১৭, ১৮, ১৯, ২৪, ৪০, ৪২, ৪৫ ও ৪৭ চরণে। ১০ মাত্রার পরে যতিচিহ্ন আছে ১৫ ও ৪২ চরণে—

১৫ চরণে—নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্র | নীল ; তার প্রতি
৪২ চরণে—পারে তারে পরশিতে ? | দেখি, ভাগ্যক্রমে

১২ মাত্রার পরে যতিচিহ্ন আছে ৭ ও ১২ চরণে—

৭ চরণে—ময়ূরের চন্দ্রক-ক | লাপ দেখি, রাগে
১২ চরণে—পরের যাহাতে ঘটে | বিপরীত, তাতে

এর মধ্যে ৭ম চরণে পর্ববিন্যাস অস্বচ্ছন্দ।

১৪ মাত্রার পরে যতিচিহ্ন আছে, ৩, ৫, ৬, ৮, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৫ ও ৪৮ চরণে। এই ২৪টি চরণে সুস্পষ্ট যতিপাত ছাড়াও অধিকাংশ চরণে অন্ত্যবিরতি দুর্লক্ষ্য নয়।

এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মধুসূদন এই ছন্দে সংলাপ রচনা করেছেন। সেই অংশ নিম্নরূপ :

(কলির প্রবেশ)

কলি।	(স্বগত) এই ত হরণ করি	আনিনু রাণীরে	১
	এ ঘোর কাননে। এবে	কোথায় ইন্দ্রাণী ?	২
	যে প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে	করেছিনু আমি,	৩
	রক্ষা করিয়াছি তাহা	পরম কৌশলে,—	৪
	(কলির কৌশল কভু | হয় কি বিফল ?)	৫
	যাই এবে স্বর্গে (অবলোকন করিয়া)		৬ক
	অহো।	এই যে পৌলোমী	৬খ
	মুরজার সঙ্গে—		৭ক

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ।)

	(প্রকাশে) দেবী,	আশীর্ব্বাদ করি।	৭খ
শচী।	প্রণাম। হে দেববর,	কি করেছ বল ?	৮
কলি।	পালিনু তোমার আজ্ঞা	যতনে, ইন্দ্রাণী,	৯
	বিদায় করহ এবে	যাই স্বর্গপুরে।	১০
শচী।	(ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে ?		১১ক
কলি।	এই ঘোর বনে		১১খ
	সখী সহ আনি তারে	রেখেছি, মহিষি। (সহাস্য বদনে)	১২
	রথে যবে তুলি দোঁহে	উঠিনু আকাশে,	১৩
	কত যে কাঁদিল ধনী,	করিল মিনতি,	১৪
	সে সকল মনে হলে—	হাসি আসে মুখে।	১৫
মুর।	(স্বগত) হেন দুরাচার আর	আছে কি জগতে ?	১৬

MANUSCRIPT

	(প্রকাশে) ভাল কলিদেব,—	১৭
	কিছু কি হলো না দয়া, | তোমার হৃদয়ে?	১৮
কলি।	সে কি, দেবি? হরিণীরে | মৃগেন্দ্র কেশরী	১৯
	ধরে যবে, শুনি তার | ক্রন্দনের ধ্বনি,	২০
	সদয় হইয়া সে কি | ছাড়ি দেয় তারে?	২১
শচী।	কলিদেব,—	২২
	শত ধন্যবাদ আমি | করি গো তোমারে।	২৩
	শতকোটি প্রণাম তো | মার ও চরণে।	২৪
	বাঁচালে আমারে তুমি | তোমার প্রসাদে	২৫
	রহিল আমার মান | অপ্সরীর দলে	২৬
	যাহে প্রাণ চাহে তব, | পাইবে তাহারে—	২৭
	পাঠাইব তারে আমি | তোমার আলয়ে,	২৮
	রবিরে প্রদান যথা | করয়ে সরসী	২৯
	নব কমলিনী হাসি— | নিশি অবসানে।	৩০
	যত রত্নরাজী আছে | বৈজয়ন্ত-ধামে	৩১
	তোমার সে সব। দেখ, | আজি হতে শচী—	৩২
	ত্রিদিবের দেবী—দেব, | হলো তব দাসী।	৩৩
	যাও চলি স্বর্গে এবে। | শীঘ্র আসি আমি	৩৪
	যথোচিত পুরস্কারে | তুষিব তোমারে।	৩৫
কলি।	যে আজ্ঞা। বিদায় তবে | হই আমি, সতি।	৩৬
	(প্রস্থান) [৮]	

এখানে, সংলাপের প্রয়োজন, ৬ক ও ৬খ, ৭ক ও ৭খ এবং ১১ক ও ১১খ চরণ সমূহের সজ্জায় দৃশ্যমান বৈচিত্র্য আছে। তিনটি ক্ষেত্রেই ক+খ=১৪ মাত্রা—

৬ক—যাই এবে স্বর্গে	=৬ মাত্রা	১৪ মাত্রা
৬খ— অহো! এই যে পৌলোমী	=৮ মাত্রা	
৭ক—মুরজার সঙ্গে	=৬ মাত্রা	১৪ মাত্রা
৭খ— দেবী, আশীর্ব্বাদ করি।	=৮ মাত্রা	
১১ক—কোথায় রেখেছ তারে?	=৮ মাত্রা	১৪ মাত্রা
১১খ— এই ঘোর বনে	=৬ মাত্রা	

১১ক ও ১১খ-তে ৮।৬ পর্বক্রম রক্ষিত। কিন্তু ৬ক ও ৬খ এবং ৭ক ও ৭খ-তে ব্যবহৃত হয়েছে ৬।৮—এই বিপরীত পর্বক্রম। অবশ্য, উভয় ক্ষেত্রে, এক চরণে লিখলে ৮।৬ পর্বক্রম ফিরে আসে:

৬ যাই এবে স্বর্গে অহো! \| এই যে পৌলোমী
৭ মুরজার সঙ্গে দেবী \| আশীর্বাদ করি।

এই নাট্যাংশে ১৯ চরণে যতি পড়েছে ২ মাত্রার পর; ৮ ও ৩৬ চরণে যতি পড়েছে ৩ মাত্রার পর; ১৯ ও ২০ চরণে যতি পড়েছে ৪ মাত্রার পর; ২, ৩২ ও ৩৩ চরণে যতি পড়েছে ৬ মাত্রার পর; ৮, ১৪, ১৫, ২৫ ২৬, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ চরণে যতি পড়েছে

৮ ঐ; পৃ ১৮৭-৮৮

৮ মাত্রার পর ; ৯ ও ১২ চরণে যতি পড়েছে ১১ মাত্রার পর ; এবং ৮ ও ৩৬ চরণে যতি পড়েছে ১২ মাত্রার পর। ২৪ চরণে পর্ববিভাগে অস্বাচ্ছন্দ্য আছে। এই অংশে ১৪ মাত্রার পরে যতিচিহ্ন আছে—২,৩,৪,৫,৮,৯,১০,১৩,১৪,১৫,১৬,১৮,২০,২১,২৩,২৪, ২৭,২৮,৩০,৩২,৩৩,৩৫, ও ৩৬ চরণে। এই ২৩ টি চরণে সুস্পষ্ট যতিপাত ছাড়াও অধিকাংশ চরণান্তেই বিরতি প্রত্যক্ষ।

পদ্মাবতী নাটকের সমাপ্তিতে নারদের শেষ সংলাপে পুনরায় এই ছন্দের প্রয়োগ আছে। ঐ অংশ নিম্নরূপ :

নারদ। (রাজার প্রতি) আমিও আশীষ করি, | শুন নরপতি। ১
সুখে সদা কর বাস | অবনী-মণ্ডলে, ২
পরাভবি শত্রুদলে, | মিত্রকুল পালি, ৩
ধর্ম্মপথগামী যথা | ধর্ম্মের নন্দন ৪
পৌরব। চরমে লভ | স্বর্গ ধর্ম্মবলে। ৫
(পদ্মাবতীর প্রতি) যশঃসরে চিররুচি | কমলিনীরূপে ৬
শোভ তুমি পদ্মাবতী— | রাজেন্দ্রনন্দিনী, ৭
যযাতির প্রণয়িনী | দৈত্যরাজবালা ৮
শর্মিষ্ঠা যেমতি। তার | সহ নাম তব ৯
গাঁথুক গৌড়ীয় জন | কাব্যরত্নহারে, ১০
মুকুতা সহ মুকতা | গাঁথে লোক যথা।[৯] ১১

এখানে ৫ চরণে ৩ মাত্রার পরে যতি আছে। এবং ১, ৩, ৭ ও ৯ চরণে ৮ মাত্রার পরে যতি পড়েছে। ১৪ মাত্রার পরে যতি পড়েছে ১, ২, ৩, ৫, ৭, ১০ ও ১১ চরণে। অন্যান্য চরণেও অন্ত্যবিরতি সুস্পষ্ট।

'পদ্মাবতী' নাটকে ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর তাই নিরীক্ষার স্বাক্ষরবহ। নাটকে এই ছন্দের উপযোগিতা সম্বন্ধে, রাজনারায়ণ বসুকে ১৫ই মে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে লেখা এক পত্রে মধুসূদন বলেন :

> I am of opinion that our dramas should be in Blank-Verse and not in Prose, but the innovation must be brought about by degrees.[১০]

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও ঐ সময় মধুসূদনকে লেখা এক পত্রে অনুরূপ[১১] মনোভাব প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ মধুসূদন বাংলা নাটকে আর অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেন নি। কবিতায় অমিত্রাক্ষর প্রয়োগ প্রার্থিত পরিণতি লাভ করে মেঘনাদবধ কাব্যে। যেমন :

> কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
> বিরাজে বীরেন্দ্রবলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
> পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।
> জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।

৯ ঐ, পঞ্চমাঙ্ক, পৃ ২০৭-৮
১০ পত্র ৪০, 'মধুসূদন-নাট্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৭৯২
১১ যোগীন্দ্রনাথ, পৃ ২৬৫-৬৬

প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বী নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখি-কুল! মিল, প্রিয়ে কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি—
সম এ পরাণ, কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়ন-তারা! মহার্হ রতন!
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে।[১২]

অমিত্রাক্ষর ছন্দের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'। এই কাব্যের এগারোটি ভিন্নধর্মী চরিত্রের পরিস্ফুটনে কবি এ ছন্দ সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করেন। এ ছন্দের নাট্যোপযোগিতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। একটি দৃষ্টান্ত:

কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে?—
যাহা ইচ্ছা কর, দেব; কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী
ভিখারিণী—বেশে দাসী। দেশ-দেশান্তরে
ফিরিব; যেখানে যাব, কহিব সেখানে
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা কব সর্ব্বজনে।
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'[১৩]

অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে মধুসূদন কয়েকটি পত্রে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এর মধ্যে নিম্নলিখিত পত্র কয়টির নির্বাচিত অংশসমূহ উল্লেখযোগ্য:

১. Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English in the *toughest* of poets—I mean old John Milton! And Virgil and Homer are anything but easy. But let that pass. You no doubt excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke,

১২ মেঘনাদবধ কাব্য: পঞ্চম সর্গ, 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ২৪২-৪৩
১৩ বীরাঙ্গনা কাব্য: চতুর্থ সর্গ, ঐ, পৃ ৪৩৫-৩৬

and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genious.

...I do not know what European told you that I had a great contempt for Bengali, but that was a fact. But now—I even go the length of believing that our Blank Verse "thrashes the Englishers" as an American would say! But joking apart, is not Blank Verse in our language quite as grand as in any other ?১৪

২. I need scarcely tell *you* that the Blank form of verse is the *best* suited for poetry in every language. A *true* poet will always succeed best in Blank Verse as a bad one in Rhyme. The grace and beauty of the former's thoughts will claim attention, as the melody of the latter will conceal the poverty of his mind. Besides, a truly noble mind will always wither away under restraint, of whatever description that restraint may be. In China, they confine the feet of their women in iron shoes. What is the result ? Lameness !

Our 7 footed verse is *our* 'heroic' measure. I hope, one of these days to send you specimens of it. When I first began to write my ear used to rebel, but now I have grown completely reconciled to Bengali Blank verse, and its melody and power *astonish* me. The form of verse in which this drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank verse sounds like English prose—retaining at the same time a sweet musical impression. I have used more "অনুপ্রাস" and "যমক" than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with blank verse. Take my word for it, that Blank verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, *our* classic writers. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly lift. If we have no 'genious' among ourselves, let us prepare the way for future ones. Have you ever heard of Sackville—Lord Buckhurst, born in 1527 ? This nobleman's play, called "Gordobuc" first introduced to Englishmen the form of verse in which William Shakespeare wrote. My motto is, "Fire away, my boys !" The Namby-Pamby-wallahs—the imitators of Bharat Chunder—*our* Pope, who has—

"Made poetry a mere mechanical art,
And every warbler has his tune by heart !"

may frown or laugh at us, but I say—"Be hanged" to them !১৫

৩. You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain ; our language, as regards the doctrine of accent and quantity, is an "apostate," that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our Family-Priest ! If your friends know English, let them read

১৪ রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মধুসূদনের পত্র, ২৪শে এপ্রিল ১৮৬০, পত্র সংখ্যা ৩৯, 'মধুসূদন নাট্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৭৯০-৯১

১৫ কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে মধুসূদন, পত্র সংখ্যা ৫৯, ঐ, পৃ ৮২৪-২৫

the Paradise Lost, and they will find how the verse, in which the Bengali poetaster writes is constructed. The fact is, my dear fellow, that the prevalence of Blank verse in this country, is simply a question of time. Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.১৬

৪. Blank verse is the 'go' now. As old Runjit Sing used to say, when looking at the map of India,—"*Sub lal ho jaga*" I say "Sub Blank verse ho jaga". I had a long talk with Rungo Lal, last evening, on the subject of versification in general and Blank verse in particular : he said—"I acknowledge Blank verse to be the noblest measure in the language, but I say that no one but man accustomed to read the Poetry of England would appreciate it for years to come. I grinned and said "N'importe". I did not care a cowry when it became popular, provided I knew that some day or other, it would become popular.

So many fellows have, of late, been at me to explain the structure of the new verse that I have been obliged to think of the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 11th and 12th. Examples :—

"জয় জয় অমরারি যার ভুজবলে,
পরাজিত আদিত্যেয় দিতিসুতরিপু,
বজ্রী।" তিলো—৪।
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয়-হৃদয়ে
অনঙ্গ।" মেঘ—২।
"কেহ কহে দুরন্ত কৃতান্তে গদা মারি
খেদাইনু।" তিলো—৪।
"আইলেন যক্ষেশ্বরী, মুরজা সুন্দরী
কুঞ্জরগামিনী।"—তিলো—২।

And so on. If this would satisfy the friends about whom you wrote to me sometime ago, they are welcome to this explanation.১৭

৫. Talking about Blank Verse, you must allow me to give you a jolly little anecdote. Some days ago I had occasion to go to the chinabazar. I saw a man seated in a shop and deeply over Meghanad. I stepped in and asked him what he was reading. He said in very good English :—

"I am reading a new poem, Sir !" "A poem !" I said "It thought there was no poetry in your language." He replied—"Why,, sir, here is poetry that would make any nation proud."

I said "well, read and let me know." My literary shopkeeper looked hard at me and said "Sir, I am afraid you wouldn't understand this author."

১৬ রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন, পত্র সংখ্যা ৪১, ঐ, পৃ ৭৯৫
১৭ ঐ, পত্র সংখ্যা ৪৬, ঐ, পৃ ৮০৫-৬

I replied, "Let me try my chance. "He read out of Book II. that part wherein Kam returns to Rati, standing at the ivory gate of the palace of Shiva, and Rati says to him.

"　　বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতিরঞ্জন।"

How beautifully the young fellow read. I thought of the men who pretent to be scholars and pandits. I took the poem from him and read out a few passages to the infinite astonishment of my new friend. How eagerly he asked me where I lived? I gave him an evasive reply, for I hate to be bothered with visitors. I shook hands with him, and on parting asked him if he thought Blank verse would do in Bengali. His reply was, "Certainly, Sir. It is the noblest measure in the language.১৮

স্তবক বিন্যাসরীতির বৈচিত্র্য

অমিত্রাক্ষর ছন্দ নির্মাণে যেমনি তেমনি স্তবক-বিন্যাসরীতি-বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও শক্তির ও সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন মধুসূদন। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' বিভিন্ন স্তবক-গুচ্ছ রচনা করে বাংলা ছন্দে অভিনব স্পন্দন সৃষ্টি করেন কবি। এই বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত :

১. নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ!
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন!
চাতকী আমি স্বজনি, শুনি জলধর-স্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন?
যাক্ মান, যাক্ কুল, মন-তরী পাবে কূল;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ।১৯

২. তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি,
অভিমানে ঘনেশ্বর যাবে কাঁদি দেশান্তর.

১৮ ঐ, পত্র সংখ্যা ৫২, ঐ, পৃ ৮১৪-১৫
১৯ ব্রজাঙ্গনা : প্রথম সর্গ, ১ বংশীধ্বনি: ১, 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৩৬৭

। । ॥ ।। ।। । ।। ।।।
আখণ্ডল-ধনু লাজে পালাবে অমনি ;
।।।। ।। ।। ।।। ।।। ।।
দিনমণি পুনঃ আসি উদিবে আকাশে হাসি ;
।। ॥ ।। ।। ।।। ।।।
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী ;২০

৩. ।। ।।।। ।। ।। ।।।।
মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
। ।।। ।। ।। ।। । । ।।
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে।
। ॥ ।।। ।। ॥ ।। । । ।।
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
। ॥ । ॥ ।। ।। ।।।।
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
।। । ।। । ।। ।। ।।।।
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী ?২১

৪. ॥ ।। ।।। ।।।
আয়, পাখি, আমরা দুজনে
।। ।। ।। ।। ।। । ।।।
গলা ধরা ধরি করি ভাবি লো নীরবে ;
। ॥ ।।। ॥ ॥ ।। ॥ ॥
নবীন নীরদে প্রাণ, তুই করেছিস্ দান—
। । ॥ ।।
সে কি তোর হবে ?
॥ । ।।। ।। ।।।। ।
আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে ?
॥ ॥ ।। ।। ।। ।।।।
তুই ভাব্ ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে !২২

৫. । । ।। ।। ।। ।।।
লোকে বলে রাধা কলঙ্কিনী !
।। ।। ।। ।। ।। ।।।
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, সীমন্তিনি ?
।।। ।।। ।।
অনন্ত, জলধি নিধি—

২০ ঐ, ২ জলধর : ৫, ঐ, পৃ ৩৭০
২১ ঐ, ৩ যমুনাতটে : ১, ঐ, পৃ ৩৭১
২২ ঐ, ৪ ময়ূরী : ২, প ৩৭৪ ৭৫

‖ ‖ ।। ।। ।। ‖ ।।
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি,
।। ।। ।।।।।।
তবু তুমি মধুবিলাসিনী!
‖ ।। ‖ ।।　　।। ।।।।।।
শ্যাম মম প্রাণ স্বামী—　　শ্যামে হারায়েছি আমি,
। ‖ । । । ।। ‖ । । ।।
আমার দুঃখে কি তুমি হও না দুঃখিনী?[২৩]

। ।।। । । ।। ।। ।।।।
৬. না উত্তরি মোরে, রামা, যাহা আমি বলি
‖ ।। ।।
তাই তুমি বল?
।। ।।।।।।　　।।। ।। ।।।
জানি পরিহাসে রত,　　রঙ্গিনি, তুমি সতত,
।।।।।।‖।‖।‖
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল?
।। ।।　‖ ।।　।।।।।।
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,—
।।।।　।।।।।‖।।।
কাঁদ, কাঁদে; হাস, হাসে, মাধব-রমণি![২৪]

। ‖ ।।।।।।।।।
৭. কনক উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে,
। ‖ ।।।
হে সুর-সুন্দরি!
। ‖ ।।।　　।।।।‖।।
কুমুদ মুদয়ে আঁখি,　　কিন্তু সুখে গায় পাখী,
।।।।।।।।।।।।
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী;
।।।।।।।।　　।।।‖।।।
বরসরোজিনী ধনী,　　তুমি হে তার স্বজনী,
।।‖।।।।।।।।।
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি![২৫]

।। ।। ‖ ।।।।।।
৮. কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি

২৩ ঐ, ৫ পৃথিবী: ৫, ঐ, পৃ ৩৭৭
২৪ ঐ, ৬ প্রতিধ্বনি: ১, ঐ, পৃ ৩৮০
২৫ ঐ, ৭ উষা: ১, ঐ, পৃ ৩৮০

। । । । ।
ভরিয়া ডালা ?
। । । । । । । । । । । ।
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
। ‖ । ।
তারার মালা ?
‖ । । । । । ‖ । । । ।
আর কি যতনে, কুসুম রতনে
। ‖ । ।
ব্রজের বালা ?[২৬]

৯. । । । । ‖ । । । ‖ । ‖
শুনেছি মলয় গিরি তোমার আলয়—
। ‖ । ‖
মলয় পবন !
। । । । ‖ । । । । । । । । । । । ।
বিহঙ্গিনীগণ তথা গাহে বিদ্যাধরী যথা,
। ‖ । ‖ । । । ‖ । ‖
সঙ্গীত সুধায় পূরে নন্দন কানন ;
। ‖ । । । । । । । । । । । । । । ।
কুসুমকুলকামিনী, কোমলা কমলা জিনি,
। । । । । । । । । । ‖ । ‖
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদন। [২৭]

১০. । । । । । । । । । । । । । ।

১১.
যাও চলি, বায়ু-কুলপতি,
কোকিলার পঞ্চস্বর　　বহ তুমি নিরন্তর—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী !
মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন,
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন।[২৯]

১২.
হে ধীর ! শরমহীন ভেবো না রাধারে—
অসহ যাতনা দেব, সহিব কেমনে ?
ডুবি আমি কুলবালা অকূল পাথারে,
কি করে নীরবে রবো শিখাও আমারে—
এ মিনতি তোমার চরণে।
কুলবতী যে রমণী,　　লজ্জা তার শিরোমণি—
কিন্তু এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে।
মধু কহে, লাজে নাহি বাজ, ভজ, বামা,
শ্রীমধুসূদনে।[৩০]

১৩.
নিজে যে দুঃখিনী,　　পরদুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিনু তোমারে ;—
আজিও পাখীর মনঃ,　　বুঝি আমি বিলক্ষণ—
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে।

২৯ ঐ, ১১ গোধূলি : ৭, ঐ, পৃ ৩৯০
৩০ ঐ, ১২ গোবর্দ্ধন গিরি : ৬, ঐ, পৃ ৩৯২

সারিকা অধীর ভাবি কুসুম-কানন,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন। ৩১

১৪. এই যে কুসুম শিরোপরে, পরেছি যতনে,
মম শ্যাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল রতনে!
বসুধা নিজ কুন্তলে পরেছিল কুতূহলে
এ উজ্জ্বল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া—
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী? ৩২

১৫. যমুনা পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী
হে নিকুঞ্জবন,
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে,
হে সখে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন!
সুধাংশু সুধার হেতু, বাঁধিয়া আশার সেতু,
কুমুদীর মনঃ যথা উঠে গো গগনে,
হেরিতে মুরলীধর— রূপে যিনি শশধর—
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—
তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ নন্দের নন্দন। ৩৩

---

৩১ ঐ, ১৩ সারিকা : ২, ঐ, পৃ ৩৯৩
৩২ ঐ, ১৪ কৃষ্ণচূড়া : ১, ঐ, পৃ ৩৯৫
৩৩ ঐ, ১৫ নিকুঞ্জ বনে : ১, ঐ, পৃ ৩৯৬

১৬.

। । । । ।। ‖ ।। । । ‖
কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
। ‖ । ‖
মধুর বচন!
। । । । । । । । ‖ । ।
সহসা হইনু কালা ; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
‖ । । । । ‖ । । । । ‖
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন!
।। ‖ । । । । । । । । । ।
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে কেন কাঁদ, ধনি,
। । । । । । । । । । । । ‖
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন? ৩৪

১৭.

। ‖ । । । । । । ‖ । । ‖ ‖
ভ্রমর গুঞ্জরে যথা ; গায় পিকবর, সই,
। । ‖ । ।
সুমধুর বোলে ;
। । । । । । । । । । ‖
মরমরে পাতাদল ; মৃদুরবে বহে জল
। ‖ । । । ।
মলয় হিল্লোলে ;—
। ‖ । । । । । । । । ‖ ‖ । ।
কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে,—
। ‖ । । । । । । । । । । । ।
কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
‖ । । । । । । ‖ । । । ।
পাই যদি হেন স্থলে গোকুলরতনে? ৩৫

১৮.

। । ।
সখি রে,—
‖ । । । । । । । । ‖ । । ।
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে!
। । ‖ । । ‖ । ‖ । । ‖
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
। । । । । । । ‖
উছলে সুরবে জল,

৩৪ ঐ, ১৬ সখী : ৭, ঐ, পৃ ৪০০
৩৫ ঐ, ১৭ বসন্তে : ৫, ঐ, পৃ ৪০২

‖ । ।।
চল লো বনে।
‖ । ।।। । । ।। ।।।।।
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে।[৩৬]

ব্রজাঙ্গনা কাব্যে এভাবে কবি ১৮ ধরনের স্তবকগুচ্ছ রচনা করে সমিল কবিতায় বৈচিত্র্য সৃষ্টির নিরীক্ষা করেছেন।

বাংলা সনেট প্রবর্তন

বাংলা ভাষা ও ছন্দে মধুসূদনের সতত নিরীক্ষামুখীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কৃতিত্ব 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী,' বাংলা সনেট প্রবর্তন ও সার্থক সনেট রচনার স্বাক্ষরবাহী।

কবিচিত্তে বাংলা সনেট রচনার বাসনা প্রথম জাগ্রত হয় সম্ভবতঃ ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে। এ বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এক পত্রে কবি লেখেন :

… I want to introduce the sonnet into our language and some morning ago, made the following :

কবি-মাতৃ-ভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কতকাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্ট দেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজগৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?

What say you to this my good friend ! In my humble opinion, if cultivated by men of genious, our sonnet in time would rival the Italian"[৩৭]

উদ্ধৃত কবিতাটি পুনর্লিখিত হয়ে 'বঙ্গভাষা' নামে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে মুদ্রিত হয় :

---

৩৬ ঐ, ১৮ বসন্তে : ১, ঐ, পৃ ৪০৩
৩৭ পত্র ৪৭, 'মধুসূদন-নাট্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৮০৭

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবলে; ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে॥ ৩৮

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে বাংলা সনেট রচনার বাসনা প্রকাশিত হলেও বাংলায় সনেট রচনায় কবি নিমগ্ন হন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে অবস্থানকালে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে। ভার্সাই থেকে এ বছরের ২৬শে জানুয়ারী তারিখের এক পত্রে গৌরদাস বসাককে কবি লেখেন:

You again date your letter from "Bagirhat". Is this "Bagirhat" on the bank of my own native river ? I have been lately reading Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some "sonnets" after his manner. There is one addressed to this very river কবতক্ষ। I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, get these sonnets copied and sent to Jatindra and Rajnarain and let me know what they think of them. I dare say the sonnet "চতুর্দ্দশ-পদী" will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third ; I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্র রায় never had such an *elegant* compliment paid to him. There's variety for you, my friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of Poetry. Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up ৩৯

মধুসূদন প্রকৃতপক্ষে 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'জয়দেব' 'সায়ংকাল' ও 'কবতক্ষ নদ' এই চারটি কবিতা পাঠান। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ওর মধ্যে 'জয়দেব' ও 'সায়ংকাল' অধিকতর পছন্দ করেন এবং এ সম্পর্কে গৌরদাস বসাককে লেখেন:

I have perused the four sonnets with attention and I should think they are fully worthy of our poet's pen. Of the four I give greater preference to two. I mean the one addressed to Jaidev and the other describing Evening. The ideas of the latter tho' perhaps not quite original are wholly new in the Bengalee and his adaptations are so peculiarly happy that they almost deserve the credit of originality. Our poet takes nothing but what he is sure to imp-

৩৮ 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী : ৩, 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৪৯০-৯১

৩৯ 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৬৭ উদ্ধৃত

rove, and ideas and sentiments however foreign assume a natural grace and beauty when they pass thro' his crucible. The third sonnet is full of tender feelings but I think it has not the simplicity and ease which characterize the other two. As desired I have handed over all the four sonnets together with Michael's letter to our friend Rajender and I dare say he will be glad to give them a place in his Periodical. ৪০

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় 'কবতক্ষ নদ' ও 'সায়ংকাল'। কবিতা দুটির ভূমিকারূপে রাজেন্দ্রলাল লেখেন :

" চতুর্দ্দশপদী কবিতা।

নিম্নস্থ চতুর্দ্দশপদী কবিতাদ্বয় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তকর্তৃক প্রণীত। উক্ত মহোদয়ের শর্ম্মিষ্ঠা তিলোত্তমা মেঘনাদাদি কাব্য বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বাঙ্গালী মহাকাব্য বলিবার উপযুক্ত। অপর কবিবর কেবল উত্তম কাব্য লিখিয়াছেন এমত নহে। তাঁহাকর্তৃক বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াও তিনি এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার এই অভিনব কবিতা তাঁহার কবিত্ব-মার্ত্তণ্ডের অনুপযুক্ত অংশু নহে।" ৪১

চতুর্দশপদী কবিতাবলী গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে (১লা আগস্ট)। যে কারণেই হোক এই 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে কবিচিত্তের দেশমুখী ব্যাকুলতা ও আন্তরিক আবেগ ধ্বনিত হয়েছে। ৪২ নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় সনেটের ঋজু বন্ধনের মধ্যে কবি স্মরণ করেছেন তাঁর জন্মভূমির কপোতাক্ষ নদের কথা :

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্র ধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে!
আর কি হে হবে দেখা?—যতদিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে।৪৩

৪০ নগেন্দ্রনাথ, পৃ ২৭৭ উদ্ধৃত

৪১ "রহস্য সন্দর্ভ", ১২৯১ সংবৎ, ২ পর্ব্ব, ২১ খণ্ড, পৃ ১৩৬.; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পঞ্চম মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৩৬২, পৃ ৷৷/০৷ উদ্ধৃত।

৪২ মধুসূদনের সনেট সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : জগদীশ ভট্টাচার্য 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ', কলিকাতা, ১৩৬৪

৪৩ 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' : ৩৪, 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৫১১-১২

সনেট রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদন পেত্রার্কার রীতি প্রধানতঃ অনুসরণ করতে অভিলাষী ছিলেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি যে স্বাধীনতা গ্রহণ করেননি তা নয়। সনেট রচনায় তাঁর কৃতিত্ব যে অনন্যসাধারণ এতে কোন সন্দেহ নেই।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র মিলবিন্যাস

১ উপক্রম (১)	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
২ উপক্রম (২)	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৩ বঙ্গভাষা	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ ছ চ জ জ
৪ কমলে কামিনী	ক খ খ ক	ক খ খ ক	চ ছ জ চ ছ জ
৫ অন্নপূর্ণার ঝাঁপি	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ(জ?)

['ছ' মিল চঞ্চল, মঙ্গল, মণ্ডল। ১৪ চরণে 'মণ্ডলে' পাঠ আছে।]

৬ কাশীরাম দাস	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ জ জ
৭ কৃত্তিবাস	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ জ চ ছ জ
৮ জয়দেব	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ ছ চ জ জ
৯ কালিদাস	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
১০ মেঘদূত (১)	ক খ ক খ	খ ক ক খ	চ ছ ছ চ ছ চ
১১ মেঘদূত (২)	ক খ খ ক	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ চ
১২ "বউ কথা ক[illegible]	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
১৩ পরিচয় (১)	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
১৪ পরিচয় (২)	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
১৫ যশের মন্দির	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ ছ চ ছ চ
১৬ কবি	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
১৭ দেব-দোল	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
১৮ শ্রী পঞ্চমী	ক খ খ ক	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ

১৯ কবিতা	॥	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২০ আশ্বিন মাস	॥	ক খ খ ক	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
২১ সায়ংকাল	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২২ সায়ংকালের তারা	॥	ক খ খ ক	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২৩ নিশা	॥	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২৪ নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির	॥	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২৫ ছায়াপথ	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২৬ কুসুমে কীট	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
২৭ বটবৃক্ষ	॥	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২৮ সৃষ্টি কর্ত্তা	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২৯ সূর্য্য	॥	ক খ ক খ	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ

['খ' মিল=মনি, ধনি, গণি এবং ৮ম চরণে মেদিনী।]

৩০ সীতাদেবী	॥	ক খ খ ক	ক খ ক(গ?)খ	চ ছ চ ছ চ ছ

['ক' মিল=কথা, যথা। ৫ম চরণে 'বৃথা' দুর্বল মিল। ৭ম চরণে 'মহারথী' অমিল।]

৩১ মহাভারত	॥	ক খ খ ক	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৩২ নন্দন-কানন	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৩৩ সরস্বতী	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৩৪ কপোতাক্ষ নদ	॥	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৩৫ ঈশ্বরী পাটনী	॥	ক খ খ ক	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৩৬ বসন্তে একটি পাখীর প্রতি	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৩৭ প্রাণ	॥	ক খ খ ক	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৩৮ কল্পনা	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ

৩৯ রাশি-চক্র	॥	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৪০ সুভদ্রা-হরণ	॥	ক খ খ ক	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৪১ মধুকর	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৪২ নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৪৩ ভরসেল্‌স নগরে রাজপুরী ও উদ্যান	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৪৪ কিরাত আর্জুনিয়ম্‌	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৪৫ পরলোক	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৪৬ বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে	॥	ক খ ক খ	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৪৭ শ্মশান	॥	ক খ খ ক	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৪৮ করুণ-রস	॥	ক খ খ ক	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৪৯ সীতা-বনবাসে (১)	॥	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৫০ সীতা-বনবাসে (২)	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৫১ বিজয়া-দশমী	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৫২ কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৫৩ বীর-রস	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৫৪ গদা-যুদ্ধ	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৫৫ গোগৃহ-রণে	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৫৬ কুরুক্ষেত্রে	॥	ক খ ক খ	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৫৭ শৃঙ্গার-রস (১)	॥	ক খ ক খ	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৫৮ শৃঙ্গার-রস (২)	॥	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৫৯ সুভদ্রা	॥	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৬০ উর্ব্বশী	॥	ক খ ক খ	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ

৬১ রৌদ্র-রস	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৬২ দুঃশাসন	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৬৩ হিড়িম্বা (১)	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৬৪ হিড়িম্বা (২)	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৬৫ উদ্যানে পুষ্করিণী	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৬৬ নূতন বৎসর	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৬৭ কেউটিয়া সাপ	ক খ ক খ	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৬৮ শ্যামা-পক্ষী	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৬৯ দ্বেষ (১)	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৭০ দ্বেষ (২)	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৭১ যশঃ	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৭২ ভাষা	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৭৩ সাংসারিক জ্ঞান	ক খ খ ক	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৭৪ পুরুরবা	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৭৫ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৭৬ শনি	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৭৭ সাগরে তরী	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৭৮ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৭৯ শিশুপাল	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ ছ চ ছ ০

[১৪ সংখ্যক চরণ নেই।]

৮০ তারা	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৮১ অর্থ	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৮২ কবিগুরু দান্তে	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ

৮৩	পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্‌ডষ্টুকর	॥	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৮৪	কবিবর আলফ্রেড টেনিসন	॥	ক খ খ ক	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৮৫	কবিবর ভিক্‌তর হ্যুগো	॥	ক খ খ ক	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৮৬	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৮৭	সংস্কৃত	॥	ক খ খ ক	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ

['ছ' মিল=হরষে, রসে, সরসে। ১৪ চরণে মুদ্রিত পাঠ 'সরস'।]

৮৮	রামায়ণ	॥	ক খ খ ক	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৮৯	হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৯০	ভারত-ভূমি	॥	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৯১	পৃথিবী	॥	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৯২	আমরা	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৯৩	শকুন্তলা	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৯৪	বাল্মীকি	॥	ক খ খ ক	ক ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ

['ক' মিল=কাননে, রণে, কারণে, বচনে, গরজনে। দ্বিতীয় স্তবকে ৩টি 'ক' মিল।]

৯৫	শ্রীমন্তের টোপর	॥	ক খ খ ক	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৯৬	কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া	॥	ক খ খ ক	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৯৭	মিত্রাক্ষর]	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৯৮	ব্রজ-বৃত্তান্ত	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৯৯	ভূতকাল (১)	॥	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
১০০	ভূতকাল (২)	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
১০১	আশা	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
১০২	সমাপ্তে	॥	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ

'বিবিধ কাব্য' অন্তর্গত পাঁচটি সনেটের মিল বিন্যাস

১ ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২ পুরুলিয়া	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ জ জ
৩ পরেশনাথ গিরি	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৪ পঞ্চকোট গিরি	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৫ পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ ছ চ ছ চ

১৮৪২ থেকে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত মধুসূদন ইংরেজীতে সনেট রচনা করেন। মধুসূদনের ইংরেজী সনেট সমূহের মিলবিন্যাস নিম্নরূপ :

28.	SONNET TO FUTURITY (1)	.. a b b a	c d d c	e f e g e g
29.	SONNET TO FUTURITY (2)	.. a b a b	b b a b	e f e f g g
30.	ON THE OCHTERLONY MONUMENT	.. a b b a	c d d c	e f g g f e
32.	COMPOSED DURING A MORNING WALK (1)	.. a b a b	c d c d	e f e f g g
33.	COMPOSED DURING A MORNING WALK (2)	.. a b b a	c d d c	e f e f e f
34.	TO A STAR DURING A CLOUDY NIGHT	.. a b b a	c d c d	e f e f g g
35.	COMPOSED DURING AN EVENING WALK	.. a b a b	c d c d	e f f e e f
37.	AFTER A SHOWER IN THE EVENING (2)	.. a b b a	a b b a	e f e f e f
38.	AFTER A SHOWER IN THE EVENING (3)	.. a b b a	c d c d	e f e f g g
39.	DO (5)	.. a b b a	a c a c	e f e g f g
40.	DO (6)	(I) a b b a	a b b a	e f e f e f
		(II) a b b a	a b a b	e f e f e f
41.	DO (7)	.. a b a b	c d d c	e f e f g g

43.	NIGHT	(I)	a b a b	c d d c	e f e f g g
		(II)	a b a b	c d c d	e f e f g g
		(III)	a b a b	c d c d	e f f e g g
51.	COMEST THOU AS ONE IN BEAUTY'S RAY (2)	..	a b a b	b a a b	e f g e f g
52.	DO (3)	..	a b a b	a b b a	e f g f e g
	INTRODUCTORY SONNET (VISIONS OF THE PAST)	..	a b b a	a b a b	e f e f g g

'বিবিধ কাব্যে'র অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত ১০টি কবিতায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অসমমাত্রার সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত রচনা করেছেন। উদ্ধৃতিসমূহে লক্ষ্য করা যাবে যে, কবি ১০, ৮ ও ৬ মাত্রার চরণ ব্যবহার করেছেন। মধুসূদনের এই নিরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের ছন্দ-নিরীক্ষার পূর্বসূত্র বলা যেতে পারে।

১.	ময়ূর কহিল কাঁদি | গৌরীর চরণে,	৮+৬
	কৈলাস-ভবনে ;—	৬
	"অবধান কর দেবি,	৮
	আমি ভৃত্য নিত্য সেবি	
	প্রিয়োত্তম সুতে তব | এ পৃষ্ঠ-আসনে।	৮+৬
	রথী যথা দ্রুত রথে,	৮
	চলেন পবন পথে	৮
	দাসের এ পিঠে চড়ি | সেনানী সুমতি ;	৮+৬
	তবু, মাগো, আমি দুখী অতি!" [৪৪]	৪+৬=১০
২.	একটি সন্দেশ চুরি করি,	১০
	উড়িয়া বসিলা বৃক্ষোপরি,	১০

৪৪ বিবিধ : ময়ূর ও গৌরী, ঐ, পৃ ৫৮০

‖ | ‖ | | |	
কাক, হৃষ্ট-মনে ;	৬
| | ‖ ‖ | |	
সুখাদ্যের বাস পেয়ে	৮
| | | | | | |	
আইল শৃগালী ধেয়ে,	৮
| | | | | | | ‖ | | |	
দেখি কাকে কহে দুষ্টা | মধুর বচনে ;—	৮+৬
| | ‖ ‖ | |	
"অপরূপ রূপ তব, মরি !	১০
| | | | ‖ | | |	
তুমি কি গো ব্রজের শ্রীহরি,—	৪+৬=১০
| | ‖ | | | | | | | |	
গোপিনীর মনোবাঞ্ছা ?—কহ গুণমণি !" [৪৫]	৮+৬
| | ‖ | | | ‖ | ‖	
৩. কালাগ্নির মত তপ্ত | তপন তাপন,—	৮+৬
| | | | | ‖ | ‖	
আমি কি লো ডরাই কখন ?	৪+৬=১০
| | | | | | | |	
দূরে রাখি গাভী-দলে,	৮
| ‖ | ‖ | |	
রাখাল আমার তলে	৮
| ‖ | | | | ‖	
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—	১০
| | | | ‖ ‖ | | ‖	
শুন, ধনি, রাজ-কাজ | দরিদ্র পালন।	৮+৬
| ‖ | ‖ | | | | | ‖	
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে | পথ-গামী জন।	৮+৬
| | | | | ‖	
কেহ অন্ন রাঁধি খায়	৮
| | | | | ‖	
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়	৮
| ‖ | | |	
এ রাজ চরণে।	৬
| | | | ‖ | |	
শীতলিয়া মোর ডরে	৮

৪৫ ঐ, কাক ও শৃগালী, ঐ, পৃ ৫৮২

	।। । । ।। । ।	
	সদা আসি সেবা করে	৮
	‖ । । ‖ । । । । । ‖	
	মোর অতিথির হেথা | আপনি পবন![৪৬]	৮+৬
	।। । । ‖ ‖ । ।। । । ।	
৪.	বঙ্গ এ দেশের নাম | বিখ্যাত জগতে	৮+৬
	। । ‖ । । । ।	
	ভারতের প্রিয় মেয়ে	৮
	। ‖ । ‖ । ।	
	মা নাই তাহার চেয়ে	৮
	।। । । । । । । । । । । ।	
	নিত্য অলঙ্কৃত হীরা | মুক্তা মরকতে।	৮+৬
	। । । । । । । ।	
	সস্নেহে জাহ্নবী তারে	৮
	। । ‖ । । । ।	
	মেখলেন চারিধারে	৮
	। ‖ । ‖ । । । ।	
	বরুণ ধোয়েন পা দু'খানি।	১০
	।। । । ‖ । ।	
	নিত্য রক্ষকের বেশে	৮
	। । । । ‖ । ।	
	হিমাদ্রি উত্তর দেশে	৮
	। ‖ ‖ । । ।	
	পরেশনাথ আপনি	৮
	। । ‖ । । । ।	
	শিরে তার শিরোমণি	৮
	‖ ‖ । । । । ‖ । । । ।	
	সেই এই বঙ্গভূমি | শুন লো ইন্দ্রাণী![৪৭]	৮+৬
	।। ।। । ।	
৫.	গদা সদা নামে	৬
	। । ‖ । ।	
	কোন এক গ্রামে	৬
	। । ‖ ‖	
	ছিল দুই জন।	৬
	‖ । । । । । । ।	
	দূর দেশে যাইতে হইল;	১০

৪৬ ঐ, রসাল ও স্বর্ণলতিকা, ঐ, পৃ ৫৮৩-৮৪

৪৭ ঐ, দেবদৃষ্টি, ঐ, পৃ ৫৯০

দুজনে চলিল। ৬

ভয়ানক পথ—পাশে | পশু ফণী বন, ৮+৬

ভল্লুক শার্দ্দুল তাহে | গর্জ্জে অনুক্ষণ। ৬+৮

কালসর্প যেমতি বিবরে, ১০

তস্কর লুকায়ে থাকে | গিরির গহ্বরে; ৮+৬

পথিকের অর্থ অপহরে, ১০

কখন বা প্রাণনাশ করে। [৪৮] ১০

৬. খুঁটিতে খুঁটিতে ক্ষুদ | কুক্কুট পাইল ৮+৬

একটি রতন ;— ৬

বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল,— ১০

"ঠোঁটের বলে না টুটে | এ বস্তু কেমন ?" ৮+৬

বণিক্ কহিল, | "ভাই, ৮

এ হেন অমূল্য রত্ন, | বুঝি, দুটি নাই!" ৮+৬

হাসিল কুক্কুট শুনি ; —"তণ্ডুলের কণা ৮+৬

বহুমূল্যতর ভাবি ; | —কি আছে তুলনা ?" ৮+৬

"নহে দোষ তোর, মূঢ়, | দৈব এ ছলনা, ৮+৬

জ্ঞান-শূন্য করিল গোঁসাই!" ১০

এই কয়ে বণিক ফিরিল। ১০

৪৮ ঐ, গদা ও সদা, ঐ, পৃ ৫৯১

মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য | কভু কি সে জানে? ৮+৬
নর-কুলে পশু বলি | লোকে তারে মানে;— ৮+৬
এই উপদেশ কবি | দিল এই ভানে।[৪৯] ৮+৬

৭. উদয়-অচলে, ৬
দিবা-মুখে এক-চক্রে | দিলা দরশন, ৮+৬
অংশু-মালা গলে, ৬
বিতরি সুবর্ণ-রশ্মি | চৌদিকে তপন। ৮+৬
ফুটিল কমল জলে ৮
সূর্য্যমুখী সুখে স্থলে, ৮
কোকিল গাইল কলে, ৮
আমোদি কানন। ৬
জাগে বিশ্বে নিদ্রা ত্যাজি | বিশ্ববাসী জন;[৫০] ৮+৬

৮. অপরে নির্ভর যার, | অতি সে পামর। ৮+৬
বায়ু-রূপ দ্রুত রথে চড়ি, ১০
সাগরের নীল পায়ে পড়ি, ১০
আনিয়াছি বারি;— ৬
ধরার এ ধার ধারি ৮
এই বারি পান করি, ৮

৪৯ ঐ, কুক্কুট ও মণি, ঐ, পৃ ৫৯৪৯৫
৫০ ঐ, সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি, ঐ, পৃ ৫৯৫

মেদিনী সুন্দরী	৬
স্তন-দুগ্ধ বিতরয়ে	৮
বৃক্ষ-লতা-শস্যচয়ে	৮
শিশু যথা বল পায়,	৮
সে রসে তাহারা খায়,	৮
অপরূপ রূপ-সুধা | বাড়ে নিরন্তর ;	৮+৬
তাহারা বাঁচায়, দেখ, পশু-পক্ষী-নর।[৫১]	৮+৬
৯. "অধিক-বয়স-ভরে | হয়ে হীন-গতি,	৮+৬
সিংহ কৃশ অতি।	৬
জনরব-রূপ-স্রোতে,	৮
ভাসাল ঘোষণা-পোতে,	৮
এই কথা ;—"মৃগরাজ | মগ্ন রাজকাজে ;	৮+৬
প্রজাবর্গ, রাজপুরে | পূজ কুল-রাজে[৫২]	৮+৬
১০. মেঘনাদ মেঘের পিছনে,	১০
অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে ;	১০
কেহ তারে মারিতে না পারে,	১০
ভয়ঙ্কর স্বপ্ন সম | আসে, —এসে যায়,	৮+৬

৫১ ঐ, মেঘ ও চাতক, ঐ, পৃ ৫৯৮

৫২ ঐ, পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু, ঐ, পৃ ৬০০

জয়-জরি শ্রীরামের | কটক লঙ্কায়	৮+৬
কভু নাকে, কভু কানে,	৮
ত্রিশূল-সদৃশ হানে	৮
হুল, মশা বীর।	৬
না হেরি অরিরে হরি,	৮
মুহুর্মুহু নাদ করি	৮
হইলা অধীর।	৬
হায়! ক্রোধে হৃদয় ফাটিল ;—	১০
গত-জীব মৃগরাজ | ভূতলে পড়িল!	৮+৬
ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি লোক | অবহেলে যারে,	৮+৬
বহুবিধ সঙ্কটে সে | ফেলাইতে পারে ;—	৮+৬
এই উপদেশ কবি | দিলা অলঙ্কারে।৫৩	৮+৬

৫৩. ঐ, সিংহ ও মশক, ঐ, পৃ ৬০১-২

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা

সৈয়দ আকরম হোসেন

পরমসূক্ষ্ম সামঞ্জস্যচেতনা, চলমানতাবোধ, সর্বাস্তিবাদী ধর্মবিশ্বাস, বিশ্বজাগতিকতা, সমগ্রতা-বোধ, মানবপ্রেম ও নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টি রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্তর্লক্ষণ। তাঁর নিরাসক্তিচেতনা ও সমগ্রতাবোধ পরস্পরবিরোধী নয়, একে অপরের পরিপূরক। তিনি মানুষকে বিচার করতেন সমগ্র জীবন, দেশ, সমাজ, সময় ও সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে; তার অস্তিত্বকে শ্রদ্ধা করে। রবীন্দ্রনাথ রূপায়িত করেছেন মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কট ও সংঘর্ষ। তিনি কেবল মানুষের রূপকে দেখেননি, তার স্বরূপকে বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল ভাবসাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন রূপসাধক।

উপন্যাসের মধ্যে 'গণজীবনের বৃহত্তর সত্তার ব্যঞ্জনা মূর্তিলাভ করে, আবার কখনো ব্যক্তিজীবনের মুক্তিপ্রত্যাশা, অস্তিত্বকামনা সমাজজীবনের চারদেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরে'—এই উভয় সত্য রবীন্দ্রউপন্যাসে বর্তমান। একদিকে 'গোরা' আর এক দিকে 'চোখের বালি'। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশ, সমাজ ও সময়শাসিত চরিত্রসমূহের অন্তস্তল উন্মোচন করা, তাদের স্বাতন্ত্র্য পরীক্ষা করা ও অন্তর্লক্ষণের নির্যাসশক্তি চিহ্নিত করা। এই চরিত্রসৃজনী ক্ষমতার এক প্রান্তে থাকে 'অন্তর্পূরণার বহির্দেশের বস্তু অর্থাৎ বস্তুজগতের সমগ্রতা, অপরপ্রান্তে থাকে মানবজগতের বিস্ময় অন্তর্পুর দেশ'—রবীন্দ্রনাথ এই দুইকেই মিলিয়েছেন।

রবীন্দ্রউপন্যাসে 'জীবন' ঔপন্যাসিকের নিগূঢ় উপলব্ধিতে তাৎপর্যময় ও স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রউপন্যাসে জীবন মূলতঃ সদর্থক ও চলমান। উপন্যাসঅন্তর্গত চরিত্রের চেতনাময় অন্তর্লক্ষণ বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধের কয়েকটি মৌল বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়। যেমন: ১. মানবজীবনের আন্তরবৈশিষ্ট্য হলো আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, চিন্তা, অনুভূতি, আত্মসজাগতা ও অপরাপর মানুষ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অস্থির সচেতনতা; ২. মানুষের স্বতন্ত্রসত্তা ও তার নৈঃসঙ্গ্যবোধ ঐকান্তিক। মানুষের আত্মসত্তার বিকাশের পথ রূঢ়, কঠোর, প্রতিবন্ধকময়—সে বিকাশ পথে নৈঃসঙ্গ্য, একাকিত্ব তার অন্তর্শক্তি; ৩. মানুষের স্বতন্ত্র-সত্তা হলো মানবজাতির সকর্মক উত্তরাধিকারী। ফলে ব্যক্তিসত্তা চেতনাময়তায়—অতীত ও বর্তমানে দ্বিখণ্ডিত। সুতরাং বর্তমান সচেতন 'আমি'র সঙ্গে অতীতসত্তার ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় অনিবার্য। মানবজীবন তার ব্যক্তিসত্তা, সমকালীন বহির্জগৎ ও অতীতসত্তার পরস্পর সংঘাত-সমন্বয়ে প্রাগ্রসর। এ কারণেই রবীন্দ্রঅভিজ্ঞতায় জীবন হলো ব্যক্তিসত্তা ও তার নৈঃসঙ্গ্যবোধ, দ্বন্দ্ব ও বহমানতা, লোক ও লোকোত্তরের পরমার্থিক সমীকরণ।

রবীন্দ্রনাথের চরিত্রসৃজনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো—তিনি সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিত্বের পটে ব্যক্তিত্ব সংস্থাপন করে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে তার বিকাশ সাধন করেন। সর্বোপরি তীক্ষ্ণমুখ দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণার পরিমণ্ডলে কার্যকর থাকে রবীন্দ্রচেতনার নিরাসক্তি। তিনি রূপায়ণ করেন প্রতিটি চরিত্রের স্বরূপ। রবীন্দ্রউপন্যাসের প্রথম পর্যায়ের চরিত্র ঘটনাশাসিত

ও প্রকৃতি-পরিবেশ সমাচ্ছন্ন। পরবর্তী পর্যায়ে চরিত্র ও ঘটনা পরস্পর নির্ভরতায় অগ্রসারিত; প্রকৃতি ও প্রকৃতির একান্তবর্তী মানবচরিত্র দৃঢ়রেখায় স্বতন্ত্র, তবে তারা পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট। এর শিল্পশীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করছে 'গোরা'। 'চতুরঙ্গ' থেকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে শুধুই চরিত্র, যারা অস্তিত্বের সঙ্কটে বিপর্যস্ত, অন্তর্জগতের দুঃসহ অন্ধকারে নৈঃসঙ্গ্যের মুখোমুখী। তারা পরিবর্তনের অশেষ পথে চলমান। রবীন্দ্রউপন্যাসে ঘটনা এখন থেকে চরিত্রের অনুগত, চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু ও উপলব্ধিতে ঘটনা অর্থময়। সুতরাং অনিবার্যভাবে আঙ্গিকে ও পরিচর্যারীতিতে এসেছে পরিবর্তন। প্রকৃতি, ভূদৃশ্য ও পারিপার্শ্বিকতা চরিত্রের চেতনার রঙে হয়ে উঠেছে বর্ণবহুল; আকৃতি, রেখা ও রং দ্রবীভূত হয়ে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতায় হয়েছে পুনর্জাত।

শেষ পর্যায়ের উপন্যাসে ঘটনা ও প্রকৃতি মূলতঃ সংলাপনির্ভর। এ পর্যায়ে চরিত্রের মনস্তত্ত্বনির্ণয়ে ও অস্তিত্বের কেন্দ্রীয় রহস্যময়তা উন্মোচনে রবীন্দ্রনাথ তাদের মর্মকোষ উৎসারিত উচ্চারণকেই পরম বলে গ্রহণ করেছেন। ঘটনা ও চরিত্রের কার্যকারণ ভিত্তিক বিকাশ এখন অন্তর্হিত; পরিবর্তে চরিত্রচিত্রণ ও ঘটনাবর্ণন হয়েছে ইঙ্গিতধর্মী, সংকেতময়। সংলাপনির্ভর প্রকৃতিলোক, ভূদৃশ্য ও ভৌগোলিক সংস্থান চরিত্রের অন্তর্জগতে দগ্ধ ও বিগলিত হয়ে স্থানকাল বিচ্ছিন্ন চেতনাময় পরমার্থে হয়েছে উদ্ভাসিত; অন্তর্গূঢ়ভাবে 'চতুরঙ্গ' থেকেই এর শুরু।

প্রচলিত অর্থে রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে চলিতরীতির গদ্য-শৈলীর শক্তিসাধনা করেন, যার পরম সিদ্ধি 'শেষের কবিতা'য়। কিন্তু উপন্যাসের ভাষা কেবল বৈয়াকরণশ্রদ্ধেয় ভাষা নয়। রবীন্দ্রউপন্যাসের ভাষা মূলতঃ অভিজ্ঞতার ভাষা; সে ভাষা প্রতীকী, ইঙ্গিতধর্মী, চিত্রকল্পময় এবং মেধা ও আবেগ স্পন্দিত রূপবর্ণময়। এ কথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস মূলতঃ তাঁর চেতনালোকের শিল্পিত উচ্চারণ, তাঁর জীবনার্থের রূপান্বিত রূপক।

তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে বিবিধ তত্ত্বমূলক রচনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখলেও উপন্যাসনির্মিতি বিষয়ক কোন প্রবন্ধ তিনি লেখেননি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত রচনাবলী, চিঠিপত্র, উপন্যাস সমালোচনা ও স্বকীয় উপন্যাসের তাগিদে লিখিত সূচনা কিংবা ভূমিকা অথবা তাঁর নিজের উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচনার জবাবে লিখিত বক্তব্য-সূত্রে তাঁর যে সব মতামত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, সে সব উপকরণ থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক শিল্পদৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা করতে পারি।

২

প্রকৃতপক্ষে 'রাজর্ষি' উপন্যাস 'বালক' (১২৯২ এর আষাঢ় থেকে ফাল্গুন) পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত (৭ই মে ১৮৮৬) চিঠিতে 'ফুলজানি' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক শিল্পদৃষ্টির প্রাথমিক তথ্য পাওয়া যায়। জীবনবহির্গামী কোন তত্ত্ব নয়, কিংবা ইতিহাসআশ্রিত কোন চরিত্র বা ঘটনা নয়, বাঙালীর নিয়ত সংগ্রামশীল প্রাত্যহিক জীবনের সুখদুঃখের বহমান ইতিহাসই উপন্যাসের বিষয় হিসেবে, এ সময় রবীন্দ্রনাথের অভিষ্ট:

ক. ১৮৮৬: [ফুলজানি] ভালো লাগবার একটা কারণ এই দেখছি, আপনি আপনার কেতাবের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত বাংলাদেশের একটি

সজীব মূর্তি জাগ্রত করে তুলেছেন, বাংলার আর কোনো লেখক এতে কৃতকার্য হননি।[১]

খ. ১৮৮৮ : আপনার লেখা [ফুলজানি] আমার ভারি ভালোলাগে। ···আপনি কোনোরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না— সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন... আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ডকর্মশীল-পৃথিবীর-এক-নিভৃত-প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালির কাহিনী কেউ ভালো করে বলে নি।[২]

এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস দৃঢ়নির্দিষ্ট ছিল (১৮৯২) : 'নিজের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক আর অন্যের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক, মানুষকে প্রকাশ করতে হবে ; আর সমস্ত উপলক্ষ্য। ··· সৌন্দর্য প্রকাশও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র।'[৩] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস তথা সাহিত্যের বিষয় হিসেবে যে মানবজীবন ও মানবহৃদয়ের কথা বলেন, সে মানুষ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ইউরোপের জনপ্রিয় 'সোসাইটি-নভেল'-এর প্রাত্যহিক সমাজ-প্রতিরূপ মানুষ নয়,[৪] কিংবা নয় জোলার আদিমবৃত্তিতাড়িত সামাজিক যথাযথ মানুষ।[৫] জীবনের চলমানতায় ও সমগ্রতাবোধে স্থিতধী রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে চলমান মানুষের সমগ্র জীবনসত্য ও হৃদয়সত্যের অখণ্ডতার সন্ধানী :

ক. ১৮৮৮ : আপনার 'ফুলজানি' আমি পূর্বেই ভারতীতে পড়েছি এবং পড়েই আপনাকে একটা চিঠি লিখব মনে করেছিলুম। ···শীতল ছায়া, আম-কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা, এরই মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে, তরল কলধ্বনি তুলে বিরহমিলন হাসিকান্না নিয়ে যে মানবজীবন স্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে···মানব হৃদয়ের যে-সকল আকাঙ্ক্ষা-ধ্বনি মিশ্রিত হয়ে অবিশ্রাম আকাশের দিকে উঠেছে, আপনার লেখার মধ্যে সেই ছবি এবং সেই গান শোনাবেন।[৬]

খ. ১৮৯২ : সোসাইটি নভেলে বর্ণিত প্রাত্যহিক সংসারের যথাযথ বর্ণনা অপেক্ষা শেক্সপীয়রে বর্ণিত প্রতিদিন দুর্লভ প্রবল হৃদয়াবেগের বর্ণনাকে বেশী সত্য মনে করি। সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশ মাত্র, কিন্তু তার পরিণাম-সত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ। ···সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ।[৭]

---

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্র ৪,' ছিন্নপত্র', (পুনর্মুদ্রণ ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৬৭), পৃ ১৩

২ পত্র ৫, 'ছিন্নপত্র', পৃ ১৫-১৬

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানবপ্রকাশ, 'সাহিত্য', (পুনর্মুদ্রণ ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৯৬৯), পৃ ২২৬

৪ সোসাইটি নভেলের প্রাত্যহিক কথাবার্তা এবং খুচরো হাসি কান্না ··· আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অবিকল অনুরূপ চিত্র। কিন্তু আমরা জানি আজকের সোসাইটি নভেল কাল মিথ্যা হয়ে যাবে। সাহিত্যের প্রাণ, 'সাহিত্য', পৃ ২১৫

৫ জোলা অশ্লীল, কেন না তা কেবল আংশিক অনাবরণ, ··· মানবপ্রকাশ, 'সাহিত্য', পৃ ২২৪

৬ পত্র ৫, 'ছিন্নপত্র', পৃ ১৫-১৬

৭ সাহিত্যের প্রাণ, 'সাহিত্য', পৃ ২১৬-১৭

গ. ১৮৯২ : সমগ্রতাই যদি সাহিত্যের প্রাণ না হত তা হলে জোলার নভেলে কোন দোষ দেখতুম না। ...অতএব আমার বক্তব্য এই যে, সাহিত্য মোট মানুষের কথা।[৮]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রোম্যান্সধর্মী সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপে সমাজচিত্র-সম্বলিত যে উপন্যাসের উদ্ভব হয়—তার শিল্পমূল্য অনেকাংশেই সীমাবদ্ধ। ঐ সব 'সোসা-ইটি নভেল'-কে 'সমাজের সাময়িক অনুরূপচিত্র' বলে রবীন্দ্রনাথ যখন বাতিল করেন, তার কারণ অনুমান করা সহজ। কিন্তু যখন 'অশ্লীল' বলে ঢালাও মন্তব্য করে তিনি এমিল জোলাকে[৯] অস্বীকার করেন, তখন প্রশ্ন থেকে যায়। বস্তুতপক্ষে উপন্যাস তথা সাহিত্যের বাস্তবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র চেতনা ছিল, যা এমিল জোলা অনুসৃত যথাস্থিত-বাদী (Naturalistic) বাস্তবতাকে স্বীকার করে না।[১০] রবীন্দ্রমননে বাস্তবতা বহি-র্জাগতিক বস্তুরূপের যথার্থতা নয়, তা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মন থেকে বিশেষভাবে দেখা বস্তুজগৎ। অন্তঃপ্রকৃতি, বহির্জ্ঞান, আজন্ম-সংস্কার, আবেগ ও প্রকাশ-আকাঙ্ক্ষা জীবনের অস্তিত্ব-মূলদেশে মিলিত হয়ে যে সমগ্রতাবোধসম্পন্ন সংবেদনশীল সতর্ক মনোভাব গড়ে তোলে, রবীন্দ্রজীবনদৃষ্টিতে সেই মনোভাবগ্রাহ্য অখণ্ড বস্তুরূপই উপন্যাস তথা সাহিত্যের বাস্তবতা।

১৮৯২ : লেখাপড়া দেখাশোনা কথাবার্তা ভাবাচিন্তা সবশুদ্ধ জড়িয়ে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সমগ্র জীবন দিয়ে নিজের সম্বন্ধে, পরের সম্বন্ধে, জগতের সম্বন্ধে একটা মোট সত্য পাই। সেইটেই আমাদের জীবনের মূল সুর। ... মানুষের জীবনকেন্দ্রগত এই মূলসত্য সাহিত্যের মধ্যে আপনাকে নানা আকারে প্রতিষ্ঠিত করে, এইজন্যে একেই সাহিত্যের সত্য বলা যেতে পারে, জ্যামিতির সত্য কখনো সাহিত্যের সত্য হতে পারে না।[১১]

রবীন্দ্রদর্শনে আংশিক মানুষ ও খণ্ডিত বস্তুরূপ হল তথ্য মাত্র; চলমান সমগ্র মানব ও অখণ্ড বস্তুসত্তাই সত্য। রবীন্দ্র-মননে ও সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞায় বাস্তবতা বস্তুজগতের যথাস্থিত রূপ নয়। বস্তুতঃ, সমগ্রতাবোধাশ্রয়ী ঐকান্তিক চেতনার বস্তুজাগতিক নবউদ্ভাবন ও নবউপলব্ধি-ই রবীন্দ্রউপন্যাস তথা রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতা।

রবীন্দ্রনাথ এ সময় (১৮৮৬-১৮৯২) বিশ্বাস করতেন আমাদের উপন্যাসে বাংলা-দেশের অনুচ্ছ্বসিত অনাড়ম্বর ঘটনাস্রোত-অন্তর্দেশী সাধারণ আবেগাশ্রয়ী সুখদুঃখসম্পন্ন সরল বাঙালী চরিত্র অঙ্কিত হওয়া উচিত। উপন্যাসবিধৃত চরিত্রাবলীর অন্তর্জাগতিক জটিলতার উন্মোচন, বিশ্লেষণ কিংবা ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের অনভিপ্রেত; বরং সহজ মনোময় ভাবমুখ্য চরিত্রবিবরণ এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কাম্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে আবেদন করেন (১৮৮৮) 'কোনো রকম জটিলতা বা চরিত্র বিশ্লেষণ

৮ মানবপ্রকাশ, 'সাহিত্য', পৃ ২২৫-২২৬

৯ ZOLA, Emile (1820-1902) the principal figure in the Freneh school of naturalistic fiction ... In this series of twenty novels he idisplays a panorama of 19th-cent. French life ... *The Oxford Companion to English Literature,* Edited by Sir Paul Havery, (Fourth edition ; London : Oxford University Press, 1967), P. 909

১০ The concept of realism in art is unfortunately, elastic and vague, Ernest Ficher, *The Necessity of Art,* (Reprinted ; London : Penguin Books 1970), P, 105

১১ সাহিত্য (পত্রোত্তর), 'সাহিত্য', পৃ ২০৪-২০৫

বা দুর্দান্ত অসাধারণ হৃদয়াবেগ এনে স্বচ্ছ মধুর শান্তিময় ঘটনাস্রোতকে ঘোলা করে তুলবেন না। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি অধিক ফলাও কাণ্ড না করেন, তাহলে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখকের সঙ্গে সমান আসন পেতে পারবেন।'[১২] রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের 'অ্যানা কারেনিনা'কে এ সময় 'Sickly' ও অপাঠ্য বলে উল্লেখ করে মন্তব্য করেন :

> ১৮৮৯ : আমি চাই বেশ সরল মধুর উদার লেখা—কূটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না। [১৩]

স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, উপন্যাসের ঘটনা হোক অথবা চরিত্র কিংবা গঠনকৌশল-ই হোক —কোথাও জটিলতা, বিস্তৃতি, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের বাঞ্ছিত নয়, বরং সারল্য, সংক্ষিপ্তি, প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্যই তাঁর অভিপ্রেত। (১৮৯২) : 'জর্জ এলিয়েটের নভেল যদিও আমার খুব ভালোলাগে তবু এটা আমার বারবার মনে হয়, জিনিসগুলো বড়ো বেশি বড়ো—এত লোক, এত ঘটনা এত কথার হিজিবিজি না থাকলে বইগুলো আরো ভালো হত।' [১৪] সাহিত্যশরীর সম্পর্কে এ সময় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল—(১৮৯৪) : 'কলা বিদ্যায় সরলতা উচ্চ অঙ্গের মানসিক উন্নতির সহচর। . . আতিশয্যের দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাই বর্বরতা।'[১৫] এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাসের নির্দিষ্ট আকার নির্দেশ করতেও নির্বিচারী। (১৮৯২) : 'আমার তো মনে হয় বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলি ঠিক নভেল যত বড়ো হওয়া উচিত তার আদর্শ। ভাগ্যে তিনি ইংরাজি নভেলিস্টের অনুকরণে বাংলায় বৃহদায়তনের দস্তুর বেঁধে দেননি, তাহলে বড়ো অসহ্য হয়ে উঠত।' [১৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে 'সাধনা' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' ও শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাস তিনটির[১৭] সমালোচনা প্রকাশ করেন। এ সময়েই 'পঞ্চভূতের' (১৮৯৩-১৮৯৬) রচনাগুলি লিখিত হয়। লক্ষণীয়, পূর্বালোচিত রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক শিল্পদৃষ্টি এ পর্যায়ে ক্রমশঃ গভীরতর হচ্ছে এবং তা ক্রমাগত হচ্ছে পরিশোধিত। উপন্যাসের অন্যতম উপাদান চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রদৃষ্টি মানুষের জটিলতম অন্তর্মূলে প্রসারিত :

> ১৮৯৩ : মানুষের অন্তঃকরণের দুই অংশ আছে। একটা অচেতন বৃহৎ গুপ্ত এবং নিশ্চেষ্ট, আর একটা সচেতন সক্রিয় চঞ্চল পরিবর্তনশীল।... আমাদের চেতনা প্রতিদিন যাহা কিছু আনিতেছে ফেলিতেছে, সেই সমস্ত ক্রমে স্মৃতি অভ্যাসআকারে একটি বৃহৎ গোপন আধারে অচেতনভাবে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাই আমাদের জীবনের ও চরিত্রের স্থায়ী ভিত্তি। [১৮]

---

১২ পত্র ৫, 'ছিন্নপত্র', পৃ ১৬

১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্র ৪, 'ছিন্নপত্রাবলী', (পুনর্মুদ্রণ ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৯৬৩), পৃ ১৯

১৪ আলোচনা (পত্র), 'সাহিত্য', পৃ ১৯৭

১৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাঞ্জলতা, 'পঞ্চভূত', (পুনর্মুদ্রণ ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৫৫) পৃ ১০৮-০৯

১৬ আলোচনা (পত্র), 'সাহিত্য', পৃ ১৯৭

১৭ রাজসিংহ (সাধনা : ১৩০০ চৈত্র), ফুলজানি (সাধনা : ১৩০১ অগ্রহায়ণ), যুগান্তর (সাধনা : ১৩০১ চৈত্র)।

১৮ অখণ্ডতা, 'পঞ্চভূত', পৃ ৭৬

উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রাঙ্কনে কার্যকারণতত্ত্ব ও সামঞ্জস্যজ্ঞানের অনিবার্যতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠেছেন। মানবচরিত্র ও মনোভাবের নিগূঢ় অংশ যে বহির্জাগতিক সংঘাতে জাগ্রত হয়ে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, দৃশ্যমান হয়—এ মনস্তাত্ত্বিক ধারণা রবীন্দ্রচিন্তায় ক্রমশঃ স্পষ্ট রূপ লাভ করছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাসে ঘটনার আতিশয্য, ভার ও প্রাবল্যকে অস্বীকার করেছেন,[১৯] তবুও, এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ কলা-বিদ্যায় চরিত্র ও ঘটনা, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের শিল্পিত সামঞ্জস্যের অব্যর্থতা সম্পর্কে সচেতন। (১৮৯৪) : 'বহির্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগৎকেই সর্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারাঘাত করিতে হয়।'[২০]

রবীন্দ্রনাথের মতে উপন্যাসের অন্তর্গত কোন চরিত্রের মনোভাব, আচার-আচরণ, ক্রিয়াকর্ম ও অগ্রসরমানতা প্রভৃতি উক্ত চরিত্রের অন্তর্জাগতিক প্রবণতাবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।[২১] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে চরিত্র নির্মাণ ও বিকাশে মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণশৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বস্তুতঃ, কার্যকারণতত্ত্ব কেবল মাত্র চরিত্র সৃজনে-ই তাৎপর্যপূর্ণ নয়, প্লটগঠনেও অনিবার্য। রবীন্দ্র-উপন্যাসচিন্তা এ সত্য অনুমোদন করে যে, কোন উপন্যাসের প্রাথমিক ঘটনা, অন্তবর্তী ঘটনাস্রোত ও পরিণামী ঘটনার পারম্পর্য ও কার্যকারণশৃঙ্খলা রক্ষা করা ঔপন্যাসিকের আবশ্যিক শর্ত।[২২] ঔপন্যাসিকের শিল্পবোধের অন্তর্দ্বন্দ্ব উপন্যাস নির্মিতির বড় অন্তরায়; উপন্যাসশিল্প এ প্রশ্নে ঔপন্যাসিকের সজাগতা দাবি করে। প্রতিভার অহেতুক আত্মবিরোধ কিভাবে উপন্যাসের চরিত্র-ঐক্য, ঘটনা-ঐক্য ও গঠন-ঐক্য বিঘ্নিত করে, রবীন্দ্রনাথ 'ফুলজানি' উপন্যাস সমালোচনা[২৩] প্রসঙ্গে তা বিশ্লেষণ করেছেন।

এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে উচ্চকিত স্পষ্ট-অঙ্কিত সজীব চলমান চরিত্র-ই উপন্যাসের ভাল চরিত্র। তত্ত্বভারাক্রান্ত নির্জীব নীতিবান চরিত্র নীতিশাস্ত্রে শ্রদ্ধাভাজন হতে পারে কিন্তু উপন্যাসে দূষণীয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ স্মরণীয় :

> ১৮৯৫ : [যুগান্তর উপন্যাসে] বিচিত্র মতামত এবং তর্ক বিতর্কগুলো একে-বারে গোটা আসিয়া পড়ে, তাহা রক্তমাংসের মানবাকারে পরিণত হইয়া উঠে না। তাঁহার পঞ্চু ব্রজরাজ সুরেন্দ্র গুপ্ত মথুরেশ এমন-কি নবীনও খুব ভাল ছেলে বটে, কিন্তু সজীব নহে। তাঁহারা বীজগণিতের ক খ গ অক্ষরের ন্যায় কেবল কতকগুলি চিহ্ন মাত্র।[২৪]

---

১৯ রাজসিংহ ও ফুলজানি, 'আধুনিক সাহিত্য', (পুনর্মুদ্রণ; কলিকাতা: বিশ্বভারতী ১৯৬৬), পৃ ৯৫-১০৪, ১০৫-১১৩

২০ সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ, 'পঞ্চভূত', পৃ ১৩৪

২১ রাজসিংহ, 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ ৯৪

২২ ফুলজানি, 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ ১০৯-১১০

২৩ প্রতিভার মধ্যে অনর্থক একটা আত্মবিরোধ...তাহার প্রথম রচিত উপন্যাস শক্তিকানন-এর মাঝখানে দাবানল জ্বালাইয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে, এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ ফুলজানি রও একটি প্রান্তভাগে তাহার একটি শিখা আপন প্রলয়রসনা বিস্তার করিয়াছে..., ফুলজানি, 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ ১০৫ 'স্মরণীয়, এসময়ে রবীন্দ্রনাথ হাঙ্গেরীয় ঔপন্যাসিক মৌরস য়োকাই-এর 'আইজ লাইক দ্য সী' এবং পোলীয় ঔপন্যাসিক ক্রাস্‌জিউস্কির 'দ্য জু' উপন্যাসের জাতীয় সজাগতা, অনেকান্ত বাস্তবতা ও চরিত্রের রূপময় বহুমাত্রিকায় অন্দোলিত ও ভাবিত হন।' দ্রষ্টব্য : সাহিত্যের গৌরব, 'সাহিত্য', পৃ ২৪৮-৫০

২৪ যুগান্তর, 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ ১১৩

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে কোন রকম জটিলতা বা চরিত্রবিশ্লেষণ এনে শান্তিময় ঘটনা স্রোতকে ঘোলা না করার আবেদন করেন। অথচ এ সময় (১৮৯৫) পূর্বধারণা বহুলাংশে বর্জিত ও সংশোধিত হয়েছে। সমাজে জেগে ওঠা, ঘূর্ণ্যমান ও সংঘর্ষশীল নতুন মানুষকে উপন্যাসে সমগ্র-রূপ দিতে গেলে জীবন-ঘটনা-স্রোত, সূক্ষ্মবিচার বিশ্লেষণে যে অশান্ত, অস্থির ও জটিল হয়ে উঠবেই এবং তা অনিবার্য,—এ সত্য এ সময় রবীন্দ্রচেতনার করতলগত। তাঁর বিশ্বাস, ঔপন্যাসিকের জীবন-অঙ্কন-আকাঙ্ক্ষার বৈশিষ্ট্য ও তার অন্তরপ্রকৃতির উপর চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ভরশীল। 'যুগান্তর' উপন্যাস সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের উপর্যুক্ত মনোভাবের সাক্ষ্য পাওয়া যায়:

> ১৮৯৫: সাহিত্যের চিত্রপটে স্থিতি অপেক্ষা গতি আঁকা শক্ত। যাহা পুরাতন, যাহা স্থির···তাহাকে সত্য এবং সরলভাবে পাঠকের মনে জাজ্বল্যমান করিয়া তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যাহা নূতন উঠিতেছে, যাহা চেষ্টা করিতেছে, যুদ্ধ করিতেছে পরিবর্তনের মুখে আবর্তিত হইতেছে, যাহা এখনো সর্বাঙ্গীন পরিণতি লাভ করে নাই, তাহাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করিতে হইলে বিস্তর সূক্ষ্মবিশ্লেষণ অথবা ঘাতপ্রতিঘাত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া বিচিত্র নাট্যকলা প্রয়োগ আবশ্যক হয়।[২৫]

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ঔপন্যাসিকের পরিপ্রেক্ষণতাত্ত্বিক ধারণা (Perspective sense) উপন্যাস নির্মিতির অবিচ্ছেদ্য উপাদান। এর অভাবে বিষয়বস্তুর সমগ্রতা দান, চরিত্র সৃজন ও ঘটনাবিন্যাস তথা উপন্যাসের গঠনগতঐক্যের পরিমাণসামঞ্জস্য[২৬] বিনষ্ট হয়। ঔপন্যাসিক শিল্পদৃষ্টির নিরাসক্তি ও নৈর্ব্যক্তিকতা উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষণতত্ত্বের জনক।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা তথা সমগ্র সাহিত্যসাধনায় প্রকৃতি-পরিবেশ-আবেষ্টনীর এক অন্তর্গূঢ় ও স্বতন্ত্র প্রবর্তনা ছিল। রবীন্দ্রচেতনায় প্রকৃতিজগৎ কেবল জড়জগৎ হিসেবে নিঃশেষিত নয়; তা সত্তাময় ও ব্যক্তিত্বঅর্জিত। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস মানুষ কেবল প্রকৃতি-পরিবেশ বহির্ভূত হ্রাসবৃদ্ধিমরণশীল নিরাবলম্ব নয়। মানবজগৎ প্রকৃতি-পরিবেশের সংঘাতে, আনুকূল্যে, অনুরাগ-বিরাগ ও ঔদাস্যে চলিষ্ণু, নিয়তবর্ধমান। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের চেতনাগ্রাহ্য মানবজীবন বহিঃপ্রকৃতিতে একীভূত,[২৭] এবং তা বিপুলায়তন রহস্যময়ী প্রকৃতি-পরিবেশের একান্তবর্তী। একারণেই তিনি 'ফুলজানি' উপন্যাসের প্রকৃতি-পরিবেশ জড়িত অধ্যায়গুলিতে 'সন্তুষ্ট'[২৮] হন। এবং ঐ সন্তুষ্ট মনোভাবের মধ্যদিয়েই উপন্যাসশিল্পে প্রকৃতি-পরিবেশ-আবেষ্টনীর অনিবার্য ভূমিকা সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাটিও প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্রচিন্তায় প্রকৃতিবর্ণনা কখনো বস্তুজগতের 'রেখাবর্ণময় চিত্রের মত অবিকল প্রতিরূপ' নয়, বরং তা রচয়িতার মর্মগত ও চেতনাশ্রয়ী। এ কারণেই সাহিত্যের প্রকৃতিবর্ণনা (১৮৯২): 'অলক্ষিতভাবে আমাদের মনের উপর কার্য করে—কখনো বেশী সুখ দেয়;

---

২৫ ঐ, পৃ ১১৩

২৬ ···রচনার বিষয় হইতে রচয়িতার নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে হয়। অত্যন্ত কাছে থাকিলে মণ্ডলীর কেন্দ্রের মধ্যে বাস করিলে, সমগ্রের তুলনায় তাহার অংশগুলি, ব্যক্তির তুলনায় তাহার মতগুলি, কার্যপ্রবাহের তুলনায় তাহার উদ্দেশ্যগুলি যে রূপ বেশি করিয়া চোখে পড়ে —তাহাতে রচনা সত্যবৎ হয় না, তাহার পরিমাণসামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়···। ঐ, পৃ ১১৩

২৭ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মানব হৃদয়ের একটা নিত্য মিশ্রণ আছে। মানবপ্রকাশ, 'সাহিত্য' পৃ ২২৭

২৮ ফুলজানি, 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ ১০৪-১০৬

কখনো মনের মধ্যে একটা বৃহৎ বৈরাগ্যের আভাস আনে, কখনো বা অনুরাগের প্রগাঢ় আনন্দ উদ্রেক করে। সন্ধ্যার বর্ণনায় কেবল যে সূর্যাস্তের আভা পড়ে তা নয়, তার সঙ্গে লেখকের মানবহৃদয়ের আভা কখনো ম্লান শ্রান্তির ভাবে কখনো গভীর শান্তির ভাবে স্পষ্টতঃ অথবা অস্পষ্টতঃ মিশ্রিত থাকে এবং সেই আমাদের হৃদয়কে অনুরূপভাবে রঙিন করে তোলে।[২৯]

৩

দেশীয়-আন্তর্দেশীয় জীবন ও সমাজঅভিজ্ঞতার বিপুল ঐশ্বর্য-পরিসৃত রবীন্দ্রনাথ বিংশ-শতাব্দীর প্রথম থেকেই হয়ে উঠেছেন জ্ঞানময়, আবেগ ও কার্যে ঐক্যবদ্ধ, মন ও মননে ধৈর্যগম্ভীর, অনুভবে অন্তর্মনস্ক, সৃষ্টিকর্মে নিরীক্ষাধর্মী ও অনেকান্ত। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, উপন্যাসভাবনায় রবীন্দ্রনাথ স্বল্পভাষী, বিংশশতাব্দীতেও তা অপরিবর্তনীয়। তবে এ-কালে উপন্যাস বিষয়ে তার মন্তব্য আরো অল্প, কিন্তু তা পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়রেখা-সম্পন্ন, বলবান ও মননশক্তিতে ঐকান্তিক।

উপন্যাস তথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ মানবজীবনাগ্রহী। বহির্জগতের অভিঘাত-সৃষ্ট মানবচিত্তের সংঘর্ষপরায়ণ অস্তিত্বের শিল্পিত শব্দরূপ সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের মৌল তপস্যা। ব্যক্তির অন্তর-প্রকৃতি ও আত্মবোধে অব্যবহিতভাবে গোচরীভূত মানবজীবন ও জগৎজীবন-ই বাস্তব তথা সত্য[৩০] —রবীন্দ্রনাথের এ মনোভাব বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যভাবনায় আরো দৃঢ়মূল। 'গোরা' উপন্যাসের বাস্তবতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ বিবেচনা সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন : ১৯১৫ : '[সাহিত্যিক] যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, যদি শিক্ষা অভ্যাস প্রথা শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো সন্দেহ থাকিবে না।'[৩১] তিনি অন্যত্র আরও বলেন :

ক. ১৯২৭ : ইংরেজিতে যাকে real বলে, বাংলায় তাকে বলি যথার্থ, অথবা সার্থক। সাধারণ সত্য হল এক, আর সার্থক হল আর। ...যথার্থ সত্য যে বস্তুতই বিরল তা নয়, কিন্তু আমার মন যার মধ্যে অর্থ পায় না আমার পক্ষে তা অযথার্থ। কবির চিত্রে, রূপকারের চিত্তে এই যথার্থ-বোধের সীমানা বৃহৎ বলে সত্যের সার্থক রূপ তিনি অনেক ব্যাপক করে দেখাতে পারেন। যে জিনিসের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিসই সার্থক।[৩২]

খ. ১৯৩৫ : ...বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদাসর্বদা হয়ে থাকে, যা যুক্তি সঙ্গত। যে কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব।[৩৩]

---

২৯ সাহিত্যের প্রাণ, 'সাহিত্য', পৃ ২১২

৩০ If we choose to define realism not as a method but as an attitude as the depiction of reality in art-we shall find that almost all art (with the exception of abstract art, tachism, etc) is realist art. *The necessity of Art*, P. 106

৩১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাস্তব', 'সাহিত্যের পথে', (পুনর্মুদ্রণ ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৯৬৮), পৃ ২৪

৩২ সাহিত্যধর্ম, 'সাহিত্যের পথে', পৃ ৭৬-৭৭

৩৩ সাহিত্যতত্ত্ব, 'সাহিত্যের পথে', পৃ ১৩৯

জগৎ-ঘটনা-অন্তর্দেশী মানবজীবনের সমগ্রতার সন্ধান জীবনাগ্রহী ঔপন্যাসিকের অন্যতম দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসঞ্জাত উদ্ভাবনাশক্তিসম্পন্ন মননশীল প্রতিভা অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যচারী। রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতাবোধ ও সামঞ্জস্যতত্ত্ব তাঁর চরিত্রনির্মাণচিন্তায় তথা উপন্যাসভাবনায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। এ পর্যায়ে, চরিত্র ও চরিত্রসৃজন সম্বন্ধে রবীন্দ্রভাবনা নিম্নরূপ :

ক. ১৯০৭ : "'ভাষার মধ্যদিয়া যে ছবি আমাদের কাছে আসে সে সমস্ত খুঁটি-নাটি লইয়া আসে না। সে কেবল ততটুকুই আসে যতটুকুতে সে একটি বিশেষ সমগ্রতা লাভ করে। এইজন্য তাহাকে একটি অখণ্ড-রসের সঙ্গে দেখিতে পাই, কোনো অনাবশ্যক বাহুল্য সেই রস ভঙ্গ করে না। '''কবিকঙ্কন-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত বাহুল্য বর্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত যেমন, চরিত্র মাত্রই সেইরূপ। ৩৪

খ. ১৯২৫ : ইংরেজি ভাষায় ক্যারেক্টার শব্দের একটা অর্থ স্বভাব, নৈতিক চরিত্র, আর একটা অর্থ চরিত্ররূপ। অর্থাৎ, এমন কতকগুলি গুণের এমন সমাবেশ যাতে এই সমাবেশটি বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়। এই রকম বিশেষ গোচরতাই আর্টের ধর্ম। '''আর্টে আমরা গুণবান-কে চাইনে, রূপবানকে চাই। এখানে রূপবান বলতে সুন্দরকে বলছি নে। রূপের স্পষ্টতায় যে সুপ্রত্যক্ষ সেই রূপবান। শ্রীমন্ত সদাগরের চেয়ে রূপবান ভাঁড়ুদত্ত। বিষবৃক্ষে অনেক নামজাদা নায়ক-নায়িকা আছেন, অনেক সাধু লেখক তাদের চরিত্র বিচার করেছেন, তার উপরে আমি আর কিছু বলতে চাইনে, কেবল এইটুকু বলে রাখি—বিষবৃক্ষে হীরা রূপবান। হীরা আমাদের ঘুমোতে দেয় না, সে সুন্দর বলে নয়, গুণবান বলে নয়, রূপবান বলে, সাধারণ অস্পষ্টতার মাঝখানে সে বিশেষ বলে, সুপ্রত্যক্ষ বলে। ৩৫

গ. ১৯২৯ : "'আমি পাণ্ডিত্যের নিশ্চিত প্রমাণ চাইনে, আমি চন্দ্রশেখরের সমগ্র ব্যক্তিরূপটি স্পষ্ট করে দেখতে চাই। সেই রূপটি প্রকাশ পেয়ে ওঠে ভাষায় ভঙ্গীতে আভাসে, ঘটনাবলীর নিপুণ নির্বাচনে, বলা এবং না-বলার অপরূপ ছন্দে। সেইখানে চন্দ্রশেখর-চরিত্রের বিষয়গত উপাদান নিয়ে রূপস্রষ্টার ইন্দ্রজাল আপন সৃষ্টির কাজ করে। ৩৬

শিল্প সৃষ্টিতে স্রষ্টার সংযম, পরিমিতি ও অপক্ষপাতমূলক মানসিক-শৃঙ্খলা বিশেষ জরুরী। শিল্পপ্রক্রিয়ার উক্ত অন্তর্সত্যে রাবীন্দ্রিক-আস্থা এ-পর্যায়ে আরো গভীর, আরো অন্তরঙ্গ। শিল্পে উপকরণপুঞ্জের কোন অংশের প্রতি অবাঞ্ছিত গুরুত্ব আরোপ করা, কিংবা পক্ষ-পাতী হওয়া অথবা কোন একটিকে অনর্থক উজ্জ্বল করা—প্রতিভার আন্তরদৈন্যের লক্ষণ।

৩৪ সৌন্দর্য ও সাহিত্য, 'সাহিত্য', পৃ ৮৭-৮৮

৩৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি,' (রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশ ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৬৮), পৃ ১০৫-১০৬

৩৬ সাহিত্যরূপ, 'সাহিত্যের পথে', পৃ ২১৮

মাত্রাজ্ঞান-সজাগ রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য (১৯১২) : 'আর্ট-জিনিসটাতে সংযমের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশী। কারণ, সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার। ...প্রবল আঘাতের দ্বারা হৃদয়কে মাদকতার দোলা দেওয়া আর্টের সত্য ব্যবসায় নহে। সংযমের দ্বারা তাহা আমাদিগকে অন্তরের গভীরতার মধ্যে লইয়া যাইবে, এই তাহার সত্য লক্ষ্য।' ৩৭ আর (১৯২৪) : 'সেই জন্যে সকল কলাসৃষ্টিতেই সরলতার সংযম একটা প্রধান বস্তু। কোনো জিনিসের অংশগুলিই যখন সমগ্রের তুলনায় বড়ো হয়ে ওঠে তখনই তাকে বলে অসংযম।' ৩৮ ঔপন্যাসিক তথা শিল্পীর একান্তমনোভাব, ভালোলাগা মন্দলাগা-জড়িত ইচ্ছা, নীতি মতাদর্শ ইত্যাদির প্রাবল্য তাঁকে প্রলোভন দেখিয়ে বিপথগামী করে। (১৯২৪) : 'এই প্রলোভন আর্টিষ্টের তপোভঙ্গের কারণ।' এবং আর্টের বিশিষ্ট সম্পদ হল 'প্রলোভন নিরপেক্ষ উৎকর্ষ।' ৩৯

চলমান ঘূর্ণ্যমান ও নিয়তবিধিষ্ণু জীবনের শিল্পরূপনির্মাণ প্রত্যাশী সাহিত্যিক যুগধর্মের বিচিত্র স্তরে শিকড় প্রসারিত করে তার সৃষ্টিশক্তি আহরণ করেন। উপন্যাস সৃষ্টিতে যুগধর্মের পরমসূক্ষ্ম ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রমনন যেমন ছিল প্রজ্ঞাবান, তেমনি ছিল পরিমার্জিত। 'ঘরে-বাইরে' সম্বন্ধে একখানি চিঠির উত্তরে (১৯১৯) : রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য। '...যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। একথা বলা চলে যে, লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও আগোচরে কাজ করছে। আমি বলছি এ কাজও শিল্পকাজ।' ৪০ একই রচনায় রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের ওথেলো থেকে সাক্ষ্য উপস্থিত করে উপন্যাসে যুগধর্মের রূপায়ণ সম্পর্কে সতর্ক মন্তব্য করেন, [ওথেলো] নাটকে কবির ভালোলাগা, মন্দলাগা, এমনকি, কবির দেশ-কালও প্রকাশ পায়, কিন্তু সেটা তত্ত্ব বা উপদেশ-রূপে নয়, শিল্পরূপেই।' রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন ১৯৩০ : 'বিশেষ যুগের ইচ্ছা, বিশেষ সমাজের ইচ্ছা, সেই যুগের সেই সমাজের আত্মরূপ সৃষ্টির বীজশক্তি।' ৪১ রবীন্দ্রধারণায় সামঞ্জস্যহীন প্রবল যুগধর্ম উপন্যাসশিল্পে বিপজ্জনক এবং তা অনভিপ্রেত। ঔপন্যাসিকের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তাঁর দেশ-কালের একটা প্রাণগত সম্মিলন বাঞ্ছনীয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুসমন্বিত আর এক যে কাল—রবীন্দ্রপ্রতিভা সাহিত্যে সেই চিরকালের সন্ধানী।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসশিল্পভাবনায়—অন্তর্প্রেরণার বহির্দেশের বস্তু অর্থাৎ জগতের সামগ্রিকতা ও মানবজগতের বিস্ময় অন্তরপ্রদেশ শৈল্পিক ঐকান্তিকতায় সমন্বিত। পূর্বে আলোচিত তত্ত্ব ও তথ্য অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-চিন্তার বৈশিষ্ট্যসমূহ সূত্রাকারে নির্দেশ করা যেতে পারে :

১. উপন্যাস হলো অস্তিত্বকামী ঘাত-প্রতিঘাতময় মোট মানুষের জীবন কথা।

২. উপন্যাস মানবজীবন ও সমাজজীবনের অবিকল প্রতিরূপ নয়। ঔপন্যাসিকের অন্তর প্রকৃতি ও আত্মবোধের সমগ্রতায় অব্যবহিতভাবে গোচরীভূত জগৎজীবন ও মানবজীবনের পরমার্থই উপন্যাস শিল্পের বিষয়বস্তু।

---

৩৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্তর বাহির, 'পথের সঞ্চয়', (পুনর্মুদ্রণ : কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৬৩), পৃ ৭৫-৭৬

৩৮ স্রষ্টি, 'সাহিত্যের পথে,' পৃ ৬৬

৩৯ 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি,' পৃ ১০৭-০৮

৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ্রন্থপরিচয়, 'ঘরে-বাইরে', (পুনর্মুদ্রণ ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৯৬৯), পৃ ২৭৬

৪১ পঞ্চাশোর্ধ্বম, 'সাহিত্যের পথে', পৃ ২৪৭

৩. উপন্যাস দার্শনিক তাত্ত্বিক কিংবা নৈতিক সন্দর্ভ নয়; উপন্যাস হলো জীবনার্থের শৈল্পিক প্রতিমান।

৪. জীবনদর্শন-চরিত্র-ভাষা প্রভৃতি উপকরণের পরিমাণসামঞ্জস্য উপন্যাসশিল্পের আবশ্যিক শর্ত।

৫. ঘটনা ও তার বিকাশ, চরিত্র ও তার পরিণতি ইত্যাদির কার্যকরণ শৃঙ্খলা উপন্যাসে অনিবার্যভাবে অভিপ্রেত।

৬. যুগধর্ম উপন্যাসশিল্পের বীজশক্তি। উপন্যাসে যুগ স্বাতন্ত্র্যের উপস্থিতি ঘটে তত্ত্ব বা উপদেশরূপে নয়, শিল্পপ্রকাশ হিসেবে। উপন্যাস সৃজনে যুগধর্ম ঔপন্যাসিকের উদ্ভাবনা ক্ষমতায় যে কাজ করে, সে কাজ শিল্পকাজ।

৭. উপন্যাসে নীতিশাস্ত্রপ্রশংসিত চরিত্র বাঞ্ছিত নয়। অন্তরবৈশিষ্ট্য চালিত, স্বপ্রকাশিত ও স্বপ্রত্যক্ষ চরিত্রই উপন্যাসে রূপবান চরিত্র। তত্ত্বভারাক্রান্ত নীতিবান নির্জীব চরিত্র শ্রদ্ধাভাজন হতে পারে, কিন্তু তা উপন্যাসে দূষণীয়।

৮. অশান্ত অস্থির জটিল ও সংঘাতময় ঘটনাস্রোতঅন্তর্দেশী দ্বান্দ্বিক মানবচরিত্রের সমগ্রতা প্রকাশের জন্য উপন্যাসে বিস্তর সূত্রে বিচার বিশ্লেষণ অপরিহার্য। বস্তুতঃ ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেয়া নয় মানব চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক লুতাতন্তুজালের উন্মোচনই উপন্যাসের শিল্প ধর্ম।

৯. উপন্যাসের মানবজীবন বহির্জগৎ বিশ্লিষ্ট ও বাহ্য প্রকৃতিবিচ্যুত নিরাবলম্ব কিছু নয়। উপন্যাসের চরিত্র হবে বিপুলায়তন রহস্যময় প্রকৃতি ও জাগতিক পরিবেশের একান্তবর্তী।

১০. উপন্যাসশিল্পে ঔপন্যাসিকের সংযম পরিমিতি ও অপক্ষপাতমূলক মানসিক শৃঙ্খলা বিশেষ জরুরী। উপাদানগত কিংবা চরিত্রাশ্রয়ী অথবা তত্ত্বকেন্দ্রিক—যে কোন প্রলোভন উপন্যাসের সাংগঠনিকসুসঙ্গতির পক্ষে বিপজ্জনক। উপন্যাস তথা যে কোন শিল্পের বিশিষ্ট সম্পদ হল প্রলোভননিরপেক্ষ উৎকর্ষ।

১১. ঔপন্যাসিকের শিল্পদৃষ্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মবিরোধ উপন্যাসশিল্পের আঙ্গিকসামঞ্জস্য, চরিত্রাঙ্গণ সাফল্য ও ভাবঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর। উপন্যাসে স্রষ্টার প্রতিভাশক্তির ঐকান্তিকতা ও সমগ্রতা বাঞ্ছণীয়।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসশিল্প অভিমতের তত্ত্বরূপ উল্লিখিত হল। মননশীল ও সত্যনিষ্ঠ প্রতিভার সচেতন শিল্পচিন্তা ও তর্কসূত্র জাগতিক মূল্যজ্ঞানে শুধু অভিপ্রেত নয়, আবশ্যকও বটে। তবে এ তথ্য স্বতঃপ্রমাণিত যে, উদ্ভাবনাসম্পন্ন ও সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞাবান প্রতিভার রূপকর্মই হলো তার শিল্পচিন্তার চিরন্তন রসাভিব্যক্তি।

বাক্যতত্ত্ব : অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

১. চমস্কি প্রবর্তিত রূপান্তরমূলক উৎপাদক পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যতত্ত্ব (ও অন্যান্য শাখা) বিশ্লেষণের পূর্বে বর্ণনামূলক (বা সংগঠনমূলক) ভাষাতত্ত্বে অব্যবহিত উপাদানের (Immediate Constituents) সাহায্যে বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণরীতিই বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এই পদ্ধতির বিভিন্ন অসঙ্গতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চার্লস. সি. ফ্রিজ ও তাঁর অনুসারী ভাষাতাত্ত্বিকরা এই পদ্ধতিকে 'বিজ্ঞানসম্মত' বলে মনে করেছিলেন। ফ্রিজের মতে এই পদ্ধতি 'আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমীক্ষা ও নবতর আদর্শ যা নতুন পদ্ধতির বিশ্লেষণরীতি ও প্রতিপাদনের পথ বিস্তৃত করেছে।'[১] তাঁর আগে ব্লুমফিল্ড আরোহী পদ্ধতির সাহায্যে বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আরোহী বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণকারীর স্বজ্ঞামূলক (intuitive) গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের বস্তুগত স্পষ্টবর্ণনাই ছিল মৌলিক আদর্শ। তাঁর এই মনঃসমীক্ষা বিরোধী দৃষ্টিবাদী আদর্শ ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। ১৯৫২ সালে ফ্রিজ তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতির সাহায্যে বাক্যবিশ্লেষণের নতুন সম্ভাবনার প্রতি ভাষাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে কোন ভাষার ব্যাকরণ হচ্ছে যার মাধ্যমে গঠনগত অর্থ প্রকাশিত হয়। সেক্ষেত্রে, 'বাক্যের অংশ' নয়, সামগ্রিকভাবে বাক্যের অংশ বিশ্লেষণই মুখ্য হওয়া উচিত। উদাহরণ হিসাবে তিনি ইংরেজি বাক্যের গঠনগত স্তরের দিক উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, গঠনগত স্তরের মধ্যে বাক্যের বিভিন্ন উপাদানগুলি বিদ্যমান থাকে যেগুলি বাক্যগত পরিবেশ অধিকার করে থাকে। প্রতিকল্পক (Substitution) পদ্ধতির সাহায্যে চারটি গঠনগত-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

২. সাধিত ও সম্প্রসারিত রূপগঠনের মাধ্যমে যে-ভাবে একটি রূপমূল বৃহত্তর গঠনরূপ নির্মাণ করে তার সুবিন্যস্তকরণের আদর্শের বিশ্লেষণকে বাক্যতত্ত্ব বলা যায়। এখানে গঠনের সুবিন্যস্তকরণের আদর্শ ও পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বাক্যতত্ত্বীয় পরিকল্পনার মধ্যে চতুর্বিধ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। এগুলো নিম্নলিখিত পর্যায়গুলোর মাধ্যমে দেখান যায়।

ক. কোন শাখার বা শ্রেণীর সীমা নির্দেশ করে তার উপাদান নির্দেশ। যেমন, শৌভিক এল, মৌসুমী আমাদের ছেড়ে চলে গেল এবং শৌভিক এল। মৌসুমী আমাদের ছেড়ে চলে গেল। এখানে একটি অংশ (একটি বাক্য) ও দুটি অংশ (দুটি বাক্য) পৃথকভাবে নির্দেশ করা প্রয়োজনীয়।

খ. প্রত্যেক শাখাভুক্ত সদস্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে।

গ. সমশ্রেণীভুক্ত শাখা থেকে মূলবাক্যের অধীনস্থ শাখার পার্থক্য দেখাতে হবে।

১ Charles C. Fries, *The Structure of English*, 1952, p. 9

ঘ. মূলবাক্যের অধীনস্থ শাখার কেন্দ্রীয় রূপ নির্দেশ করা।

বর্তমান আলোচনায় দুটি কৌণিক বিন্দু থেকে বাক্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। প্রথমত, মুক্ত রূপমূল যে-ভাবে বদ্ধ রূপমূল সংযুক্তির মাধ্যমে বৃহত্তর গঠনরূপের মাধ্যমে বিস্তৃত হয় এবং দ্বিতীয়ত, এই শ্রেণীর রূপমূলগুলির ভাষাতাত্ত্বিক গঠনপ্রকৃতির বিশ্লেষণ।

৩. আভিধানিক ও গঠনগত অর্থ

বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপমূল প্রধান উপাদানরূপে গৃহীত হয়ে থাকে বলে রূপমূলগুলির প্রাথমিক আলোচনা প্রয়োজন। গৃহনির্মাণের সময় যেমন এক একটি ইঁট সাজিয়ে গৃহের মূল আকার দেওয়া হয়, তেমনি বাক্যগঠনরূপ নির্মাণের ক্ষেত্রেও রূপমূল-গুলি পরস্পর সন্নিবিষ্ট হয়ে বাক্যের গঠনরূপ নির্মাণে সহায়তা করে। যখন কোন এক বা একাধিক রূপমূল বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন তার মাধ্যমে নতুন অর্থ প্রকাশিত হয়। এই অর্থ একক রূপমূল স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হলে তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। অন্যভাবে বলা চলে যে, যে-ভাবে রূপমূলগুলি একত্রে গ্রথিত হয়ে ব্যবহৃত হয় তার মাধ্যমেই গঠনগত অর্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়া, কোন রূপমূল যখন একটা বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাকে আভিধানিক বলা যায়। এই অর্থ সর্বত্রই নির্দিষ্ট। নীচে উদাহরণের সাহায্যে রূপমূলের গঠনগত অর্থের দিক স্পষ্ট করা যায়। নীচে এগারটি শব্দ (রূপমূল) নির্বাচন করা হয়েছে, যা বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে পরিচিত।

ব্যস্ত	যায়	লোক	ঘড়ি
আসা	অলসভাব	দাঁড়ান	জানালা
কৌতূহলী	মানুষ	রাস্তা	

ওপরের শব্দগুলির স্থান যদি সামান্য পরিবর্তন করে এভাবে সাজান যায়, যেমন : 'ব্যস্ত আসা', 'মানুষ জানালা', 'যাওয়া কৌতূহলী' তাহলে শব্দগুলির অর্থগত দূরান্বয়তার দিকটি আমাদের কাছে সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি ওপরের শব্দগুলো অন্যভাবে সাজিয়ে লেখা যায়, যেমন : 'ব্যস্ত মনুষ', 'মানুষ যায়', 'কৌতূহলী লোক', তাহলে শব্দগুলির অর্থ স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, শব্দগুলি দ্বিতীয়ভাবে সাজানোর ক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক গঠনগত দিক লক্ষ্য করে সাজান হয়েছে এবং এখানে মুক্ত রূপমূলগুলির আভিধানিক অর্থ ছাড়াও এখানে গঠনগত অর্থ বিদ্যমান। এই গঠনগত অর্থ স্বরভঙ্গী ও অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে আরো স্পষ্টভাবে দেখান যায়। যেমন,

{১২৩ ⁄ } {ˊ+ˋ}।

ওপরে দুটি রূপমূল জোড়ের সাহায্যে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে একটি দিক অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, প্রত্যেকটি রূপমূলের একটি গঠনগত দিক বিদ্য-মান। একটি রূপমূলের পর আর একটি রূপমূল সন্নিবেশের মাধ্যমে গঠনগত অর্থ ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শব্দজোড়ের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই প্রকাশমান সব রূপমূল নয়। বিশেষ বিশেষ কতকগুলো রূপমূলই পরস্পর সন্নিবেশের মাধ্যমে গঠনগত অর্থ ক্রিয়াশীল হতে পারে। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, রূপমূল জোড়ের গঠনগত অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে দুটি দিকই প্রধানভাবে বিবেচ্য। প্রথমত, রূপমূলগুলির বিশেষ অবস্থান এবং দ্বিতীয়ত, শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত ও প্রান্তীয় সংযোগস্থলের গুরুত্ব। রূপমূলের বিশেষ অবস্থান আবশ্যকীয়। আগের উদাহরণে 'মানুষ যায়' সংখ্যাজোড় পরিবর্তন করে বসালে

'যায় মানুষ' 'রূপমূল জোড় অর্থহীন' সেজন্যে, গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বে রূপমূলের বিশেষ অবস্থান বা রূপমূল-সংযোজন রীতি প্রয়োজনীয় দিক হিসাবে চিহ্নিত।

পূর্বে উদ্ধৃত এগারটি রূপমূল পর পর দুটি সংখ্যাজোড়রূপে না ব্যবহার করে সেগুলো একত্রে সন্নিবেশিত করলে ভাষাতাত্ত্বিক বৃহত্তর গঠনরূপ পাওয়া সম্ভব। এখানে উপরোক্ত এগারটি মুক্ত রূপমূল আরো কয়েকটি বদ্ধ রূপমূলের সাহায্যে অর্থগত দিক যেভাবে স্পষ্ট করে তা দেখা যেতে পারে।

ক. কৌতূহলী মানুষ জানালার পাশে অলসভাবে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপরে ব্যস্ত মানুষের আসা যাওয়া লক্ষ্য করছে।

খ. কেন ঐ কৌতূহলী মানুষগুলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে অলসভাবে জানালার মধ্যে দিয়ে ব্যস্ত মানুষগুলোর আসা যাওয়া লক্ষ্য করছে?

ওপরের দুটো বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে আগের এগারোটি মুক্ত রূপমূল ছাড়াও অনেকগুলি বদ্ধ রূপমূল ও স্বতন্ত্র শব্দের সাহায্যে বাক্যের অর্থগত দিকটি স্পষ্টরূপে নির্দেশিত। বদ্ধ রূপমূলগুলি হচ্ছে -র (জানালার, রাস্তার, মানুষের),-গুলো (মানুষগুলো) ইত্যাদি। স্বতন্ত্র শব্দগুলি হচ্ছে, কেন, ঐ । এই শব্দগুলি ও বদ্ধ রূপমূল মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে ও পাশাপাশি সন্নিবেশের মাধ্যমে জটিল গঠনরূপ নির্মাণে সহায়তা করেছে। এগুলিকে অব্যয়মূলক শব্দ (function word) বলা হয়। শব্দগুলিকে এভাবে চিহ্নিত করার কারণ এগুলির নিজস্ব প্রায় কোন অর্থ নেই এবং পূর্বের বা পরের যে-সব রূপমূলের সঙ্গে এই শ্রেণীর শব্দ ব্যবহৃত হয় সেই সব রূপমূলের গঠনগত অর্থ পরিবর্তনে সহায়তা করে থাকে। এই শ্রেণীর শব্দের সাধিত বা সম্প্রসারিত কোন রূপ নেই। এই শ্রেণীর শব্দ রীতি-বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষ এক ক্রিয়া করে, এবং এই রীতিবিন্যাসের বাইরে তাদের বিশেষ কোন অর্থ নেই। উদাহরণস্বরূপ ঐ, কিন্তু, ইত্যাদি শব্দগুলি গ্রহণ করা যায়। এই শ্রেণীর শব্দকে ব্যাকরণগত গঠনের মধ্যে যেভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায়। এই শ্রেণীর কোন কোন শব্দ এমনভাবে অন্য-শ্রেণীর শব্দের (বা রূপমূলের) সঙ্গে ব্যবহৃত হয় যে, অন্য শ্রেণীর শব্দকে অতি সহজেই চেনা যায়। যেমন, বিশেষ্য নির্দেশক শব্দ। 'ঐ, একটা' এই শ্রেণীর শব্দ সব সময় বিশেষ্যের আগে বসে বিশেষ্যকে চিনতে সাহায্য করে। যেমন, 'ঐ মানুষ, একটা বই।' এই শ্রেণীর শব্দ বিশেষ্য ছাড়া অন্য কোন শব্দের আগে ব্যবহৃত হয় না। যেমন, * ঐ লাল। এই শ্রেণীর অন্যান্য শব্দ হচ্ছে দ্বারা, কেন, এই, কিছু, কোথায় ইত্যাদি।

ওপরে এগারটি মুক্ত রূপমূল পরপর সাজানোর পর সেগুলি অব্যয়মূলক শব্দের সাহায্যে যে অর্থ প্রকাশ করেছে সেখানে রূপমূলগত আরো দুটি পরিবর্তন লক্ষণীয়। 'আসা, যায়, মানুষ, লোক, দাঁড়ান' ইত্যাদি রূপমূলগুলি গঠনগত রূপান্তরের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন, 'আসা' থেকে 'আসে', আসছে, আসবে, আসছি, আসছিলাম' ; 'যায়' থেকে 'যাব, যাচ্ছি, যাবে, যাচ্ছিলাম, যাচ্ছে' ; 'মানুষ' থেকে 'মানুষগুলো, মানুষের, মানুষেরা' ইত্যাদি পরিবর্তন সহজেই সম্ভব। সাধারণত, কোন মুক্ত রূপমূলের শেষে বদ্ধ রূপমূল সংযুক্ত হয়ে ব্যাকরণগত যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে সম্প্রসারিত রূপমূল (inflectional morpheme) বা সম্প্রসারিত (inflectional) পরিবর্তন হিসাবে ধরা হয়।

কোন মুক্ত রূপমূলের প্রথমে, মাঝে বা শেষে বদ্ধ রূপমূল সংযুক্ত হয়ে শব্দার্থগত ও গঠনগত পরিবর্তন করতে সক্ষম। এই শ্রেণীর পরিবর্তনকে সাধিত (derivational) বলা

হয় এবং এই পরিবর্তনের মাধ্যমে গঠিত রূপমূলকে সাধিত রূপমূল (derivational morpheme) বলা হয়। যেমন, 'অলস' থেকে 'অলসতা আলসে, আলস্য, আলসেমি' ইত্যাদি ; 'গণ' থেকে 'অগণ, অগণতন্ত্র, অগণতান্ত্রিক' ইত্যাদি।

৪. গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বে বিভিন্ন রূপমূলের সংজ্ঞা, শ্রেণীকরণ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্যতত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত। পূর্বের আলোচনায় (৩) রূপমূলের তিন শ্রেণীর অর্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে : আভিধানিক, গঠনগত ও অব্যয়মূলক। যখন একটি মুক্ত রূপমূল অন্য বদ্ধ রূপমূলের সঙ্গে সংযুক্তির মাধ্যমে যে-অর্থ প্রকাশ করে তাই গঠনমূলক ভাষাতাত্ত্বিকদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। একটি রূপমূল যখন অন্য রূপমূলের পাশে অবস্থান করে বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার গুরুত্বই সর্বাধিক। এক্ষেত্রে যে-প্রশ্নের ওপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হল, রূপমূল কিভাবে একটি প্যাটার্নের অন্তর্ভুক্ত হয় তার ওপর। এর সঙ্গে অপর সম্পর্কিত দিক হল এই পরিবেশে রূপমূলগুলি কোন শ্রেণীর ফর্ম গ্রহণ করে তার দিক।

গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বে যে-প্রণালীর মাধ্যমে এক শ্রেণীর রূপমূলকে একটি স্বতন্ত্র শাখায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এই প্রক্রিয়াকে প্যারাডাইম (paradigm) বলে। এক্ষেত্রে প্রধান বিচারণীয় দিক হল কিভাবে রূপমূলের সঙ্গে সাধিত ও সম্প্রসারিত প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং বাক্যে কিভাবে এই শ্রেণীর রূপ অন্য রূপের তুলনায় বিশেষ স্থান গ্রহণ করে তার বিশ্লেষণ। বাংলায় ব্যবহৃত অসংখ্য রূপমূলের মধ্যে অব্যয়মূলক শব্দের সংখ্যার স্বল্পতা সহজেই লক্ষণীয়। অন্যদিকে, এই শ্রেণীর শব্দ ছাড়া অন্য একশ্রেণীর রূপমূল প্রতিনিয়ত বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর রূপমূলগুলি গঠনমূলক বিচার পদ্ধতির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এগুলিকে গঠনশ্রেণী রূপে চিহ্নিত করা হয়। নীচে এই শ্রেণীর রূপমূলের গঠনগত দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ক. সম্প্রসারিত রূপবৈশিষ্ট্য :

এই পর্যায়ে বিভিন্ন রূপমূলের গঠনগত দিকের পরিপ্রেক্ষিতে একত্রীকরণ করা হয়। প্রত্যেকে সেটে একটি মুক্ত রূপমূল এবং তার সঙ্গে যে-শ্রেণীর রূপমূলগত পরিবর্তন সাধিত হয় সেগুলির সাহায্যে একটি শ্রেণী বিন্যাস করা হয়ে থাকে। এই রূপের মধ্যে অন্ত্যপ্রত্যয় বা বিভক্তির অন্তর্ভুক্তি বা ধ্বনিগত পরিবর্তন, অথবা উভয় রূপই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এখানে মূল রূপমূলটি তার আভিধানিক অর্থ পরিবর্তন না করেই বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রিয়া সম্পাদন করে। উদাহরণ হিসাবে বিশেষ্যকে গ্রহণ করা যায়। বিশেষ্যের সম্প্রসারিত রূপবৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয় রূপমূলের মূল একবচন, বহুবচন সম্বন্ধের সম্প্রসারণের সাহায্যে।

খ. সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য :

সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য সাধারণত একশ্রেণীর সেট নির্মাণ করে যেখানে রূপমূলের শেষে অন্ত্যপ্রত্যয় ও বিভক্তি যুক্ত হয়ে তাদের আভিধানিক অর্থ পরিবর্তন করে; কিংবা ব্যবহৃত বাক্যের একাংশ, কিংবা উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন সাধন করে। উদাহরণ হিসাবে বলা হয় যে, ইংরেজিতে রূপমূল শেষে —hood, —ship, —ness ও —ment যোগে বিশেষ্য-নির্দেশক সাধিত অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হয়। এই শ্রেণীর শব্দ বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত না হয়ে যখন স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় তখনও শব্দগুলিকে বিশেষ্য হিসাবে চিনতে কোন অসুবিধা হয় না। বাংলায় কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দশেষে সাধিত প্রত্যয়যোগে চিহ্নিত শব্দ ও সর্বদা বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, মহৎ থেকে মাহাত্ম্য, দরিদ্র থেকে দারিদ্র্য।

গ. শব্দের অবস্থান :

বাক্য মধ্যে রূপমূল সন্নিবিষ্ট করার একটা বিশেষ রীতি বিদ্যমান। অন্যভাবে বলা যায় যে, বিভিন্ন রূপমূল যে-ভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে শব্দ রূপমূলশ্রেণী চিহ্নিত ও বিচার করা হয়ে থাকে। সাধারণ কথাবার্তার সময় বা এককভাবে রূপমূল ব্যবহারের সময় অনেক ক্ষেত্রে রূপমূলের প্রকৃতি বোঝা যায় না। কোন কোন ভাষায় যেমন ইংরেজি, একই রূপমূলের বাক্যের মধ্যে অবস্থান দেখে তার শাখা নির্দিষ্ট করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ 'round' শব্দটি গ্রহণ করা যায়। শব্দটি বাক্যের মধ্যে যে-স্থান গ্রহণ করবে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ্য বিশেষণ, সকর্মক ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ হতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের স্থান ও পরিবেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ. স্বরভঙ্গী রীতি :

বিভিন্ন রূপমূল শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত, সংযোগস্থলের সাহায্যে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে পরিবর্তিত হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় একই রূপমূল বিভিন্ন শ্রেণীর স্বরভঙ্গী বা সংযোগস্থলের জন্য অর্থগত বৈপরীত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। যেমন ইংরেজি শব্দ contract স্বরভঙ্গীর জন্য বিশেষ্য বা ক্রিয়া হতে পারে। বাংলায় অবশ্য স্বরভঙ্গীর তারতম্যের জন্য শব্দের অর্থগত কোন পার্থক্য দেখা দেয় না। কিন্তু, সংযোগস্থল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। যেমন, পা+গোল=গোল পা বনাম পাগোল=উন্মাদ। প্রথম রূপমূলে পা ও গো-এর মধ্যে সংযোগস্থল থাকায় এবং দ্বিতীয় রূপমূলে সংযোগস্থল না থাকায় অর্থগত পার্থক্য সূচিত হয়েছে।

ঙ. অব্যয়মূলক শব্দ :

প্রত্যেক ভাষায় কিছু সংখ্যক অব্যয়মূলক শব্দ আছে যেগুলি স্বাধীন রূপমূলের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়ে সেগুলির শ্রেণী ও সম্পর্কগত দিক নির্দেশে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে। যেমন, ইংরেজি বাক্য 'Box leaves before you go' অর্থহীন, এবং box বা leaves এর আগে the বসে বাক্যের অসংগতি দূর করতে সাহায্য করে অর্থের সংগতিবিধান করে। বাংলা বাক্যেও অব্যয়মূলক শব্দের গুরুত্ব কম নয়। একটি উদাহরণ দিলেই বাংলা বাক্যে অব্যয়মূলক শব্দের গুরুত্ব বোঝা যাবে। যেমন, তুমি আস, তবে আমি যাব। ব্যাকরণগত দিক থেকে বাক্যটি ত্রুটিপূর্ণ। 'তুমি' রূপমূলের আগে 'যদি' অবস্থানের পর বাক্যরূপ সম্পূর্ণ আকার লাভ করবে।

গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বে বিভিন্ন গঠনশাখার অন্তর্ভুক্ত রূপমূলগুলি তাদের গঠন, বাক্যগত পরিবেশ, অর্থবিন্যাসরীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায়। এক্ষেত্রে, ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন বিন্যাসরীতির মাধ্যমে রূপমূল বিচার করলেও গঠনগতদিকের ক্ষেত্রে ঐক্য বিদ্যমান। এখানে গঠনশাখার অন্তর্ভুক্ত রূপমূলগুলি চারটি প্রধান শাখায় বিভক্তি-করণের পর প্যারাডাইমের সাহায্যে বিচার করা হয়েছে। দ্বিতীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত অব্যয়-মূলক শব্দগুলি স্বতন্ত্র শাখা পর্যায়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

গঠন শাখার অন্তর্ভুক্ত রূপমূলের শ্রেণীবিন্যাস

প্রথম শ্রেণীর রূপমূল : বিশেষ্য

যে-সব ভাষাতাত্ত্বিক রূপ-গঠন এই শাখার অন্তর্ভুক্ত সেগুলির কয়েকটি স্পষ্ট গঠনগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে আলোচনার সাহায্যে বিশ্লেষিত হয়েছে।

ক. সম্প্রসারিত রূপবৈশিষ্ট্য :

বিশেষ্যের শেষে সম্প্রসারিত প্রত্যয় যুক্তির মাধ্যমে দেখা যায় যে, এই শ্রেণীর রূপমূল-গুলি বহুবচন ও সম্বন্ধসূচক দিক নির্দেশ করে থাকে। একবচন বিশেষ্যরূপের সঙ্গে অন্ত্য-প্রত্যয় বা বিভক্তি (সাধারণ অর্থে বদ্ধ রূপমূল) সংযুক্ত হয়ে কখনো বহুবচন, কখনো সম্বন্ধসূচক দিক নির্দেশিত হয়। যেমন :

একবচন		প্রত্যয়	বহুবচন/সম্বন্ধ
ছেলে	+	গুলো	ছেলেগুলো
মেয়ে	+	দের	মেয়েদের
বাচ্চা	+	রা	বাচ্চারা

খ. সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য :

প্রচলিত বহু বিশেষ্য আছে, যেগুলোর সঙ্গে সাধিত প্রত্যয় যুক্ত হলে এই শ্রেণীর বিশেষ্য -কে সহজেই নির্দেশ করা যায়। এমনকি, বিশেষ্য নয়, এমন অনেক রূপমূলের সঙ্গেও এই শ্রেণীর প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য গঠিত হতে পারে। যেমন, ইংরেজিতে শব্দশেষে—er, -ment যোগে ক্রিয়াগুলি বিশেষ্যে পরিণত হয়, বিশেষণের শেষে-ness যুক্ত হয়ে বিশেষ্যে রূপান্তরিত হয়। অন্যান্য ভাষার মত বাংলা শব্দগঠনের ক্ষেত্রেও গঠনগত এই প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। যেমন :

অনুসর্গ	বিশেষণ	বিশেষ্য
-আই	মিঠা	মিঠাই
-মি	নোংরা	নোংরামি
-পনা	দুরন্ত	দুরন্তপনা

অনুসর্গ	সর্বনাম	বিশেষ্য
-ত্ব	আমি	আমিত্ব
-ইকা	অহম	অহমিকা

গ. স্বরভঙ্গী :

কোন কোন ভাষায় স্বরভঙ্গীর বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান। কোন রূপমূলের ওপর পতিত স্বর-ভঙ্গীর রীতি দেখে অতি সহজের সেই রূপমূলের প্রকৃতি বা রূপ নির্দেশ করা যায়। উদাহরণ হিসাবে ইংরেজির নাম করা যায়। এখানে একই রূপমূলে স্বরভঙ্গীর ভিন্নরীতির জন্য রূপমূল পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন : suspect ও contract রূপমূল। এখানে উভয় রূপমূলের প্রথম স্বরধ্বনির ওপর মুখ্য ও শেষের স্বরধ্বনির ওপর গৌণ-স্বরাঘাত পড়ায় তা বিশেষ্যরূপে চিহ্নিত। স্বরাঘাতের রীতি পরিবর্তন করলে রূপমূল দুটি বিশেষ্য থেকে অন্য শাখার রূপমূলে পরিবর্তিত হবে। ইংরেজি ভাষায় এই নিয়ম নির্দিষ্ট বলে স্বরভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে রূপমূল সনাক্তকরণ কষ্টসাধ্য নয়। বাংলায় স্বরভঙ্গীর তারতম্যের জন্য এক শ্রেণীর রূপমূল অন্য শ্রেণীর রূপমূলে রূপান্তরিত হয় না। বাংলায় স্বরভঙ্গী

সর্বদা রূপমূলের প্রথমে পড়ে এবং অনেক বক্তার ভাষাভঙ্গীর জন্য স্বরভঙ্গী রূপমূলের অন্যত্র পড়লেও রূপমূলের অর্থ থাকে অপরিবর্তিত। অনেক সময় উচচস্বরের তারতম্যের জন্য বক্তার ভাবের মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে কিন্তু এই পরিবর্তন ধ্বনিগত নয়। যেমন, মা১, মা২, মা৩। এখানে মা১ ও মা৩-এর উচচস্বরের পার্থক্য দেখান হলেও, এই পার্থক্য ভাবগত পরিবর্তন আনলেও অর্থগত পরিবর্তন সাধন করেনি। এক্ষেত্রে, প্রসঙ্গ-ক্রমে চীনা ভাষার উল্লেখ করা যায়। যেখানে উচচ স্বর ধ্বনিমূলক অর্থ পরিবর্তন সাধন করে।

ঘ. শব্দের অবস্থান :

বাক্যে ব্যবহারের সময় বিভিন্ন শ্রেণীর রূপমূলের একটি ক্রমানুক্রমিক অবস্থান আছে। সাধারণত, এক শ্রেণীর রূপমূল যেখানে ব্যবহৃত হয়, অন্য শ্রেণীর রূপমূল সেখানে ব্যবহৃত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বিশেষ্য গ্রহণ করা যায়। বাংলা বাক্যে বিশেষ্য সাধারণভাবে ক্রিয়ার আগে বসে। একটা নকশার সাহায্যে বিশেষ্যের অবস্থানরীতি সহজেই দেখান যায়। যেমন :

ঐ————এখানে।১
————খায়।২

প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যের শূন্যস্থান 'লোকটা' বা সমগোত্রীয় রূপমূল দিয়ে পূরণ করাযায় এবং বিশেষ্য ছাড়া অন্য কোন রূপমূলের সাহায্যে শূন্যস্থান পূরণ করা সম্ভব নয়।

ঙ. অব্যয়মূলক শব্দ :

বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণীর রূপমূলগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিশেষ্যের আগে কতকগুলো অব্যয়মূলক শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং বাংলায় আর্টিকল নেই বলে বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষ্য-পর-শব্দ (particle) ব্যবহৃত হয়। যেমন, ঐ লোকটা, এই বইটা, মেয়েটা ছেলেটি ইত্যাদি। সম্বন্ধসূচক সর্বনামের প্রসঙ্গও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, এই শ্রেণীর রূপ-মূলগুলি বিশেষ্যের আগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, আমার বই, তোমার খেলনা, তার কলম ইত্যাদি। এখানে আমার, তোমার, তার সম্বন্ধসূচক সর্বনাম এবং এই শ্রেণীর রূপ-মূলের পর বিশেষ্যমূলক রূপমূল ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর সর্বনাম ছাড়াও নির্দেশক (demonstrative) সর্বনামগুলিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। যেমন, এই, ঐ, এগুলো, ওগুলো, এই শ্রেণীর সর্বনামের পর বিশেষ্য ব্যবহৃত হওয়াই সাধারণ রীতি। যেমন এই মেয়েটা দেখতে সুন্দর, ঐ বইটা দাও। এখানে একটি ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। এই, ঐ একবচন বলে তার পরে সরাসরি বিশেষ্যের ব্যবহার প্রচলিত হলেও, এগুলো ও ওগুলো বহুবচন নির্দেশক হওয়ায় তাদের পর সরাসরি বিশেষ্য বসার বাধ্যকতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

১. এগুলো আম।

২. ওগুলো বই।

প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য অপ্রচলিত না হলেও বাংলা বাক্যে সর্বনামগুলির নির্দেশক ভূমিকার জন্য এখানে অর্থ পূর্ণতা পায়নি। যেমন পূর্ণতা পায় 'এগুলো ভাল আম ও ওগুলো ভাল বই' বাক্যের মধ্যে নীচের বাক্যগুলি লক্ষ্য করলেই বাংলা বাক্যে এই শ্রেণীর সর্বনামের ব্যবহাররীতি বোঝা যাবে।

১. এগুলো ছেলেদের বই।
২. ওগুলো কী আম?
৩. এগুলো ভাল কাপড়।
৪. এই বইগুলো নতুন।

ওপরের চারটি বাক্যে নির্দেশক সর্বনামের চতুর্বিধ ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রথমবাক্যে 'এগুলো'র পর 'ছেলেদের' (সম্বন্ধসূচক) রূপমূল, দ্বিতীয় বাক্যে, 'ওগুলো'র পর 'কী' (নির্দেশক) শব্দ, তৃতীয় বাক্যে 'এগুলো'র পর 'ভাল' (বিশেষণ) শব্দ এবং চতুর্থ বাক্যে 'এই' সর্বনামের পর 'বই'-এর সঙ্গে বহুবচন ব্যবহৃত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রূপমূল: ক্রিয়া

ক. সম্প্রসারিত রূপবৈশিষ্ট্য:

বাংলা ক্রিয়ার নির্দিষ্ট কতকগুলি রূপ বিদ্যমান। ক্রিয়ার রূপমূলের সঙ্গে সম্প্রসারিত রূপ সংযুক্ত হয়ে রূপমূলের পরিবর্তন সাধন করে। ক্রিয়ার সম্প্রসারিত রূপগুলি হচ্ছে কাল, ও পুরুষ। এই দ্বিরূপের সাহায্যে ক্রিয়ার রূপমূল পরিবর্তিত হয়। ক্রিয়ার কাল গঠনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বদ্ধ রূপমূল ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং সাধারণভাবে এগুলি লক্ষ্য করলেই কালগত রূপটি বোঝা যায়। যেমন,

কাল	বদ্ধরূপমূল	পুরুষ	গঠিত রূপমূল
অতীত	-ছিলেন	(মান্যার্থে)	খেয়েছিলেন
	-ছিলি	(তুচ্ছার্থে)	খেয়েছিলি
	-ছিলে	(সাধারণ অর্থে)	খেয়েছিলে

খ. সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য:

ইংরেজিতে বিভিন্ন রূপমূলের সঙ্গে সাধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে মূল রূপের পরিবর্তন সাধন করে। সাধারণত, মুক্তরূপের শেষে -ate, -ize, -fy এবং উপসর্গ -en যোগে মূল রূপের পরিবর্তন ঘটে থাকে। যেমন,

কোন রূপমূলের শেষে -ate যুক্ত হলে তা হবে বিশেষ্য।
কোন রূপমূলের শেষে -ize যুক্ত হলে তা হবে বিশেষ্য ও বিশেষণ।
কোন রূপমূলের শেষে -fy যুক্ত হলে তা হবে বিশেষ্য ও বিশেষণ।
কোন রূপমূলের শেষে -en যুক্ত হলে তা হবে বিশেষ্য।

বাংলা ক্রিয়ারূপের সম্প্রসারিত রূপবৈশিষ্ট্য অপেক্ষকৃত সহজলভ্য হলেও, সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য একেবারে অনুপস্থিত নয়। সাধারণভাবে, একটি রূপমূলের সঙ্গে একটি প্রত্যয় যোগে এই শ্রেণীর ক্রিয়ারূপ গঠিত হয়। এখানে এই শ্রেণীর ক্রিয়ারূপের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন:

খাওয়া (খা+ওয়া), যাওয়া (যা+ওয়া), করা (কর+আ), লেখা (লেখ+আ), শেখায়, শোনায়, দোলায়, দেখায়, রাঙানো, থাবড়া, ভাপসা ইত্যাদি।

গ. স্বরভঙ্গী

বিশেষ্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ইংরেজিতে সর্বদা বিশেষ্য-মূলক রূপমূলের প্রথম স্বরধ্বনির ওপর মুখ্য স্বরাঘাত ও শেষের স্বরধ্বনির ওপর গৌণ স্বরাঘাত পড়ে। অন্যদিকে, ক্রিয়ামূলক রূপমূলের ক্ষেত্রে প্রথম স্বরধ্বনির ওপর গৌণ ও শেষের স্বরধ্বনির ওপর মুখ্য স্বরাঘাত পড়ে। যেমন, perfect রূপমূল।

ঘ. শব্দের অবস্থান :

বাংলা বাক্যগঠনরীতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সাধারণত বাক্যের শেষে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় এবং তার আগে বিশেষ্য বসে থাকে। কিন্তু, কোন কোন ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতি-ক্রম লক্ষ্য করা যায়। প্রশ্নবোধক বাক্যে ক্রিয়া নির্দেশক শব্দের আগে ব্যবহৃত হয়। শর্তমূলক বাক্যে দুই বিশেষ্যের মাঝখানে ক্রিয়া অবস্থান করতে পারে। যেমন,

ক. সে বই চায়।
খ. ভাত খেলে নাকি?
গ. ভাত খেলে বই পাবে।

এই নিয়ম থেকে বোঝা যায় যে, সাধারণ বাক্যে ক্রিয়া সর্বদা বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অন্যান্য বাক্যে ক্রিয়া এই স্থান পরিবর্তন করলেও সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। অর্থাৎ, বাক্যের মধ্যে বিশেষ্যের পর ক্রিয়া ব্যবহৃত হবে। তৃতীয় বাক্যে চারটি রূপমূল পরপর ব্যবহৃত হয়েছে, দুটি বিশেষ্যমূলক ও দুটি ক্রিয়ামূলক রূপমূল। প্রথমটি বিশেষ্য, দ্বিতীয়টি ক্রিয়া, তৃতীয়টি বিশেষ্য, চতুর্থটি ক্রিয়া। অন্যভাবে বলা যায় যে দুটি বিশেষ্যের মাঝখানে একটি ক্রিয়া বা দুটি ক্রিয়ার মাঝখানে একটি বিশেষ্যমূলক রূপমূল বর্তমান।

ঙ. অব্যয়মূলক শব্দ :

অব্যয়মূলক শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিয়ার সম্পর্ক বিচার করলে দেখা যায় যে, ইংরেজিতে ক্রিয়ার আগে ক্রিয়াসংক্রান্ত শব্দ (can, may, shall, will, must) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলায় এই রূপ ক্রিয়াশীল নয়। ক্রিয়ার আগে অনেক ক্ষেত্রে 'পারি, পারে, অবশ্য, অবশ্যই' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হলেও এগুলির ক্ষেত্রে পুরুষ ভেদে পরিবর্তন সহজেই লক্ষ করা যায়। যেমন, সে পারে, কিন্তু আমি পারি। বাক্য : সে যেতে পারে, আমি খেতে পারি। এই শ্রেণীর শব্দ সাধারণত ক্রিয়ার পরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তৃতীয় শ্রেণীর রূপমূল : বিশেষণ

ক. সম্প্রসারিত রূপবৈশিষ্ট্য :

চলিত বাংলায় এক বা একাধিকের তুলনামূলক মান বোঝাতে বর্তমানে বিশেষণের সঙ্গে কোন বদ্ধ রূপমূল বা অন্ত্য প্রত্যয় যুক্ত হয় না। তার পরিবর্তে একটি অব্যয়মূলক শব্দের সাহায্যে তুলনার মান নির্দেশিত হয়। তৎসম শব্দ-তর ও -তম এই দুটি বদ্ধ রূপমূলের সাহায্যে তুলনার মান নির্দেশিত হয়ে থাকলেও, চলিত রীতির ক্ষেত্রে উভয় রূপ সাধারণভাবে অব্যবহৃত। যেমন :

ক. সে সবচেয়ে সুন্দর।
মেয়েদের মধ্যে চম্পা বেশী সুন্দর।

খ. সে সুন্দরতর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।
মেয়েদের মধ্যে সেই সুন্দরতম।

খ. সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য :

ইংরেজি ভাষায় যেমন বিভিন্ন রূপমূলের শেষে বদ্ধ রূপমূল সংযুক্তির মাধ্যমে বিশেষণ গঠিত হয়, বা বিশেষণের সঙ্গে এই প্রয়োগের সাহায্যে বিশেষ্য নির্দেশিত হয়, বাংলায় সর্বত্র এই গঠনগত প্রক্রিয়া লক্ষণীয় নয়। কিন্তু, সর্বদা না হলেও এই প্রক্রিয়া বাংলায় একেবারে দুর্লভ নয়। যেমন, লাল—লালচে, লালিমা বা এই শ্রেণীর রূপগত পরিবর্তন অনেকক্ষেত্রেই লভ্য ; এখানে এই শ্রেণীর কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে।

মন্দ	মান্দ্য।
দরিদ্র	দারিদ্র্য।
শুভ	শুভকর্ম, শুভক্ষণ।
আনন্দ	আনন্দকর, আনন্দদায়ক।
কল্যাণ	কল্যাণী, কল্যাণকর, কল্যাণদায়ক।
প্রীতি	প্রীতিকর, প্রীতিদায়ক, প্রীতিজনক।

গ. স্বরভঙ্গী :

বাংলায় বিশেষণের ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গীর কোন গুরুত্ব নেই বলে স্বরভঙ্গী পরিবর্তনে অর্থগত কোন তারতম্য সৃষ্টি হয় না। ইংরেজিতে যুক্ত রূপমূলের ক্ষেত্রে প্রথমে গৌণ স্বরাঘাত থাকলে তা বিশেষণরূপে চিহ্নিত হয়। নীচের উদাহরণে প্রথম রূপমূলটি বিশেষণ, দ্বিতীয় রূপমূলটি বিশেষ্য।

black board (black এর a-এর ওপর গৌণ ও board-এর o-এর ওপর মুখ্য স্বরাঘাত)।
black board (black এর a-এর ওপর মুখ্য ও board এর o-এর ওপর গৌণ স্বরাঘাত)।

ঘ. শব্দের অবস্থান :

বাংলার বাক্যে নির্দেশক ও বিশেষ্যের মাঝখানে বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। কোন বাক্যে নির্দেশক না থাকলে বিশেষ্যের আগে বিশেষণের ব্যবহারই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। নিচের নকশা লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে।

একজন——মেয়ে চলে গেল।

যে——লোক সে কখনো——কাজ করে না।

উপরোক্ত বাক্য দুটির মধ্যে প্রথম বাক্যে 'একজন'এর পরে 'ভাল, খারাপ, সুন্দর, কালো' ইত্যাদি রূপমূল ব্যবহৃত হতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে প্রথম শূন্যস্থানে 'ভাল, সৎ' ইত্যাদি ও দ্বিতীয় শূন্যস্থানে 'খারাপ' ইত্যাদি রূপমূল' অনায়াসেই বসান যায়।

ঙ. অব্যয়মূলক শব্দ :

বাংলায় বিশেষণের আগে কোন অপেক্ষক শব্দ ব্যবহৃত হয় না। বরং বলা চলে যে, বিশেষণের আগে গুণসম্পর্কমূলক শব্দ 'অনেক, কিছু, অত্যন্ত, বেশ, বরং' ইত্যাদি বসে থাকে। যেমন :

সভায় অনেক ভাল লোক এসেছিল।

কিছু খারাপ লোক সব জায়গাতেই আছে।

সে বেশ দক্ষ কারিগর।

সেখানে যাব না, বরং ভাল গান শুনব।

চতুর্থ শ্রেণীর রূপমূল : বিশেষণ

বাংলা ক্রিয়া বিশেষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এমন অনেক ক্রিয়া বিশেষণ আছে যেগুলির সঙ্গে বিশেষণের ব্যবহারের সঙ্গে সাদৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু, এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও বাক্যে ব্যবহারের সময় কোন শব্দ বিশেষণ আর কোনটি ক্রিয়া বিশেষণ তা গঠনগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা বাঞ্ছনীয়। ক্রিয়াবিশেষণের যে স্বতন্ত্র গঠনগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নীচে সে-সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ক. সম্প্রসারিত রূপবৈশিষ্ট্য :

বাংলা ক্রিয়াবিশেষণের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত প্রত্যয়যোগে গঠিত রূপমূলের সংখ্যা অসংখ্য নয়। এ বা ইয়া-যোগে গঠিত ক্রিয়াবিশেষণ প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

এ-যোগে গঠিত ক্রিয়াবিশেষণ : গম্ভীর স্বরে, ওপরে, নীচে, গোলমালে, দুঃখে, আনন্দে।

ই বা ইয়া-যোগে গঠিত ক্রিয়াবিশেষণ : গন্‌গনিয়ে (গন্‌গন করে) টনটনিয়ে (টনটন করে), কচকচিয়ে।

খ. সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য :

কোন কোন ভাষায় ক্রিয়াবিশেষণের সাধিত রূপটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং এই শ্রেণীর রূপমূল অতি সহজেই চিহ্নিত করা যায়। যেমন ইংরেজিতে রূপমূল শেষে -ly সংযুক্তির ফলে তা ক্রিয়াবিশেষণে পরিণত হয়। বিশেষ্যের শেষে -ward, -wards ও -wise যোগেও ক্রিয়াবিশেষণ গঠিত হয়ে থাকে। বাংলা ক্রিয়াবিশেষণের ক্ষেত্রে অনেক সময় রূপমূলের সঙ্গে অন্য একটি মুক্ত বা বদ্ধ রূপমূল যোগে এই শ্রেণীর রূপমূল গঠনের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

শোনা-মাত্র, চেনা-মাত্র, স্নেহের সঙ্গে, গানের সঙ্গে, গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে ইত্যাদি।

গ. স্বরভঙ্গী :

অন্যান্য রূপমূলের মত বাংলায় ক্রিয়াবিশেষণের কোন স্বতন্ত্র স্বরভঙ্গী বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। ইংরেজিতে ক্রিয়াবিশেষণের স্বরভঙ্গী বিশেষ্যের মত। অর্থাৎ, মুখ্য স্বরভঙ্গী সর্বদা রূপমূলের প্রথম স্বরধ্বনির ওপর পড়ে। সে ক্ষেত্রে, ক্রিয়াবিশেষণ সনাক্ত করণের ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গীর তেমন গুরুত্ব নেই বলা চলে।

ঘ. শব্দের অবস্থান :

বাংলা বাক্যে ক্রিয়াবিশেষণের অবস্থানগত বৈচিত্র্য বিদ্যমান। বাক্যে এই শ্রেণীর রূপমূল বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে পারে বা ব্যবহৃত হতে পারে বা একস্থান থেকে অন্যস্থানে সহজেই ব্যবহার করা যায়। যেমন :

অ. ঘটনার বর্ণনা কৌতূহল সৃষ্টি করেছে।

আ. কৌতূহলের সঙ্গে সে ঘটনা বর্ণনা করল।

ই. কৌতূহল নির্ভর করে ঘটনার বর্ণনার ওপর।

৫. কোন রূপমূল স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হয়ে নিজস্ব যে অর্থ প্রকাশ করে, তারচেয়ে যখন রূপমূলগুলি সংবদ্ধ হয় এবং বৃহত্তর গঠনের সাহায্যে যে অর্থ প্রকাশ করে তখন তার অর্থের পরিসীমা বর্ধিত হয়। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, কোন রূপমূল যখন পৃথকভাবে উচ্চারিত হয় এবং বিভিন্ন রূপমূল সংযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়, তখন অর্থ বা ধ্বনিগত পরিবেশের দিক থেকে রূপমূলের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়। এর আগে রূপমূলের গঠনগত দিক সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করা হয়েছে এখানে আলোচনার সাহায্যে তা আরো বিস্তৃত করা যেতে পারে। এখানে রূপমূল যে-ভাবে গঠিত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে চারটি প্রধান দিক থেকে সেগুলি বিচার করা হয়েছে। বর্তমানে চারটি পর্বে কিছু সংখ্যক রূপমূল গ্রহণ করা হয়েছে। রূপমূলগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্বের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সহজ হবে।

অ. ক্ষুধার্ত জনতা।
দেশের বাড়ি।

আ. টাকা পয়সার আলোচনা।
সৈনিকবৃন্দ নিহত।

ই. সত্যি কথা বল।
সাবধানে থেকো।
তোমার প্রতিবেশীদের ভালবাস।

ঈ. সুতো আর সুঁই।
দেশলাই আর সিগারেট।
প্রেমও নয় মেয়েও নয়।
আশা আর প্রার্থনা।

বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত রূপমূলগুলি হচ্ছে মৌল গঠনমূলক রূপমূল। বৃহৎ ভাষাতাত্ত্বিক গঠনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শ্রেণীর রূপমূলের সাহায্যেই তা ক্রিয়াশীল হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ, গঠনের দিক থেকে রূপমূলগুলি ক্রমশ জটিলতর করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর রূপমূলগুলির দ্বারাই সম্ভব। অ. প্রথম শ্রেণীর রূপমূলগুলিকে গঠনগত দিকের বৈশিষ্ট্যের রূপান্তর বলা যায়। এই শ্রেণীর উদাহরণের ক্ষেত্রে দুটি করে শব্দজোড় বিদ্যমান, প্রথমটি শীর্ষ (head), যেমন, জনতা, বাড়ি; এবং দ্বিতীয়টি রূপান্তর (modifier), যেমন, ক্ষুধার্ত, দেশ। আ. দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণে বিধেয়গত গঠনরূপ নির্দেশিত। দুটি শব্দজোড়ের মধ্যে প্রথমটি উদ্দেশ্য (টাকা, সৈনিক) এবং দ্বিতীয়টি বিধেয় (অলোচনা, নিহত)। ই. তৃতীয় শাখায় গঠনগত পূরকতা লক্ষণীয়। এখানেও রূপমূল সংযুক্তির ক্ষেত্রে দুটি অংশ বিদ্যমান। প্রথমাংশে ক্রিয়াগত উপাদান(বলা, ভালবাসা) এবং দ্বিতীয়াংশে পূরক বিদ্যমান (সত্যকথা, সাবধান, তোমার প্রতিবেশী)। ঈ. চতুর্থ শাখায় যে-সব রূপমূল ব্যবহৃত, সেগুলির মধ্যে একই ধরণের ব্যাকরণগত উপাদান আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলি অব্যয়মূলক শব্দ দ্বারা সংযুক্ত হতে পারে বা সংযুক্তি না-ও হতে পারে। এক্ষেত্রে, বাক্যে গঠনগত ঐক্যগত দিক বিদ্যমান বলা যায়। যেমন, প্রথমক্ষেত্রে বিশেষ্য সুতো, সুঁই, দেশলাই, সিগারেট, প্রেম, মেয়ে, অথবা ক্রিয়া যেমন আশা, প্রার্থনা। এই দু শ্রেণীর রূপমূল মাঝে মাঝে অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে, যেমন আর, নয়।

৫.১ বাংলা বাক্য গঠনরীতি লক্ষ্য করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কতকগুলি মৌল ব্যাকরণগত উপাদানের সাহায্যে অন্যান্য উপাদানগুলি ক্রমশ বিস্তৃত হয়। প্রত্যেকটি ব্যাকরণগত গঠন অব্যবহিত উপাদানের সাহায্যে বিভক্ত করে দেখান সম্ভব। সাধারণত, মূল বাক্যকে দুটি অংশে প্রথমে বিভক্ত করা হয় এবং পরে এই দুটি অংশ আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রান্তিক উপাদানে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয় (ব্যাকরণে যাকে শব্দ বলা হয়)। অন্যভাবে বলা যায় যে, বাক্যের বিভিন্ন উপাদানগুলি ক্রমানুয়ে বিশ্লেষণ করা হয় যতক্ষণ না রূপমূলে পৌঁছান যায়। বাক্যের অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গঠন (construction), উপাদান (constituent) ও অব্যবহিত উপাদানের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। গঠন বলতে যাদের মধ্যে প্রত্যক্ষসম্পর্ক বিদ্যমান সেই শ্রেণীর অর্থপূর্ণ শব্দদল বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, যে প্রণালীতে শব্দকে একই শাখাভুক্ত করা যায় তাকে গঠন বলা যেতে পারে। যেমন: আমাদের পাশের বাড়ির রোগা মেয়েটা রোজই স্কুলে যায় বাক্যে সম্পূর্ণ বাক্য বা রোগা মেয়েটা গঠন নির্দেশ করে কিন্তু রোজই স্কুলে নয়। কেননা, দুটো রূপমূলের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। তেমনি, রোগা কোন গঠন নয়। কেননা এটা একটা রূপমূল মাত্র। যে-কোন রূপমূল বৃহত্তর গঠনাংশ গঠন করে তাকে উপাদান বলা হয়। যেমন, আমাদের পাশের বাড়ির রোগা মেয়েটা রোজই স্কুলে যায় বা রোগা মেয়েটা উপাদান হিসাবে ধরা গেলেও 'মেয়েটা রোজ' উপাদান হিসাবে গৃহীত হবে না। তার কারণ এখানে সম্পূর্ণ বক্তব্য নেই এবং এটা বৃহত্তর কোন গঠনের অংশ নয়। গ্লীসন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন যে, ক্ষুদ্রতম উপাদান হচ্ছে গঠন এবং বৃহত্তম গঠন হচ্ছে উপাদান। তাহলে অব্যবহিত উপাদানের সংজ্ঞা কি? সহজভাবে বলা যায় যে, অব্যবহিত উপাদান হচ্ছে দুটো বা তার বেশী উপাদান যা থেকে প্রত্যক্ষ-ভাবে কোন গঠন নির্মাণ সম্ভব। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় 'আমার ক্যানাডীয় বন্ধু এই চিঠিটা লিখেছে' এই বাক্যে 'আমার ক্যানাডীয় বন্ধু' ও 'এই চিঠিটা লিখেছে' দুটি অব্যবহিত উপাদান। আমার, ক্যানাডীয়, বন্ধু উদ্দেশ্যের অব্যবহিত উপাদান; এই, চিঠিটা, লিখেছে বিধেয়ের অব্যবহিত উপাদান এবং এই, চিঠিটা ক্রিয়ার কর্ম। কোন বাক্যকে কি-ভাবে অব্যবহিত উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে কাটা হবে তা প্রধানত দুটি দিকের ওপর নির্ভরশীল। বাক্য বিভক্তের সময় রূপমূলগুলোর মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান এবং সেগুলোর

মধ্যে নিকটতম যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে। অন্যথায়, বাক্য কাটার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা। এখানে কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই দিকটি ব্যাখ্যা করা যায়।

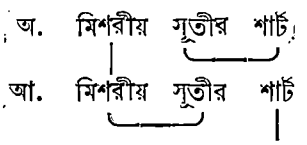

'মিশরীয় সূতীর শার্ট' বাক্যের অব্যবহিত উপাদান দু'ভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখান হয়েছে। যদি বলা হয় অ ও আ-র মধ্যে কোনটি সঠিক, তাহলে এখানে উত্তর দেওয়া যায় যে, এক্ষেত্রে কোনটিই ত্রুটিপূর্ণ নয়। কেননা, বাক্যটি দু'ভাবে বিচ্ছিন্ন করার ফলে অর্থ দু'ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে (অ) সূতীর ও শার্টের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (আ) মিশরীয় ও সূতীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক নির্দেশিত। প্রথম বাক্যের অর্থ 'সূতীর শার্ট মিশরের তৈরী', দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ 'শার্টটা মিশরীয় সূতোয় তৈরী।'

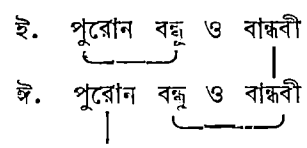

ওপরের বাক্যও অর্থানুসারে দু-ভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। প্রথম বাক্যে 'পুরোন ও বন্ধু' সম্পর্কের দিক থেকে ঘনিষ্ঠতর এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'বন্ধু ও বান্ধবী' ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অন্বিষ্ট। প্রথম বাক্যের অর্থ হচ্ছে 'বন্ধুরা পুরোন কিন্তু বান্ধবীরা নয়'। দ্বিতীয় বাক্যে 'বন্ধু ও বান্ধবী উভয়েই পুরোন' এই অর্থই প্রকাশিত। এখানে একটি ইংরেজি রূপমূল বিচ্ছিন্ন করে মুক্ত ও বদ্ধ রূপমূলের সম্পর্কের দিক থেকে কতখানি সতর্কতার সঙ্গে রূপমূল কাটা প্রয়োজনীয় তা বোঝা যাবে।

উ. ungraceful

ঊ. disgraceful

গঠনের দিক থেকে দুটি রূপমূলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই মনে হলেও দুটো রূপমূলের অব্যবহিত উপাদান এক নয়। নীচের বিচ্ছিন্নকরণ রীতি লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

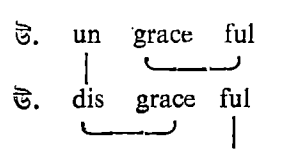

উদ্ধৃত (ঊ)তে -ful হচ্ছে -grace এর অব্যবহিত উপাদান। দুটো একই পর্যায়ের বলে একসঙ্গে দেখান হয়েছে। কিন্তু (ঊ)তে dis- ও -grace হচ্ছে সমস্থানীয়।

বাক্যের অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে রেখাচিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন রীতি অনুসরণ করা যায়। উপাদানের চতুষ্পার্শ্বে বাক্সের মত চতুষ্কোণ, রূপমূলের নীচে শুধুমাত্র রেখা টেনে কিংবা চতুর্দিকে সীমানা রেখার সাহায্যে নির্দেশিত প্রথা প্রচলিত। বর্তমানে অনেকেই সংযুক্ত রেখাচিত্রের সাহায্যে বাক্যের উপাদানগুলি যে-ভাবে সংযুক্ত থাকে তা নির্দেশ করেন।

৬. বাক্যগত সংযুক্তি

যখন কোন ক্ষুদ্রতর গঠন বৃহত্তর গঠনের আকার লাভ করে তখন সংযুক্তি সাধনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে 'মৌ খেলে' গঠনের ক্ষেত্রে দুটি গঠনগত দিক বিদ্যমান। একটি বিশেষ্য, অন্যটি ক্রিয়া। গঠন সংযুক্তির বৃহত্তর রূপকেই বাক্যরূপে নির্দেশ করা যায়। উদ্ধৃত বাক্যে 'মৌ' একই সঙ্গে বাক্যের বিশেষ্য ও উদ্দেশ্য। যাকে বিশেষ্য বলা হচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে গঠনরূপকে চিহ্নিত করছে, এবং যাকে উদ্দেশ্য বলা হয়েছে তা ক্রিয়া-সংযুক্তির মাধ্যমে ক্রিয়া (function) নির্দেশ করে। অন্যদিকে, একইভাবে 'খেলে' অংশ যাকে ক্রিয়া বলা হয়েছে তা গঠনরূপ ও যাকে বিধেয় বলা হয়েছে তা ক্রিয়া (function) বোঝায়। ওপরে উদ্ধৃত গঠনের চেয়ে বৃহত্তর গঠন হলে তার বিভিন্ন অংশকে ক্রমানুয়ে ছোট করে বিভিন্ন অংশের সংযুক্তি সাধনের সাহায্যে তার মৌল ক্রিয়ার রূপকে নির্দেশ করতে হবে।

৬.১. বাক্যের অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ

চমস্কির রূপান্তরমূলক উৎপাদক পদ্ধতির আগে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বে অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্যবিচারই সর্বস্বীকৃত ভাষাতাত্ত্বিক রূপ ছিল। অব্যবহিত উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে বিশ্লেষিত প্রত্যেকটি বাক্য তার প্রধান প্রধান অংশে প্রথমে বিভক্ত করা হয় এবং ক্রমানুয়ে সেগুলি বিভক্তিকরণের সাহায্যে যে-পর্যন্ত প্রান্তিক উপাদানে পৌঁছান যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন :

অ. গ্রামের মেয়েগুলো সলজ্জভাবে শাড়ি দেখতে লাগল
গ্রামের মেয়েগুলো | সলজ্জভাবে | শাড়ি দেখতে লাগল
গ্রামের | মেয়েগুলো | সলজ্জভাবে | শাড়ি | দেখতে লাগল

উপরোক্ত বাক্য (অ) বিভিন্ন মুক্ত রূপমলের বদ্ধ রূপমূলের সংযুক্তিগত দিকের পরিপ্রে-প্রেক্ষিতে আরো ছোট অংশে বিভক্ত করা যায়। যেমন : মেয়েগুলো, মেয়ে | গুলো। এখানে বহুবচনের চিহ্নকে বিভক্ত করে একবচনের চিহ্ন হিসাবে দেখান হয়েছে। বাক্যে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন রূপমূল বিচ্ছিন্নকরণের পর অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ ও সনাক্তকরণ সম্ভব। ওপরের উদাহরণে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যের গঠন ও ক্রিয়ারূপ দেখান যায়।

সুন্দর মেয়েগুলো সলজ্জভাবে শাড়ি দেখতে লাগল

গঠনরূপ :	বিশেষ্য অংশ	ক্রিয়া অংশ
ক্রিয়ারূপ :	উদ্দেশ্য	বিধেয়

ওপরের বাক্যটি পুনর্বিভক্তিকরণের মাধ্যমে গঠনরূপের ক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিয়াগত উপাদান ও কর্মরূপ দেখান যায়।

CENTRAL MANUSCRIPT

ক. সুন্দর মেয়েগুলো সলজ্জভাবে শাড়ি দেখতে লাগল
খ. সুন্দর মেয়েগুলো | সলজ্জভাবে | শাড়ী দেখতে লাগল
গ. সুন্দর মেয়েগুলো | সলজ্জভাবে শাড়ী | দেখতে লাগল

গঠনরূপ : ক্রিয়া অংশ+বিশেষ্য অংশ
ক্রিয়ারূপ : ক্রিয়াগত উপাদান+কর্ম

সবশেষে উপরোক্ত বাক্যের পুনর্বিভক্তিকরণের রূপ নীচের চিত্রানুযায়ী দাঁড়াবে।

ক. সুন্দর মেয়েগুলো সলজ্জভাবে শাড়ি দেখতে লাগল
খ. সুন্দর | মেয়েগুলো | সলজ্জভাবে | শাড়ী | দেখতে লাগল
গ. সুন্দর মেয়েগুলো শাড়ী দেখতে লাগল
ঘ. সুন্দর মেয়েগুলো | সলজ্জভাবে শাড়ী দেখতে লাগল
ঙ. সুন্দর মেয়েগুলো সলজ্জভাবে শাড়ী দেখতে লাগল

গঠনরূপ : বিশেষণ || বিশেষ্য || ক্রিয়াবিশেষণ || বিশেষ্য || ক্রিয়া
সুন্দর মেয়েগুলো সলজ্জভাবে শাড়ী দেখতে লাগল
ক্রিয়ারূপ : শীর্ষ পরিবর্তক শীর্ষ শীর্ষ

বাক্যের অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে দুটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রথমত, বাংলা বাক্যের গঠনরূপ জটিলতর বলে বাক্যের বিভিন্ন উপাদানগত সম্পর্ক রেখাচিত্রের সাহায্যে স্পষ্টভাবে দেখাতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাক্যের মধ্যে রূপমূল যেভাবে পরপর সন্নিবেশিত হয়ে থাকে সেই ঐক্যগত দিক লক্ষ্য করে বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। নীচে এই দুটি দিক দেখান যেতে পারে।

আ. মিষ্টি মেয়েটা তার লাল ও নীল সোয়েটার পরে তার মাকে আদর করল।

মিষ্টি | মেয়েটা | তার | লাল | ও | নীল | সোয়েটার | পরে | তার | মাকে | আদর করল
মিষ্টি মেয়েটা | লাল ও নীল | তার মাকে |
লাল ও নীল সোয়েটার | তার মাকে আদর করল
তার লাল ও নীল সোয়েটার |
তার লাল ও নীল সোয়েটার পরে |
তার লাল ও নীল সোয়েটার পরে তার মাকে আদর করল
মিষ্টি মেয়েটা তার লাল ও নীল সোয়েটার পরে তার মাকে আদর করল

ই.১. ছেলেটা তার কোলের ওপর মার্বেল খেলছে |
তার কোলের ওপর | মার্বেল খেলছে
তার কোলের ওপর মার্বেল খেলছে
ছেলেটা | তার কোলের ওপর মার্বেল খেলছে

ই.২. তার কোলের ওপর | মার্বেল খেলছে
তার কোলের ওপর | ছেলেটা | মার্বেল খেলছে
তার কোলের ওপর ছেলেটা মার্বেল খেলছে

ই.৩. মার্বেল খেলছে | তার কোলের ওপর
মার্বেল খেলছে তার কোলের ওপর
ছেলেটা মার্বেল খেলছে তার কোলের ওপর

(আ) বাক্যে বাংলা জটিল বাক্যের বিশ্লেষণরূপ নির্দেশ করা হয়েছে। (ই) বাক্য তিন-ভাবে বিশ্লেষিত। এখানে লক্ষণীয় যে, বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বাক্যগত উপাদানগুলি (ই) বাক্যে যে-ভাবে পরপর সন্নিবিষ্ট হয়েছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে উপাদানগুলি অন্যভাবে সাজান হলেও মৌল রীতির কোন পরিবর্তন হয়নি।

৭. ওপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে বাক্যের অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি মৌল ধারণা করা হয় যে, প্রত্যেকটি বাক্য দুটি প্রধান গঠনাংশে বিভক্ত এবং এই গঠনাংশের মধ্যে আবার বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান। প্রত্যেকটি বাক্য দুটি প্রধান অংশে (অব্যবহিত উপাদান) বিভক্ত, এর প্রত্যেকটি অংশ আবার দুটি অংশে বিভক্ত, এই অংশগুলোর আবার দুটো করে স্তর বিদ্যমান। এইভাবে প্রান্তীয় বা শেষ উপাদানে না পৌঁছান পর্যন্ত বাক্যের বিভিন্ন অংশকে ক্রমানুয়ে বিভক্ত করা হয়। এই শ্রেণীর বিশ্লেষণ বাক্যের আভ্যন্তর প্রকৃতির মৌলিক দিকগুলির প্রতি অন্তর্নিবেশে বিশেষ সাহায্য করে থাকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, কোন কোন বাক্যের এমন গঠন থাকতে পারে যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। সেজন্যে, ব্লুমফিল্ডের (১৯৩৩) ব্যবহৃত ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক, বিশেষ করে ফ্রিজ কর্তৃক নির্দেশিত অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের বিভিন্ন অসুবিধার জন্য বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের অন্যান্য পদ্ধতি প্রচলিত হয়। এগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এম. এ. কে. হ্যালিডে'র 'স্কেল এ্যাণ্ড ক্যাটেগরি' (Scale and Category), কেনেথ এল. পাইকের 'ট্যাগমেমিক্স' (Tagmemics) ও সিডনি ল্যাম্বের 'স্ট্রাটিফিকেশনাল গ্র্যামার' (Startificational Grammar)। পরবর্তীকালে চমস্কির রূপান্তরমূলক উৎপাদক পদ্ধতি বাক্যতত্ত্ব ও ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান বিশ্লেষণে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১ Akhmanova, olga and Galina Mikaela'n, 1969
The Theory of Syntax in Modern Linguistics
Mouton & Co., The Hague.

২ Allen, Harold B. ed., 1964
Applied English Linguistics
Appleton-Century-Crofts, New York.

৩ Anderson, Wallace L. and Norman C. Stageberg, ed., 1966
Introductory Readings in Languages
Holt, Rinehart & Winston, Inc., New York.

৪ Chao, Yuen Ren, 1968
Language and Symbolic Systems
Cambridge University Press, Camb.

৫ Crystal, David, 1971
Linguistics
Pelican Books, Middlesex.

৬ Francis, W. Nelson, 1965
The English Language
W. W. Norton & Co., New York,
The Structure of American English
The Ronald Press & Co., New York, 1968,

৭ Palmer, Frank, 1971
Grammar
Pelican Books, Middlesex.

৮ Fries, Charles C. 1952
The Structure of English
HarCourt, Brace & World, Inc. New York.

৯ Gleason, Jr. H.A. 1967
An Introduction to Descriptive Linguistics
Holt, Rinehart & Winston, New York.

১০ Hall, Jr. Robert A. 1967
Introductory Linguistics
Chilton Books, New York.

১১ Herndon, Jeanne H., 1970
A Survey of Modern Grammars
Holt, Rinehart & Winston, New York.

১২ Hockett, Charles F. 1967
A Course in Modern Linguistics
The Macmillan Co., New York.

১৩ Joos, Martin. ed. 1968
Readings in Linguistics.
The University of Chicago Press, Chicago.

১৪ Langacker, Ronald W. 1968
Language and Its Structure
HarCourt, Brace & World, Inc., New York.

১৫ Lyons, John, 1968
Introduction to Theoretical Linguistics
Cambridge University Press, Camb.

উপভাষাতত্ত্ব ও বাংলাদেশের উপভাষা বিশ্লেষণ

রফিকুল ইসলাম

ভাষা ও উপভাষার সীমারেখা সর্বদা স্পষ্ট নয়, যেমন নয় উপভাষা থেকে উপ-ভাষার পার্থক্য। উপভাষা প্রধানতঃ ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বা রূপভেদ কিন্তু সামাজিক উপভাষার অস্তিত্বও গুরুত্বপূর্ণ। এক সময়ে ধারণা করা হত শিষ্ট বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভাষাই বিশুদ্ধ আর আঞ্চলিক ভাষা বিকৃত বা অশুদ্ধ কিন্তু সে ধারণার অবসান হয়েছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন ভাষার শিষ্ট বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড রূপ একটি সামাজিক উপভাষা বৈ নয়। সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে কোন ভাষার একটি বিশেষ রূপ বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকে, এবং সেটি শিষ্ট রূপে গৃহীত হয়। প্রায়শঃ ভাষার এই আধুনিক শিষ্ট রূপটি কৃত্রিম বা নিশ্রিত হয়ে থাকে; তুলনামূলকভাবে ভাষার আঞ্চলিক বা গ্রাম্য বা লোকরূপের মধ্যেই ভাষার প্রাচীন রূপ কিছুটা অবিকৃত থাকে। অর্থাৎ ভাষার পরিবর্তন শিষ্টরূপ অপেক্ষা আঞ্চলিকরূপে কম ঘটে থাকে। ভাষার ইতিহাস পুনর্গঠনে আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষার বিশ্লেষণ ঐ জন্য প্রয়োজন হতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, অনুন্নত জাতি বা সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ আদিবাসীদের ভাষা তাদের জীবনযাত্রার মানের মতোই অনুন্নত। কিন্তু আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির আদিবাসীদের ভাষা বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, ঐ সব অনুন্নত আদিবাসীদের ভাষা অন্যান্য উন্নত জাতির ভাষার মতোই পরিপূর্ণরূপে বিকশিত। আজকের পৃথিবীতে যে সব মানবগোষ্ঠী একান্তই আদিম রয়ে গিয়েছে, যাদের জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত উপাদান কাঠ, হাড় বা পাথরের টুকরোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং যারা পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছে, তাদের ভাষাও উন্নত ও সুসভ্য মানুষের ভাষার মতোই মানব মনের ভাবের আদান-প্রদানে সক্ষম। আবার শহরের আধুনিক ভাষার তুলনায় গ্রামের আঞ্চলিক ভাষা মোটেও পশ্চাৎপদ নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে উপভাষা সম্পর্কিত ধারণা খুব স্বচ্ছ ছিল না। তখন পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা বা গ্রাম্যভাষাকে শিষ্ট বা সাধু ভাষার বিকৃত ও ভ্রান্তরূপ বলে বিবেচনা করা হত। ১৮৭৫ থেকে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস বা উদ্ভব ও বিবর্তন স্থির করতে গিয়ে বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার সংগঠন-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ তথ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিভিন্ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা শিষ্ট ভাষা বিশেষ ঐতিহাসিক বা সামাজিক কারণে কোন না কোন উপভাষা থেকেই উদ্ভূত এবং উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা শিষ্ট বা সাধু ভাষার বিকৃত রূপ নয়। উপভাষা-তত্ত্বে অগ্রণী ফরাসীরা; আঞ্চলিক ভাষাতত্ত্বে ইতালিয়ানদের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রথম উপভাষা-মানচিত্র প্রণয়ন করেন জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ জর্জ ওয়েংকার (স্প্রাখ্-আতলাস্ দ্য দুসেন রাইখস্ ১৮৭৬ খ্রী.), তিনি তাঁর উপভাষা-প্রশ্নমালার উত্তর ভাষাতত্ত্ব-প্রশিক্ষণহীন গ্রাম্য স্কুল-শিক্ষকদের সহায়তায় সংগ্রহ করেছিলেন। ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল শাস্ত্রের উদ্ভাবক ফরাসী পণ্ডিত জুল গিলিয়েগঁ, তিনি ফরাসী উপভাষা জরীপে দুই হাজার

প্রশ্নসম্বলিত একটি প্রশ্নমালা ব্যবহার করেন। এই প্রশ্নমালার উত্তর সংগ্রহে তিনি ই. এডমণ্ট নামে একজন দক্ষ কর্মীকে নিযুক্ত করেছিলেন, যিনি ফরাসী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ঐ প্রশ্নমালার উত্তর সংগ্রহ করেন। ফলে ফরাসী উপভাষা মানচিত্র জার্মান মানচিত্র থেকে নির্ভরযোগ্য হতে পেরেছিল। ফরাসী 'লা তলাস্ লিঙ্গুইস্তিক দ্য ফ্রাঁস ১৮৯৭ থেকে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তিতে ১৯০২-১২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত। সমসাময়িক কালে ভারতীয় উপমহাদেশে জর্জ গ্রীয়ার্সন ভাষা জরীপ করেন। তিনি একটি প্রচলিত লোককাহিনী বা গল্পের সাধুভাষায় লিখিতরূপ বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুল শিক্ষকদের কাছে প্রেরণ করেন, তারা নিজ নিজ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় গল্পটি রূপান্তরিত করে ফেরত পাঠান। এভাবে গ্রীয়ার্সন বিভিন্নভাষা ও উপভাষার নমুনা সংগ্রহ করে তাঁর বিশ্লেষণ কয়েক খণ্ডে 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে ১৯০৩ থেকে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার উপভাষা পরিচয় ঐ সার্ভের ৫ম খণ্ডের ১ম ভাগে প্রকাশিত হয়। ইতালির ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল 'স্প্রাখউও সাখাতলাস্ উও স্থদস্উইজ' প্রকাশিত হয় ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে, প্রণেতা কে. জেবার্গ এবং কে. জুড।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উপভাষাতত্ত্ব মূলতঃ শব্দের বিশ্লেষণে কেন্দ্রীভূত ছিল। মুখের ভাষার প্রচলিত শব্দের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে উপভাষাতাত্ত্বিকেরা শব্দার্থ, বিকিরণ এবং বাক্যে তাঁদের ভূমিকা অনুযায়ী শব্দের ইতিহাস পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছেন। ভৌগোলিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের সহায়তায় শব্দের ইতিহাস ব্যাখ্যার এক ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল, এ ছাড়াও শব্দের ইতিহাস অনুসন্ধানে জাতীয় মানস এবং পুরাতন ও নতুন ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণাদি সতর্কভাবে পরীক্ষা করা হত। উপভাষা বিশ্লেষণে একটি ভাষা উদ্ভব ও বিকাশে যেসব উপাদানের সংস্পর্শে আসে সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হয়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শেষ ও প্রথম দিকে ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোলের তত্ত্বগত ধারণা ছিল নিম্নরূপ :

ক. একটি ভাষার উপভাষাগত পার্থক্য প্রধানতঃ শব্দ ও ধ্বনি সংগঠনে পাওয়া যায়, তুলনামূলকভাবে রূপ ও বাক্ বা ব্যাকরণে পার্থক্য কম।

খ. সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্যের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উপভাষার সংখ্যা বেশী কারণ বিভিন্ন সামন্তের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতা ; অপর দিকে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শাসনে বিভিন্ন অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ফলে উপভাষার সংখ্যাও কমে যায়।

গ. ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্যের জন্যে ভৌগোলিক অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। সমতলভূমির তুলনায় পার্বত্য ভূমিতে ভাষাতাত্ত্বিক প্রান্তিক অঞ্চল বেশী। সহজ যোগাযোগের জন্যে একটি ভাষাতাত্ত্বিক উদ্ভব, আগম বা পরিবর্তন সহজেই সমতলভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে অন্যদিকে একটি পার্বত্য অঞ্চলের ভাষা ভৌগোলিক কারণে সমতলভূমিতে পরিব্যাপ্ত মূলভাষার বিকাশ ও বিবর্তন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে।

ঘ. উপভাষা বিলোপ বা অবক্ষয়ের গতি সাম্প্রতিককালে দ্রুততর হয়েছে, কারণ গ্রামের মানুষ শহরের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি অনুকরণ ও গ্রহণের চেষ্টা করছে।[১]

১ Milka Ivich, 'Linguistic Geography,' *Trends in Linguistics*, The Hague, Mouton, 1970

ফরাসী উপভাষাবিদ্ গিলিয়েগঁ শব্দের উদ্ভব বা আগমের দুইটি কারণ নির্দেশ করেছেন, একই ধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক শব্দের সংঘাত এবং শব্দ সংগঠনের অনুপযোগিতা। সমধ্বন্যাত্মক শব্দের ভিন্ন পরিবেশের জন্যে নির্দিষ্ট ভিন্ন অর্থ যখন একই পরিবেশে ব্যবহৃত হতে থাকে তখন নির্দিষ্ট তাৎপর্য ব্যাহত হয় এবং একটি নতুন শব্দ ঐ দুইটি ভিন্ন অর্থের একটিকে গ্রহণ করে ফলে অভিন্ন ধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক পরিবেশের অবসান ঘটে। যেমন, ফরাসী গাস্কন উপভাষার 'গাত' শব্দটির দুটি অর্থ ছিল বিড়াল ও মোরগ। অনেক বাক্যে এটা বোঝা যেত না যে কথক কি বলছেন, কুকুরটা কি বেড়াল ধরেছে না মোরগ? ফলে 'গাত' শব্দটি এক সময় থেকে কেবল মোরগ অর্থেই ব্যবহৃত হতে থাকে, মোরগের জন্যে অন্য শব্দের উদ্ভব হয়। সময়ের বিবর্তনে একটি শব্দের ধ্বনি সংগঠন বদলে যেতে পারে, অনেক সময় দেখা গেছে যে একটি শব্দ হয়তো শুরুতে ব্যবহার উপযোগী ছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে শব্দটি অতি হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়ে পড়ার ফলে বা নতুন কোন ধ্বনি উপাদান সংযোজিত হওয়ার ফলে ভিন্ন অনুষঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় একটি নতুন উপযোগী শব্দের উদ্ভাবন স্বাভাবিক, এভাবেই সমধ্বনি বিশিষ্ট ভিন্নার্থক শব্দে এবং অনুপযোগী শব্দ সংগঠনের কারণে নতুন শব্দের সৃষ্টি হতে পারে। উপভাষা নির্ণয়ে ফরাসীরা শব্দের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন যেমন দিয়েছিলেন জার্মানরা।

ইতালীর নব-ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা উপভাষাতত্ত্বে মূল্যবান অবদান রেখেছেন, তাঁদের তত্ত্বের ভিত্তি ছিল জার্মান ও ফরাসী ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোলতত্ত্ব। নব-ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একটি ভাষার মধ্যে অশুদ্ধ বলে কিছু নেই, যা টিকে থাকে সবই শুদ্ধ। তাদের মতে একটি ভাষার বিবর্তন প্রধানতঃ ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং তারা উপভাষা বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করেছেন। তারা সম্পর্কিত উপভাষা সমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনায় গুরুত্ব দিয়েছেন। যেসব ভৌগোলিক কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে একটি ভাষার উপভাষা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় তার প্রতি তারা খুবই মনযোগ দেন। এভাবেই 'এরিয়েল লিঙ্গুইস্টিক্স' বা আঞ্চলিক ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। তারা ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য নিরূপণের জন্যে 'সেন্ট্রাল' এবং 'পেরিফেরাল' বা কেন্দ্র ও প্রান্ত অঞ্চলের যে পার্থক্য নির্দেশ করেন উপভাষার সীমানা নির্দেশের জন্যে সে ধারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন ভাষা-অঞ্চলের যেখানে একটি ভাষাতাত্ত্বিক আগম বা উদ্ভব ঘটে সেটি কেন্দ্র অঞ্চল, একটি ভাষা-অঞ্চলে সমগ্র ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানের প্রেক্ষিতে অবশ্য কোন কেন্দ্র অঞ্চল নেই। ভাষাতাত্ত্বিক প্রান্ত অঞ্চলে (ভৌগোলিক অর্থে) সাধারণতঃ কিছু প্রাচীন বা অপ্রচলিত রূপ রক্ষিত থাকে কিন্তু প্রান্ত অঞ্চলে প্রাপ্ত সমস্ত ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যই প্রাচীন বা অপ্রচলিত রূপ নয়। তবে যদি দুইটি ভিন্ন প্রান্ত অঞ্চলে অভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক রূপ পাওয়া যায় তাহলে তা অপ্রচলিত বা প্রাচীন রূপ হয়ে থাকে। উপভাষাতত্ত্বের উপরোক্ত ধারণা ইতালিয়ানদের অবদান।[২]

জার্মান, ফরাসী ও ইতালিয়ান উপভাষাবিদ্‌রা ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যসমূহকে উপভাষা মানচিত্রে দৃশ্যমান করে তোলার পদ্ধতিরও উদ্ভাবক। একটি উপভাষা মানচিত্রে একটি বিশেষ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অবস্থান এবং সীমা সমশব্দরেখা বা 'আইসোগ্লস' এর সাহায্যে নির্দেশ করা হয়। একটি ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্যসমূহ যে সব সমশব্দ রেখার সাহায্যে বিবৃত করা হয় সেগুলো সমশব্দ রেখাগুচ্ছ। কোন ভাষারই আঞ্চলিক বৈচিত্র্যসমূহ একপ্রকার নয়, তবে উপভাষা-মানচিত্রে যেসব অংশে সমশব্দরেখা কম সে সব অঞ্চলকেই ঐ ভাষার বিভিন্ন উপভাষার কেন্দ্র অঞ্চল বা 'ফোকাল এরিয়াজ' বলা হয়। নতুন উদ্ভব বা আগম একটি কেন্দ্র অঞ্চল থেকে উদ্ভূত হয়ে সম্প্রসারিত হয় এবং তা ঐ

২ *Ibid*

কেন্দ্র অঞ্চলের প্রভাবিত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গৃহীত হয়। একটি উপভাষা অঞ্চলের প্রান্ত বা সীমান্ত অঞ্চলসমূহ উপভাষা বৈশিষ্ট্যের সন্ধি অঞ্চল বা 'ট্রানজিশান এরিয়াজ্', আর সম-শব্দরেখা অঞ্চল বহির্ভূত এলাকা সম্প্রসারিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দূরবর্তী অঞ্চল বা 'রেলিক এরিয়াজ্'। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক কারণে দূরবর্তী অঞ্চলের সৃষ্টি হতে পারে।[৩]

ইতালীর নব-ভাষাতাত্ত্বিকেরাই ভাষার 'সাবস্ট্রেটাম' বা 'উপস্তর' তত্ত্বের উদ্ভাবক। এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য, যদি কোন জনগোষ্ঠী তার মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে অপর কোন ভাষা গ্রহণ করে তাহলে পরবর্তী ভাষাটি পূর্ববর্তী ভাষার প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এক্ষেত্রে এইটে ভাষাতাত্ত্বিক উপস্তরের প্রতিনিধিত্ব করে।[৪] উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে আর্যভাষা বিস্তারের পূর্বে অস্ট্রিকভাষা গোষ্ঠীর মুণ্ডা এবং অন্যান্য অনার্যভাষার প্রচলন ছিল। অনুমান করা যেতে পারে যে এই সব অঞ্চলে আর্যভাষার প্রচলন হলেও সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী অনার্য ভাষাসমূহের প্রভাবে পরবর্তী আর্যভাষার সংগঠনে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে, যার প্রমাণ ধরা পড়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষায় বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গীয়তে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অনার্যভাষাসমূহকে বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলাভাষার উপস্তর বলা যেতে পারে। সম্ভবতঃ ঐ কারণেই বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক বাংলা উপভাষায় ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনির অভাব, স্পৃষ্ট তালব্য ধ্বনির পরিবর্তে ঘৃষ্ট বা উষ্ম দন্ত্য ধ্বনির ব্যবহার, স্বরধ্বনিতে সানুনাসিকতার অভাব এবং তাড়নজাত মূর্ধন্য ধ্বনির অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এই সব ধ্বনিগত উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি আর্যপূর্ব অনার্যভাষাসমূহের ধ্বনি সংগঠনের কারণে হতে পারে। এ সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত নিম্নরূপ :

> বাঙলাদেশে আর্য-ভাষার আগমনের পূর্বে, কোল আর দ্রাবিড়, আর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ভোট-চীনা, এই তিনটি ভাষারই অস্তিত্বের প্রমাণ পাই ··· আর্যদের আগমনের কালে যে ভাষা দ্রাবিড় আর কোল-ই ছিল, এই অনুমান মেনে নিতে প্রবৃত্তি হয় ··· সমস্ত উত্তর-ভারতময়—বাঙলাদেশকেও ধ'রে—দ্রাবিড়—আর কোল-ভাষী লোকদের অবস্থানের পক্ষে প্রমাণ আর যুক্তি বিস্তর আছে,[৫]

বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের উদ্ভবের পরে অধিকতর সংখ্যায় বিভিন্ন উপভাষার সংগঠনের বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ পাওয়া গিয়েছে। সাংগঠনিক বিশ্লেষণে উপভাষা বৈশিষ্ট্য কেবল তথ্য হিসেবে উপস্থাপিত নয় বরং যে-নিয়মে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট পারস্পরিক-সম্পর্কে-সম্পর্কিত, সেগুলোর ওপরেও আলোক নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সাংগঠনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন উপভাষার সমান্তরাল ব্যবস্থাসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনায় বিভিন্ন উপভাষার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য স্ফুটনে ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্বের দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সাংগঠনিক বিশ্লেষণের ফলে উপভাষাতত্ত্বে নতুন নতুন সংজ্ঞা ও ধারণা সংযোজিত হয়েছে, যেমন 'ডায়াসিস্টেম'—গ্রাফের সাহায্যে দুইটি ভাষা বা উপভাষা ব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে প্রদর্শিত করা। 'ইডিয়লেক্ট'—একজন ভাষাভাষীর বাক-বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করা প্রভৃতি। দ্বিভাষী সম্প্রদায়ে ভাষা ব্যবস্থার অবস্থা পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি নির্ণয় এবং সহ-অবস্থানের কারণে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বা উপভাষা সংগঠনের

---

৩ Winfred P. Lehmann, 'Broadening of Language Materials', *Historical Linguistics*, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1966, P126-128

৪ Milka Ivich, *Ibid*

৫ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙলাভাষা আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথা', বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০, পৃ ৩৩

পারস্পরিক প্রভাব নির্ণয়ের মাধ্যমে ভাষাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর হয়েছে। মার্কিন উপভাষাবিদ্ হ্যান্স্ কুরাথ্, র‍্যাভেন ম্যাকডেভিড এবং উইলিয়ম লেবভ ভাষার বৈচিত্র্য অবলোকনে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন, তাঁরা ভাষার ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক বৈষম্য অপেক্ষা সামাজিক বৈচিত্র্য অবলোকনে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীতে জার্মানী, ফ্রান্স ও ইতালিতে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভাষার বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করে নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সোয়াবিয়ান উপভাষাবিদ্ ফিশার আবিষ্কার করেছেন যে দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানীর আঞ্চলিক উপভাষার সীমানা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক সীমারেখার সঙ্গে অভিন্ন। জার্মানী, ফ্রান্স ও ইতালীর উপভাষা সীমানাগুলির তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে জাবের্গ দেখিয়েছেন যে ঐ সব দেশের উপভাষা বৈচিত্র্য নির্দিষ্ট এলাকার রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। ফ্রান্সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা, গত কয়েক শতাব্দী যাবত একক কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে ঐ দেশে উপভাষার সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়, বিভিন্ন উপভাষার পার্থক্যও অস্পষ্ট, ব্যতিক্রম কেবল দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ। ইতালিতে এক সময়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শক্তি শাসিত নগর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল ফলে বিভিন্ন উপভাষার সীমারেখাও বেশ স্পষ্ট। জার্মানীতে রাষ্ট্রনৈতিক ভাঙ্গাগড়া গেছে বেশী, অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল সে দেশে আর সেখানে ছোট ছোট উপভাষার সংখ্যাও বেশী। ঐসব উপভাষাগুলি আবার দীর্ঘ মিশ্র অঞ্চল দ্বারা বিচ্ছিন্ন। জার্মানীর উপভাষা পরিস্থিতি অতীতের রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা এবং নিকট অতীতের আঞ্চলিক পটপরিবর্তনের প্রতিফলন।

সমাজ কাঠামো বা সামাজিক কার্যকারণ কিভাবে ভাষাকে প্রভাবিত করে লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড তা বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁর মতে মানবসমাজের ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য জনবসতির গভীরতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং ভাষাভাষীর পারস্পরিক যোগাযোগের ব্যাপকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। পূর্বে ভাষাতাত্ত্বিকরা ভাষা ও পরিবেশগত কারণের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজতেন, ব্লুমফিল্ড মানুষের মধ্যে যোগাযোগের ব্যাপারটি ভাষাতাত্ত্বিক ও অভাষাতাত্ত্বিক বিষয়ের মধ্যে মাধ্যমরূপে চিহ্নিত করেছেন। ভাষার মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমন কি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত বলে তিনি মনে করেননি, ঐসব বিষয় মানুষের মৌখিক যোগাযোগকে যতটা চালিত করতে পারে ততটুকুই তা ভাষাকে প্রভাবিত করে।[৬]

অধুনা সামাজিক ভাষাতত্ত্বের লক্ষ্য ভাষাসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবহৃত ভাষার ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ তুলনা করা। ভাষার কোন্ রূপ কত লোক কি পরিবেশে ব্যবহার করে থাকে এবং ভাষার বিভিন্ন রূপের প্রতি স্থানীয় মনোভাব কি তা গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়। ঐ বিষয়টি অনুধাবনের জন্যে ভাষার দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। যার একটি ভাষার আভ্যন্তরীণ রূপ, অপরটি যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ভাষার ভূমিকা। ভাষার প্রথম বৈশিষ্ট্যে যেসব বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য যাচাই করা হয় সেগুলো হল, 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' বা শিষ্টভাষা, 'ভারনাকুলার' বা লোকভাষা, ধ্রুপদী এবং মিশ্রভাষা। ভাষার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বা যোগাযোগ মাধ্যম রূপে যেসব বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য খোঁজা হয় তা হল, ব্যক্তি বা শ্রেণীর ভাষা, বৃহত্তর যোগাযোগের ভাষা, পেশা বা ব্যবসা বাণিজ্যের ভাষা ইত্যাদি।[৭]

৬ Leonard Bloomfield, *Language*, New York, Holt, Rinehart & Wnston, 1933

৭ John J. Gumperz, Introduction, *Directions in Socio Linguistics*, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1972, P 1-25

ঐ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিক কালে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জরীপ চালান হয়, এ সব জরীপ নাগরিক পরিবেশে ভাষার পরিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করে। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের ভাষাতাত্ত্বিক জরীপ থেকে দেখা যায় যে যেখানে শিক্ষার হার খুব বেশী সেখানে শিষ্ট ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষারও সহ অবস্থান রয়েছে। স্কটল্যাণ্ডে শিষ্ট ভাষার বৈশিষ্ট্য স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্নতর হওয়ায় বোঝা যায় যে ভাষার বৈচিত্র্য মূলতঃ সামাজিক সম্পর্কের ওপরেই নির্ভরশীল, আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক প্রভাব সেখানে পরোক্ষ। আমেরিকায় ভাষাতাত্ত্বিক উইলিয়ম লেবভ নিউইয়র্ক মহানগরীর ইংরেজী ভাষার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে প্রশ্নমালা ও উত্তর সংগ্রহের প্রচলিত উপভাষা জরীপ পদ্ধতি বর্জন করে নতুন রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তিনি এক একটি অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের মধ্য থেকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য উপভাষাভাষী বেছে নিয়ে তাদের ভাষার সম্ভাব্য সকল বৈশিষ্ট্য জরীপ করেন। শুরুতে তিনি নির্দিষ্ট এলাকার এমন কয়েকটি ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করেন যা দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত এবং ঐ এলাকার মানুষের ব্যক্তিভঙ্গীর বৈচিত্র্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ; সর্বোপরি যার মধ্যে সামাজিক তথ্যাদি সর্বাধিক ধরা পড়ে। তিনি বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করেন, প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির কাছ থেকে তার ভাষাতাত্ত্বিক নমুনা সংগ্রহ করেন এবং বিভিন্ন প্রকার ঘরোয়া ও আনুষ্ঠানিক পরিবেশে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তিনি তার উপাদানকে সম্প্রসারিত করেন। এই পদ্ধতিতে ভাষাভাষীর সমাজ শ্রেণীগত ও জাতি-গত বৈচিত্র্য নির্ভরযোগ্যরূপে ধরা পড়ে। উইলিয়াম লেবভ তার জটিল ও কার্যকর পদ্ধতির মাধ্যমে ভাষার সমসাময়িক পরিবর্তনকে সনাক্ত এবং দৃশ্যমান করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।[৮] বর্তমানকালে ইংরেজী ভাষার স্বরধ্বনি পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি সমগ্র ইংরেজী ভাষাভাষী জগতের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জরীপ ও বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন। লেবভের যুগান্ত-কারী 'নিউইয়র্ক সমীক্ষা' আমেরিকায় সামাজিক ভাষাতত্ত্বের নতুন ঐতিহ্য ও ধারা সৃষ্টি করেছে। উপভাষাতত্ত্ব আর কেবল মাত্র আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ ও সংকলন নয় বা ভাষার ভৌগোলিক বৈষম্য অনুসন্ধান নয় বরং ভাষার বহুমুখী সামাজিক ভূমিকার সমীক্ষা।

উপভাষাতত্ত্বের বিবর্তনের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বাংলাদেশে প্রচলিত বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য বিশ্লেষণের যে সব প্রয়াস হয়েছে তার আলোচনা করতে পারি। পর্তুগীজ ধর্মযাজক মানোএল দা আস্সুম্পসাঁও ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে 'ভোকাবুলারিও এম্ ইদিওমা বেন্‌গাল্লা এ পর্তুগীজ' নামক বাংলা ভাষার যে প্রথম ব্যাকরণটি ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায় বসে রচনা করেছিলেন তাতে ভাওয়াল অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত উক্ত লেখকের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' গ্রন্থেও ভাওয়ালের উপভাষা ব্যবহৃত হয়। শতাধিক বৎসর পূর্বে পূর্ববাংলার উপভাষার রূপ কেমন ছিল তার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা মানোএলের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে গুরু ও শিষ্যের নিম্নরূপ কথোপকথন রয়েছে :

শি : পূজ্য হোক সিদ্ধি পরম নির্মল ধর্ম
গু : তিনি তোমার আশীর্বাদ দেক, এবং তোমারে ভাল করুক ;
আইস পোলা, তুমি কেটা ?
শি : আমি খ্রীস্তাও, পরমেশ্বরের কৃপায়।
গু : কোথায় যাও ?
শি : বারিতে যাই।
গু : তোমার বারি কোথায় ?

৮ John J. Gumperz, Introduction, *Directions in Socio Linguistics*, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1972, P 1-25

শি : ভাওয়াল দেশে; আমি তোমার রাইয়ত। নাগরিতে বসি।
ও : আমি তো সেখানে যাই। আমার সঙ্গে আইস। ৯

মানোএলের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' গ্রন্থের নাম পৃষ্ঠাতেই উল্লেখ আছে :

> ফাদার মনোএল-দা-আসুম্পসাঁও লিখিয়াছেন এবং বুঝাইয়াছেন বাঙ্গালাতে ভাওয়াল দেশে, সন, হাজার সাত শত পাইনতিশ বসসর খ্রীস্টর জর্ম বাদে।১০

গ্রন্থটিতে গুরু ও শিষ্যের সংলাপ থেকে শতাধিক বৎসর পূর্বের পূর্ববঙ্গের উপভাষার নিম্ন প্রকার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করা যায়। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—পশ্চাৎ নিম্নমধ্য গোলাকৃতি 'অ' স্বরধ্বনির স্থানে পশ্চাৎ উচ্চ গোলাকৃতি 'উ' ধ্বনি, যথা শহর > শুহর। পশ্চাৎ উচ্চ মধ্য গোলাকৃতি 'ও' ধ্বনির স্থানে পশ্চাৎ উচ্চ গোলাকৃতি 'উ' ধ্বনি, মোটা > মুটা। অঘোষ স্বল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট কণ্ঠ 'ক' ধ্বনির স্থানে ঘোষ স্বল্পপ্রাণ 'গ' ধ্বনি, কাক > কাগ, শাক > শাগ। শব্দের আদি অবস্থানে উষ্ম তালব্য ব্যঞ্জন 'স/শ' স্থানে 'হ', সকল > হগল। স্বরমধ্যবর্তী অঘোষ স্বল্প ও মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট কণ্ঠ 'ক' ও 'খ' স্থানে 'হ', রাখাল > রাহআল। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' গ্রন্থে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার বর্তমানে প্রচলিত রূপ 'কইন্যা' বা 'রাইখ্যা' নেই আছে 'কনিয়া', 'রাখিয়া' তবে 'মধ্যে' শব্দের রূপ সেখানে 'মইধে'। শব্দ মধ্যে 'ই' আগমের পূর্ববঙ্গীয় রীতির উপস্থিতি রয়েছে, যেমন বোন > বইন, চার > ছাইর, ষাট > ষাইট ইত্যাদি।

রূপতত্ত্বে পূর্ববঙ্গীয় রীতিতে কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তির ব্যবহার 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' গ্রন্থে লক্ষণীয়, যেমন 'মাইয়াএ মরিয়া গেল,' 'মাতাএ ছাওয়ালের উপরে প্রতি রাইতে সিদ্ধি ক্রুশ করিয়াছিল' ইত্যাদি।

বাক্যরীতিতেও গ্রন্থটিতে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার রীতি পাওয়া যায় যেমন, 'আইস পোলা তুমি কেটা?', 'তুমি নি আস্থার নিরুপণ জান?' 'হয় জানি।' ইত্যাদি। উক্ত গ্রন্থে পূর্ববাংলার উপভাষায় ব্যবহৃত অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যেমন যথা, ছাওয়াল, মাইয়া, পোলা, ফাল, লগে ইত্যাদি।১১

বাংলা ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বা উপভাষা বৈশিষ্ট্য নিয়ে সামগ্রিক আলোচনায় জর্জ গ্রীয়ার্সনের 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' (পঞ্চম খণ্ড, প্রথম ভাগ) গ্রন্থটি পথিকৃৎ। গ্রীয়ার্সন অবলম্বনে মুনীর চৌধুরী আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলাদেশের বাংলাভাষার নিম্নোক্ত উপভাষার শ্রেণী নির্ণয় করেছেন,

উত্তরবঙ্গীয় : দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা

রাজবংশী : রংপুর

পূর্ববঙ্গীয় : ক. ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, বরিশাল, পটুয়াখালি

---

৯ সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ইউরোপীয় লেখক, কলিকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২, পৃ ৯৩–৯৯

১০ ঐ

১১ ঐ

খ. ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা

গ. সিলেট

দক্ষিণবঙ্গীয়: চট্টগ্রাম, নোয়াখালি।

আধুনিক শিষ্ট বা কথ্য বাংলার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে ঐ সব উপভাষার নিম্নরূপ সাধারণ ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য গ্রীয়ার্সন অনুসরণে মুনীর চৌধুরী নির্দেশ করেছেন। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: তাড়নজাত মূর্ধন্য ব্যঞ্জন 'ড়' স্থানে দন্ত্য 'র', যথা বড় > বর। তাড়নজাত দন্ত্য 'র' স্থানে পার্শ্বিক 'ল' যেমন, শরীরে > শরীলে। রাজশাহী অঞ্চলে বিশেষতঃ চাপাই নওয়াবগঞ্জ এলাকায় উষ্ম তালব্য 'শ' ও উষ্ম দন্ত্য 'স' ধ্বনির মধ্যে বিভ্রান্তি। স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে সম্মুখ প্রসৃত উচ্চমধ্য 'এ' এবং নিম্নমধ্য 'এ্যা' ধ্বনি, পশ্চাৎ গোলাকৃতি নিম্নমধ্য 'অ' এবং উচ্চমধ্য 'ও' ধ্বনির মধ্যে বিভ্রান্তি। রাজবংশী বা রংপুরের উপভাষায় অঘোষ মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জন 'ছ' এবং উষ্ম দন্ত্য 'স', ঘোষ স্বল্পপ্রাণ তালব্য 'জ' এবং উষ্ম দন্ত্য 'য' নাসিক্য দন্ত্য 'ন' এবং পার্শ্বিক 'ল', ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য 'দ' এবং ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য 'ধ' ধ্বনির মধ্যে ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গীয়তে স্পৃষ্ট তালব্য ব্যঞ্জন 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ'এর পরিবর্তে ঘৃষ্ট বা উষ্ম 'ছ' এবং 'য' ধ্বনি পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গীয়তে কোন কোন অঞ্চলে একটি স্বরতন্ত্রীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি পাওয়া যায়। সিলেটীতে স্পৃষ্ট কণ্ঠ 'ক' এবং স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্য 'ফ' ধ্বনির ঘর্ষণজাত রূপ পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গীয়তে অঘোষ স্বল্পপ্রাণ 'ক' এবং মহাপ্রাণ 'খ' মধ্য অবস্থানে উষ্ম কণ্ঠ 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হয়, আদি অবস্থানে 'হ' ধ্বনি উহ্য থাকে। দক্ষিণ বঙ্গীয়তে স্পৃষ্ট কণ্ঠ 'ক' ধ্বনি উষ্মতাপ্রাপ্ত হয়। পূর্ববঙ্গীয়তে বর্গের চতুর্থ ধ্বনি ঘোষ মহাপ্রাণ 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ' 'ভ' যথাক্রমে স্বল্পপ্রাণ 'গ' উষ্ম 'য', স্বল্পপ্রাণ 'ড' ও 'দ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়।

মুনীর চৌধুরী গ্রীয়ার্সন অনুসরণে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষার নিম্নরূপ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন: উত্তরবঙ্গীয়তে কর্তার বহুবচনে 'তে' বিভক্তি, যেমন—ছাওতে। কর্মে 'দেক', যেমন—চাকরদেক; গৌণকর্মে 'গুণে' যেমন—আমাকগুণে, বাপাকগুণে। অপাদানে 'ত', যেমন—কষ্টেত, দেশত। ক্রিয়াপদে অসমাপিকা 'এ্যা', যেমন—কর্যা, হয়্যা। উত্তমপুরুষে ভবিষ্যৎকালে 'ইম' 'আম', যেমন—বলিম, করিম।

রাজবংশীতে কর্তায় বহুবচনে 'গুলা', 'গিলা', যেমন—বালকগুলা। সম্বন্ধের বহুবচনে 'ঘর'—চাকরেরঘর। কর্মকারকে 'ক' এবং সম্বন্ধে 'কার'—বালককার। অপাদানে 'অত', 'ওত'—বালকত্। ক্রিয়াপদের রূপ, প্রথম পুরুষ বর্তমান ও পুরাঘটিত 'ও', যথা—মুই আছোঁ। অতীতে 'নু', আছিনু। ভবিষ্যতে 'ম', 'মু', 'মো', যথা—থাকিমু, থাকিম্, থাকমো, থাকম্। দ্বিতীয় পুরুষের অতীতে 'লু', 'ল্লু', ভবিষ্যতে 'বু', যেমন—তুই কাইল্লু, তুই করবু। পূর্ববঙ্গীয়তে—কর্মে 'এরে', 'রে', বাপেরে। সম্বন্ধের বহুবচনে 'গো' ছাকরগো, তাগো। কর্মের বহুবচনে 'রারে', আমরারে, তোমরারে। অপাদানে 'অ', 'ত',—দিল, গলত।

ক্রিয়াপদের রূপ, প্রথম পুরুষ ভবিষ্যৎ—'মু', কমু। ময়মনসিংহে 'আম'—করবাম। তৃতীয় পুরুষ অতীতে 'ল'। অসমাপিকাতে 'আ', 'ইয়া'—করিয়া, কইরা। কুমিল্লায় দ্বিত্ব—বইল্লা, উইঠ্ঠা। কুমিল্লায় অনির্দেশক 'তো' 'তাম'—করতো, কইতাম। ময়মনসিংহে 'অত', 'বার'—বারত, আইগাইবার। সন্দীপে 'অন'—করন। সিলেটীতে সম্বন্ধের একবচনে 'অর'—গরর। অপাদানে 'ত', 'ও'—গরত, গরো। কর্তায় বহুবচনে 'আইন'—গরাইন, 'টাইন', গরটাইন। অতীতে মধ্যমপুরুষে 'লাই'—দেখলাই। তৃতীয়াতে 'লা'—দেখলা। ভূতার্থ

অনির্দেশকে 'তাম', 'তায়', 'তা', 'তাইন'—খাইতাম, খাইতায়, খাইতা, খাইতাইন। ঘটমান বর্তমানে উত্তমপুরুষে 'ত্রাম', 'ইয়ার', 'রাম'—যাইত্রাম, যাইয়ার, যাইরাম। দ্বিতীয় পুরুষে 'ত্রায়', 'ত্রে',—যাইত্রায়। নির্দেশাত্মক 'উইন', 'উকা', 'উক্কা'। অনির্দেশক—'তায়', 'তে', 'তা', যেমন—তুই যাইতায় ছাও, হে যাইতো ছায়, তাইন যাইতা ছাইন ইত্যাদি।

দক্ষিণ পূর্ববঙ্গীয়র চট্টগ্রামীতে কর্তায় 'এ', অপাদানে 'তুন', সম্বন্ধে 'অর', অপাদানে 'অত', বহুবচনে 'গুণ', 'উন', যথা—কুঁউরগুণ; বর্তমান কালে প্রথম পুরুষে 'ব', তৃতীয় পুরুষে 'তান'। অতীতকালে প্রথম পুরুষে '(গ)ইয়ম', 'গে', যথা—করগিয়ম, করিয়াম, করগি, অথবা করজিয়ম ইত্যাদি। দ্বিতীয় পুরুষে '(গ)ইয়', 'লা'; তৃতীয় পুরুষে '(গ)ইয়'; ভবিষ্যত কালে '(গ)ইউম', 'বঅ', 'যাম'; দ্বিতীয় পুরুষে 'বে', অনুজ্ঞা-'অ' না-বাচক 'ইঅ', যেমন—নকরিঅ। সম্মানবাচক—করওক। অসমাপিকা 'ইয়ারে', যথা—গরিয়ারে।

বাংলাদেশের উপভাষাসমূহে রূপতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য অধিক এবং তা নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে সর্বাধিক,—সর্বনাম, কারক বিভক্তি, ক্রিয়া বিভক্তি। যেমন সর্বনামে 'আমি'র উপভাষা রূপ উত্তরবঙ্গে 'মুই', নোয়াখালিতে 'আই'। 'আমার', উত্তরবঙ্গে 'মোর', নোয়াখালিতে 'আর'। 'আমাদের' উত্তরবঙ্গে 'হামার', ময়মনসিংহে 'আমরার', কুমিল্লার 'আমাগো', বরিশালে 'মাগো', দক্ষিণবঙ্গে 'আমরার' ইত্যাদি।

কারকবিভক্তিতে 'চাকরদের', উত্তরবঙ্গে 'চাকরদেক', পূর্ববঙ্গীয়তে 'ছাঅরগো', দক্ষিণ-বঙ্গে 'ছ্অরগুণ'। 'গলায়', পূর্ববঙ্গে 'গলাত'।

ক্রিয়া বিভক্তিতে 'বলব', উত্তরবঙ্গে 'বলিম', পূর্ববঙ্গে 'কমু', দক্ষিণবঙ্গে 'খইয়ুম' ইত্যাদি।[১২]

গ্রীয়ার্সনের উপাদান বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত তথ্যভিত্তিক নয়, যেমন ঢাকা জেলা থেকে কেবল মানিকগঞ্জের নমুনা সংগৃহীত হয়েছিল, ঢাকা শহরে প্রচলিত উপভাষার নমুনা সেখানে নেই। ফলে গ্রীয়ার্সনের জরীপে আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক দৃষ্টিকোন থেকে উপভাষার সীমানা নির্ণয় ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণাঙ্গ নয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বাংলা ভাষার উপভাষা বৈচিত্র্য পূর্ণাঙ্গভাবে নির্ণয় করেননি তবে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাসে ঐ প্রসঙ্গে তিনি কিছু মূল্যবান মতামত রেখেছেন। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত সংক্ষেপে নিম্নরূপ: বাংলা উপভাষাগুলি একটিমাত্র প্রত্নভাষার বিবর্তিত রূপ নয়, বাংলার উপভাষাগুলি সাধুভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলার বদ্বীপ অঞ্চলের নিজস্ব কোন উপভাষা নেই, বিভিন্ন উপভাষার পারস্পরিক প্রভাবে এ অঞ্চলের বাংলা ভাষা গড়ে উঠেছে। বাংলা উপভাষাগুলির যে চার প্রধান ভাগ—রাঢ়, বরেন্দ্র বা পুণ্ড্র, বঙ্গ এবং কামরূপ তার মধ্যে পূর্ব প্রত্যন্ত বঙ্গে অর্থাৎ সিলেট, ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামের উপভাষাগুলিতে এমন সব ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে যা বাংলা ভাষার অন্য কোন উপভাষায় নেই। পূর্ব প্রত্যন্ত বঙ্গের উপভাষার এই বৈশিষ্ট্যের কারণ ঐ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিহিত। উপভাষা গুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ছাড়া আভিধানিক ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, অপনিহিত 'ই' ধ্বনি রাঢ় বা অন্যান্য অঞ্চলের উপভাষা অপেক্ষা বঙ্গ ও বরেন্দ্র উপভাষায় অধিকতর রক্ষিত, এই দুটি উপভাষার স্বরধ্বনি-ব্যবস্থা অধিকতর রক্ষণশীল, মধ্যযুগের বাংলা ভাষার লক্ষণ 'বঙ্গ উপভাষাগুলি'তে সবচেয়ে বেশি অটুট রয়েছে।

১২ Munier Chowdhury', *International Journal of American Linguistics*, July, 1960 P. 64-78

স্বরমধ্যবর্তী মহাপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতাহীনতার ফলে বঙ্গ উপভাষাগুলিতে নতুন বৈশিষ্ট্যের আগম ঘটেছে। পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব বাংলার উপভাষাগুলিতে আদ্য ও মধ্য অবস্থানে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের ব্যাপক উষ্মীভবন একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এবং এই বৈশিষ্ট্য এই উপভাষাসমূহকে বাংলার অন্যান্য উপভাষা থেকে পৃথক করেছে।[১৩]

বাংলাদেশে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রণয়ন ও প্রকাশের কৃতিত্ব বাংলা একাডেমীর, এ অভিধানের প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। অভিধানটি বস্তুতঃপক্ষে আঞ্চলিক শব্দের। প্রথমে ছিয়ানব্বই জন সংগ্রাহক প্রায় একুশ হাজার শব্দ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন, পরে আবার চারশত তিপ্পান্ন জন সংগ্রাহক একলক্ষ ছেষট্টি হাজার দুইশত ছেচল্লিশটি আঞ্চলিক শব্দ প্রেরণ করেন। সংগ্রাহকদের অর্ধাংশ ছিলেন অধ্যাপক ও শিক্ষক, এক চতুর্থাংশ ছাত্র, আর এক চতুর্থাংশ বিভিন্ন কর্মজীবী। বাংলাদেশের সব জেলা থেকেই আঞ্চলিক শব্দ সংগৃহীত হলেও, ঢাকা শহরে অবস্থানকারী সংগ্রাহকেরাই ছিলেন সংখ্যাধিক্য, যদিও তাঁরা বিভিন্ন জেলার শব্দ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন। ঢাকা শহরের বাইরে কোন কোন জেলার সংগ্রাহকদের সংখ্যা তিন চার জনের বেশী নয়। অধিকাংশ সদস্যই ধ্বনিতত্ত্ব জ্ঞান বা প্রশিক্ষণহীন ফলে শব্দের যথাযথ উচচারণ লিপিবদ্ধ করার বা ধ্বনিবৈশিষ্ট্য রক্ষার ক্ষমতাবিহীন কাজেই বিভিন্ন অঞ্চলের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য সংগৃহীত শব্দাবলীর মধ্যে রক্ষিত হয়নি। ঐসব কারণে সংগৃহীত শব্দের মধ্যে পঁচাত্তর হাজারের বেশী শব্দ রাখা যায়নি। আলোচ্য অভিধানটির ভূমিকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষার শ্রেণীবিন্যাস বা বিভিন্ন উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নেই, সংগৃহীত শব্দাবলীর ভিত্তিতে কোন ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এ অভিধানের ভূমিকাতে সংযোজিত হয়নি। তবে অভিধানের প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভূমিকাতে গ্রীয়ার্সন কৃত বাংলা উপভাষার প্রাচ্য বিভাগের পূর্বদেশী ও দক্ষিণ-পূর্ব শাখার নিম্নোক্ত তালিকাটি উদ্ধৃত করেছেন:

১। পূর্বদেশী—ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বাখরগঞ্জ, দক্ষিণ-পূর্ব ফরিদপুর, সিলেট

(ক) ইহার একটি প্রশাখা-পূর্বকেন্দ্রিক-যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর (দক্ষিণ পূর্বাংশ ব্যতীত)

(খ) আর একটি প্রশাখা—হাজং (ময়মনসিংহ জেলা)

২। দক্ষিণপূর্ব—নোয়াখালী, চট্টগ্রাম

(ক) ইহার একটি প্রশাখা চাকমা[১৪]

গ্রীয়ার্সনের উপভাষা বিভাগ সম্পর্কে ভূমিকায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মন্তব্য:

'গ্রীয়ার্সন সাহেব এই সমস্ত বিভাগ, শাখা ও প্রশাখার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি বিস্তৃতরূপে প্রদর্শন করেন নাই; কিন্তু ইহার প্রয়োজন আছে।'[১৫]

---

১৩ Suniti Kumar Chatterji, *The Origin and Development of Bengali Language*, Vol. I, London, George Allen & Unwin Ltd. 1970, P 137-147

১৪ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, (প্রধান সম্পাদক), পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ঢাকা, বাঙলা একাডেমী, ১৯৬৫।

১৫ ঐ

অবশ্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ও ঐ প্রয়োজন মেটাননি, তিনি নিম্নরূপ মন্তব্যসহ অতি সংক্ষেপে গ্রীয়ার্সন সাহেবের মতামতই উদ্ধৃত করেছেন :

'আমি গ্রিয়ার্সন সাহেবের শ্রেণীবিভাগ আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইয়া ...এই সমস্ত শ্রেণীর বিশিষ্ট লক্ষণগুলি তাঁহার মতানুযায়ী নিম্নে প্রদান করিতেছি।...

(ক) পূর্বদেশী শাখা :

ধ্বনিতত্ত্ব। প্রাচ্য বিভাগের সাধারণ ধ্বনিতত্ত্ব, চ বর্গের দন্ত্য-তালব্য উচ্চারণ, শ, ষ, স স্থানে (যুক্ত বর্ণ ব্যতীত) হ উচ্চারণ, মূল হ কারের লোপ। মহাপ্রাণ ঘোষ বর্ণের মহাপ্রাণতা লোপ এবং ড়, ঢ়, স্থানে র।

রূপতত্ত্ব। প্রাচ্য বিভাগের সাধারণ লক্ষণ রক্ষিত।

(অ) পূর্ব কেন্দ্রিক প্রশাখা। গ্রিয়ার্সন সাহেব যশোর, খুলনা, ফরিদপুরের (দক্ষিণ-পূর্বাংশ ব্যতীত) কথ্য ভাষাকে পূর্বদেশী শাখার একটি প্রশাখারূপে নির্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু ধ্বনিতত্ত্বে একমাত্র ছ স্থানে S এবং J স্থানে Z উচ্চারণ ভিন্ন এবং রূপতত্ত্বে কর্মকারকের একবচনের বিভক্তি 'রে' এবং সকর্মক ক্রিয়ার অতীত কালে প্রথম পুরুষে 'ল' ভিন্ন ইহা বহু বিষয়ে পাশ্চাত্য বিভাগের বিশিষ্ট ধ্বনি ও রূপতত্ত্বের সহিত অভিন্ন। এইজন্য ইহাকে পাশ্চাত্য বিভাগের পূর্বশাখারূপে গ্রহণ করা কর্তব্য। ইহার একটি বিশেষত্ব যেতে খেতে ইত্যাদি তুমর্থক ক্রিয়া বিভক্তির 'তে' স্থানে 'তি' যথা—করতি, খাতি, অধিকরণে ই কার উ কারের পরস্থিত এ কার স্থানে ই কার (যথা—পিঠি, গুড়ি, চুলি) এবং সম্বন্ধের এর স্থানে 'ইর' (যথা—পিঠির, গুড়ির, চুলির)।

(খ) দক্ষিণ-পূর্বশাখা। নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামের উপভাষার মধ্যে মাত্র 'প' স্থানে '*f*' এবং প্রথম পুরুষের সর্বনামের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ (নোয়াখালীতে হেতি; চট্টগ্রামে তেই, তাই, হিতি) ভিন্ন আর কোনও সাধারণ লক্ষণ নাই।.. নোয়াখালীকে পূর্বদেশী শাখার এলাকাধীন করা যাইতে পারে। ইহার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে ড় ধ্বনি রক্ষিত আছে। ..আমরা কেবল চট্টগ্রামের উপভাষাকে এই দক্ষিণপূর্ব শাখাভুক্ত মনে করি।.. চট্টগ্রামী উপভাষার ধ্বনিতত্ত্ব এই যে,

(ক) ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি রক্ষিত আছে, যেমন ঘর, ঝার, (ঝড়), ধান, ভাত ইত্যাদি।

(খ) ইহার আদি হ রক্ষিত আছে, যেমন হাত, হাতী ইত্যাদি।

(গ) পদমধ্যবর্তী ম অনুনাসিক হয়, যথা আঁই (আমি), আঁর (আমার) তুঁই (তুমি), কুঁআর (কুমার), ছুঁই (ছিম), হুঁউক (শামুক) ইত্যাদি।

(ঘ) পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ প্রায়ই লোপ বা বিকৃত হয় যথা—তঅন (তখন), ডাই (ডাকিয়া), খুই (খুলিয়া) ইত্যাদি। রূপতত্ত্বে ইহাতে সর্বনামের প্রথম পুরুষের স্ত্রীলিঙ্গে তেই, তাই, হিতি আছে এবং

নিষেধার্থক অব্যয় 'ন' ক্রিয়ার পূর্বে বসে, যথা ন যাই, ন আসিল (ছিল না)।[১৬]

গ্রীয়ার্সন অবলম্বনে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন ছাড়া শহীদুল্লাহ্ সাহেব বাংলাদেশের কয়েকটি উপভাষার কিছু ধ্বনি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তার মতামত দিয়েছেন। সিলেট এবং চট্টগ্রামের 'ক' ধ্বনির আরবী 'খে' ধ্বনির এবং ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় 'জ' ধ্বনির আরবী 'যে' ধ্বনির অনুরূপ উচ্চারণ সম্পর্কিত কোন কোন মহলের ধারণার খণ্ডন করে তিনি লিখেছেন,

> প্রথমতঃ এইরূপ বিকৃত উচ্চারণ হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ নির্বিশেষে স্থানীয় সকল অধিবাসীর মধ্যে দেখা যায়;
>
> দ্বিতীয়তঃ আরবী ভাষায় যখন 'কাফ' এবং 'খে', 'জীম' এবং 'যে' দুই ধ্বনিই সমভাবে আছে, তখন কেবল এই 'খে' এবং 'যে' উচ্চারণের জন্য আরবী প্রভাব স্বীকার করা যায় না।...বহুস্থানে যে শ ষ স স্থানে হ কার উচ্চারণ হয়, তাহা অবশ্য পারসী প্রভাবের ফল নয়।[১৭]

'আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের' ভূমিকায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষায় রক্ষিত ভাষার কিছু প্রাচীন লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন বাংলার একবচনের 'মই' সর্বনামটির রূপান্তর 'মুই' আধুনিক শিষ্ট বাংলায় অসাধু বলে পরিত্যক্ত; কিন্তু কোন কোন উপভাষায় তা রক্ষিত, যেমন পূর্ব সিলেটীতে 'মুই মারো', দিনাজপুরে 'মুইমারঁ', 'হামরা মারি'। সাধু বাংলা ভিন্ন উপমহাদেশের সমস্ত আর্য ভাষায় নিষেধাত্মক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসে, এই বৈশিষ্ট্য প্রাচীন ও আদি মধ্য বাংলাতেও রক্ষিত, চট্টগ্রামের উপভাষায় এই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষার আরো যে বৈশিষ্ট্যের কথা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন তা হলো আসামী ভাষার সঙ্গে তার সাদৃশ্য। যেমন—সর্বনামের প্রথম পুরুষের স্ত্রীলিঙ্গ সিলেটীতে 'তাই', চট্টগ্রামীতে 'তেই', 'তাই', 'হিতি', ঢাকায় 'হাতাই', নোয়াখালীতে 'হেতি'। আসামী ভাষায় 'তাই' রূপ আছে। আসামী ভাষা ও চট্টগ্রামী উপভাষার ধ্বনি ও রূপতত্ত্বে ঐক্যের উদাহরণ, ধ্বনিতত্ত্বে ঘোষ মহাপ্রাণ 'ঘ' 'ধ' 'ভ' এবং আদি অবস্থানে 'হ' ধ্বনির উপস্থিতি। রূপতত্ত্বে—সম্বন্ধের একবচনে 'র', যেমন হাতর্, ঘরর্। অধিকরণের একবচনে 'ত্' বিভক্তি যথা; বারিত্, ঘরত্। সর্বনামের প্রথম পুরুষের স্ত্রীলিঙ্গে আসামীতে 'তাই', চট্টগ্রামীতে 'তাই', 'তেই', 'হিতি'। পদক্রমে নিষেধার্থক অব্যয় 'ন'এর ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহার, যথা ন গেল, ন আছিল্ ইত্যাদি। এই সাদৃশ্য সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন,

> এই সাদৃশ্যের কারণ কি? উত্তর বঙ্গের ভাষার সহিতও আসামী ভাষার সাদৃশ্য আছে, যেমন ধ্বনিতত্ত্বে ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ ও আদি হ কার রক্ষিত এবং রূপতত্ত্বে কর্মকারকে 'ক্', অধিকরণে 'ত্' বিভক্তি এবং সকর্মক ক্রিয়ার অতীত কালের প্রথম পুরুষে 'লে' যথা দিলে। পদক্রমে উত্তর বঙ্গের কোনও কোনও উপভাষায় ক্রিয়ার পূর্বে 'ন' বসে। হইতে পারে প্রাচীন বাংলা ভাষার একটি স্রোত উত্তরবঙ্গ হইতে পূর্ব অভিমুখে আসামে প্রবেশ করে। পরে সেই স্রোত আসাম হইতে দক্ষিণ অভিমুখে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এককালে বাংলা-

১৬ ঐ

১৭ ঐ

দেশের এই পূর্ব প্রান্তের ভাষা বোধ হয় আসামীর সহিত একরূপ ছিল ; কিন্তু পূর্ব বঙ্গের উপভাষার প্রভাবে তাহার বৈশিষ্ট্য লোপ হইয়া পূর্ববঙ্গের উপভাষা গোষ্ঠীর শামিল হইয়াছে। সিলহেটী উপভাষায় এবং ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলে 'তাই' শব্দ তাহার প্রাচীনত্ব রক্ষা করিয়াছে।[১৮]

বাংলাদেশের উপভাষা নিয়ে আরো কাজ করেছেন,—গোপাল হালদার নোয়াখালী, পূর্ববঙ্গ এবং চট্টগ্রামের ; ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক চট্টগ্রামের ; কৃষ্ণপদ গোস্বামী ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম এবং উত্তরপূর্ব বাংলার, শম্ভুনাথ চৌধুরী রংপুর ও উত্তর বাংলার ; সুধীর করণ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ; শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সিলেটীর, মুহম্মদ আবদুল হাই ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেটের ; মুনীর চৌধুরী পূর্ববঙ্গের ; অমলেশচন্দ্র সেন পূর্ববঙ্গীয় ; অনিমেষ কান্তি পাল ঢাকার ; জ্যাক এ ড্যাব্‌স পূর্ববাংলার, নারিহিকো উসিদা চট্টগ্রামের ; নীলমাধব সেন বাংলাদেশের কয়েকটি উপভাষার এবং মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির সন্দীপ উপভাষার। উল্লিখিত আলোচনাগুলির মধ্যে হুমায়ুন কবিরের সন্দীপ উপভাষার সামাজিক-ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছাড়া সবগুলিই বাংলাদেশে বাংলাভাষার আঞ্চলিক রূপ বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ, দৃষ্টিভঙ্গী সেখানে ভৌগোলিক ও ভাষাতাত্ত্বিক। হুমায়ুন কবীরের অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভে ভৌগোলিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আংশিকভাবে হলেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের প্রয়াস রয়েছে। বাংলাদেশের উপভাষা বিশ্লেষণ প্রধানতঃ ভৌগোলিক এবং প্রচলিত ব্যাকরণের পদ্ধতিতে করা হয়েছে। এ কথা বলা যায় না যে আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশের উপভাষাসমূহ সনাক্তকরণ বা বিভিন্ন উপভাষার পূর্ণাঙ্গ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়েছে। আজ অবধি বাংলাদেশের একটি উপভাষা মানচিত্র প্রণীত হয়নি, ইতিমধ্যে বাইরের পৃথিবীতে উপভাষাতত্ত্ব আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি অতিক্রম করে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। বাংলা দেশেও ভাষার বৈচিত্র্য অনুসন্ধান কেবল মাত্র ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোলের মধ্যে সীমিত না রেখে সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হওয়া উচিত। আর উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাকরণ ও সাংগঠনিক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতির পরিবর্তে জেনারেটিভ পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তথ্য নির্দেশ :

Sir George Abraham Grierson, *Linguistic Survey of India*, Vol. V, Part I, 1903

Gopal Haldar,
1. A Brief Phonetic Sketch of the Noakhali Dialect of South Eastern Bengali, Calcutta University Journal of Dept. of Letters, Vol. XIX, 1929
2. A Skeleton Grammar of the Noakhali Dialect of Bengal, *Ibid*, Vol. XXIII, 1933
3. The Chittagong Dialect of Bengali, *Ibid*, 1949

Amalesh Chandra Sen, East Bengali Speech Rythme, *Indian Linguistics*, Vol. 8, 1942-44

Krishnapada Goswami,
1. Lingustic Notes on Maimensing Dialect, *Indian Linguistics*, Vol. 7, 1939
2. Linguistic Notes of Chittagong Bengali, *Iibd*, Vol. 8, 1940-41

১৮ ঐ

3. Sibilants and Glottal Fricative 'h' in North East Bengal, Dialect, *Bulletione of the Philological Society of Calcutta*, Vol 2, 1961

Sambhu Chandra Chowdhury, Notes on Rangpur Dialect, *Indian Linguistics*, Vol. 7, 1939

Muhammad Abdul Hai, A Study of Dacca Dialect, *Studies in Pakistani Linguistics*, Lahore, 1964

2. A Study of Chittagong Dialect, *Ibid*, 1965

3. A Study of the Sylhet Dialect, *Shahidullah presentation Volume*, Lahore, 1966

Norihika Ucide, *Der Bengali Dialect Von Chittagong*, Wiesbaden 1970

Animesh Kanti Pal, 1. Phonemes of a Dacca Dialect of Eastern Bengali and the Importance of Tone, *Journal of the Asiatic Society*, Vol. 7, 1965

2. Phonology of a Dacca Dialect, *U. M. Comm Volume*, Allahabad, 1970

Nilmadhav Sen, Some Dialects of Bangladesh—An outline, *Indian Linguistics*, Vol 33, 1972

Muhammad Humayun Kabir, 3. *Descriptive Analysis of Sandirpi in its Socio-Culture Context*, Unpublished Ph. D. thesis, 1977. University of pona. India.

কাজী হায়াৎ মাহমুদ বিরচিত হিতজ্ঞানবাণী

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

'হিতজ্ঞান বাণী'র লেখক কাজী হায়াৎ মাহমুদ। তাঁহার জন্ম হয় রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার ঝাড়বিশিলা গ্রামে আনুমানিক ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে। তাঁহার মৃত্যু হয় ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে। তাঁহার সমসাময়িক দুইজন বিখ্যাত কবির নাম পাওয়া যায়—১. ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও ২. রামপ্রসাদ সেন।

কবি হায়াৎ মাহমুদ চারিখানা গ্রন্থ রচনা করেন—১. মহরম পর্ব বা জঙ্গনামা ২. আম্বিয়া বাণী ৩. সর্বভেদ বাণী ও ৪. হিতজ্ঞান বাণী।

হিতজ্ঞান বাণীতে ইসলামের আহকাম আরকানের কথা আলোচিত হইয়াছে। কবি আলাওলের তোহফার অনুরূপ গ্রন্থ হিতজ্ঞানবাণী।

কবি হায়াৎ মাহমুদের গ্রন্থ পূর্বে বাজারে প্রচলিত ছিল। কলিকাতার বটতলা হইতে ছাপা হইয়াছিল। অধুনা ঐগুলি দুষ্প্রাপ্য। কবি মযহারুল ইসলাম হায়াৎ মাহমুদের কাব্যের আলোচনা করিয়া ডক্টর অব ফিলসফি উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহার সমগ্র রচনাবলীও প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্তমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রাম পটিয়ার অধিবাসী অধ্যাপক সুবোধরঞ্জন রায় প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। মূলগ্রন্থ খানা হায়াৎ মাহমুদের স্বহস্তে লিখিত বলিয়া জনশ্রুতি আছে। মূল পুথির বানানের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

বন্দো নবী মহাম্মদ যে হইল আহামদ
আহাদ হইতে উপাদান। ১
এক নূর দুই ঠাঞী হইল পরম সাঞী
নূর মহাম্মদ সেহী জান॥ ২
তাহার নুরের তেজে সৃজিল সংসার মাঝে
ফিরিস্তা আদম আদি সারা। ৩
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন যত ইতি জনে জন
হুর পরী চন্দ্র সূর্য্য তারা॥ ৪
(আরশে) রাখিয়া গুপ্ত কলিতে করিল ব্যক্ত
জন্মাইল আবদুল্লার ঘরে। ৫

ধন্য সে আয়মনা(বিবি) (সুখে) প্রসবিল নবী
রক্ত পুঞ্জ নাছিল শারীরে ।। ৬
নির্ম্মল উজ্জ্বল তনু যেন গগনের ভানু
নিজ নূরে সৃজিল খোদা। ৭
ভূমিষ্ট হইতে মাত্র সিজ্‌দা কৈল শাস্ত্র
তকবির কহিয়া উচচরায় ।। ৮
ভয় পাইল দেবরাজ আচম্বিতে সভামাঝ
ছত্রভঙ্গ হইল তাহার। ৯
স্বর্গের উপর দেউ যাইতে না পারে কেউ
বন্ধ হৈল গগনের দ্বার ।। ১০
প্রচারিল নিজ স্বরা দেহরা দেউল সারা
ভাঙ্গিয়া করিল ছারখার। ১১
তৌরেত ইঞ্জীল নিত পূর্ব্বের যতেক কৃত
দূর কৈল সেসব আচার ।। ১২
যদি নবী না হইত স্বর্গ মর্ত্ত্য না সৃজিত
তাহার প্রমাণ ..... । ১৩
প্রবন্ধ করিয়া সেতু উম্মত উদ্ধার হেতু
কলমা কোরাণ দিল .. ।। ১৪
যথা নবী থাকে যায় আচ্ছাদিয়া মেঘ ধায়
মাথার উপর ছত্র ধরি। ১৫
রবির কিরণ সঙ্গে প্রসঙ্গ না হয় অঙ্গে
রহে মেঘ মাথে ছায়া করি ।। ১৬
অন্ন পানি খায় নবী শৌচে যায় দেখে সবি
নাহি তার মনের প্রকাশ। ১৭
সেহি ত খোদার ছাঞী কায়া আছে ছায়া নাঞী
যেমন ছায়ার ছায়া নাশ ।। ১৮
রছুল জানিতে .. পাথরে করিল গাছ
মুখের বচনে অহীক্ষণ। ১৯
পুনুপক্ষী পাতে পাত পাত প্রতি কলমা তাত
সেহি কলমা পড়ে পক্ষীগণ ।। ২০
ঠারিয়া অঙ্গুলি দণ্ড চন্দ্র কৈল দুই খণ্ড
সর্ব্বলোকে দেখে বিদ্যমান। ২১
গগন ছাড়িয়া শশী নবীর আস্তিনে আসি
কৈল আতী বিবিধ ব্যাখ্যান ।। ২২
বোরাকের পৃষ্ঠে চড়ি গেল সপ্ত স্বর্গ ছাড়ি
চক্ষের নিমিষ্যে মেহরাজ। ২৩
খোদার দিদার করি পুনশ্চ আইল ফিরি
দীর্ঘ পথ পলকের মাঝা ।। ২৪
কহে নবী এহি কথা সভাকে আসিয়া এথা
সে কথা জহুদ এক শুনি। ২৫
বোলে নবী মিথ্যা কয় মেরাজ নিকটে নয়
গেল আইল পলকে কেমনি ।। ২৬
যাইতে এক মৎস্য নিল ঘরে য্যায়া স্ত্রীক দিল
বানায়া রান্ধীতে অহীক্ষণে। ২৭

স্বামীর বচনে নারী　　মৎস্য কুটে শীঘ্র করি
জহুদ চলিয়া গেল স্নানে ।। ২৮
ডুব দিল নিজ ঘাটে　　ভিন্ন একদেশে উঠে
নারী রূপে ঘাটের উপর । ২৯
তাকে ধরি একজন　　লয়া গেল সেহীক্ষণ
আছে তথাএ বার বৎসর ।। ৩০
তিন চারি পুত্র হইল　　আর দিন স্নানে গেল
সেহী ঘাটে নামিল পানিত । ৩১
ডুব দিয়া উঠে যবে　　পূর্ব্ব রূপ হইল তবে
নিজ স্থান দেখে অচম্বিত ।। ৩২
গৃহে য্যায়া দেখে ঝাটে　　সেহি মৎস্য নারী কুটে
বোলে এত ব্যাজ কি কারণে । ৩৩
নারী বোলে কোন ব্যাজ　　হৈল তিলেক মাবা
এহি য্যায়া আইলা এখনে ।। ৩৪
জহুদ শুনিয়া ধন্ধ　　আপনাকে বোলে মন্দ
মিথ্যা নহে নবীর বচন । ৩৫
স্বরূপে খোদার মিত্র　　গেল আইল সত্য শীঘ্র
আমি নিন্দা কৈল অকারণ ।। ৩৬
নবীর আগে গে ধায়া　　অহী সভা দেখে যায়া
কহে শুনে অহী সব বাত । ৩৭
কহিল আপন কথা　　বিবরিয়া সব তথা
ধন্ধ হৈল শুনিয়া সভাত ।। ৩৮
নবীর আওলাদ ..　　বন্দো পদ সভাকার
আর বন্দো যতেক আউলিয়া । ৩৯
হেয়াত মামুদে গায়　　বন্দিয়া সভার পায়
কৃপা কর নকর বোলিয়া ।। ৪০

আহাদ এক বিনে আল্লা নাহিক দোসর ।
সৃজন কাল হেতু সেহী সর্ব্বেশ্বর ।।
আহাদ হইতে .. .. কৈল আহামদ ।
মিমাধিকে পুন সেহী কৈল মহাম্মদ ।।
আহাদ আহামদ দুই এক করি জান ।
মিমে মহাম্মদ শেষে কৈল উপদান ।।
স্বর্গেত সকলে জপে নাম আহাম্মদ ।
মর্ত্ত্যপুরে জপে লোক নাম মোহাম্মদ ।।
পাতালে মহম্মদ নাম জপে নাগগণে ।
এক মিমে তিন নাম হৈল ত্রিভুবনে ।।
এহিত মিমের মর্ম কি কহিব আর ।
বুঝিয়া লইবা গুরু জ্ঞানি থাকে যার ।।
আহাদ আহামদ এক মিমে ভিন্ন হয় ।
ত্রিভুবন সেহী মিমে ডুবিয়া আছয় ।।
আহাদ সৃজীল আহমদ নিজ নূরে ।
তার নূর দিয়া সৃষ্ট কৈল তদান্তরে ।।

মহাম্মদ মহাগুণ হাবিব খোদার।
সে নহিলে না হইত সয়াল সংসার॥
সংসারের সার সেহী নিদানের বন্ধু।
যাহার সফাতে পার হৈব ভবসিন্ধু॥
নবী নাও নবী ভাও নবী সে কাণ্ডার।
নবী বিনে গতি নাহি ভব তরী পার॥
আওয়ালে আখেরে নবী জাহির বাতিনে।
নবীবিনে গতী নাহি এই তিন ভুবনে॥
এক নূর ভাঙ্গী ···· হৈল দুই ধাম।
প্রকটে করিল তার মহাম্মদ নাম॥
আমরা আহাদ কহি হিন্দু কহে আদ্য।
আহামদ কহি মোরা হেন্দুয় অনাদ্য॥
অনাদী নিধন হৈল নারায়ণ ·····।
আহামদে মোহাম্মদ হৈল ধন রক্ষী॥
বিচার করিয়া ভাই বুঝ ভালমতে।
একাক্ষরাধীক বিনে নাহিক দুহাতে॥
মিমে মহাম্মদ জান নারায়ণ নয়।
কদাচারে কৈল সেহী নয় কর্ম্ম হয়॥
সেহী নয় নারকী হইল হেন্দুয়ান।
মহামীমে মকবুল জন্মিল মছলমান॥
বিচারে হইল মছলমান শুদ্ধমতি।
আচারে হৈল হেন্দু নষ্ট পাক জাতি॥
যেজন সৃজিয়া অন্ন দেয় নিরান্তর।
তাহাকে না জানে পুজে মুরতি পাথর॥
মুক্তিনাম মহাম্মদ মুখে নাহি লয়।
বৈকণ্ঠে যাইতে নারে যদি মুনী হয়॥
হেন সে নবীর পর দরূদ সালাম।
চারি য়্যার সঙ্গে আর দ্বাদশ ইমাম॥
পীর মুরসিদের পায়ে বন্ধগী সলাম।
কুরূসির মধ্যে আছে যত ইতি নাম॥
·····আদি তবকাত কাদীর।
·····যানোদার আছে কত পীর॥
সকলের পায় করি বন্দগি বিনয়।
হেয়াত মামুদে কহে কবির তনয়॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

শুন ভাই থাকি যথা ····হইতে তথা
··লোক বসতি করি না।
ঘোড়াঘাট সিরস্তানা বাগআর পরগণা
গ্রামখানি এ ঝাড় বিসিলা॥
সে গ্রানে আমার স্থিতি দুখ ভাবি দিবারাতি
কেহ নাহি জানে ·····।

নাবুঝে দীনের কথা কেমন হুকুম কথা
কিতাব কোরেনে নাহি চান।।
তেকারনে দেখি নিত অল্প অল্প যথোচিত
বিরচান দিনের কাহিনী।
পুস্তকের সমাগতে ভাবিয়া আপনচিত্তে
নাম কৈন হিত জ্ঞানবানি।।
বৃদ্ধ ভাবি অতি বিরচন এহি পুথী
সন এগার সওসাট্য সলে।
পুড়িয়া ষুনিয়া সবে আশীর্ব্বাদ করে জবে
মোর গতি হয় অন্তকালে।।
একদিন আগে পাছে অবশ্যে মরণ আছে
সবে দোয়া করিবে আমার।
হেয়াত মামুদে ভণে নবির চরণ-বিনে
অধমের গতি নাহি আর।।

.....র

ষুন ভাই মছলমান হিতজ্ঞান বাণী।
ষুনিলে পরম পুণ্য হয় মহাজ্ঞানি।।
মছলমান কুলে জন্ম লভিল তোমার।
বড়ই ষুভাগ্য জদি বুঝ ব্যাবহার।।
জে-না জানে মছলমানি দিনের বৈভার।
মছলমান নহে সেহী নাম মাত্র সার।।
দোকান জাহার নাহি কে বলে দোকানি।
মোছলমান নহে জে না জানে মছলমানি।।
ইহা জানি বুঝ ভাই আপনার দিন।
মুরসিদ ভজীয়া পাছে আত্বা কর....।
চীনিয়া ভজীবা গুরু জেজানে উর্দ্দীস।
কহিতে না পারে অন্ধ পথে জে দিষ।।
মুরশিদ সন্ধানে হৈনে বুঝায় বিহীত।
উত্তম ঔসদে জেন রোগে করে হিত।।
আগে সরিয়ত বুঝ পাছে তরিকত।
আমাতে ধাইলে পাইবে মারেফত।।
সরিয়ত গোড়া জ্ঞান বৃক্ষ তরিক্বত।
হক্বাকত জন তার ফল মারেফত।।
গোড় দিয়া চড় ভাই বৃক্ষের উপর।
ডালে বসি খাহ ফল ভরিয়া ওদর।।
গোড় দিয়া না ছড়িলে কে পারে চড়ীতে।
হাথে নাহি পায় ফল খাইব কীমতে।।
গোড়ে সে জোগায় সার ফল ধরে ডালে।
গোড় বিনে বৃক্ষ নহে ফলে কোন কালে।
ফল খায়া খান্ত হইয়া মত্ত হয় জদী।
না রহে বৃক্ষের কার্য ডাল মূল আদী।।
তে কারণে বোলি আগে বুঝ সরিয়ত।

বিধির বিধায় জান ফরজ ·· ·· ॥
এক সত ত্রিষ জান ফরজ মহলা।
ফারশী আছিন আমি করিন বাঙ্গলা ॥
হেরাত মামুদে কহে কীতাবে জানিঞা।
মছলমান হয় জদী লইবে মানিঞা ॥
ইতি—১৩০ মহলা লিক্ষতে ॥

প্রথমে জানহ চরি কুরূসি নবির।
পঞ্চ নামে চারি নাম হইল সে স্থির ॥
মহাম্মদ নবি বিন আবদল্লা আরব।
আবদুল্লা আরব বিন আবদুল মোতলব ॥
আবদুল মতলব বিন আবদুল হাশীম।
জাহাতে হাসামী ····· ধরিন ইসিম ॥
আবদুল হাসিম বিন ····· আবদুল।
এহি চারি কুরূসি জানিয়া নেহ সাফ ॥
আরবি জোবানে বিন পুত্রকে বোলয়।
তাহার জানিবা সবে এহি অর্থ হয় ॥
চারি মঝবের কথা জানহ এখন।
ফরজ মানিয়া মনে রাখিবা স্মরণ ॥
ইমাম আজম আর ইমাম সাফেই।
আপন২ কৈল ····· ॥
ইমাম আহমদ আর ইমাম মালিক।
আপন কৈল ····· ঠিক ॥
এহি চারি ফরজ ····· জানিবে।
অক্ষর ফরজ চারি ষুন কহি এবে ॥
প্রথমে ধুইবে মুখ পরম যতনে।
জেমতে হুকুম আছে কীতাব কোরাণে ॥
মস্তকের লোম হৈতে খুতড়ীর তলে।
একান ওকান তক পাখালিবে জলে ॥
····· সমানে দুই হস্ত পাখালিবে।
তিন ভাগ মাথা ···· সমুখে মুছীবে।
খোটাইতে—দুই পাও ধুইবে নিদান।
অক্ষর ফরজ ভাই এহি চারি জান ॥
তৈয় মুম করিতে ফরজ আছে তিন।
ষুনহ তাহার হেতু করে পানি বিন ॥
চতুর্দ্দিগে তিন ক্রোষ জদী নাহি পানি।
জল তুলিবার কাবা না রহে রসনি ॥
ব্যাঘ্র ডাঙ্গু মারে কাবা জাইতে পানিক।
জল পর সবে কাবা হয় রোগাধীক ॥
এমত ২ দফা উপস্থিত করে।
পানি বিনে তৈয় ২ মুম কর ভাই তবে ॥
তাহার বিধান ষুন জেমতে করয়।
প্রথমে নিয়তখানি পড়িবে নিশ্চয় ॥

দুতীয় মারিবে হাথ মিত্তিকা পবিত্রে।
তাহা দিয়া মুখখানি মুছিবে ষুজোত্রে॥
পুনশ্চ মারিবে হাত মাটীর উপর।
তাহা দিয়া সন্ধানে মুছিবে এই কর॥
তৈয় ২ মুমে এহি তিন ফরজ জানিবে।
কলমা কালাম আদী কীচ্ছু না পড়ীবে॥
হেয়াত মামুদ কহে কবির নন্দন।
সকলে রাখিবা মনে এসব বচন॥

গছলে ফরজ তিন ষুন তার কথা।
কেমতে গোছল ষুদ্ধ করে জেন জুথা॥
একে ৩ মুখেত পানি দিবে তিন বার।
কুলি করি ফেলাইবে জেমত বেভার॥
দুতীয়ে নাশীকা ষুর্দ্ধ করিবে এমতী।
তিনবার জলাঙ্গুলি পরশীবে তথী॥
ত্রিতিয়ে সবাঙ্গে পানি দিবে তিনবার।
এক গাছী লোম জেন না বাচে দেহের॥
পরিধান বস্ত্র জদী বাচে এক ষুত্র।
পানিতে না ভিজে তবে রহে অপবিত্র॥
গোছলে ফরজ এহি তিন প্রয়োজন।
পঞ্চবিনা মছলমানি ষুনহ এখন॥
কনজরহ পঞ্চাক্ষর বিনা মছলমানি।
যে অক্ষরে জে বুঝায় ষুন তার বাণি॥
ক অক্ষরে কলমা কহিবে সাহাদৎ।
ণ অক্ষরে নমাজ পড়ীবে পঞ্চোখতে॥
দু অক্ষরে জকাত মালের দিবে দানে।
চল্লিষ ওকাত এক ধন অনুমানে॥
কদাচ তাহার তবে নষ্ট নহে ধন।
এমতী হিসাব করি দিবে প্রতী সন॥
র অক্ষরে রোজা রাখে মাহে রমজান।
হ অক্ষরে হজ্জ করে জায়া মক্কা স্থান॥
যাহার সামর্ত্ত রহে পথের সন্ধান।
সর্ব্বথা জাইবে সেহী ..... ॥
বিশ মছলমানি এহি ফরজ পঞ্চম।
কে না জানে ইহাকে সে বড়ই অধম॥
কি মছলমানি অর্থী ..... মছলমানি।
এহি সে সভার মুল ..... জানি॥
হৈয়াত মামুদে কহে করি পদবন্ধ।
জৈ করে এক পঞ্চ কর্ম্ম সর্ব্বত্রে আনন্দ॥

আহাকাম আরকান ত্রিয়োদষ কর্ম্ম।
সমাজে ফরজ সেহী ষুন তার মর্ম্ম॥
একেত পবিত্র হয় সরির আপন।
দুতীয়ে পবিত্র হয় অঙ্গের বসন॥

ত্রিতিয়ে পবিত্র হয় নামাজের স্থান।
চতুর্থে ছাপায় হাটু হেট পরিমাণ।।
পঞ্চমে নিয়ত করে নমাজে আপনি।
ষষ্টমে চলিবে নমাজের অক্তখানি।।
সপ্তমে করিবে মুখ মকর্কা বরাবর।
অষ্টমে তকবির কহে আল্লাহু আকবর।।
নবমে দাড়ায়া পড়ে আল্লিষ না করে।
দসমে কেরাত পড়ে কোরানের ঘুরে।।
একাদসে ·· ·· হয় পৃষ্ট কুষ্ন করি।
হৃদয়ে ·· ·· দেয় মহল্বা উপরি।।
ত্রিয়োদসে বিধী মত সেসান্তে বইষে।
নমাজ হইতে পুন বাহির আইষে।।
আহাকাম আরকান এহি প্রয়োজন।
ইমামের সাত ছিত্ত ষুনহ এখন।।
আমন্ত বিল্লাক বোলে ছিকত ইমান।
সাত ছিপ্ত আছে তার বিধিধ্য বিধান।।
এমথ কহিন তাথে ইমাম আজম।
ইমানের সাত ছিপ্ত আছে দুই ক্রম।।
আমন ইমান এক জারে বোলে মুল।
দুতীয়ে তাহার ডাল বিস্তার বহুল।।
মুল হৈতে ডাল হয় তাথে বহু জাত।
মুলের মহীমা এক ডালে হৈ বাত।।
মছলা সমাজে সেহী কথা বাড়ে আতি।
পশ্চাতে কহিব ডাল মুল ষুন ইতি।।
প্রথমে ইমান আমী আনিল খোদায়।
এক বিনে দোসর সরিক নাহী তায়।।
দুতীয়ে খোদার আছে জতেক ফিরিস্তা।
ইমান তাহার পর আনিল সর্ব্বথা।।
ত্রিতিয়ে খোদার জত কীতাব আইল।
তাহাতে ইমান আমী সর্ব্বথা আনিল।।
চতুর্থে খোদার জত আছে পেগাম্বর।
ইমান আনিল আমী সভার উপর।।
পঞ্চমে আনিল রোজ ·· ·· ইমান।
সর্ব্বথা সে একদিন হইব নিদান।।
ষষ্টমে ইমান আমি আনিল নিশ্চয়।
খোদার তকদীর নেকাবদী দুই হয়।।
সপ্তমে ইমান আমি আনিল ইহাতে ।
উঠাইব জত মরা কবর হইতে।।
সপ্তমে ফরজ এহি ছিফত ইমান।
জে না পাবে ইহাকে সে নহে মছলমান।।

হেয়াত মামুদে কহে কবির নন্দন।
আর ফরজের কথা ষুনহ এখন।।
পঞ্চ অক্ত নমাজের ফরজ জানিবে।

তাহার নির্ণয় কথা ষুন কহি এবে।
প্রত্তুম বিহানে হয় সময় ফজর।
ওদয় নহীতে বিনি পড়ীবে সত্তর।।
ত্রিতিয়া প্রহরে হয় সময় জোহর।
সেষ চারি দণ্ডে হয় সময় আছর।।
সময় মগরিব হয় প্রথম সন্ধাতে।
চারি দণ্ড রাত্রাবধী আয়সা পশ্চাতে।।
এ পঞ্চ অক্তের পঞ্চ নিয়ত ফরজে।
তাহাক ফরজ জান ষুমারের মাঝে।।
ত্রিষ রোজা ত্রিষ নিয়ত ফরজ রমজানে।
সতর রেকাত আর বুঝা স্তানে ২।।
ফজরে ফরজ এই রেকাত জানিবে।
জহোর পুনশ্চ চারি রেকাত গণিবে।।
আছর সময় চারি মগরিবে তিন।
আয়সাতে আর চারি এহি .. .. ।।
এক সত ত্রিষ এহি মছলা ফরজ।
একে ২ নেহ গণি ধরিয়া কাগজ।।
মছলমান হয়া ভাই জানহ ইহাক।
জেনা জানে মছলমান কে বোলে তাহাক।।
নাম আছে গ্রাম নাহী মিরযা সে মণ্ডল।
ছালা আছে করি নাহি তার কীবা ফল।।
কিতাব কোরান পড়ী বুঝ দিসাইল।
হালাল হারাম আদী করতার .. ..।।
এ পীর ওস্তাদ আদী মুরশীদ ভজয়া।
দিনের বেভাব জত .. .. ।।
তবে সে তোমার গতি হইব নিদান।
বিধীর বিধান জানি হও সাবধান।।
কীতাব না জান জদী পড় এহি পুথী।
হেয়াত মামুদে ভণে মধুর ভারথী।।

ছিফত ইমান পুন ষুনহ ব্যাষান।
মুলের কহিল পূর্ব্ব ডাল এবে জান।।
মুলের মহীমা এক ডালে বহু বাত।
সেই সব ষুন এবে বিবরণ জাত।।
প্রথমে ইমান আমি আনিল খোদায়।
এক বিনে দোসর সরিক নাহী তায়।।
জদি সে হইত দুই নাম নৈরাকার।
না রহিত ভুমণ্ডল এমত আকার।।
ত্রিভুবনে জত আছে অসংখ আপার।
শ্রীজুন পালন হেতু সেহী সভাকর।।
তাহার সমান আর নাহি অন্য জন।
স্রিয়ো জত্র নাহী তার স্বয়ন ভোজন।।
হেলায় শ্রীজনে সেহী এ তিন ভুবন।
আপনে সে নহে নাথ কাহার শ্রীজন।।

দোষ লেষ নাহী তার সদায় পবিত্র।
পাপ অপরাধ নাহি নির্ম্মল চরিত্র॥
কে আছে তাহাকে বিনাসিতে পারে দণ্ডে।
জে নাহী করিতে পারে জদী কছে ডুণ্ডে॥
পুর্ব্বজে হুকুম কৈল সময় উৎপত্তী।
তাহাতে অধীক গুণ নহে এক রত্তী॥
সকলি করিতে পারে আপনার সক্তী।
প্রয়োজন নাহী কেহ দেয় বল মুক্তী॥
জেহী চাহে সেহী করে পলকের মাঝে।
জেহী কহে সেহী হয় অচার অব্যাকে॥
বেচু বেচে শুনা সেহী নহে কোনমত।
বেমিছিল বেনমুনা কে পাইবে তত্ত॥
প্রাণ নাহি জায়ে সদা নাথ নৈরাকার।
সর্ব্বকাল আছে স্তান স্তিতী নাহি তার॥
কহিতে না পারে কেহ থাকে কোন ঠাঞী।
জথা দেখ তথা আছে পরম গোসাঞী॥
সর্ব্বময় হয়া আছে সর্ব্বত্রে মিশীয়া।
পুষ্পের ভিতর জেন খুলন্দী লুকায়া॥
মেহন্দীর পত্র হেন কর অনুমান।
তাহার ভিতর রাঙ্গা থাকে কোন স্তান॥
সেহী মতে জান ভাই নাথ নিরাঞ্জন।
সর্ব্বত্রে মিশীয়া আছেন নাহী দরসন॥
জ'তের মহীমা তার কে কহিতে পারে।
জে জাতের আগে বাত নাহীক সংসারে॥
নিশ্চয় জানহ ভাই সৈহী ব্রহ্মজ্ঞান।
মুরশিদ ওকায়া চান এলাম নিসান॥
হেয়াত মামুদে কহে নবির ফরমান।
প্রথম ইমার, এহি ছিফত ব্যাক্ষান॥

তিলে ২ আছে দেখি কার কত আই॥
বুজনের আই সেষ জদী সে দেখায়।
.. .. পাঠায়া প্রাণ জতনে হরয়॥
জদী মহাপাপী হয় দুর্জ্জন পাঠায়া।
নানা বিড়ম্বনে প্রাণ হরে দুঃখ দিয়া॥
হেয়াত মামুদে কহে দেখিয়া কীতাবে।
দুতীয়ে ইমার এহি ছিফত জানিবে॥

ত্রিতিয়ে খোদার জত—কীতাব আইল।
নিশ্চয় তাহার পর ইমান আনিল॥
সকলি সে সত্য হয় সরূপ সর্ব্বথা।
খোদার কীতাব সব নহে সে অন্যথা॥
চারি পেগাম্বর আইল এ চারি কীতাব।
দিনীইন আদী জাথে সকল প্রস্তাব॥
তৌরেত কীতাব আইল মুছে পেগাম্বরে॥

ইশান্তি জবান সেহী ঘুন সর্ব্ব নরে।
ইঞ্জীল কীতাব আইল ইছে বরাবরে।।
উরানি জবান সেহী কহীল তোমারে।।
জুবুর কীতাব আইল দাওদের তরে।
ঘুরানি জোবান সেহী রাগ ঘুর জারে।।
মহাম্মদ স্তানে আইল কোরাণ আখেরে।
আরবী কোরাণ সেহী বিদিত সংসারে।।
মহাম্মদ মহাগুণ পাইল তাহার।
জানিঞা পূর্ব্বের নিত সেহী হৈল সার।।
এহী চারি কীতাব আইল সর্ব্বথায়।
আর এক সত আইল এ চারি সেত্তায়।।
পঞ্চাষ কীতাব তার আইল সিষস্তানে।
আর ত্রিষ আইল তার ইদ্রিষ সদনে।।
ইব্রাহীম দস তার আর দষ মুছে।
পুনশ্চ আইল তাখে তৈরেতের পাছে।।
এহি সব কীতাব আইল করতার।
সকলি সরূপ হয় মানিল তাহার।।
হেয়াত মামুদে কহে দেখিয়া কীতাবে।
ত্রিতিয়ে ইমার এহি ছিফত জানিবে।।

চতুর্থে খোদার জত আছে পেগাম্বর।
ইমান আনিল আসি সভার উপর।।
হজরত আদম পুর্ব্ব হৈল উপদান।
সর্ব্ব সেষে মহাম্মদ হইল নিদান।।
আদমের বংসে নবি হইল আপার।
সাস্ত্রে লেখে এক লক্ষ চব্বিস হাজার।।
তথাপী এমত কথা না যায় কহন।
কি জানি অধীক গুণ থাকে বা কখন।।
এমত কহিলে হয় অপরাধ সাস্ত্রে।।
ইমান আনিতে হয় সকল একত্রে।
তকারনে বোলি জত ছিল পেগাম্বর।।
ইমান আনিল আসি সভার উপর।
জত পেগাম্বর নবি হইল খোদার।।
তিন সত তের ছিল রছুল তাহার।।
জীবরিল নিকটে তার সদায় আশীত।
আর সব নবি ছিল পেগাম্বর জত।।
কীতাব না আইল তাখে না আইল জাবারিল।
ত কারনে হৈল তাখে রছুল ফাজীল।।
তিন সত তের মধ্যে ইহার নিদান।
ছয় পেগাম্বর ছিল সভার প্রধান।।
একে ত আদম ছফা মানব প্রধান।
জাহাতে মানরা সব হইল উপদান।।
আদমের বাম অঙ্গে হাওা জনাগিল।

স্ত্রি পুরুস সেহী দুই প্রথম হইল ॥
.. .. .. ভিতর থাকে আনন্দে সদায়।
গোম খাইতে নিষেদীল তাহাকে খোদায় ॥
একদিন খায় গোম ইব্লিসের চক্রে।
মহীতনে দুহাকে ফেলায় সেহী ছিএ ॥
ইব্লিষ আঞ্জীরে গোম মত্তর ভুজঙ্গ।
জয়তুনের দণ্ড লয়া পড়ে এক সঙ্গ ॥
স্তানে ২ পড়ে সব হয়া অচেতন।
হাওা না দেখিয়া কান্দে আদম সঘণ ॥
জাবরিল আসিয়া তাখে রমণ সিখায়।
গনিয়া সে সাস্ত্র তবে হাওা লাগী পায় ॥
আনন্দে থাকে দুহে পৃথিবি মাঝার।
গর্ভবতী হৈল হাওা চারি দষ বার ॥
প্রতী গর্ভে পুত্র কন্যা জোড়ে ২ হয়।
সেহী কন্যা পুত্রে বিভা জোড়াভঙ্গে দেয় ॥
গোম হৈতে সর্ব্ব সষ্য শ্রীজন খোদায়।
সেহী সষ্য উপার্জ্জীয়া ষুখে বসী খায় ॥
প্রথম করিল ক্রসি হজরত আদম।
আপনে রহিছে হাল পুরুস উত্তম ॥

দুতীয়েতে বহুলজা আদম নন্দন।
জাহাজ সমুদ্র হৈল জাহাতে শ্রীজন ॥
নহুর তনয় আদী উনুত বিস্তর।
ছাড়িয়া আপন দিল হইল কাকর ॥
তাহা দেখি বহুলজা কৈল মনাজাত।
মারিয়া এসব লোক করহ নিপাত ॥
অহীক্ষণে জাব্রাইল পাটাইল নাথে।
নহুকে সিখায় আসি জাহাজ গটীতে ॥
আশী গজ উচেচ কৈল প্রস্তে চারি সত।
দির্ঘাকারে হৈল জেন দেখিতে পর্ব্বত ॥
ইহার বিশেষ কথা কহীবে জতেক।
পুস্তক বাহুল্য হয় লেখিলে তাতেক ॥
জাহাজ নির্ম্মায়া তবে নহু পেগাম্বর।
মছলমান লয়া চড়ে তাহার উপর ॥
জোড়ে ২ তোলে সব জন্তু আর পক্ষী।
সষ্ট আদি তোলে সব তাহা কত লেখী ॥
অচম্বিতে আখা হৈতে উঠে তপ্ত পানি।
চালনির ছেদা কেন হইল মেদনি ॥
.. .. করিয়া মেঘ বরিষে সঘন।
বহীতে লাগিল উনপঞ্চাষ পরন ॥
জাহাজ ভাশীল জলে দেখিতে ২।
এ গাছ পর্ব্বত সব ডুবিল পানিতে ॥
ছয়মাস বরসিতে লাগে নিরন্তর।

আকাষ প্রমাণ জল হইল বিস্তর ।।
মরিল কাফীর সব পানিতে ডুবিয়া ।
কথো মসলমান জেন জাহাজি ।।
বিষ্ঠার দুর্গন্ধে নহু কাতর বদন ।
নাথ নিরঞ্জন স্বরে করিব কেমন ।।
অহীক্ষণে সর্গ হৈতে আইল আওজ ।
গজ ষুণ্ডে দেহ হস্ত সির্গ হবে কাজ ।।
সেইখনে বহলজা ষুনিয়া আওাজ ।
ষুণ্ডে হস্ত দিল তবে হাচে গজরাজ ।।
ষুণ্ড দিয়া বাহীরায় ষুকর তাহার ।
সাক্ষাতে জন্মিল জেন গজের আকার ।।
জাহাজের বিষ্টা সেই করিল ভক্ষণ ।
ইবলিষ দেখিয়া তাহা করিছে কেমন ।।
ষুকরের নাকে সেহী ঝাটে দিল হাত ।
তাহার হাচাতে মুষ জর্ম্মীল পশ্চাত ।।
জাহাজ কাটীতে মুষ লাগে ততক্ষণ ।
নহু দেখি পুনরূপী স্বরে নিরাঞ্জন ।।
জাহাজ কাটীলে মুষ ডুবিয়া মরিব ।
ইহার উপায় বোল কেমনে তরিব ।।
আরবার সেহী খনে আইল আওাজ ।
ব্র্যাঘ্র নাকে দেহ হস্ত না করহ ব্যাজ ।।
এ কথা ষুনিয়া সিগ্র নহু পেগাম্বর ।
বাঘের নাকেত জায়া দিল নিজ কর ।।
বাঘের হাতাতে তবে বিছ্মিল জন্মিল ।
ধরিয়া সকল মুষ খাইতে লাগিল ।।
লুকায়া রহিল কথো বিড়ালের ভয় ।
ষুকর বিড়াল মুষ এহি মহে হয় ।।
ছয়মাস গতে তবে মুক্ত হৈল দেও ।
পাতালের ঝোরা জত বন্দ হৈল সেও ।।
খোদার হুকুমে পানি লাগে ষুখাইতে ।
আর ছয় মাস হইল বাটীতে ২ ।।
জথা এবে আছে কারা পৃথিবির মাঝা ।
সাত পাক দিয়া তথা বশীল জাহাজ ।।
জাহাজ ঠেকীয়া ভূমে রহীল তথায় ।
নামিতে না পারে কেহ পানি না ষুখায় ।।
জাবরিল আশীয়া তবে নামে মিত্তিকাত ।
সপ্ত স্তানে সপ্তবার মারে পদঘাত ।।
এ সপ্ত সমদ্র হয়া জল নামে তথী ।
টানিঞা সকল পানি সুখাইল পৃথি ।।
একে একে জাহাজ হইতে নামে সবী ।
পুনর্ব্বার সষ্য ক্রসি করে বদু নবি ।।
ত্রিতিয়েতে এবরাহীম খলিল খোদার ।
আজরের ঘরে জর্ম্ম হইল তাহার ।।
পাশানের মুর্ত্ত সেহী ষুন্দোর গড়ায় ।

কতেক আপনে পুজে কতেক বিকায়॥
জত মুর্ত্ত দেখ সব তাহার নির্ম্মান।
পৃথিবিতে কম্মি নাহী আজর সমান॥
নমরূদ রাজার সেবা করে দিবা রাতী।
তাহাকে খোদায় করি জানে পুর্ণমতী॥
একদিন আছে সেই নমরূদ বশীয়া।
তাহাকে কহিল এক পণ্ডিত আশীয়া॥
তিন দিন মধ্যে এক জন্মিবে এবাত।
তোমাকে মারিয়া রাজ্য করিব নিপাত॥
একথা ষুনিয়া কহে নমরূদ রাজায়।
তিন দিবা রাতি কেহ সঙ্গম না জায়॥
খোদার করনি কভু না হয় অন্যথা।
আজরের নারি কামে হইল উখতা॥
নিসা ভাগ রাত্রে জায় নমরূদের পুরী।
নিন্দে পড়ি গেল সব দ্বারের প্রহরি॥
রাজার সিয়রে আছে আজর দাড়ায়া।
স্বামী সহে কাম চেষ্টা তথা পায় জায়া॥
পুনরূপী গেল চলি আপনার ঘরে।
জন্মিলে খলিল খোদা তাহার উদরে॥
দিনে ২ বাড়ে গর্ব্ভ দেখিয়া ভাবয়।
জদী পুত্র হয় রাজা মারিব নিশ্চয়॥
দসমাস গত তবে হয়া স্তানান্তর।
বনে জায়া প্রষবিল খন্দক ভিতর॥
ছাওাল হইল জতি দেখিতে ষুন্দোর।
সর্ব্বাঙ্গ সরির জেন জলে দিবাকর॥
বসনে রাখিয়া মাও পলাইল ঝাটে।
জাবরিল আসিয়া রহে তাহার নিকটে॥
এক অঙ্গুলে দুগ্ধ আল্যা শ্রীজীল তাহার।
আর অঙ্গুলে মধু সেহী লাগে চুশীবার॥
সেহী দুগ্ধ মধু চুসি খায় সর্ব্বক্ষণ।
ছাওালে অঙ্গুলি এবে চোষে তকারণ॥
সপ্তাহ করিয়া মাও দেখে জায়া তারে।
পবিত্র করিয়া অঙ্গ পুন জায় ঘরে॥
এহি মতে সপ্ত মাষ হৈল সমাধান।
খলিল পুছীল তবে মাও বিদ্যমান॥
কে তোমার খোদা মাও কহ মোর ঠাঞী।
আজর আমার খোদা অনু দেয়ে জাঞী॥
আজরের খোদা মাও কহ কোন জন।
নমরূদ তাহার খোদা জে করে পালণ॥
নমরূদের খোদা কেবা কহ মাও সত্য।
নমরূদের খোদা বহু পাথরের মুর্ত্ত॥
মুর্ত্তের কে খোদা মাও মোরে সেহী বোল।
তার খোদা গগনের নৈক্ষেত্র সকল॥
নৈক্ষেত্রের খোদা মাও বোলেহ কাহারে।

তাহার উত্তর দিতে পুনচচ না পারে।।
লজ্জা পায়া আপনার ঘরে গেল চলি।
স্বামির সহিতে জায়া কহিল সকলি।।
আজর ষুনিয়া তাখে আনাইল ঘরে।
গৌরব করিয়া কহে পুত্র বরাবরে।।
রাজা বিনে আর খোদা নাহিক আমার।।
পাথরের মুর্ত্ত দেখ ঈশ্বর জাহার।।
এবরাহিম বোলে বাছ এ নহে সুগতী।
সর্গমর্ত্ত চন্দ্র ষুর্য্য দেখ জত ইতী।।
সকলে শ্রষ্টপতী নাথ নিরাঞ্জন।
তাহাকে ছাড়িয়া পুজ মুর্ত্ত অকারণ।।
ভাঙ্গিয়া ফেলাব আমি এ সব মুরতী।
অবস্যে দেখিবা জত করিব দুর্গতী।।
আজর একথা ষুনি পড়ীল ভাবর্ত্তে।
না জায় মুরতী ছাড়ি রাজার অগ্রতে।।
কথো দিনান্তরে তবে পুত্রকে বোলিয়া।
রাজার সাক্ষাতে গেল আজর চলিয়া।।
সাবকাষ পায়া এথা খলিল খোদার।
কুড়াল লইল হাথে মুর্ত্ত ভাঙ্গীবার।।
মণ্ডপের ঘরে জায়া সত্বরে সামায়।
জত মুর্ত্ত ছিল সব ভাঙ্গীয়া ফেলায়।।
কাহার কাটীল মাথা কার হাত পাও।
নাক কান কাটী কার হরিল সোভাও।।
প্রধান মুরত এক পা কাটীল তারে।
কুড়াল রাখিল তার কন্দের উপরে।।
ভগ্ন মুর্ত্ত জত এবে দেখ পৃথিবিত।
খলিলের হাতে সব হয়াছে খণ্ডিত।।
ইবলিষ দেখিয়া তবে এসব দুর্গতী।
নমরূদের স্তানে জায়া কহে সিগ্রগতী।।
আজরের পত্রু হৈল এব্রাহিম নবি।
তোমার খোদাক জায়া ভাঙ্গীল সে সবী।

নমরূদ আজর আদী ষুনিয়া সভায়।
ক্রধে কম্পমান হয়া মারিবার ধায়।।
খলিলের স্তানে জায়া কহে নরপতী।
আমার খোদার তুমি করিহ দুর্গতী।।
খলিল তাহাকে বোলে নাহী ভাঙ্গী আমি।
প্রধান মুরতী আছে তাখে পুছ তুমি।।
রাজা বলে মুর্ত্ত কথা কহীছে কখন।
তাহাকে পুছীলে তও পাইব কেমন।।
এব্রাহীম বোলে জদী কথা নাহি কয়।
অকারণে পুজা কর খোদা সেহী নয়।।
অনুমনে বুঝো সব ভাঙ্গি ইহার।

পুড়িয়া মারিতে তাখে চিন্তীল উপায়॥
চারিদিগে পাচা দিয়া কৈল উচচতর।
ভারে ২ খড়ি দিল তাহার ভিতর॥
সতগজ উচচ কৈল জোজন ফুড়ীয়া।
ভারে ২ তৈল্য দিল তাহাতে ঢাড়িয়া॥
খলিল খোদাকে তবে বান্ধিল সভায়।
অগ্নী দিয়া কুণ্ড মধ্যে ফেলাইতে চায়॥
তুলিতে না পারে কেহ বলের সকতী।
আজর দেখিয়া পাছে ধরে জায়া তথী॥
পীতাকে দেখিয়া লাজে খলিল তখন।
পাতল হইল আতী ফেলে সেচ্ছাষন॥
আকাষ প্রমাণ অগ্নী উঠিল জলিয়া।
সকলে জানিল ছাই হইল পুড়িয়া।
খলিলের অঙ্গে অগ্নী কদাচ না ধরে॥
কেবল বন্ধন গোলা সেহী মুক্ত করে॥
জাবরিল আনিয়া পাঠ বসাইল ঝাটে।
দুইজনে কহে কথা বশী এক পাটে॥
খোদার হুকুমে অগ্নী নিভে ততক্ষণ।
পোড়া কাষ্ট সাখা মেলি হৈল পুষ্পবন॥
নমরূদ দেখিয়া মানে না ভাবিল আন।
পুনশ্চ যুঝিতে সাজে পায়া অপমান॥
লেখা জোখা নাহী তার জত সৈন্যসেনা।
খলিল খোদার মাত্র আছে এক জনা॥
খোদার হুকুমে আসি জঙ্গলের মোসা।
খলিলের সেনা হয় মারিতে দুর্দশা॥
নাকের ভিতর মোসা আচম্ভিতে জায়।
মাথার মগজ খায়া মারিয়া ফেলায়॥
জার নাকে জায় মোসা—মরে অহীক্ষণ।
নমরূদ সহীতে সেনা মারে জনেজন॥
চমৎকার হৈল সবে দেখিয়া অদ্ভুত।
দিন প্রচারিল তবে আজরের যুত॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গী কৈল ছারখার।
আপণ কলমা দিন করিল প্রচার॥
মক্কা দেষে নির্ম্মাইল বিধাতার স্তান।
তথাতে নমাজ পড়ে লয়া মছলমান॥
হাজারা ওদার হৈল ইছমাইল বালা।
তাহাকে ক্রবানি দিল নামে খোদায়তালা॥
ক্রবানির সেহী নিত অদ্যাপী আছয়।
কাহবাতে করিলে হজ্জ হাকা সেহী হয়॥

চতুর্থ প্রধান মহা কলিম অল্বার।
কোহ ওরে পায় সেহী খোদার দিদার॥
ষূচাগ্র প্রমাণ বিন্দে দিপ্ত হৈল নুর।
তাহাতে পুড়ী ঝাঞী হৈল কোহতুর॥

পোড়া গেল তুরসিলা মাঙ্গে অব্যাহতী।
দিদার মাইল মুছে মোর কাবা গতী॥
আওাজ আইল তোঘে করিল ষুরুমা।
ক্ষতী মুক্তী হইব জে দেয় তোমা॥ ১৭

পঞ্চমে প্রধান ইহা মরয়ম নন্দন।
বিনমানো বিবী তাঘে করিল শ্রীজন॥
বাসরে বন্দগী সদা করে মরিয়ম।
বাহীর না হয় বিনে সময় নিয়ম।
ফিরিস্তা আনিয়া অন্ন দেয় তার ঠাই।
সেহী অন্ন খায়া করে বন্দগী সদাই॥
পূর্ব্বজা বিধান জবে পাইল আদম।
ধড়ে প্রাণ জাইতে মাত্র হাছান প্রথম॥
তাহার হাচাতে মুখে কফ বাহিরায়।
জাবরিলের স্তানে তাঘে রাখিল খোদায়॥
একদিন সেহী কফ জাব্রাইল লয়া।
খোদার হুকুমে দেয় মরয়মেক জায়া॥
কফ লয়া মরিয়ম দেখে একমনে।
আচম্বিতে মুখে জায়া পড়িল আপনে॥
উদরে পশীয়া কহে খোদা এক জানি।
আমী ইছা বান্দা তার জন্মিল এখনি॥
অষ্ট মাস গতে তবে ভুমিষ্ট হইল।
বিনপপে হৈল ইছা সংসারে জানিল॥
পেগাম্বরি পদ তাখে হইল খোদার।
জহুদ ফারঙ্গী সব উন্নত জাহার॥
সঙ্গবাসী হৈল সেহী সবির সহিত।
দজ্জাল বধীব সে যে নামিয়া ভুমিত॥
কাব্যার উপর আশী দুই পাও দিয়া।
সেড়ী আনি নামাইতে কহীব ডাকিয়া॥

সষ্টম প্রধান নবি মহাম্মদ জান।
ত্রিভুনে নাহি কেহ তাহার সমান॥
প্রধানের প্রধান সে সভার ফাজীল।
জাহার নিকটে সদা আইল জাবরিল॥
খোদার পরম সখা প্রধান সভার।
জাহার প্রেমের হেতু শ্রীজীল সংসার॥
কে কহীতে পারে তার জাতেক মহীমা।
খোদার আরসে লেখে জাহার কলমা॥
পেগাম্বর আদী জত সভার ইমাম।
ছৈয়দী পাইল আর খোদার কালাম॥
আওলিয়া আম্বীয়া আছে খোদার বেহদ।
সকলের সির মণি নবি আহাম্মদ॥

নবি সে পরম ধন সংসারের সার।
জাহার সফাত বিনে নাহি প্রতীকার॥
আওলে আখেরে নবি জাহীর বাতিনে।
নবি বিনে গতি নাহি এতিন ভুবনে॥
হৈয়াত মামুদে কহে কবির তনয়।
চতুর্থ ইমার এহি ছিফত বোলয়॥

পঞ্চমে আনিল রোজ ক্যামতে ইমাম।
সর্ব্বথা সে একদিন হইব নিদান॥
হিসাবের দিন সেহী বড়ই কঠিন।
পঞ্চাষ হাজার সনে হবে একদিন॥
সেদিন হইবে ষুর্য পশ্চীমে উদয়।
আর সে ডুবিতে নাহী জাবত প্রলয়॥
চতুর্থ গগনে ষুর্য্য থাকিয়া এখন।
পৃষ্টে রৈদ্র দেয় সেহী না হয় সহন॥
প্রতী গগনের উচচ সাস্ত্রে হেন জান।
পঞ্চ সত বৎসরের পথ পরিমান॥
চারি সর্গ হৈল তবে চারি পঞ্চ সত।
প্রতী সর্গ পৃষ্ট তার জান এহী মত॥
তথা থাকী পৃষ্টে এবে রৈদ্র দেয় রবি।
সেহী তাপে বিকলিত হয় নর সবি॥
প্রলয়ের দিন ষুর্য্য ছাড়িয়া গগন।
লেজা পরিমানে আনী করিব তাপন॥
মুখে রৈদ্র দিব আতি বিসম তাড়নে।
মাথার মগজ গলি পড়ীব চরনে॥
বিষম ষুর্য্যের তাপ সহীতে না পারি।
আকুল হইব লোক পরিত্রাহী করি॥
পুণ্যবান হয় জেবা তাখে হবে ছায়া।
আনন্দে থাকীব সেহী ছায়াতে দাড়ায়া॥
সেহী দিন কাজী হয়া নাথ নৈরাকার।
রতী ২ হিসাব লইব সভাকার॥
সকলের পত্র দেখি নাথ নিরঞ্জন।
একে ২ বিচার করিব জনে জন॥
কেরামন কাতিব জেহী পত্র দিব লেখি।
হস্ত পদ চক্ষে তার দিব সব সাখি॥
প্রতী অঙ্গে নিজ কাজ কহীব আপন।
জাক দিয়া করিয়াছ জে পাপ জখন॥
তারাযু ধরিয়া তবে মিকাইল আশী।
তৌলহিব পাপ পুণ্য সকলের বলী॥
পশ্চাতে করিব তৌল মহাম্মদ নবি।
একদিগে বণীব সে আরদিগে সবী॥
তথাপী নহীব সবে নবির সমান।
ধন্য ২ বোলি আতী হইব ব্যক্ষান॥

এ চারি মিম্বর তবে নির্ম্মায়া তথাত।
বসাইব চারিজন ইমাম তাহাত।।
ইমাম আজম আর ইমাম সাফেই।
ইমাম মালিক আর আহম্মদ সেই।।
এহি চারি ইমামের স্থানে নিরাঞ্জন।
বিচারের কথা জীজ্ঞাসিব ততক্ষন।।
তোমরা সংসারে জেন করিছ বিচার।
কহ সেহী মতে আমি করি প্রতীকার।।
জে মত করিছে তারা সেহী দিব কয়া।
ইনসাফ করিব তবে আপে কাজী হয়া।।
জেমত জাহার পাপ করিব মন্ত্রনা।
জমদুতে ধরিয়া করিব বিড়ম্বনা।।
আগুনের চর্ম্মডাঙ্গে মারিব বান্দীয়া।
ফেলাইব পাপী গন দোজখে ধরিয়া।।
নানা জাতি বিড়ম্বনা দোজখ মাঝার।
পুস্তক বাহুল্য হয় লেখিলে তাহার।।
দোজখ ভরিয়া আছে জত জন্য ক্লেষ।
ষুনি তেহী উড়ে প্রান জেবা হৌক সেষ।।
জে করিছে ধর্ম্ম কর্ম্ম আনন্দ তাহার।
নবির সফাতে জাবে ভিস্তের মাঝার।।
ভিস্ত ষুখভোগ তাথে দিব বিধাতায়।
থাকীব ভিস্তের মাঝে আনন্দে সদায়।।
হেয়াত মামুদে কহে হও সাবধান।
পঞ্চম ইমার এহী ছিফত বয়ানি।।
সষ্টম ইমান আমি আনিল নিশ্চয়।
খোদার তকদীর নেকাবদী দুই হয়।।
নেকাবদী দুই হয় করনি খোদার।
এ ভিস্ত দোজখ তেন শ্রীজন তাহার।।
ইহা জানি মনে হেন না কর গুমান।
খোদার শ্রীজন দুই একহী সমান।।
আজাব সস্তাব তবে হবে কী কারণ।
ভিস্তে কেহ জাবে কেহ দোজখ ভুবন।।
ইহার প্রমাণ ষুন সাস্ত্রের বিচার।
নেকাবদী তোমা সাধ্য জে কর তাহার।।
কারো আগে দিন জেন দুই ভাণ্ড কেহ।
এক ভাণ্ডে বিষ তার ভাণ্ডে মহু।।
দুই ভাণ্ড থুইয়া আগে বাতাইল দিষ।
এনা ভাণ্ডে মধু সর্ত্ত এনা ভাণ্ডে বিষ।।
বিষ খাইলে মরীয়া জাইবা এহিক্ষন।
মধুপানে মিষ্ট পাপে খাহ জেহীমন।।
সেজনার সাধ্য জেন খাইতে তাহার।
জেহী ইচ্ছা সেহী খায় সাধ্য আপনার।।
এহীমতে নেকাবদী শ্রীজীয়া খোদায়।
জাহার যে দোষগুন কহিছে সভায়।।

এখন নবের ইচ্ছা জে করে জে কাজ।
নেকাতে খোদায় রাজা বদীতে নারাজ ॥
জে বোলে খোদায় আছে বদী কর্ম্মে রাজী।
সে বড় কাফীর হয় সের কাটে কাজী ॥
হেয়াত মামুদে কহে ষুন মছলমান।
সপ্তম ইমার এহি ছিফত ব্যাকান ॥

সপ্তমে ইমান আমি আনিল ইহাতে।
উঠাইব জত মরা কবর হইতে ॥
জলে স্তলে জত মরা পড়ীয়াছে জথা।
ধরিয়া পূর্ব্বের রূপ উঠাব সর্ব্বথা ॥
জে রূপ জাহার মৃত্ত হয়াছে জে স্তানে।
সেহী রূপ ধরিয়া সে উঠিব নিদান ॥
সত্য ত্রিতিয়া দুয়াপর কলি কালে।
চারিযুগে মরিয়াছে জতেক সয়ালে ॥
দেব দৈত্ত্য পরীগন মানব জীমন্ত।
উঠীব প্রলয় কালে সব আদী অন্ত ॥
আপন ২ পত্র করানির লয়া।
হিসাবের স্তানে সব দাড়াইব জায়া ॥
গোপ্ত ব্যক্ত পাপ পুন্য করিছে জতেক।
সকলি তাহাতে লেখা আছে একে এক ॥
বিচার করিয়া পত্র নাথ নৈরকার।
তৌলাইব পাপ পুন্য ফিরিস্তা খোদার ॥
জদী পুন্য খাটে পাপ বাড়ে এক রতী।
নরকের দুত জায়া ধরে সিগ্র গতী ॥
অগ্নীদড়ী দিয়া বান্ধে উলটীয়া টাঙ্গে।
নরকে প্রহার করে আগুনের ডাঙ্গে ॥
অন্যের জীবন জেবা বধে বল করি।
পর দ্রৈব্য পরধন হরে পরনারি ॥
আপনা আপনি বধে আপনার প্রান।
ছুরি বা কাটারি মারে বিস করে পান ॥
জলে ঝাম্প দিয়া মরে গলে দেয় দড়ী।
ইহার জন্ত্রনা আতী হবে বড়া বড়ী ॥
অভক্ষ ভক্ষণ করে জে খাইতে মানা।
না জানে নামাজ রোজা মুরসিদ ভজনা ॥
পীতা মাতা পীর ওস্তাদ না মানে গরবে।
অন্ত কালে লক্ষ বাসী হইব এসবে ॥
কেষ হেন সাকো তার খুর জেন ধার।
দোজখের উপর আছে ভিস্তে জাইবার ॥
পুন্যবান পার হয়া জাইব বিরাজে।
পড়ীয়া পড়ীব পাপী দোজখের মাঝে ॥
দোজখ অগ্নীর কুণ্ড কী দিব উপমা।
সত্য যুগে পৈলে তার নাহী পায় সিমা ॥

ষুনহ তাহার কথা জেমত গহীন।
বশী আছে নবি জাব্রাইল একদিন।।
হেনকালে সব্দ হৈল মহা ভয়ঙ্কর।
ত্রিভুবন কাম্পে তার ডরে থর থর।
জাবরিল .. .. হৈল চমৎকার হয়া।
তাহাকে জীঙ্গাষে নবি কহ প্রান ভায়া।।
খোদার ফিরিস্তা তুমি জান পূর্ব্বাপর।
কীসের এ সব্দ হৈল মহা ভয়ঙ্কর।
জীব্রাইল বোলে নবি ষুনহ কারণ।
জে দিন আদম পূর্ব্ব হইল শৃীজন।।
দোজখের চুড়া এক সেহী দিন ভাঙ্গী।
দোজখে পড়িয়া ছীল খোদার কী ভঙ্গী।।
পড়িতে ২ এত দিনান্তরে সেই।
নরকে ঠেকীল জায়া নাম তার গই।।
আদম জন্মিল পূর্ব্ব তুমি কলিকালে।
এতদিনে চুড়া জায়া ঠেকে গই তলে।।
সেহী এহী সব্দ হৈল গইয়েত পড়ীয়া।
নানান আজাব আছে তাহাতে ভরিয়া।।
সেই গুজরে ধর্ম্ম কর্ম্ম না করে জে নর।
তাহাকে ফেলিব সেহী গইএর ভিতর।।
নানান আজাব তাথে বিসম জন্ত্রন।
বিপরিত সব্দে নর করিব রোদন।।
নরকের দুত দেখি তাহার দুর্গতী।
পুছীব তোমরা লোক কোন কুল জাতি।।
কোন যুগে জন্মিয়াছ কাহার উম্মত।
কোন অপরাদে হর তোয়ার দুর্গত।।
ষুনিয়া তাহার কথা নারকী সকল।
কান্দীতে লাগী আতি করি কোলাহল।।
জে যুগে জাহার ধর্ম্ম কহীব বৃতান্ত।
নবির উম্মত তাথে কান্দিয়া নিতান্ত।।
কহিব কলিতে জর্ম্ম হইব আমার।
পেগাম্বর আছে নাম বিম্বরিল তার।।
কোরাণ পাইল সেহী সভার ইমাম।
পাপ করি মুখে না আইসে পুন্যনাম।।
তকারনে পাই দুখ পড়িয়া দোজখে।
স্বরন করিতে নাম না আইষে মুখে।।
নরকের দুত ষুনি এ সব বচন।
নবির সাক্ষাতে চলি জাইব তখন।।
খোদার কুরূসি আছে আরসের তলে।
তথাতে বশীয়া নবি সশী জেন জলে।।
সেহীত কুরসি খান বিচিত্র নির্ম্মান।
এতিন ভুবনে নহে তাহার সমান।।
সর্গ মর্ত্ত রসাতল করি একাক্রম।
দির্ঘে প্রস্তে তভু তার নহে সমাসম।।

লেহী স্তানে মহাম্মদ থাকীব বশীয়া।
তাহার সমাজে যত আউলিয়া আম্বিয়া ॥
গগন মণ্ডলে জেন নৈক্ষেত্র বেষ্টীত।
এমতী বসিয়া সব নবির সহিত ॥
হেন কালে নরকের দুত জায়া তথা।
নবিকে কহীব উম্মতের দুখ কথা ॥
তুমি নবি মহাম্মদ সংসারের সার।
দোজখে পুড়ীয়া মরে উম্মত তোম্মার ॥
এ কথা ষুনিতে মাত্র হজরত রছুল।
উম্মতী ২ বোলি হইব ব্যাকুল ॥
হজরত আদম বহু খলিল খোদার।
মুছা ইছা আদী জত পেগাম্বর আরা ॥
সকলের স্তানে নবি করিব মিনতী।
আমার উম্মত তোরা কর অব্যাহতী ॥
খোদার সাক্ষাতে জায়া করহ স্তবন।
উম্মতের পাপ মোর করাহ খণ্ডন ॥
নবির বচন ষুনি কহীব সভায়।
আমরা লজ্জাত আছি খোদার দর্গায় ॥
বিধীর হুকুম মোরা লংঘিয়াছি সবে।
কোন লাজে আগে জায়া কী কহীব এবে ॥
জগত প্রধান তুমি ইমাম আমার।
সভার উম্মত আজী তুমি কর পার ॥
উৎপতী প্রলয় হেতু তোয়ার কারণ।
তুমি বিনে পার কে করিবে অন্যজন ॥
নিশ্ঠুর ষুনিয়া নবি সভার বচন।
উম্মতী ২ বোলি জাইব তখন ॥
বিধীর সাক্ষাতে জায়া করিব মিনতী।
আমার ·· ·· কর উম্মতের গতী ॥
পীতা মাতা দুই নাতী সংসারের মাঝে।
ছাড়িলো তাহার দয়া উম্মতের কাজে ॥
হেন সে উম্মত মোর পায় মহাতাপ।
না সহে আমার প্রাণ ক্ষেমা দেহ পাপ ॥
এথাতে রহীল কথা না কহীল আর।
পুস্তক বাহুল্য হয় লেখিলে তাহার ॥
নবির সাফাতে তবে পায়া অব্যহতী।
ভিস্তেত জাইব সবে নবির সংহতী ॥
ভিস্ত ষুখ ভোগ বিধী দিব জনে ২।
আনন্দে থাকীব আপনার স্তানে ২ ॥
মৃত্যুকে করিয়া জবো খাওাবে সভাক।
আর জেন মৃত্যু কভু না হয় কাহাক ॥
ইমানের সাত ছিপ্ত হৈল সমাধান।
জেনা জানে ইহাকে সে নহে মছলমান ॥
মনুষ না বোলি তাখে সাস্ত্রে হেন লেখে।
পড়ীতে না জান জদী ষুন গুরু মুখে ॥

স্ত্রি পুরুষ জে না জানে ছিফত ইমান।
বিভা করাইতে দুহে অনোচীত জান।।
জদী জবো করে সেহী হালাল না হয়।
মরা হেন জান তাখে কহিলো নিশ্চয়।।
ইমান জাহাক বোলে ঘুন সর্ব্বজনে।
মুখে জে বচন কহে দিড় রাখে মনে।।
ইহাকে ইমান বোলে আর কীছু নয়।
এহিষে পরম ধন সংসারের হয়।।
ইমান জাহার নাহী সেহী বেইমান।
একুলে ওকুলে তার নাহী পরিত্রান।।
হেয়াত মামুদে কহে ঘুন সর্ব্বজন।
রাখিবা এ সব কথা করিয়া স্বরণ।।

ঘুন ভাই মছলমান হিতজ্ঞান বানি।
দ্বাদষ ওজীব আছে তাখে সেহ জানি।।
একেত পড়ীবে ছুরে কাহেহান মাঝে।
দুতীয়ে দিগরছরে তাহার সমাজে।
ত্রিতিয়ে কেরাত পড়ে ইমাম জখন।।
তাহার তাবিল করে উচীতে জেমন।।
চতুর্ত্ত সছদ আহিয়াত পড়য়।
এ দুই মহলে জেন বিধান আছয়।।
পঞ্চমে বশীতে হয় নামাজের মাঝে।
তিন কাবা চারি জথা রেকাত সমাজে।।
সষ্টমে .. .. ।
কদাচীতে দড়বড়ী না করে তাহাতে।।
সপ্তমে বশীয়া জথা সলাম ফিরায়।
তথাতে অন্যত্র হয়া নমাজে দাড়ায়।।
অষ্টমে পড়িবে দোয়া .. .. বিতরে।
জে তিন রেকাত আছে আয়সার ভিতরে।।
নবমেত কবির দুই ইদেন কহীবে।
জেমত বিধান তার জানিয়া পড়িবে।।
দশমে পড়িবে ওজু করিয়া কেরাত।
ফজর মগরিব আর সময় আয়সাত।।
একাদষে ধীর করি পড় নিজ মনে।
জোহর আছরে জেন কেহ নাহী ঘুনে।।
দ্বাদষে করিবে এক রেকাত পড়িতে।
এ দুই সযুদ পুনঃ পুন বিধীমতে।।
ণমাজের মাঝে এহি দ্বাদষ ওাজীব।
হেয়াত মামুদে কহে ঘুন সর্ব্বজীব।।

ঘুন ভাই মছলমান এমন চীতে।
দ্বাদস .. .. আছে নমাজ পড়ীতে।।
একে দুই হস্ত তোলে নিয়ত নমাজে।
দুতীয়ে নাভির তলে বাখে হাতান্দাজে।।

ত্রিতিয়ে আওুজ কহে সৈতান কারণ।
চতুর্থে বিছমিল্যা পড়ে তামাম তখন।।
পঞ্চমে তামাম পড়ে আয়ত ছোভান।
সষ্টমে আমীন কহে জেমত বিধান।।
সপ্তমে তকবির পড়ে রূকুর সময়।
অষ্টমে আয়ত হয়ে আল্ল্যা সব কয়।।
নবমে রহবলা কহে জথাতে আখের।
দশমে তসবী কহে রূজু সষুদের।।
একাদষে দরূদ পড়িবে বিধীমতে।
দ্বাদসে পড়িবে দোয়া মাছুরা সমপ্তে।।
দ্বাদষ ছুরত এহি নমাজে জানিবে।
হেয়াত মামুদে কহে ষুন আর তবে।।

অজুর ছুরত ভাই কর অবধান।
জানিতে উচীত হয় জেবা মছলমান।।
বিছমিল্লা হিলালি পূর্ব্ব সমাধান কয়।
মগরা হইতে তবে দুই হস্ত ধোয়।।
দস্তান করিয়া পানি দিবে মুখে নাকে।
প্রতী অঙ্গে তিনবার দিবে একে একে।।
এহী মতে হস্তপদ ধোয় পুনর্ব্বার।
দাড়ী অঙ্গুলি খিলল করে তিনবার।
অজুর নিয়ত খানি পূর্ব্ব করে স্তির।
জলে হস্ত ধুয়া মছে করে সর্ব্বসির।।
সেহী জলে দুই কর্ন্য মোছে পুনর্ব্বার।
স্তানে ২ পাখালিবে জেমত বেভার।।
ষুখাইতে নারে জেন জে অঙ্গ পাখালে।।
অজুর ছুরত ভাই এহী সবে বোলে।।
প্রতী অঙ্গ ডাহীন হইতে সব ধোয়।
কন্ধ মছে করে তাখে মস্ত হয় কয়।।
ইমাম আজম এহি করিল আদেষ।
অজু ভঙ্গ হয় জাথে ষুন তার লেষ।।
.. .. বিনে মুখে জে নিকলে।
অঙ্গ দিয়া অপবিত্র জদী তহে গলে।।
লঘি পরাক্রমে করে ষুয়া নিদ্রা জায়।
অজু ভঙ্গ হয় তবে এসব দফায়।।
আর অঙ্গ ভঙ্গ হয় অসেষ প্রকারে।
জানিয়া লইবা কত লেখিব তাহারে।।
গোছলের কথা এবে ষুনহ সভায়।
এ পঞ্চ গোছল কৈল ফরজ খোদায়।।
জদী বিজ্যপাত হয় মদন তরঙ্গে।
চেতনে ষুরতী ভুক্তে কামনীর সঙ্গে।।
সপন সঙ্গমে কীবা হয় বিজ্যপাত।
গোছল ফরজ হয় এতিন দফাত।।

রিতুবতী প্রসবতী জেবা নারি হয়।
তাহার নিয়ম ঘুন সাস্ত্রে হেন কয়॥
রিতুর নিয়ম জান তিন দিবারাতি।
কার পঞ্চ সাত করে দস দিবা রাতি॥
দস দিনাধীক জদী রক্ত বহে তাথে।
রোগ জনমিল তবে খাই তার হাতে॥
প্রসবতী নারির নিকাষ তাখে কয়।
চল্লিষ দিবস তার রক্ত .. .. বয়॥
চল্লিষের মাঝে কার হয় রক্তনাষ।
চল্লিষে কাহার পড়ে সে নহে নিফাষ॥
সময় নিয়ম কালে জার জেবা নিত।
ফরজ গোছল নারি করিতে উচীত॥
তবে সে তাহার হাথে খাই অনুজল।
ফরজ জানহ সবে এ পঞ্চ গোছল॥
লষির অগ্রতে কাবা লষির পশ্চাত।
রতী দুই রতী জদী বিজ্য হয় পাত॥
সপন সঙ্গমে জদি চন্দ্র নাহি টলে।
গোছল ফরজ নহে এ তিন মহলে॥
জদী বিজ্য বিচলিত হয় নিজ স্তান।
ঝরিয়া পড়ে তভু সর্ত্ত হয় স্নান॥
সবনে চেতনে কেহ জদী ভুক্ষে রতী।
কদাচ না খাই কীচু তাহার সংহতি॥
জে নলে তামাকু সেহী খায় অপবিত্রে।
সে নল না দেই মুখে কহে হেন সাস্ত্রে॥
কেহ জদী অবিচারে সেহী নলে খায়।
সমান হইল তবে গোছল .. ..॥
আর কথা ঘুন ভাই মমীন সকল।
নবির .. .. জান এ পঞ্চ গোছল॥
একে জুমাবারে স্নান করিবে নমাজে।
দুই ঈদে দুই স্নান বৎসরের মাঝে॥
চতুর্থে করিবে স্নান মনের হরিষে।
চান্দের নবমি তিথী আরফা দিবসে॥
পঞ্চমে করিবে স্নান পবিত্র বদন।
এহেরাম বান্ধে জবে হর্জ্জের কারণ॥
এ পঞ্চ গোছল জান নবির .. ..।
আর দুই স্নান আছে ওাজীব এমত॥
একেত গোছল দিবে মরাকে জতনে।
গরম করিয়া পানি লবিল বাসনে॥
দুতীয়ে জে হেন্দু করে আসত জখন।
মছলমান করে জদী ধরিয়া তখন॥
তাহাকে গোছল দিয়া কলমা পড়াবে।
এই দুই গোছল লেখে ওাজীব কীতাবে॥
অসত না করি জেবা হয় মছলমান।
তাহাকে গোছল করা মস্ত হব জান॥

হেয়াত মামুদে কহে কী জানি অদমে।
এ সব আদেস কৈল ইমাম আজমে॥

ষুন ভাই মছলমান বিধীর বিধান।
জানিতে উচীত হয় জেবা মছলমান॥
অল্প ২ কহি আমি বাছীয়া ২।
জানিতে জবা সেহী সভাকে লাগীয়া॥
বৃষ্টজল গঙ্গা জল ঝিল বিল খাড়ী।
জদী কোন অপবিত্র থাকে তাথে পড়ী॥
সেহী জন্যে বাসবা বরন থাকে ফিরি।
তথাপী সে জল দিয়া ওজু স্নান করি॥
শ্রোতী জলে অপবিত্র জদী পড়ী বয়।
সেহ জলে অজু স্নান নিসেদ না হয়॥
জে পানির শ্রোত নাহী হয় অলপস্তান।
চতুদ্দীগে দসগজ না হয় সমান॥
তাথে জদী অপবিত্র পড়ীয়া থাকয়।
সে পানিতে ওজু স্নান উচীত না হয়॥
জদী বা না পড়ে কীছু ফিরয় বরন।
তথাপী সে জলে না করিবে আচরণ॥
হাথে পানি তোলে কীবা কুপে কেহ নামে।
সে পানি নাপাক হয় এহি দুই ক্রমে॥
তুলিয়া ফেলাই তার বিস ভাণ্ড জল।
এমত আদেস কৈল ইমাম সকল॥
জেমন মাকড় মহস মোসা আর আর।
পানিতে পড়ীয়া মরে রক্ত নাহী জার॥
নাপাক না হয় পানি এসব মরনে।
নিসেদ নাহীক তার পালি আচরনে॥
মুস বা মুসের মান কুপে জে মরয়।
বিস ভাণ্ড পানি তার ফেলাইতে হয়।
পঙ্খধারী আদী জত কুপে মরে জবে।
চল্লিষ বাসন পানি তুলিয়া ফেলাবে॥
বিড়াল বিড়ালমান জেবা মরে কুপে।
ষাট্য ভাণ্ড পানি তার ফেলাবে সরূপে॥
মনুষ্য কুকুর কীবা মরয় ছাগল।
তুলিয়া ফেলাবে সে কুপের সব জল।
সকল তুলিতে জদী কদাচ না পারে।
দুই তিন সত ভাণ্ড ফেলাবে তারে॥
তবে সে কুপের পানি হয় ষুর্দ্ধ পাক।
জেমন জাহার নিত কহীল তোমাক॥
হেয়াত মামুদে কহে কী জানি অধমে।
এ মত আদেস কৈল ইমাম আজমে॥

ষুন ভাই মছলমান হিতজ্ঞান বানি।
অল্প ২ কহী আমী দিনের কাহীনি॥

রজনী দিবসে লিখি পড়হ নমাজ।
তবে সে পাইবা ভাই নবির সমাজ।।
পঞ্চ অক্ত বিনে সেহী নহে সর্ব্বক্ষন।
হেন কর্ম্ম হেলায় না কর কী কারন।।
জে জন এ পঞ্চ কর্ম্ম করে দিবারাত।
নিশ্চয় পাইব সেহী নবির সফাত।।
নমাজের পঞ্চ গুন বিসেষ মহীমা।
কতেক লেখিব সেহী নাহী তার সিমা।।
পঞ্চ বেলা জেবা জন নমাজ পড়য়।
তবির নিদান সেহী এ পঞ্চ সময়।।
একে ত মৃত্যুর কালে নাহী তার ভয়।
জখন মারিয়া প্রান জমদুতে লয়।।
দুতীয়ে পুছিবে জবে .. .. ..
তাহাতে উর্ত্তর দিবে মনে হয়া স্তির।।
ত্রিতীয়ে বিসম রৈদ্র হবে অন্ত কালে।
তাহাতে পাইব ছায়া আরসের তলে।।
চতুর্থে তাহার হাথে পড়িবে উড়ীয়া।
আমলের পত্রখানি পড়ীব দেখিয়া।।
পঞ্চমে কেসের সাকো খুরকের ধার।
তাহাতে হইব জেন মনরথ পার।।
নমাজের এহিগুন বিসেষ কারন।
কবির পড়িতে তাখে কহিছে কেমন।।
কবির ফকীর ছিল সংসারে বিদিত।
জগন্নাথে জার কাঞ্চী আছে অদ্যাপীত।।
পুরুস উত্তম সেহী ছিল জোলাজাতি।
নমাজ পড়ীতে কহে জোলাকে এমতী।।
ষুন ভাই জোলা তোরা হয়া সাবধান।
চারি সৈয়াতানিবিস প্রত্তুস বিহান।।
ত্রিতীয়া প্রহর দিন হইব জখন।
বার সৈয়া তালি বিস করিয়া জতন।।
গগনে জখন রহে দণ্ড দুই বেলা।
আট সৈয়াতানি তাথে বিন ভাই জোলা।।
পুনরূপী বিনো সিগ্র প্রথম সন্ধাত।
সাত সৈয়াতানি খান ব্যাজ নাহী গত।।
রজনীতে দিন আর সোক্র সৈয়াতানি।
তবে সে পাইবা ভাই কাপড়ের বানি।।
কবির কহীল হেন নমাজ পড়ীতে।
আমী জে এখন বোলি ষুন এক চীতে।।
জদী সখী হও তুমি স্বামীর দুলাল।
চারি বেষ ধর তুমি বিহানে সকাল।।
পুনরূপী হয় জবে ত্রিতিয়া প্রহর।
বার বেস ধর তুমি স্বামির গোচর।।
সেষ দুই দণ্ড বোলি রহীব জখন।
আট বেস ধর তবে আতী ষুসোভন।।

প্রথম সন্ধাত জবে ডুবে দিবাকর।
স্বামীর অগ্রতে তবে সপ্ত বেস ধর।।
রজনীতে সোক্র বেষ ধর নালে নাল।
তবে সে হইবা সখি স্বামীর দুলাল।।
পরিতোষ কর স্বামী চরণ সেবিয়া।
সদায় সমুখে রহ এবেষ ধরিয়া।।
তবে সে বাড়িব ভাব বিসেষ পীরিতী।
সদয় হইব স্বামি অতী তোমা প্রতী।।
হেয়াত মামুদে কহে কবির নন্দন।
এ সব বেসের কথা ঘুনহ এখন।।

ফজরে পড়িবে ভাই এ চারি রেকাত।
ছুন্নত ফরজ আছে জেমন তাহাত।।
জোহর সময় পুন দ্বাদষ রেকাত।
পড়ীবে ফরজ আদী জে আছে তাহাত।।
আছর সময় পুনঃ অষ্টম রেকাত।
ছুন্নত ফরজ মাত্র আছে দুই তাত।।
মাগরিব কালে আর সপ্তম রেকাত।
পড়ীবে তাহাকে সিগ্র প্রথম সন্ধাত।।
এসার সময় পুন সতর রেকাত।
তাহাকে পড়িয়া তবে ঘুইবে সজ্জাত।।
এহিত নমাজ জেবা পড়ে পঞ্চোখাত।
খোঁদার করম তাখে নবির সফাত।।
পঞ্চ অক্ত নমাজের ততেক রেকাত।
অষ্টাধীক চারি দস হইল কুল্যাত।।
সতর ফরজ তার তিন ওাজীবাত।
বিংসতী ছুন্নত আর আটি নফলিয়াত।।
বন্ধগীর গোড়া এহী নমাজ চনাত।
মুরশীদ ভজায়া বুঝা কাইমিম জাত।।
এক জাত বিনে আর সকলি ছিফাত।
বুঝিলে জাতের মর্ম্ম আর নাহী বাত।।
জদী মন দেহ সেহী জাত অজপাত।
আপন বিনা কৈলে মিসাইবে তাত।।
ফারসির কথা সব আনিয়া বাঙ্গালাত।
পদবন্ধ করি কহে মামুদ হেয়াত।।

হিতজ্ঞান বানি ভাই ঘুন সর্ব্বজন।
মছলমান হয়া পুজা না কর কখন।।
ভুত প্রেত পুজে জেবা মছলমান হয়া।
মহাপাপী হয় সেহী ইমান হারায়া।।
আছুক পুজার জদী মন কল্প করে।
নর্ক বাশী হইব সেহী খোদায় কহরে।।
ইষ্টমিত্র আদী জদী পুজে আর কেউ।
নিসেদ না করে তাখে পুজীবার দেউ।।

মহাপাপী হয় সিহ হুকুম খোদার।
একালে ওকালে গতী নাহীক তাহার॥
নিসেদ না মানে জেবা পাপ দুরাচার।
অবষ্যে দুর্গতী আছে দোজখে তাহার॥
খাইতে নিসেদ জেহী কীতাব কোরানে।
তাহাকে জদ্বপী কেহ খায় মছলমানে॥
অভক্ষ ভক্ষণ তার হইব নিদান।
দোজখে পাইব তার বিবিধ বিধান॥
পর ধন পরনারি হরে জেবা জন।
হরিয়া ছলিয়া খায় ধর্ম্মে নাহী মন॥
পরঘাতি আত্মঘাতি হয় মন্দো কারি।
হালাল হারাম কিছু না খায় বিচারি॥
মিথ্যা ন্যায় করে কার মিথ্যা দেয় সাখি।
সর্ব্বত্র এ সব লোক হইব দোজখি।
জানিঞা উচীত সাখি জেবা নাহী দেয়॥
মহাপাপী হয় সিহ কোরানে লিখয়।
এ পীর মুরসিদ ভজী জদী তোবা করে॥
তবে সে এ সব পাপ খণ্ডীব তাহারে।
তোবা নাহী করে জেবা মুরসিদ না সেবে।
নিদান মুরসীদ তার সৈতান হইবে॥
কতেক লেখিব আমী এ সব কথন।
কীতাব কোরানে আছে সব বিবরণ॥
তাহাতে জানিয়া সবে হও সাবধান।
আগে সরিয়ত পাছে তরিকত জান॥
সরিয়ত নৌকা তরিকতের কাণ্ডার।
হকাকত দরিয়া ও মারেফত পার॥
নৌকা বিনে সমুদ্র তরিতে কীবা পারে।
নৌকা নাহী কাণ্ডারি কেমনে পার করে॥
হেন সরিয়তে ভাই আগে স্থির হও।
তরিকত লয়া পাছে হকাকতে ধাও॥
তবে সে করিব পার মুরসিদ কাণ্ডারি।
হেন সে মুরসিদ ওজু হয় মর্ম্মকারি॥
সেহী সে কহিতে পারে মুল মন্ত্র দিষ।
কেনা জানে কী কাহীব পথের উদ্দীস॥
সেহী সমাচার এবে ষুন সব ভাই।
জে কথা জানিয়া নিবা মুরসিদের ঠাই॥
হেয়াত মামুদে কহে কবির নন্দন।
মুরসিদ ভজীয়া বুঝ এ সব কারন॥

বরজখ বুঝিয়া নেহ এজাত ছিফাত।
সদ্য মদ্য তহত ফৌক জে অর্থ জাহাত॥
ছগীরা কবিরা মহবুবা মহমুদা।
এহী চারি বরজখ কহে মুরসিদা॥
তাহাতে কেবল দুই সার করি জান।

মনেত ধিয়াও নিথী জেমত বিধান ॥
দসহরফ ফকারির কহে হকীকতে।
কয় হরফে সেহী দস হইল কীমতে ॥
ত্রিসের ভিতর বিনে নহে সে বাহীর।
অন্য মতে কহে জদী সে হয় কাফির ॥
সরিয়তে আর কয় হরফ ষুমারে ॥
ইহাকে ভেদীয়া বুঝ মুরসিদের তরে ॥
এক হৈতে অনন্ত অনন্ত হৈতে এক।
বিচার করিয়া দেখ জে এক সে এক ॥
একাধীক নাহী আর ষুন্য পরতেক।
আকাষে পাতালে সেহী লাগীয়াছে ঠেক ॥
আপন পুজীলে নাহী পুজীবার দেউ।
আপন চালিলে নাহি চালিবার কেউ ॥
মুরসিদ ভজীয়া তর্ত্ত জানহ ইহার।
কোন রূপে ছিল পুর্ব্বনাথ নৈরাকার ॥
জখন শ্রীজন হার কীছু না শ্রীজীল।
আরস কুরূসি লহ কলম না ছীল ॥
না ছীল গগন মহী সপ্ত দ্বিপা পৃথি।
একাল বিকাল না আছীল স্তান স্তিতী ॥
না ছীল ফিরিস্তা পরি বৃক্ষ আর ছায়া।
না ছীল উজ্জল যতী অগ্নী আদী লয়া ॥
রবি সশী না ছিল তারাগণ।
না ছিল আপদ জন্য এ তিন ভুবন ॥
এসব কীছুই পূর্ব্ব না ছিল সরূপে।
সয়ানের সার সেবে ছিল কোন রূপে ॥
কোন রূপে কোথা ছিল কী নাম তাহার।
কোন সব্দ তখন হয়াছে তথাকার ॥
সেহীত প্রেমের কোঠা এবে আছে কোথা।
মুরসিদ ভজীয়া বুঝ হেন পুর্ব্ব কথা ॥
কোন সব্দে ত্রিভুবন কৈল উপদান।
কোন সব্দে বিনাশীব এ সব নিদান ॥
গুরূর সদনে ষুন এ দুই বচন।
হেয়াত মামুদে কহে কবির নন্দন ॥

প্রথম শ্রীজল হার থাকী নিজপুরে।
শ্রীষ্টের পর্ত্তন কৈল আপনার নুরে ॥
খোদার আরস আছে এখন জথাত।
তারা আদী এক লোক শ্রীজীল তথাত ॥
সে সব না জানিল সেবিতে নিরাঞ্জন।
কহর অগ্নীতে সব করিল দাহন ॥
পুনরূপী আর শ্রষ্ট করিল পর্ত্তন।
সিহ লোক কাফীর হইব জনে জন ॥
কোপ করি বিনাশীল পুনশ্চ তাহারে।
আপনে জাগিঞা তবে কোন কর্ম্ম করে ॥

শ্রীজীয়া এ সব লোক নাহী কোন কাজ।
না জানে প্রেমের মর্ম্ম আমার সমাজ।।
একেক ভবিয়া কৈল অভাগ্য সভাক।
জাতের মহীমা কীছু না ছিল তাহাক।।
কহিতে লাগীল তবে জগতের নাথে।
হেন এক শ্রীজী আমী আপনার জাতে।।
সে জেন আমার হয় আমী হই তার।
পরম মিতালি হয় তাহার আমার।।
পশ্চাতে শ্রীজীব আমি তাহাতে ··।
কথো সক্রু কথো মিত্র ভরিয়া সংসার।।
সক্র মিত্র গেলে দুই হেন্দু মছলমান।
অর্ব্বুদ শ্রীজীব আমি বিবিধ বিধান।।
মিত্রকে আপন জানি সদয় হইব।
সক্রকে দুর্গতি করি দোজখে ফেলিব।।
করিব আমার সেবা সেহী মিত্রগনে।
আমা বিনে অন্য চীন্তা না করিব মনে।।
আমার জীকীর বিনে না করিব আর।
না কহীব কথা বিন কোরাণ আমার।।
এতেক ভাবিয়া তবে সয়ানের নাথে।
নুর আহাম্মদ শ্রীজে আপনার জাতে।।
আহাদ আছীল আল্লা পুর্ব্ব নিজ জাতে।
নুর আহামদ কৈল শ্রীজন তাহাতে।।
জখন শ্রীজীল মিম কমরে না ছীল।
তকারণে আর নাম তখন রাখিল।।
সে নামের মর্ম্ম এবে না পারি কহীতে।
আহামদ কৈল পাছে মিম দিয়া তাথে।।
এহিত মিমের মর্ম্ম আর্ব্বুদ আপার।
ত্রিভুন ডুবিয়াছে জাহার মাঝার।।
মুরশীদ ভজীয়া তর্ত্ত জানহ ইহার।
কোন স্তানে আহাদ রহিল পুনর্ব্বার।।
তল মহাম্মদী বোলী কহে সর্ব্বজনে।
এহীতন মহাম্মদী হইল জেমনে।।
আদম আর নবি পুর্ব্ব হয়াছ বিসেষ।
নবি মহম্মদ হইল সকলের সেষ।।
আর কার নামে তল না বোলায় কেনে।
এ তন মহাম্মদী বোলি কহেকী কারনে।।
বুঝহ ইহার মর্ম্ম মুরশীদের স্তান।
আপনার তলে চান জাতের ভারথি।।
রেছালার কথা লয়া বিরচান পুথী।।

তদান্তরে শ্রষ্টপতী নাথ নৈরাকার।
আহামদ হেতু শৃষ্ট করে পুনর্ব্বার।।
নুর রহমের নদী শ্রীজীল প্রথম।
তাহার পশ্চাতে শ্রীজে এ লহ কলম।।

আরস কুরূসি তবে করিল শ্রীজন।
বিহস্ত দোজখ পুন শ্রীজীল তখন॥
সর্গ মর্ত্ত রবি সশী আর তারাগণ।
ফিরিস্তা আদম আদী করিল শ্রীজন॥
তার পাছে দেব দৈত্য পনি চতুঃপদী।
একে ২ শ্রীজীল জতেক পক্ষী আদী॥
জনচর বনচর আর জত ইতি।
সকলি শ্রীজীল একে ২ শৃষ্টপতী॥
শ্রীজীল অনেক নদী নানা বর্ন্য জল।
কার মিষ্ট কার তিক্ত কাহার অম্বল॥
মিষ্টপানি ঘারা পানি আর বৃষ্টধারা।
রবী সশী প্রচলিত কৈল আর তারা॥
বার মাস সপ্ত দিন এ দণ্ড প্রহর।
শ্রীজীল রজনি দিবা পর্ব্বত শিখর॥
আব আতষ খাকবাদ করিল শ্রীজন।
আপদ বিপদ আদী জত জন্য গন॥
এ চীজ না আদী হালাল হারাম।
জতেক শ্রীজীল তার নাহী অবিশ্রাম॥
সপ্ত সর্গ লয়া আর সপ্ত বষুমতী।
ইহার ভিতর আছে জত নানা জাতি॥
সকলি শ্রীজীল নাথ আপনার জাতে।
নূর আহামদ লয়া রাখিল গোপতে॥
সকলি শ্রীজল বিধী না শ্রীজীল কালি।
ইমান তাহার পর আলি কানা আলি॥

চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ

ব্রজমোহন দাস বিরচিত (১৬২০ খ্রীস্টাব্দ)

আহমদ শরীফ

ব্রজমোহন দাস বিরচিত 'চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ' গ্রন্থের একমাত্র পাণ্ডুলিপিই অবশিষ্ট রয়েছে। এ দুর্লভ একক পুথিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার একটি অনন্য সম্পদ। কেননা বৈষ্ণব মহাজনদের গুরু কিংবা শিষ্য-পরম্পরা নিয়ে বৈষ্ণব সমাজে যে সব বির্তক রয়েছে, তার কিছু কিছু সমাধান মিলবে এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থের সন্ধান জানতেন কেবল পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর 'বাঙালীর সারস্বত অবদান' নামের গ্রন্থে এই পুথির উল্লেখ করেছেন। আর সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' গ্রন্থে এর সামান্য পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া আর কোন বিদ্বান এ গ্রন্থ ব্যবহার করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। প্রকাশিত ও বহুল ব্যবহৃত না হওয়ায় গ্রন্থটি স্বল্প পরিচিত। বৈষ্ণব সমাজের পক্ষে এ গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিমেয়। আমরা তাই গ্রন্থটি সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছি।

লিপিকর ও লিপিকাল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত এ গ্রন্থটির ক্রমিক সংখ্যা ১৬৭৩। ভাঁজ করা তুলোট কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। পঞ্চাশ পত্রে সমাপ্ত। লিপিকাল ১৬২৫ শকাব্দ বা ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দ। লিপিকর কৃষ্ণবল্লভ শর্মা। পুষ্পিকা এ রূপ :

> ইতি শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপে সঙ্গোপাঙ্গ গ্রন্থ সম্পূর্ণ।
> শ্রীকৃষ্ণবল্লভ শর্ম্মণ স্বাক্ষরমিদং স্বকীঞ্চ।
> শুভমস্তু শকাব্দ ১৬২৫ তেরিখ ১৩ ফাল্গুন।
> শ্রীকৃষ্ণ শরণং।

গ্রন্থোৎপত্তি ও রচনাকাল ;

> প্রণাম করিয়া আগে গুরুর চরণ
> দীক্ষা শিক্ষা প্রকাশ কবেহ হইল।
> শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ সংক্ষেপেতে
> সপ্রমাণে পয়ারে কহিব সাধুমতে।
> ৩৩৪ [১৩৪ ?] অব্দে গূঢ়াবতারহিক শ্রীচৈতন্যসমূক
> নিত্যানন্দ সহানেত পাত্রদান ভক্ত সঙ্গ কাল।

অতএব, ব্রজমোহন দাস চৈতন্যদেবের শিক্ষা, দীক্ষা ও লীলার প্রকাশকাল বর্ণনার জন্যেই গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ'। সপ্রমাণ এবং প্রমাণিত তথ্যই পরিবেশনের অঙ্গীকারে তিনি গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। এতে

বোঝা যায়—এ গ্রন্থে তিনি তাঁর সমকালে চালু অনেক তথ্যের ভুল নিরসনের জন্যে লেখনী ধারণ করেছিলেন। একশ' বছরের মধ্যে শিষ্য-পরম্পরা ও শাখা নির্ণয় নিয়ে ভুল ধারণা বা বিতর্ক শুরু হয়েছিল। উল্লেখিত অব্দটা স্পষ্টত ভুল। এটি ১৩৪ চৈতন্যাব্দ হওয়ার কথা। তা হলে ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি এ গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। প্রাপ্ত পুথির লিপিকালই হচ্ছে ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দ, কাজেই কবি নিঃসন্দেহে সতেরো শতকের লোক।

ব্রজমোহন দাস তাঁর অনুসৃত ও আদর্শ দুটো গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। একটা মুরারি গুপ্তের 'চৈতন্যচরিত' অপরটি 'শ্রীচৈতন্যভাগবত।' যথা :

চৈতন্য লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন
শ্রীচৈতন্য ভাগবত যে কৈল বর্ণন।
মুরারি গুপ্তের শ্রীচৈতন্য চরিত
তাহাতে দেখিয়া সূত্র লেখিয়ে কিঞ্চিত।
আদি খণ্ডে মধ্য খণ্ডে শেষ খণ্ডে আর
তার সূত্র সংক্ষেপেতে করিব বিস্তার।
আদি খণ্ডে বিদ্যার বিলাস প্রাধান্যতে
মধ্যখণ্ডে সংকীর্তন প্রকাশ জগতে।
শেষ খণ্ডে ন্যাসীরূপে স্থিতি নীলাচলে
নিত্যানন্দে সমর্পিয়া গৌড় মণ্ডলে।

এ অংশ থেকে রচনা কাল অনুমান করা সম্ভব। মুরারি গুপ্তের কড়চাই চৈতন্যদেবের আদি চরিতগ্রন্থ এবং চৈতন্যদেবের জীবৎকালে রচিত। এটি সংস্কৃতে রচিত এবং শ্লোকাকারে গ্রথিত। এখানে সেই শ্লোক-সূত্রের উল্লেখ রয়েছে। ইনি চৈতন্য-জীবনের আদিকাণ্ড তথা সন্ন্যাস জীবন অবধি (গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন অবধি) বর্ণনা করেছিলেন। পরবর্তী অংশ অর্থাৎ নীলাচলে চৈতন্যদেবের অন্তিমকাল অবধি জীবনকথা বৃন্দাবন দাসের ভাগবত থেকেই নেয়া। বৃন্দাবন দাসই চৈতন্যদেবের প্রথম বাঙলা জীবনী রচয়িতা। এ গ্রন্থের আদি নাম চৈতন্যমঙ্গল (আনু. ১৫৪৮-৫৫ সনের মধ্যে রচিত)। স্বীকৃত তথ্য এই যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে বৃন্দাবন দাসকে চৈতন্য-লীলার ব্যাস এবং তাঁর চৈতন্যমঙ্গলকে কৃষ্ণভাগবতের অনুকরণে চৈতন্যভাগবত বলে সপ্রশংস উল্লেখ করায় ভক্তজনের আগ্রহে ও সমর্থনে 'চৈতন্যমঙ্গল' 'চৈতন্যভাগবত'-রূপে পরিচিত হতে থাকে।

"ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস/চৈতন্য মঙ্গলে ব্যাস বৃন্দাবন দাস"—(চৈ. চ.)। অন্য একটি মত হচ্ছে : লোচনদাসও প্রায় সমসময়ে 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে চৈতন্যচরিত রচনা করেন। অভিন্ন নামের দুই গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে মাতা নারায়ণীর পরামর্শে বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যভাগবত' রাখেন। কিন্তু এ সব বানানো গল্প। কেননা লোচন দাসের গ্রন্থে লোচন দাস বৃন্দাবন দাস ও তাঁর গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন তাঁর পূর্ববর্তী বৈষ্ণব লেখকদের প্রসঙ্গে :

শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিতে
জগত মোহিত যার ভাগবত গীতে।
পরমেশ্বর দাস আর বৃন্দাবন দাস
কাশীশ্বর রূপ সনাতন প্রকাশ।
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসু ঘোষ আর
সবে মিলি আসি কৈল ভকতি প্রচার।
(সূত্র খণ্ড : পৃ-৩,৩৪)

লোচন দাসের গ্রন্থ ১৫৬০-৬৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত বলে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার অনুমান করেন। ব্রজমোহন দাস গ্রন্থ-মধ্যে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থকে 'চৈতন্য মঙ্গল' নামেই উল্লেখ করেছেন, 'ভাগবত' রূপে নয়। যথা—"চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাসে/শ্রীবলরামের রাস লিখেন বিশেষে" (পুথি পৃ-২৯ ক)। গ্রন্থের শেষের দিকে আবার ভাগবতরূপে উল্লেখ করেছেন (পূর্বোদ্ধৃত)। 'প্রেম বিলাসে' রয়েছে অন্য একটি তথ্য : "চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল/বৃন্দাবনের মহান্তরা ভাগবত আখ্যা দিল।"

মুরারি গুপ্ত বর্ণিত আদি লীলা অকৃত্রিম বলে স্বীকৃত। তাঁর গ্রন্থের মধ্য ও শেষ লীলা অন্য কারো যোজনা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্পষ্টভাবেই বলেছেন :

১. আদি লীলা মধ্যে যত প্রভুর চরিত
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিল গ্রন্থিত।
মধ্য-শেষ প্রভুলীলা স্বরূপ দামোদর
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।

২. দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি
মুখ্য মুখ্য লীলা-সূত্র লিখিয়াছে বিচারি।
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।

[স্বরূপ দামোদর লিখিত সূত্র-গ্রন্থ পাওয়া যায় নি]

অতএব ব্রজমোহন দাস সংস্কৃতে ও বাঙলায় রচিত দুটো আদি গ্রন্থ অবলম্বন করেছিলেন তাঁর বক্তব্যের প্রমাণক হিসেবে। সংস্কৃতটি চৈতন্যের জীবৎকালে রচিত। নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবন দাস প্রধান প্রধান চৈতন্য পার্ষদদের থেকেই বাঙলাটির তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এবং চৈতন্যের তিরোভাবের ১৫ থেকে ২২ বছরের মধ্যেই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্য চরিতামৃত' একাধারে চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যদর্শন তথা বৈষ্ণবতত্ত্ব গ্রন্থ। ব্রজমোহন দাস তেমন সর্বজনশ্রদ্ধেয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি অনুসরণ করেন নি [পুথির ২১ক-খ ও ২২খ পৃষ্ঠায় লিপিকর প্রমাদে চৈতন্যতত্ত্বামৃতই চৈতন্য-চরিতামৃত হয়েছে বলে মনে হয়]। বৈষ্ণবতত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্রমাণ ও সমর্থন সন্ধান করেছেন তিনি পুরাণ ভাগবত প্রভৃতি থেকে। তাই মনে হয় 'চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ' রচনাকালে হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা 'চৈতন্য চরিতামৃত' তাঁর হাতে এসে পৌঁছে নি অথবা তাঁর গ্রন্থ 'চৈতন্য চরিতামৃত'-এর পূর্বে রচিত। তা ছাড়া এ গ্রন্থে চৈতন্যদেবের শিষ্য-উপশিষ্য-পরম্পরার যে শাখা-প্রশাখা-উপশাখা বর্ণিত, তাও দীর্ঘ বা দূর বিস্তৃত নয়, চার পুরুষের অধিক নয় কোনটাই। এ সব তথ্যে গুরুত্ব দিয়ে আমরা চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে রচিত বলে অনুমান করি। **পদকার বংশীবদন** কবির সমকালীন বলে মনে হয়—"করি শুদ্ধ মন শ্রীবংশীবদন/বন্দেহোঁ লোটি ধরণী/যাহার সঙ্গীত রসএ জগত/মোহিল সকল পুণি" (বন্দনা)।

বর্ণিত বিষয়

১. এই গ্রন্থে চৈতন্য পার্ষদদের নাম ও নিবাস ২. বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রাচীনতার ও উদ্ভবের ইতিকথা ৩. শিষ্য-পরম্পরা ৪. চৈতন্যের আবির্ভাব, শৈশব-বাল্য-সন্ন্যাস ও লীলা-প্রকাশ বর্ণিত রয়েছে।

চৈতন্য পার্ষদদের নাম-নিবাস এবং বিভিন্ন গুরুর শিষ্য-পরম্পরার ও শাখা-প্রশাখার বর্ণনা-সম্বলিত বলেই এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিমেয় এবং সে কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। হয় তো সত্য-পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হলে মিথ্যা-পরিচয়-প্রসূত গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বিনষ্ট হবে আশঙ্কায় এমন একটি গ্রন্থের প্রচার ও খ্যাতি বৈষ্ণব গুরুরা সযত্নে পরিহার ও লোপ করতে চেয়েছেন। অথবা বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-বিরোধী বলে এ গ্রন্থ বর্জিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থটিতে রাগাত্মিকা সাধনার প্রবণতার আভাস আছে। হয় তো এটি সহজিয়াদের আদি গ্রন্থ। অথবা কবি গৌরপারম্যবাদী বা 'গৌরনাগরভাবপন্থী'। চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপের প্রথমেই রয়েছে দীর্ঘবন্দনা। বন্দনার প্রথম ও ক্ষুদ্রাংশে রয়েছেন মাত্র : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ, সীতাদেবী ও অদ্বৈতাচার্য—এ চারজন। তাতে আবার নিত্যানন্দকে বলরাম ও চৈতন্যকে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। **বন্দনার প্রথমাংশে** : 'দোয়াপরে দুইভাই রাম ও কানাই/কলি অবতারে নাম চৈতন্যনিতাই।' দীর্ঘ বন্দনার দ্বিতীয়াংশে রয়েছেন : চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শচীদেবী, জগন্নাথ, বিশ্বরূপ, কমলা (চৈতন্য পত্নী), বিষ্ণুপ্রিয়া (পত্নী), নিত্যানন্দ মাতা পদ্মাবতী, পিতা হাড়াই পণ্ডিত, জাহ্নবী (নিত্যানন্দ স্ত্রী), বীরভদ্র, বীরভদ্রপুত্র, অদ্বৈত-পত্নী সীতা, অচ্যুতানন্দ (অদ্বৈত পুত্র), যবন হরিদাস, শ্রীনিবাস পণ্ডিত, মালিনী, নারায়ণী, মুরারি গুপ্ত, গদাধর দাস, মুকুন্দ, রাজা সদানন্দ (বৈদ্য), নরহরি, মুকুন্দপুত্র রঘুনন্দন, তাঁর পুত্র কানাই ঠাকুর, রামানন্দ রায়, বক্রেশ্বর মিশ্র, রামানন্দ মিশ্র, কাশীশ্বর, বিষ্ণুপুরী, গোবিন্দ গোঁসাই, বড় কৃষ্ণদাস, সার্বভৌম ভট্ট, পরমানন্দপুরী, পণ্ডিত দামোদর, কুলুব মাধবপুরী, গোপীনাথ পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর, নারায়ণ, পীতাম্বর, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, হরিহর পণ্ডিত, জগন্নাথ আচার্য, নারায়ণ আচার্য, শঙ্কর আচার্য, পীতাম্বর আচার্য, শ্রীরাম পণ্ডিত, নীলাম্বর চক্রবর্তী, গঙ্গাদাস বিদ্যানিধি, সদাশিব আচার্য, শ্রীগর্ভ আচার্য, শুক্লাম্বর আচার্য, শ্রীনিধি আচার্য, শ্রীধর পণ্ডিত, কবীন্দ্র আচার্য, দ্বিজ রামদাস, বনমালী, হলায়ুধ, বিজয় নন্দন আচার্য, ঈশান আচার্য, গরুড়ধ্বজ আচার্য, গঙ্গাদাস আচার্য, সাধুবর্ষ, আচার্য বল্লভ, বনমালী, কাশীনাথ, দুর্লভ আচার্য, কেশব ভারতী, দামোদর সূরী, কুলুব রাঘবপুরী, পরমানন্দ অবধূত, রামচন্দ্রপুরী, নরসিংহতীর্থ, নৃসিংহানন্দ, সদানন্দ ভারতী, সুখানন্দ, ব্রহ্মানন্দপুরী (যাদব), গোবিন্দপুরী, কেশবপুরী, বিশ্বেশ্বরপুরী, চিদানন্দ, অনুভবানন্দ, প্রবোধানন্দ, কৃষ্ণানন্দপুরী, কাশী মিশ্র, পুরন্দর, জগদানন্দ আচার্য, নীলাম্বর পণ্ডিত, সনাতন পণ্ডিত, গঙ্গাদাস ভদ্র, বাসুদেব ভদ্র, রামভদ্র, মুকুন্দ ভদ্র, সদাশিব কবিরাজ, বনমালী কবিরাজ, শিবানন্দ সেন, মৌলি সেন, রামতীর্থ, কাঙাল হরি (কবির সমকালীন) রায়চক্রবর্তী (বঙ্গে হএ যার ঘর), (উড়িষ্যার) প্রতাপরুদ্র, রায়পট্টক, শ্রীরামদাস, শ্রীসুন্দরানন্দ, পুরুষোত্তম দাস, গৌরীদাস পণ্ডিত, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, কমলাকর পিপিলাই, উদ্ধারণ দত্ত, পুরুষোত্তম পণ্ডিত, বড় বলরাম দাস, (পদকার) বড়গাছাবাসী কৃষ্ণ দাস (ওর্ফে বিহারী), পরমেশ্বর দাস, মহেশ পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, শ্রীনাথ, জগন্নাথ, সূর্যদাস-কৃষ্ণদাস-গৌরীদাস (তিনভাই), গোবিন্দ-মাধবানন্দ-বাসুদেব ঘোষ (তিন ভাই), বৃন্দাবন দাস (চৈতন্যমঙ্গল প্রণেতা), গোপাল বসু, সারঙ্গ ঠাকুর, নৃসিংহ (চৈতন্য দাস), শ্রীবংশীবদন (পদকর্তা), পরমানন্দ অবধূত, কৃষ্ণতীর্থ, অনন্তপুরী, বলরাম দাস (বঙ্গেতে যাহার ঘর), গোকুলানন্দ, রূপ-সনাতন গোসাঞি, শ্রীজীব গোস্বামী (রূপ-সনাতনের ভাইপো), কবিচন্দ্র ঠাকুর, নাগর যুবাই (সমকালীন), কামদেব, শ্রীল নারায়ণ চক্রবর্তী (কামদেব পুত্র), সাধুবর্ষ ভাগবতাচার্য, শ্রীমৎ গোসাঞি, আচার্য চক্রপাণি ও তৎপুত্র কেশব ও কমলাকান্ত, বিষ্ণু দাস আচার্য, শ্যামদাস আচার্য, হরিদাস (ওর্ফে জাঙ্গলি)—এঁদের মধ্যে কবির সমকালীনও আছেন অনেকে। কবি নাম শুনেও অনেক অপরিচিত জনের বন্দনা করেছেন। তাই বলেছেন:

অক্ষরানুরোধে (ছন্দের খাতিরে) আপনার বোধে
করিল এ গ্রন্থন (বন্দনাংশ)।

বুঝিতে হো নারি　　অনুভব করি
ছোট বড় কোন্ জন।
অতএব দোষ　　আমার অশেষ
ক্ষেমিবে মাধব-জন (কৃষ্ণভক্ত)
অগ্রে বা পশ্চাতে　　গ্রন্থন ইহাতে
না বুঝি কৈল যেমন।

বাঙলায় রচিত দৈবকীনন্দন দাসের বৈষ্ণববন্দনা (২১৪ জন) এবং এক বৃন্দাবন দাসের বৈষ্ণববন্দনা আর সংস্কৃতে রচিত জীব গোস্বামীর 'বৈষ্ণববন্দনা' (২০৩ জন) ছাড়াও সংস্কৃত বৈষ্ণবাভিধানে ও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব-বন্দনায় চৈতন্য-পার্ষদ-পরিকরদের নাম মেলে। ব্রজমোহনের বন্দনায় (১৬২ জন) বিবৃত নাম ও পরিচয় সেগুলোর সঙ্গে তুলনীয়। বন্দনার পরেই রয়েছে পার্ষদদের নাম ও নিবাস।

ব্রজমোহন দাস সম্ভবত 'কানাইগ্রামে' বসে 'জন্ম পাট নিরূপণ' অধ্যায় "দেখিয়া প্রাচীন খত সংক্ষেপে রচনা" করেছেন।

১. চৈতন্য-পার্ষদদের নাম ও নিবাস নিম্নরূপ

	নাম	জন্মস্থান
১.	অদ্বৈত গোসাঞি (আচার্য), [চৈতন্য-নিত্যানন্দের অগ্রজ, জন্ম 'দীপান্বিতা অমাবস্যা কার্তিক মাসেতে।']	শান্তিপুর।
২.	নিত্যানন্দ [মাতা পদ্মাবতী, পিতা হাড়ো পণ্ডিত, জন্ম 'মাঘে শুক্ল ত্রয়োদশী ভূমিসূত বারে'। বিশবছর ধরে তীর্থ ভ্রমণ। মথুরায় বিশ্রাম। নদীয়ায় আগমন ও নন্দন আচার্যের ঘরে বাস, পরে শ্রীনিবাসের ঘরে বাস।]	একচাকা-খণ্ডপুর।
৩.	গদাধর পণ্ডিত[১]/শ্রীরাম পণ্ডিত/শ্রীনিবাস চন্দ্রশেখর/ মুরারি গুপ্ত	শ্রীহট্ট।
৪.	পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও বাসুদেব দত্ত	চাটিগ্রাম।
৫.	হরিদাস ঠাকুর	বুড়ণ।
৬.	পরমানন্দ, শ্রীবিষ্ণু	পুরীর তীরে।
৭.	গদাধর দাস	আজুনিয়া দহ।
৮.	শিবানন্দ সেন	কাঁচোড়া।

১. গদাধর পণ্ডিত চট্টগ্রামের মাধব মিশ্রের সন্তান বলে উল্লেখিত, চৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃঃ ৫৭৩।

নাম	জন্মস্থান
৯. নরহরিদাস, রঘুনন্দন	খণ্ড ।
১০. রামানন্দ রায়	দ্রাবিড়দেশ।
১১. অভিরাম ঠাকুর	অজ্ঞাত।
১২. সুন্দর হরিদাস	মহিষপুর।
১৩. সদাশিব কবিরাজ, পুরুষোত্তম দাস	বোধখানা।
১৪. জগদীশ পণ্ডিত	ভেকলিয়া।
১৫. সনাতন দত্ত, উদ্ধব দাস, পরমেশ্বর দাস	খড়দহ।
১৬. বলরাম দাস	দোগাছা।
১৭. বদনানন্দ	বাগনপাড়া।
১৮. সনাতন, রূপ, জীব	ফতয়ারাজ্য (ফতেয়াবাদ পরগনা)
১৯. পরমেশ্বর দাস, মহেশ পণ্ডিত	খাঙনিয়া।
২০. ধনঞ্জয় পণ্ডিত	বেনডা।

২. নদীয়ায় জাত মহাজনগণ

১. চারভাই—জগন্নাথ, সূর্যদাস, গৌরদাস, কৃষ্ণদাস এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য	নবদ্বীপ।
২. নারায়ণী ও তাঁর পুত্র বৃন্দাবন দাস	আলবাটি। (আলরাঢ়ি) নবদ্বীপ।

৩. রত্নেশ্বর আচার্য/গোপীনাথ পণ্ডিত/দামোদর/শঙ্কর পণ্ডিত/নীলাম্বর চক্রবর্তী/নারায়ণ মিশ্র/শ্রীমান পণ্ডিত/সুদর্শন মিশ্র/সদাশিব আচার্য/শ্রীগর্ভ/নকুল আচার্য/কবিচন্দ্র চক্রবর্তী/খোলাবেচা শ্রীধর [কৃপা করি প্রভু খোলাবেচা দূর কৈল] /শ্রীনিধি আচার্য/গঙ্গাদাস পণ্ডিত/বিদ্যাবিদ আচার্য/বল্লভাচার্য/হলায়ুধ আচার্য/সনাতন (সর্ববিদ্যাবুধ)/পুরন্দর আচার্য/কাশীনাথ মিশ্র/শ্রীচন্দ্র আচার্য/দেবানন্দ/লক্ষ্মণ আচার্য/শিবানন্দ চক্রবর্তী/মিশ্র কবিরাজ/পুরুষোত্তম / জগন্নাথ সেন/বৈদ্য বনমালী দাস/মুরারি/চৈতন্য দাস। এঁরা নবদ্বীপ বাসী।

৩. অন্যান্য অঞ্চলের মহাজন

১.	কমলাকর পিপিলাই এবং গোবিন্দ ঘোষ, মাধবানন্দ, বাসুদেব ও রাজীব ঘোষ—এই চারভাই-এর জন্মস্থান	চাকদহ।
২.	পুরন্দর/রাঘব পণ্ডিত/কাশীশ্বর মিশ্র	পানিহাটি।
৩.	বাসুদেব/ভাগ দত্ত/পরমানন্দ গুপ্ত/ঈশান দাস বানিয়া	চৌড়লিয়া।
৪.	রাঘব ভট্ট/রাঘব গোসাঞি/কাশীশ্বর/হরিভট্ট	দ্রাবিড়দেশ।
৫.	কৃষ্ণদাস ওর্ফে কানু	আকাইহাট।
৬.	কৃষ্ণদাস	বড়গাছিগ্রাম।
৭.	কালিয়া ওর্ফে কৃষ্ণদাস/শ্রীনাথ ওর্ফে মুকুন্দ	মুদাবাজ।
৮.	সুবুদ্ধি খান/অনন্ত আচার্য/রঘুনাথ/কাশীনাথ/ মধুপণ্ডিত/তুলসী মিশ্র/মণি হোড়	গুপ্তপাড়া।
৯.	জগদানন্দ/ভাগবতাচার্য পরমানন্দ	বসুধা।
১০.	নারায়ণ গুপ্ত/বৈশ্য গঙ্গাদাস/বুদ্ধিমন্ত খান/রঘুনাথ দাস/জগদীশ দাস	পানিনালা।
১১.	গরুড় আচার্য/কাশীশ্বর/বক্রেশ্বর পণ্ডিত	শ্রীকলা।
১২.	রামমুকুন্দ/উদ্ধব দত্ত/কৃষ্ণানন্দ	পাহাড়পুর।
১৩.	সারঙ্গ ঠাকুর	বুড়ণ।
১৪.	সুগ্রীব মিশ্র/গোবিন্দানন্দ/শিবানন্দ পণ্ডিত/কাশীশ্বর/ শিবজীব পণ্ডিত/তপন আচার্য	ফুলিয়াগ্রাম।
১৫.	পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী/শ্রীকর/মধুপণ্ডিত/ কংসারি সেন/বল্লভ সেন	কাটিশালী।
১৬.	মুকুন্দ কবিরাজ	শ্রীখণ্ড।
১৭.	গোকুলানন্দ/বলরাম সেন	ঘোড়াঘাট।
১৮.	রাম চক্রবর্তী	যশদল গ্রাম প্রকাশ বেতড়ী।

১৯. রামানন্দ বসু/গোপাল বসু কুলীনগ্রাম।

২০. শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী/সঞ্জয়/শ্রীমান পণ্ডিত কুমারভট্ট (হট্ট ?)।

৪. উৎকলবাসী মহাজন

উড়িয়া বলরাম দাস/জগন্নাথ দাস/বিপ্রচন্দ্র শেখর/বিপ্রদাস/ভট্টনায়ক/বাণীনাথ/নরসিংহ দাস/হরিদাস/বলরাম হাতী/শিশু কৃষ্ণ দাস/দ্বিজ রামচন্দ্র/মাধব নায়ক ভট্ট।

৫. 'পুরী' শাখার সন্ন্যাসী

রামচন্দ্র পুরী/দামোদরপুরী/পরমানন্দ পুরী/সুখানন্দপুরী/ঈশ্বর পুরী/বহ্মানন্দ পুরী/গোবিন্দ ওর্ফে নৃসিংহানন্দপুরী/কৃষ্ণানন্দপুরী/রঘুনাথ পুরী/বিশ্বেশ্বরপুরী/রাঘব পুরী/পুরুষোত্তম পুরী/অনন্ত পুরী/হরিহরানন্দ পুরী/বিজনানন্দ পুরী।

সরখণ্ডে উপেন্দ্র আশ্রম শুদ্ধেশ্বর আশ্রম ও সরস্বতী আশ্রম রয়েছে।

৬। অন্যান্য শাখার সন্ন্যাসী

অনুভবানন্দ/বিদ্যানন্দ সরস্বতী/শ্রীরাম তীর্থ/কেশব ভারতী/সত্যানন্দ ভারতী/জগন্নাথ তীর্থ/নরসিংহ/বাসুদেব তীর্থ/গরুড় অবধূত/পরমানন্দ অবধূত। এঁরা 'প্রভুর পারিষদ সব সন্ন্যাস আশ্রমে''। এঁদের জন্মস্থান অজ্ঞাত। 'ইতি সর্বপাট নির্ণয়।'

ব্রজমোহন দাস তাঁর প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সমর্থনে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ থেকে তথ্য, তত্ত্ব ও সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন :

তত্ত্বসাগর, ভবিষ্যপুরাণ, ভগবদ্‌গীতা, ভাগবত্, মীতসেনের ব্রহ্মসম্বাদ, রামায়ণ, আদি পুরাণ, কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ, কবিকর্ণপুর প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত 'চৈতন্যতত্ত্বামৃত', জয়কৃষ্ণদাস রচিত 'বিচার সুধার্ণব', নরহরি দাস রচিত 'শ্রীচৈতন্য সহস্র নাম', প্রবোধানন্দ সরস্বতী বচন, জীব গোস্বামীর 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ', জয়দেব বচন, বিষ্ণুপুরাণ, বৈষ্ণবতন্ত্র, ব্রহ্মসংহিতা তন্ত্র, বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মসংহিতা, বৃহৎবামন, রসামৃতসিন্ধু, জয়গোপাল দাসের ভক্তিভাবপ্রদীপ, স্বাতন্ত্র্যাভিধান, ক্রমদীপিকা, সনাতন রচিত 'ভাগবতামৃত', ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, আদি সংহিতা, বিষ্ণুধর্মোত্তর, গৌতমীয়তন্ত্র, কৃষ্ণোপনিষদ, নারদপঞ্চরাত্র, কার্তিক মাহাত্ম্য, নারদসঙ্গীতসার সংহিতা, অগ্নিপুরাণ, হরিবংশ, বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল', পদ্মপুরাণ, মনবুদ্ধিসম্বাদ, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বচন, শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য, রূপ গোস্বামীর বচন ও শ্রীদশম (বৈষ্ণবতোষিণী), সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বচন প্রভৃতি। [পুথির ২১ ক-খ ও ২২ খ পৃষ্ঠায় চৈতন্যতত্ত্বামৃত স্থলে লিপিকর প্রমাদে চৈতন্যচরিতামৃত হয়েছে বলে মনে করি]

উক্তসব গ্রন্থ থেকে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন কবি। বলা বাহুল্য, ব্রজমোহন দাস রাগাত্মিকা প্রেম-স্বরূপের সমর্থক। রতিরমণ, পরকীয়া প্রভৃতি সহজিয়াতত্ত্ব এখানে আলোচিত। কবি স্পষ্টত সহজিয়া বৈষ্ণব বা গৌরনাগরবাদী।

নয়াঙ্গ গোপাল গোপী রাগাঙ্গ স্বভাব
কেহ কারো নাহি তথি সাপত্নীক ভাব।
অন্তরে কান্তের স্নেহ নিত্য গোপীকার
প্রকটেত পরকিয়া হেন ব্যবহার।

অতএব, বৈষ্ণবীয় আবরণে সেই সাংখ্যভিত্তিক আদি যোগ-তান্ত্রিক বামাচারী সাধনার মূলতত্ত্বই এখানে প্রতিপাদ্য। এ তত্ত্ব নতুন নয়, মহাযানের উপযান মন্ত্র, কালচক্র, বজ্র ও সহজযানগুলোতে নাদবিন্দু, নীর-ক্ষীর, শুক্র, রজঃ প্রভৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসা আমরা দেখেছি। নির্বাণ, শূন্যতা, সহজানন্দ, ও অদ্বয় অবস্থার কথাও আমরা জেনেছি। এ গ্রন্থে সহজ-পন্থী বৈষ্ণবের রাগাত্মিকা প্রেম-সাধনার মাহাত্ম্য-চেতনা দানের প্রয়াস লক্ষণীয়। এ তত্ত্বের গুরুত্ব ও মহিমা প্রদর্শনের জন্যে এর প্রাচীনত্ব ও সর্বজনীন স্বীকৃতির সাক্ষ্যস্বরূপ উপর্যুক্ত বিবিধ শাস্ত্র ও তত্ত্বগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে পদ্যে বঙ্গানুবাদ দেয়া হয়েছে। এ সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্যাদি অন্য রসের সুফলও বর্ণিত রয়েছে। বন্দনা, জন্মপাট ও সর্বপাট নির্ণয়ের পরেই রয়েছে উক্ত 'তত্ত্ব বর্ণন'। তারপরে রয়েছে চৈতন্য পার্ষদদের শিষ্য-পরম্পরার বর্ণনা। শেষে রয়েছে চৈতন্যদেবের শৈশব, বাল্য ও সন্ন্যাস জীবনের কিছু পরিচয়। চৈতন্যদেব যে রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার তা প্রমাণের জন্যেই চরিতাংশের অবতারণা।

প্রকটাপ্রকট লীলা কৃষ্ণের যেমন
চৈতন্যের পরকাশ দ্বিবিধ তেমন।
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ অপ্রকট বিলসন
প্রকটে যতি রূপেতে সর্বত্র গমন। (পুথি পৃ ২৭ ক)

চৈতন্যদেবের পারিষদ ও অদ্বৈত-নিত্যানন্দ শিষ্য শাখা। 'ভক্তি' মতের উদ্ভাবক ও বাহকদের কবি বীজ, বৃক্ষ ও শাখারূপে কল্পনা করেছেনঃ

তবে সংক্ষেপে কহি ভাষা নিরূপণ
প্রাচীন মত দেখি শুন দিয়া মন।
'ভক্তিকল্পবীজ' প্রভু আরোপিলা
প্রথম অঙ্কুর **শ্রীমাধবপুরী** হৈলা।
ঈশ্বরপুরী সে অঙ্কুর পুষ্ট কৈল
আপনেই প্রভু পুন স্কন্ধরূপ হৈল।
পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী
ব্রহ্মানন্দপুরী ব্রহ্মানন্দ ভারতী।
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী কৃষ্ণানন্দপুরী
নৃসিংহ তীর্থ আর সুখানন্দপুরী।
এই **নব ভক্তিবৃক্ষমূলরূপ**
পরমানন্দ পুরী মধ্য জড়ের স্বরূপ।
আপনেই মহাপ্রভু হইলা **আদি স্কন্ধ**
দুই দিকে দুই স্কন্ধ **অদ্বৈত-নিত্যানন্দ**।
তবে অসংখ্য শাখা স্কন্ধে জনমিল
শিষ্য উপশিষ্য সব যত ব্যাপিল।

[**তুল** : চৈতন্যচরিতামৃত ৯ম পরিচ্ছেদ (পৃ ৮৫) মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী **চৈতন্য** : পরমানন্দপুরী, কেশবভারতী, ব্রহ্মানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, নৃসিংহতীর্থ, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, সুখানন্দপুরী।]

ভক্তিবীজের অঙ্কুর মাধবেন্দ্রপুরীতে, অঙ্কুরপুষ্টি ঈশ্বরপুরীতে এবং ক্রমে তা পল্লবিত তরুতে পরিণত। এবং পরমানন্দপুরী, কেশবভারতী, ব্রহ্মানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নৃসিংহতীর্থ ও সুখানন্দপুরী—এই **নয়জন ভক্তিকল্পবৃক্ষমূলরূপ**। চৈতন্য দেব এই বৃক্ষের আদি স্কন্ধ—'আপনেই মহাপ্রভু হইলা আদি স্কন্ধ।' এবং তাঁর 'দুই দিকে দুই স্কন্ধ অদ্বৈত-নিত্যানন্দ।' এর থেকে 'অসংখ্য শাখা' শিষ্য-উপশিষ্যের বিস্তার।

চৈতন্যভক্তের প্রধান শাখাসমূহ

চৈতন্য-পারিষদ

ক. **দুই ভাই** শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম—দুই ভাইয়ের দুই শাখা।

খ. শ্রীপতি ও শ্রীনিধি—দুই সহোদরের 'চারি ভাইর দাসদাসী পরিজন' দুই শাখার উপশাখা স্বরূপ।

গ. 'যার গৃহে কীর্তন প্রভুর দিবস রজনী' **আচার্য রতনের** এক শাখা এবং তাঁর শিষ্যপরিকরের উপশাখা।

ঘ. আচার্যরত্ন ওর্ফে শ্রীচন্দ্রশেখর/পুত্তরীক বিদ্যানিধি/গদাধর পণ্ডিতের শাখা আর শিষ্য-উপশিষ্যের উপশাখা।

ঙ. বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শাখা।

চ. পণ্ডিত জগদানন্দ/রাঘব পণ্ডিতের শাখা, উপশাখা—মকরধ্বজকর ও তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী—'প্রভুর প্রিয়দাসী/তাঁর ভোগ সামগ্রী যোগান বারমাসী।'

ছ. গঙ্গাদাস পণ্ডিত/শ্রীআচার্য পুরন্দর-শাখা।

জ. দামোদর পণ্ডিত ও তাঁর অনুজ শঙ্কর পণ্ডিত শাখা।

ঝ. সদাশিব পণ্ডিত (ওর্ফে নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী)/নারায়ণ পণ্ডিত শাখা।

ঞ. শ্রীমান পণ্ডিত/শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী/নন্দন আচার্য শাখা।

ট. মুকুন্দ দত্ত শাখা।

ঠ. বাসুদেব দত্ত শাখা।

ড. হরিদাস ঠাকুরের শাখা-উপশাখা—কুলীন গ্রামবাসীরা।

চ. শ্রীরাম (মান) সেন/মুরারি গুপ্ত শাখা।

ণ. গদাধর দাস শাখা।

ত. শিবানন্দ সেন—তাঁর তিন পুত্রের চৈতন্যদাস, রামদাসের উপশাখা। এর উপশাখা—বল্লভ সেন/শ্রীকান্ত সেন শাখা।

থ. গোবিন্দানন্দ/নন্দন ব্রহ্মচারী/প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী শাখা।

১. চৈতন্য কীর্তনিয়া—গোবিন্দ দত্ত, আখরিয়া বিজয় দাস, চৈতন্যসেবক খোলাবেচা শ্রীধর।

২. চৈতন্যস্নেহভাজন ভগবান পণ্ডিত/জগদীশ পণ্ডিত/হিরণ্য।

৩. **পাঠক** : পুরুষোত্তম ও সঞ্জয়।

৪. বনমালী পণ্ডিত/বুদ্ধিমন্ত খান/গরুড় পণ্ডিত। গোপীনাথ সিংহ/শ্রীমুকুন্দ/নরহরি/শ্রীরঘুনন্দন/চিরঞ্জীব/সুলোচন/সত্যরাজ রামচন্দ্র/যদুনাথ/পুরুষোত্তম/শঙ্কর/বিদ্যানন্দ/বাণীনাথ বসু (চৈতন্যের প্রিয় দাস)—এঁদের কুলীন গ্রামে বাস।

৫. 'শ্রীরূপ-সনাতন দুই মহাশাখা/অনুপাম জীব আদি উপশাখা লেখা।'

৬. রঘুনাথ/স্বরূপ/শঙ্করারণ্যাচার্য—বড় শাখা এবং মুকুন্দ/কাশীনাথ/গরুড়—উপশাখা।

৭. শ্রীনাথ পণ্ডিত/জগন্নাথ আচার্য/শ্রীনিধি/গোপীকান্ত মিশ্র/ভগবান/সুবুদ্ধি মিশ্র/হৃদয়ানন্দ/কমলনয়ান/মহেশ পণ্ডিত/শ্রীকর/শ্রীমধুসূদন/জগন্নাথ দাস গালিম / শ্রীপুরুষোত্তম/শ্রীচন্দ্রশেখর/দ্বিজ হরিদাস/রামচন্দ্র/কবিচন্দ্র/ভাগবতাচার্য/শ্রীগোপাল দাস/সারঙ্গ দাস আর্য।

৮. জগন্নাথ তীর্থ/বিপ্র জগন্নাথ/গোপাল আচার্য/বাণীনাথ/গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব (ভাই তিন জনে)—**চৈতন্যে নাচায় সংকীর্তনে**।

৯. রামদাস ও অভিরাম নিত্যানন্দের সঙ্গীরূপে—'গৌড়ে আইলা।'

১০. রামদাস/মাধব/বাসুদেব ঘোষ/গোবিন্দ—'প্রভুর সঙ্গে রহিলা হরিষে।'

১১. কমলাকান্ত/যদুনন্দ/মাধব আচার্য আর 'কৃপাপাত্র জগাই মাধাই দুই আর্য।'

নবদ্বীপে ভক্তর কৈল সংক্ষেপে গণন
অসংখ্য চৈতন্যভক্ত নহেত লিখন।
প্রভুর সঙ্গে এইসব ভক্ত নীলাচলে
দুইস্থলে প্রভুর সেবা কৈল কুতুহলে।
প্রভুসঙ্গে নীলাচলে ভক্তগণ যত
নীলাচলে রহি সেবা করেন নিয়ত।
গৌড়দেশবাসী আর যত ভক্তগণ
নীলাচলে আসি করে প্রভুর দর্শন।

নীলাচলে যাঁরা গেলেন :

১. সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও তাঁর ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য/কাশী মিশ্র/প্রদ্যুম্ন/ভবানন্দ—ভবানন্দের পাঁচপুত্র—রামানন্দ রায় ; বাণীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি, গোপীনাথ নায়ক এবং রামানন্দ।

২. রাজা প্রতাপ রুদ্র, কৃষ্ণদাস উড়িয়া, ভগবানাচার্য, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শিখি মহাতি, মুরারি মহাতি—চৈতন্য সেবাকারী।

৩. শিখি মহাতির ভগ্নী মাধবী দেবী, ঈশ্বরপুরী, কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী, গোবিন্দ —চৈতন্য অনুচর।

৪. কৃষ্ণদাস নামের কুলীন ব্রাহ্মণ চৈতন্যের সঙ্গে দক্ষিণে (উড়িষ্যায়) আসেন।

৫. বলভদ্রাচার্য, **বড়** হরিদাস, **ছোট** হরিদাস, রাম ভদ্রাচার্য, সিংহেশ্বর উড়িয়া, তপনমিশ্র, রঘুনাথ, নীলাম্বর, সিহাভট্ট, কমোভট্ট, শিবানন্দ দত্তর ও কমলাকান্ত (ইনি পূর্বে গৌড়ে চৈতন্যভৃত্য ছিলেন)।

৬. অদ্বৈতাচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ চৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে বাস করতেন।

৭. নির্লোম গঙ্গাদাস ও বিষ্ণুদাস নীলাচলে চৈতন্যের সঙ্গে বাস করতেন।

৮. বারাণসীবাসী ভক্ত চন্দ্রশেখর, রঘুনাথের পুত্র তপন মিশ্র, রঘুনাথ মিশ্র (ভট্টাচার্য উপাধি) বাল্যে চৈতন্যের সেবা করেছিলেন। এঁরা চৈতন্যের সঙ্গে কিছুকাল নীলাচলে বাস করেন, পরে চৈতন্যনির্দেশে বৃন্দাবনে বাস করেন।

'অসংখ্য চৈতন্যভক্ত নহেত গণন' 'বাল্যযুবতী মূঢ় অন্ধক অবধি' 'দেখিয়া প্রাচীনমত মহাপ্রভুর শাখা/সংক্ষেপে কহিল ইথে নাম মাত্র লেখা।

নিত্যানন্দ শাখা

বৃক্ষে গুরুতর শাখা নিত্যানন্দ রায়
জন্মিল অনেক শাখা প্রশাখা তাহায়।
শ্রীবীরভদ্র নিত্যানন্দ সম শাখা
যাহার করণ সব নাহি যাএ লিখা।

১. চৈতন্যভক্ত রামদাস ও গদাধরদাস নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে এলেন—রামদাস সখ্যভাবে ও গদাধরদাস গোপীভাবে সাধনা করতেন।

২. গৌড়দেশে নিত্যানন্দের **দানলীলা** যার ঘরে সংঘটিত হয়, তার সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্য ভাগবতে' **'বিবরিয়া লিখিল এইসব বিবরণ'**।

৩. নিত্যানন্দ, বলরাম ও সদানন্দে ছিল সখ্যভাব/রামদাস, গদাধর, মাধব, বাসুদেব—নিত্যানন্দের কীর্তন-নর্তন সহচর।

৪. মাধব ঘোষ মুখ্য কীর্তনিয়া-**'যার গানে নিত্যানন্দ নাচয়ে হরিষে।'**

৫. **'বাসুদেব** করে প্রভুর গীত বর্ণন।'

৬. মুরারি 'চৈতন্য দাস শিঙ্গা-বেণু বাদক।'

৭. রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়ী—'যাহার দর্শনমাত্র প্রেমভক্তি পাই।'

৮. সুন্দরানন্দ—'যার সনে **ব্রজনর্ম** কৈল নিত্যানন্দ।'

৯. **'অলোক চরিত** কমলাকর পিপিলাই।' কৃষ্ণদাসের ভাই সূর্যদাস সরখেল/গৌরীদাস পণ্ডিত/পুরন্দর পণ্ডিত/পরমেশ্বর দাস/জগদীশ পণ্ডিত/ধনঞ্জয় পণ্ডিত/মহেশ পণ্ডিত/পুরুষোত্তম পণ্ডিত/বলরাম দাস/যদুনাথ কবিচন্দ্র—**এঁরা নিত্যানন্দ শিষ্য শাখা প্রবর্তক।**

১০. দ্বিজ কৃষ্ণদাস/কালা কৃষ্ণদাস/সদাশিব কবিরাজ/তাঁর পুত্র পুরুষোত্তম দাস/তৎপুত্র কানু ঠাকুর/মহাভাগবত উদ্ধরণ দত্ত/মহাভক্ত আচার্য বৈষ্ণবানন্দ (পূর্ব নাম রঘুনাথ)—**এঁরা নিত্যানন্দ ভক্ত।**

১১. 'বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই/পূর্বে যাহার গৃহে আছিলা **নিতাই।**'

১২. পরমানন্দ উপাধ্যায়/জীব পণ্ডিত/কৃষ্ণগত চিত্ত পরমানন্দ গুপ্ত/নারায়ণ/কৃষ্ণদাস/মনোহর/দেবানন্দ—'এ চারি নিত্যানন্দের কিঙ্কর।'

১৩. নকড়ি/মুকুন্দ/সূর্য/মাধব/শ্রীধর/পরমানন্দ-পুত্র জগন্নাথ-মহীধর-শ্রীমন্ত গোকুল দাস/হরিহরানন্দ/শিবানন্দ/**মুকুন্দাই**/পরমানন্দ (অবধূত) গোপাল/সনাতন/বসন্ত/লাবণী/বিষ্ণাই হাজরা/কৃষ্ণানন্দ/সুলোচন/কংসারি সেন/রামসেন/রামচন্দ্র কবিরাজ/গোবিন্দ/**শ্রীলঙ্গ** পীতাম্বর/মাধবাচার্য/দামোদর/শঙ্কর/মুকুন্দ শীল/মনোহর দাস/নর্তক গোপাল/রামভদ্র/গৌরাঙ্গ দাস/নৃসিংহ/চৈতন্যদাস/মীনকেতন/নারায়ণীপুত্র বৃন্দাবন দাস (যিনি **'চৈতন্যলীলার যেহেন কলি ব্যাস।**) এঁরা নিত্যানন্দ শিষ্য শাখার প্রবর্তক। শ্রীবীরভদ্র গোসাঞির উপশাখা এবং 'নিত্যানন্দের উপশাখা অসংখ্য অগণন।

১৪. **ভক্তিকল্প বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ—অদ্বৈত** (আচার্য) অদ্বৈত পুত্র অচ্যুতানন্দ কৃষ্ণমিত্র/অদ্বৈতের অন্য দুই পুত্র গোপাল ও বলরাম। রূপ/জগদীশ/এঁদের 'চৈতন্য বিশ্বাস গৌণ স্বতন্ত্রাভিমানী/এতেকে অদ্বৈত গোশাঞী দুইগণ গণি'।

১৫. অদ্বৈত শিষ্য যদুনন্দাচার্য—তাঁর শাখা-উপশাখা অনেক। যথা—ভাগবতাচার্য/বিষ্ণুদাসাচার্য/চক্রপাণি আচার্য/অনন্তবিপ্র নন্দিনী/কামদেব চৈতন্যদাস/দুর্লভ বিশ্বাস/বনমালী দাস।

১৬. 'জগন্নাথকর-ভবনাথকর শাখা—হৃদয়ানন্দ সেন, দাস ভোলানাথ, 'লেখা' যাদব দাস/বিজয় দাস/দাস জনার্দন/অনন্ত দাস/কানু পণ্ডিত/নারায়ণ দাস/শ্রীবৎস পণ্ডিত/হরিদাস ব্রহ্মচারী/পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী/হরিদাস/পুরুষোত্তম পণ্ডিত/রঘুনাথ/বনমালী/কবিচন্দ্র, বৈদ্যনাথ/লোকনাথ পণ্ডিত/মুরারি পণ্ডিত/শ্রীহরিচরণ/মাধব পণ্ডিত/বিজয় পণ্ডিত/শ্রীরাম পণ্ডিত।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙলাদেশের নীতি, ধর্ম ও সমাজক্ষেত্রে ছিল পাপাচার, অনাচার ও ধর্ম-শাস্ত্র ভ্রষ্টতা। লোক হিংসায়, চৌর্যে, মিথ্যাবাদে ও পাষণ্ড আচারে ছিল আসক্ত। লৌকিক দেবতা মঙ্গলচণ্ডীর ও মনসার পূজায় ও গানে এবং হরিনিন্দায় তখন তারা সমান আগ্রহী। বাঙলাদেশ যখন এমনি দুরাত্মায় ও দুষ্কৃতিতে পূর্ণ, তখন লোকহিতে ধর্ম সংস্থাপনার্থ বিষ্ণু (কৃষ্ণ) মর্ত্যে আগমনের সংকল্প গ্রহণ করলেন। ভক্তি ধর্ম প্রচার করে উক্ত সব পাপাচার মুক্ত করে মানুষকে ধর্ম-পথে চালিত করবার জন্যে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার রূপে ঘটল চৈতন্যদেবের মর্ত্যে আবির্ভাব। তাঁর জন্ম-পূর্ব-মুহূর্তে বাঙলা ও বাঙালীর অবস্থা ছিল নিম্নরূপ:

কলির চরিত্র সব হইল প্রবলে
ধর্মের তিনপাদ কাটিলেক সবলে।
হিংসা চৌর্য মুষাবাদ পাষণ্ড আচারি
মঙ্গলচণ্ডীর গীত আর বিষহরী।
'সন্তান' করএ কেহো করিয়া যতন
হাস্যকার্যে মিথ্যাকাল করএ হরণ।
প্রথম পাদতে হইল হরির নিন্দন
হরিরাম হরিপূজা ছাড়িলেক জন।

চৈতন্যদেবের জন্মক্ষণ ও তারিখ হচ্ছে:

শকে চৌদ্দশত আর সপ্তবৎসর
বিষ্ণু বিংশতি তৃতীয় বৎসর অন্তর।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা বিণুত জান
ত্রয়োবিংশ দিনে আবির্ভাব ভগবান।

কৃষ্ণ অবতারের জন্মকালীন ঘটনা এবং শৈশব ও বাল্যলীলা স্বভাবতই অলৌকিক। শচীদেবীর স্বপ্নদর্শন, অদ্বৈতাচার্যের প্রাগাবির্ভাব, শিশুচোরের দুর্গতি, শিক্ষক গঙ্গাদাস কর্তৃক চৈতন্যের দেবরূপ দর্শন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুদের কূর্ম-মৎস্য-বরাহ-নৃসিংহ-বামন, বালগোপাল, মুরলী,-শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর রূপ প্রদর্শন প্রভৃতি যথা নিয়মে ঘটেছিল। তাঁর শৈশব ও বাল্যলীলার সাক্ষী হচ্ছেন: শিশুচোর, জগদীশ, হিরণ্য, ষষ্ঠীবাবা, গঙ্গাদাস, শ্রীনিবাস, মুরারি গুপ্ত, অদ্বৈতাচার্য, গদাধর প্রভৃতি।

নব ধর্ম প্রবর্তক-প্রচারক মাত্রই পুরোনো ও প্রচলিত ধর্ম ও দেবদ্রোহী। চৈতন্যদেবেও ব্যতিক্রম নেই। তাই দেখতে পাই:

১. মিথ্যা ষষ্ঠী পূজার দ্রব্য লীলাএ খাইয়া
আখিটি পাড়িল হাণ্ডি-কলসী ভাঙ্গিয়া।

২. আর দিন মুরারি গুপ্তের পূজাকালে
প্রস্রাব করিয়া **শিব** ভিজাইল জলে।

৩. হিরণ্যাক্ষ জগদীশ পণ্ডিত দুই জনে
একাদশী করি বিষ্ণু পূজে একদিনে।
সে সব নৈবেদ্য প্রভু বসিয়া খাইল।

চৈতন্য ছিলেন দেব-দ্বিজ-বেদবিরোধী। 'হেন মহাঠাকুরানী ভাব (রাধাভাব) যার মনে উপজয়/বেদধর্ম তেজি সে কৃষ্ণকে ভজয়।' এ গ্রন্থেও বলা হয়েছে যে, কলিকালে 'হরিনাম বিনে কোন ধর্ম সিদ্ধ নয়/মহা মহা পাপ যায় ভস্ম রাশি হয়।'

চৈতন্যদেবের মাতা শচীদেবী, পিতা জগন্নাথ মিশ্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ, তাঁর নিজের নাম বিশ্বম্ভর, ডাক নাম নিমাই। 'ছয় পুত্র চলিয়াছে নাড়ছ্যাদে দেখিয়া/পিতামাতা থুইল নাম 'নিমাই বলিয়া।' ব্রাহ্মণ সন্তান বিশ্বম্ভরের সাত বছরে কর্ণভেদ এবং নয় বছরে যজ্ঞ উপবীত হল। 'সপ্ত বৎসরে তার কর্ণভেদ কৈল/নবম বৎসরে যজ্ঞ উপবীত দিল।' অল্প বয়সে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেন নিমাই। প্রথমা স্ত্রী কমলা (লক্ষ্মীপ্রিয়া) বল্লভাচার্যের কন্যা। সর্পদংশনে এঁর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া, ইনি সনাতন পণ্ডিতের কন্যা।

এক সময় নিমাই গয়ায় গেলেন। সেখানে তাঁর ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বৈরাগ্যের অঙ্কুর হয় এ সময়েই। এখানেই আদি খণ্ডের ও আদি লীলার শেষ। বাড়ী ফিরে এসে বিশ্বম্ভর সংকীর্তন শুরু করেন। কীর্তনের আসর বসত শ্রীনিবাসের ঘরে। তাম্বুল যোগাতেন পণ্ডিত গদাধর; চৈতন্যদেব পান খেতেন। কীর্তনে সহযোগী ছিলেন মুকুন্দরাম, নন্দ ও গোবিন্দ এবং দোহার ছিলেন গঙ্গাদাস ও বনমালী।

একবার কেশব ভারতী এসেছিলেন নদীয়ায়। তখন তাঁর সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয়—"কেশব ভারতী আসি প্রভু দরশনে/হইল অনেক কথা মহাপ্রভু সনে।" এই অনেক কথাই তাঁকে সন্ন্যাস গ্রহণে অনুপ্রাণিত করল এবং পরে কেশব ভারতীর কাছেই তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন কটকে। 'কেশব ভারতী স্থানে কটক নগর।'

দীক্ষা গ্রহণের জন্যে যাত্রাকালে নিত্যানন্দ, গদাধর, চন্দ্রশেখর, ব্রহ্মানন্দ, মুকুন্দ তাঁকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে বিদায় নেন 'নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীচন্দ্র শেখর। ব্রহ্মানন্দ মুকুন্দ এ পারিষদ বর।' অবতারকে কে মন্ত্র দেবে! অথচ দীক্ষার প্রয়োজন। তাই কেশব ভারতীকে স্বপ্নেপ্রাপ্ত মন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন, সেই মন্ত্রই তাঁর কানে আবৃত্ত হল:

প্রকারের মন্ত্র প্রভু আগে তারে দিল।
স্বপ্নেতে আম্মি এক মন্ত্র পাইল
এই মন্ত্র দিবে—এত বুলি কর্ণে দিল।

সন্ন্যাস যাত্রাকালে কান্নারতা মাতাকে অনেক বুঝিয়ে অনুমতি নিলেন। আর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রবোধচ্ছলে নির্দেশ দিলেন কৃষ্ণনাম জপ করতে।

(কৃষ্ণের) এক নামেতে এক তণ্ডুল রাখিহ
দিনান্তে তণ্ডুল যত হইব সমূহ।

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY

সে তণ্ডুল রান্ধিয়া কৃষ্ণেরে নিবেদিবে
সেই মহাপ্রসাদ আপনে পাইবে।
আমার বিয়োগ কিছু মনে না ভাবিহ
কৃষ্ণস্বামী কৃষ্ণস্বামী বুলিয়া ডাকিহ।

এখানেই মধ্য খণ্ডের ও মধ্য লীলার শেষ। শেষ খণ্ডে চৈতন্যদেবের পর্যটন সংবাদ অতি সংক্ষেপে পরিবেশিত হয়েছে। একবার মথুরা, বৈদ্যনাথ, কটক নগর, নীলাচল, নদীয়া, শান্তিপুর ভ্রমণ, আর একবার গৌড়, ঝাড়িখণ্ড, মথুরা, বারাণসী, মধুপুরী হয়ে নীলাচলে স্থিতি।

চৈতন্যদেব বহু পাপী-তাপী-দুরাচারীকে 'কৃপা' করেছিলেন এবং ধন্যও করেছিলেন অনেককে। যেমন :

১. শ্রীনিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী বালবিধবা নারায়ণীকে :

শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দুহিতা ভ্রাতার
নারায়ণী নাম তার চারি বৎসরের।
মহাভাবময় প্রভু দেখিয়া সম্মুখে
চর্বিত তাম্বুল প্রভু দিল তার মুখে।
'আল রাঢ়ি' বুলি তেঞি কহেন তাহারে
বৃন্দাবন দাস জন্ম যাহার উদরে।

চার বছর বয়স্কা নারায়ণীকে 'আল রাঢ়ি' বলে সম্বোধন করে ধন্যা করেছিলেন।

২. নদীয়ার কাজীদেরকেও 'উদ্ধার' করেছিলেন : "কাজী সব নদীয়ায় ছিল দুরবার/তারে জ্ঞান দিয়া প্রভু করিল উদ্ধার।"

৩. জগাই-মাধাই ব্রাহ্মণ হয়েও মদ-মাংস খায়, ব্রহ্ম-গো-স্ত্রী হত্যা করে। তাদেরও কৃপা করেন তিনি :

জগাই মাধাই দুই পাষণ্ড আচারি
ব্রাহ্মণ শরীরে মদ্যমাংস ভক্ষণ করি।
ব্রহ্মবধ গোবধ স্ত্রীহত্যা করে
সহস্র কায়েত পাপ লিখিতে না পারে।
প্রভু—কৃপা করি হেন দোঁহে করিল উদ্ধার
মহাভাগবত সংজ্ঞা হইল দোঁহার।

৪. ষড় গোস্বামীর প্রধান দুই গোস্বামী বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রণেতা রূপ ও সনাতন দুই ভাইকে উক্ত নামে অভিহিত করেছিলেন চৈতন্যদেবই :

দবীর খাসেরে প্রভু পরিচয় দিলা
প্রভু চিনি দুই ভাই কৃতার্থ হৈলা।
রূপ-সনাতন নাম থুইল দোঁহার
ভক্তিগ্রন্থ দোঁহে বহু করিল প্রচার।

৫. উড়িষ্যারাজ প্রতাপাদিত্য চৈতন্যদেবের কৃপা (শিষ্যত্ব) পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন।

৬. গৌড়মণ্ডলে চৈতন্য-প্রতিনিধি নিত্যানন্দ সংসার পাতেন এবং পত্নী জাহ্নবী ও পুত্র বীরভদ্র লীলা প্রকাশ করতে থাকেন।

গৌড়দেশে আসি তবে নিত্যানন্দ রায়।
বাসু[ধ] জাহ্নবী বিভা করিল তথাএ
বীরভদ্র গঙ্গাদেবী প্রকাশ লীলাএ।

গ্রন্থ-সমাপ্তিকালে কবি ব্রজমোহন দাসের বক্তব্য :

তিন খণ্ড সূত্র এই সংক্ষেপে কহিল
দিগ্ দরশন মাত্র লোকে জানাইল।
শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ সংক্ষেপেতে
কহিল **শাস্ত্র সংগ্রহ** দেখি সাধুমতে। ...
বন্দিয়া চৈতন্য চাঁদের চরণ মাধুরী
এ ব্রজমোহন দাস গ্রন্থ পূণ করি।[১]

১। চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ গ্রন্থে উদ্ধৃত সংস্কৃতাংশের পাঠ বহু পরিশ্রমে শুদ্ধ করে দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার গবেষণা সহকারী পণ্ডিত মনীন্দ্রনাথ সমাজদার এম. এ. পঞ্চতীর্থ। তাঁর কাছে আমি ঋণী রইলাম।

চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ

ব্রজমোহন দাস বিরচিত

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; পুথি সং ১৬৭৩]
[লিপি: শকাব্দ ১৬২৫=১৭০৩খ্রীঃ]

ওঁ নমঃকৃষ্ণায়।
নত্বা গুরূন্[১] পরেশস্য দীক্ষাতত্ত্ব প্রকাশনে।
শ্রীমচ্চৈতন্য চন্দ্রস্য তত্ত্ব প্রদীপ উষ্যতে॥

প্রণাম করিয়া আগে গুরুর চরণ
দীক্ষাশিক্ষাপ্রকাশ কবেহ যে হইল
শ্রীচৈতন্য তত্ত্বপ্রদীপ সংক্ষেপেতে
সপ্রমাণে পয়ারে কহিব সাধুমতে।
৩৩৪ অব্দ গূঢ়াবতারহিক শ্রীচৈতন্য সমুক
নিত্যানন্দ সহানেত পাত্রদান ভক্ত সঙ্গকাল্[২]
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বন্দো গূঢ়াবতার
প্রকটাপ্রকটরূপে কলিকতে বিহার।
নিত্যানন্দ পদাম্বুজ বন্দম হরিষে
ভক্তবৃন্দ সীতা আর মকরন্দ লেশে।
দোয়াপরে দুই ভাই রাম কানাই
কলি অবতারে নাম চৈতন্য নিতাই।
অদ্বৈত গোসাঞি বন্দো শান্তিপুরে বাস
জীবহেতু আগে যার ভুবি পরকাশ।
চৈতন্যের অংশভূত ঈশ্বরাবতার
অঙ্গনে [অজ্ঞান?] চরিতামৃতে করিল বিচার।
তবেত বন্দিব প্রভুর সঙ্গী পারিষদে
যে কিছু জানিবে গুরু বৈষ্ণব প্রসাদে।

। বড়ারি রাগ।

। মধ্যছন্দ ।

কলিযুগ ধন্য যাহাতে চৈতন্য
অবতার শিরোমণি
বন্দো জুড়ি হাথ নিত্যানন্দ সাথ
অদ্বৈত সহিত পুনি।
পূরব স্বভাব যার যেই ভাব
প্রভুর সঙ্গী নিচয়ে
না পারি বুঝিতে যেবা কন মতে
লিখিতে বাহুল্য হয়ে।
লইতে প্রসাদ বন্দিবারে সাধ
করি যে মন তুষিতে
ভরসা আছয় তারা কৃপাময়
সে দোষ না লইব ইথে।
আগে পিছে কিবা মতভেদ যে বা
না বুঝিয়া বন্দিব
অল্পদর্শী মুঞি জানিয়া গোসাঞি
সব এ দোষ ক্ষেমিব।
প্রভুর জননী শচী ঠাকুরাণী
পিতা দ্বিজ জগন্নাথ
প্রভু জেষ্ঠ্যভ্রাতা বিশ্বরূপ খ্যাতা
বন্দো জোড় করি হাথ।
করি পরিহার বন্দো বারবার
ভূমে লোটাইয়া মাথা
প্রভুর রমণী কমলা গোসাঞি
বিষ্ণুপ্রিয়া বন্দো নাথা।
নিত্যানন্দ মাতা পদ্মাবতী খ্যাতা
পিতা হাড়াই পণ্ডিত
করি পরিহার বন্দো বারেবার
না বুঝি প্রভুর রীত।

---

১ মূলপাঠ: লশ্রীগুরু।
২ অনুমিত পাঠ: বন্দেগূঢ়াবতারংহি কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞক/নিত্যানন্দ সহাদ্বৈতং পার্ষদান ভক্তসংজ্ঞকাল॥

নিত্যানন্দ প্রিয়া বন্দো লোটাইয়া
বন্দো জাহ্নবী সুন্দরী
নিত্যানন্দ সুত বীরভদ্র খ্যাত
বন্দো অলক্ষ্য বিহারী।
বন্দো গোপীজন বহু ভেবে পুন
কর জুড়ি সাধুমত
বীরভদ্র সুত যেইত বিদিত
কে জানে তার মহত্ত্ব।
অদ্বৈত ঘরিণী সীতা ঠাকুরাণী
বন্দো লোটাইয়া ক্ষিতি
যাহার চরিত ভুবন বিদিত
জানে সব মহামতি।
অচ্যুতানন্দেরে বন্দো লোটি শিরে
অদ্বৈত আচার্য সুতে
কৃষ্ণ অন্বেষণ যার অনুক্ষণ
বাল্যদশা হইতে।
পরম হরিষে বন্দো হরিদাসে
তার কথা শুন ভাই
ক্ষিতি পরকাশে যবনের বংশে
প্রকাশ হইলা যেই।
বন্দো শ্রীনিবাস পণ্ডিত নির্যাস
কর জোড় দুই করি
প্রথমে প্রকাশ যাহার নিবাস
প্রভু শ্রীচৈতন্য হরি।
বন্দোহোঁ মালিনী ঠাকুরাণী পুনি
ভূমে লুটি বড় রঙ্গে
প্রভু বিশ্বম্ভরে সহে ভার করে
প্রেমায়ে যাহার সঙ্গে।
বন্দো নারায়ণী দেবী পুনি পুনি
অদ্ভুত ভাবিত যেই
আল রাঢ়ি করি যারে গৌরহরি
বলিলেন আপনেই।
মুরারি গুপত সর্বত দূরিত
প্রণমহো সততই
অবতার রীত চৈতন্য চরিত
গ্রন্থে প্রকাশিল যেই।
বন্দহো পণ্ডিত গোসাঞি সতত
চৈতন্যের প্রিয় অতি
গদাধর দাস বন্দো সবিশেষ
বুঝিল নহে তুরিতি[?]।
বন্দহো মুকুন্দ রাজ সদানন্দ
বৈদ্যখ্যাতি হয়ে যার
কৃষ্ণতত্ত্ব ভাব সেরূপ স্বভাব
বিনে মনে নাহি আর।

বন্দো লুটি ধুলি প্রেমের পুতলি
মধুমতি নরহরি
যাহার অন্তরে সতত বিহরে
স্বরূপে চৈতন্য হরি।
মুকুন্দ নন্দন বন্দো অনুক্ষণ
শ্রীরঘুনন্দন নাম
গোপবেশ লীলা বৃন্দাবন খেলা
যার ভাব অবিরাম।
তাহার কোঙর কানাই ঠাকুর
বন্দো করজুড়ি হই
রায় রামানন্দে বন্দহোঁ আনন্দে
বাদ্য লাগি প্রভু পাই।
মিশ্র বক্রেশ্বরে বন্দহোঁ সাদরে
রামানন্দ মিশ্র তেন
বন্দো কাশীশ্বর বিষ্ণুপুরীবর
গোসাঞি গোবিন্দ পুন।
বড় কৃষ্ণদাসে বন্দো সহরিষে
সার্বভৌম ভট্ট বরে
পরম আনন্দ পূরি রসফন্দ
পণ্ডিত এ দামোদরে।
কুলুব মাধব- পুরী প্রণমিব
জোড়ি করি দুই কর
বন্দো গোপীনাথ ভূমে লুটি মাথ
পণ্ডিত চন্দ্র শেখর।
বন্দো নারায়ণ পীতাম্বরে তেন
বন্দো দত্ত মুকুন্দেরে
দত্ত বাসুদেবে প্রণমহোঁ তবে
হরিহর পণ্ডিতেরে।
বন্দো জগন্নাথ আচার্যেরে মাথ
আচার্য এ নারায়ণ
শঙ্কর আচার্য পণ্ডিতের আর্য
প্রণমহোঁ সুদর্শন।
বন্দো পীতাম্বর আচার্যের বর
শ্রীরামপণ্ডিত সুধী
বন্দো নীলাম্বর চক্রবর্তী বর
গঙ্গাদাস বিদ্যানিধি।
তবে সদাশিব আচার্যে বন্দিব
শ্রীগর্ভ আচার্যে তেন
শুক্লাম্বরাচার্য পণ্ডিতের বর্য
শ্রীনিধি আচার্যে পুন।
পণ্ডিত শ্রীধর বন্দো জুড়ি কর
লোটাইয়া ভূমিপাশ
কবীন্দ্র আচার্যে প্রণমহোঁ ধৈর্যে
বন্দো দ্বিজ রামদাস।

বন্দো বনমালী হলায়ুধ মেলি
নবদ্বীপ বাসী জান
বিজয় নন্দন আচার্য বন্দন
বন্দো আচার্য ঈশান।
বন্দহোঁ গরুড় ধ্বজাচার্য বড়
রঙ্গে পুন অনুক্রমে
গঙ্গাদাসাচার্য বন্দো সাধুবর্ষ
আচার্য বল্লভ নামে।
বন্দো বনমালী কাশীনাথ মেলি
আচার্য দুর্লভ তেন
কেশবভারতী প্রণমহোঁ নিতি
দামোদর সুবি পুন।
কুলুব রাঘব- পুরী প্রণমিব
পরমানন্দ অবধুত
রামচন্দ্র পুরী তবে নমস্করি
নরসিংহ- তীর্থে নত।
নৃসিংহানন্দেরে বন্দহোঁ সাদরে
সদানন্দ এ ভারতী
বন্দো সুখানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ
পুরী এ যাদব খ্যাতি।
গোবিন্দ কেশব- পুরী প্রণমিব
বিশ্বেশ্বর পুরী তেন
বন্দো চিদানন্দ অনুভবানন্দ
কর জুড়ি দুই পুন।
প্রেমরস কন্দ প্রবোধ আনন্দ
সুব খতি বন্দো শিরে
কৃষ্ণানন্দ পুরী তবে নমস্করি
কাশীমিশ্র পুরন্দরে।
জগদানন্দেরে বন্দহোঁ সাদরে
আচার্যত পুন পুন
বন্দো নীলাম্বর পণ্ডিতের বর
পণ্ডিত এ সনাতন।
গঙ্গাদাস ভদ্র বাসুদেব ভদ্র
রামভদ্র শির মাঝ
মুকুন্দ ভদ্রেরে বন্দো জুড়ি করে
সদাশিব কবিরাজ।
বন্দো বনমালী কবিরাজ মেলি
সেন শিবানন্দ মৌলি
এ রাম তীর্থেরে বন্দহোঁ সাদরে
অষ্টাঙ্গে লোটাইয়া ধূলি।
বন্দো কুতূহলে এ হরি কাঙ্গালে
শির দিয়া ভূমি তলে
হরি হরি যেই কহরে সদাই
নাহি কালাকালে।
রায় চক্রবর্তী বন্দো লোটি ক্ষিতি
বঙ্গে হএ যার ঘর
অন্তরে চৈতন্য ভাব বিনে অন্য
নাহি যার নিরন্তর।
প্রতাপরুদ্রেরে প্রণমহোঁ শিরে
এ রায় পট্টক সাথ
প্রভু সঙ্গিগণ করহোঁ বন্দন
জোড় করি দুই হাথ।
শ্রীরামদাসেরে বন্দহোঁ সাদরে
অভেদ নিতাই যেই
তাহার চরিত্র অত্যন্ত বিচিত্র
কহিবারে শক্তি নাই।
ভাবের আবেশে স্বভাব বিলসে
ভাইয়া রামকানু বোলে
ধরিল মুরলী কাষ্ঠ করে তুলি
সপ্ত সাঙ্গে যেই তোলে।
পরশি পাবনী করিল অবনী
দুহিতারে দত্তভূতা
যার অবশেষ খাইয়া বিশেষ
বিজন হইল মাতা।
শ্রীসুন্দরানন্দ আনন্দের কন্দ
বন্দো সুন্দর শরীর
মহাভাব ভরে টলমল করে
চরণ না হএ থির।
পুরুষ স্বভাবে প্রকাশ ইভাবে
প্রেমানন্দ কুতূহলে
সুখীলোক স্তম্ভ ফুটায়ে কদম্ব
জামিরের জলে।
পুরুষোত্তমদাস বন্দিবার আশ
সতত প্রেম তরঙ্গী
বন্দো গৌরীদাস পণ্ডিত বিশেষ
কে বুঝয়ে তার ভঙ্গী।
বন্দো ধনঞ্জয় পণ্ডিত নিচয়
কমলাকর পিপিলাই
তবে উদ্ধারণ দত্তেরে বন্দন—
করি করজুড়ি এই।
পুরুষ উত্তম পণ্ডিতে প্রণাম
করি করজোড়হোঁ
বড় বলরামদাসে নম নম
সঙ্গীত কুশল জিহোঁ।
তবে বড়গাছা কৃষ্ণদাসে ইছা
করিয়ে প্রণমিবারে
বিহারী ঘোষেন যারে জগজন
শুনহ পুন সাদরে।

পরম ঈশ্বর- দাসে জুড়ি কর
মহেশ পণ্ডিত মেলে
বন্দো জগদীশ পণ্ডিত বিশেষ
শ্রীনাথ এ সব খেলে।
বন্দো জগন্নাথ সূর্যদাস সাথ
কৃষ্ণদাস সনে পুন
গৌরীদাস ভ্রাতা এই তিন খ্যাতা
জানয়ে মাধবজন।
তবেত গোবিন্দ মাধব আনন্দ
বাসুদেব ঘোষ আর
এ তিন ভাইয়েরে বন্দহোঁ সাদরে
ভূমে লুটে বারেবার।
বৃন্দাবন দাস বন্দো সবিশেষ
শতেক সহস্র বার
হানি কলেবর চৈতন্য মঙ্গল
খড়্গ করি তীক্ষ্ণধার।
গোপাল বসুরে বন্দহোঁ সাদরে
সারঙ্গ ঠাকুর আর
নৃসিংহ চৈতন্য- দাসে করি মান্য
প্রণমহোঁ শতবার।
করি শুদ্ধ মন শ্রীবংশীবদন
বন্দহোঁ লোটি ধরণী
যাহার সঙ্গীত রসে এ জগত
মোহিল সকল পুনি।
পরম আনন্দ অবধূত বন্দ
বন্দো কৃষ্ণতীর্থ আর
অনন্ত পুরীরে পরম সাদরে
বন্দো করি পরিহার।
বলরামদাসে বন্দহোঁ হরিষে
বঙ্গেতে যাহার ঘর
গোকুলানন্দেরে বন্দহোঁ সাদরে
জোড় করি দুই কর।
রূপ সনাতন গোসাঞি চরণ
প্রণমহোঁ বারেবার
শ্রীজীবগোস্বামী প্রণমহোঁ আম্মি
ভ্রাতুষ্পুত্র সে দোঁহার।
কবিচন্দ্র ঠাকুর বন্দো জুড়ি কর
যারে কহি মহাশয়
অন্তর বাহিরে যাহার শরীরে
সদা কৃষ্ণ- ভাবময়।
নাগর যুবাই বন্দহোঁ লুটাই
অভেদ অদ্বৈত যেই
যাহার বৈভব করি অনুভব
অবধি কিছু না পাই।
কামদেব পাদ- পদ্মে করি সাধ
প্রণমিতে জুড়ি কর
শ্রীল নারায়ণ চক্রবর্তী পুন
হয়েন যার কোঙর।
যার অনুক্ষণে কৃষ্ণভাব বিনে
নাহিক কিছুই আর
সদা পুলকিত অশ্রু অবিরত
চক্ষুতে ঝরয়ে যার।
ভাগবতাচার্য বন্দো সাধুবর্য
কর জুড়ি বড় রঙ্গে
সতত বিহার হয়েত যাহার
শ্রীমৎ গোসাঞি সঙ্গে।
বন্দমো আচার্য চক্রপাণি আর্য
কৃপাময় অতি শান্ত
যাহার তনয় দুই মহাশয়
কেশব কমলাকান্ত।
বিষ্ণুদাসাচার্য শ্যামদাস আর্য
বন্দো জুড়ি দুই কর
বন্দহো নন্দনি লোলাই ধরণী
কৃষ্ণভাব নিরন্তর
বন্দো হরিদাস করিয়া বিশ্বাস
পরম সন্তোষ মনে
যাহারে 'জঙ্গলি' এই শব্দ বুলি
ঘোষয়ে সকল জনে।
কতেক আছয় আর মহাশয়
চৈতন্যের পারিষদে
কে করু নির্ণয় যতেক আছয়
একত্রে বন্দিয়ে পদে।
অক্ষরানুরোধে আপনার বোধে
করিল এই গ্রন্থন
বুঝিতে হো নারি অনুভব করি
ছোট বড় কোন্ জন।
অতএব দোষ আম্মার অশেষ
ক্ষেমিবে মাধবজন
অগ্রে বা পশ্চাতে গ্রন্থন ইহাতে
না বুঝি কৈল যেমন।
তাহাতে সবার মহিমা অপার
কহিবারে কেবা পারে
অখিল জনার অগ্রে আগুসার
এ মহি মাঝে সাদরে
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি নাম
ভক্তি সুখে যারা ইথে
গোখুরের জল বাসএ কেবল
বন্দো সে ভকত মাথে।

বৈষ্ণব কৃপায়ে প্রেমধন পায়ে
অশেষ তাপ বিনাশে
এ ব্রজমোহন দাস পুন পুন
প্রণময়ে বহু আশে।

/জন্মপাট নিরূপণ/
শ্রীহরয়ে নমঃ। ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ।
/কানাইগ্রামেতে/

সভাকার জন্মপাট কহি নিরূপণ
দেখিয়া প্রাচীন খত সংক্ষেপে রচন।
শ্রীচৈতন্য পরকাশ নদীয়া এ লিখি
কহিব সেসব তত্ত্ব শাস্ত্র দিয়া সাখী।
অদ্বৈত গোসাঞির জন্মপাট শান্তিপুরে
সভাকার অগ্রে প্রভু পাঠাইল যারে।
নিত্যানন্দের জন্মের পাট শুন সত—
একচাকা খণ্ডপুরেতে সুবিখ্যাত।
গদাধর পণ্ডিতের জন্ম শ্রীহট্টেতে
সেহ দেশে আর যার শুন সমাহিতে।
শ্রীরাম পণ্ডিত শ্রীনিবাস মহামতি
শ্রীচন্দ্র শেখর গুপ্ত মুরারির তথি।
পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি চাটিগ্রামেতে
দত্ত বাসুদেবের পাটহো তথাতে।
হরিদাস ঠাকুরের জন্মপাট বুড়ণতে
পরমানন্দ শ্রীবিষ্ণু পুরীর তীরেতে।
আযুনিয়া দহে শ্রীগদাধর দাস
শিবানন্দ সেন কাচোড়ায়ে পরকাশ।
শ্রীনরহরি দাস শ্রীরঘুনন্দন
এইত দোঁহার জন্মপাট খণ্ডে হন।
রায় রামানন্দের জন্ম দ্রাবিড় দেশেতে
আপনেই গেলা প্রভু যাঁহারে আনিতে।
অভিরাম ঠাকুরের জন্ম নিরূপণ
কেহো নাহি জানে তিহো জন্ম উদাসীন।
সুন্দর হরিদাসের জন্ম মহিশ পুরেতে
সততই ভাবময় ব্রজের লীলাতে।
সদাশিব কবিরাজের জন্ম বোধখানাতে
পুরুষোত্তম দাসের জন্ম তথাতে।
জগদীশ পণ্ডিতের পাট ভেকলিয়া
তবে শুন জন্ম পাট কহি বিবরিয়া।
সনাতন দত্ত আর উদ্ধব দাসের
পরমেশ্বর দাস—খড়দহে এ তিনের।
বলরামদাসের জন্মপাট দোগাছাতে
বদনানন্দের পাট বাগন পাড়াতে।
ফতয়া রাজ্যেতে সনাতন উপনিতি
রূপ গোসাঞির আর জীব মহামতি।
পরমেশ্বর দাসের জন্ম খাঙনিয়া দহে
তথাই মহেশ পণ্ডিতের জন্ম কহে।
শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের বেনডায়
তবে কহি জন্ম পাট যত নদীয়ায়।
জগন্নাথ সূর্যদাস গৌরীদাস নাম
কৃষ্ণদাস চারিভাই নবদ্বীপে ধাম।
সার্বভৌম ভট্টাচার্য জন্মিলা তথাতে
তবেত শুনহ আর যত নদীয়াতে।
নারায়ণী 'আলরাটি' ঘোষণা যাহার
বৃন্দাবনদাস হন যাহার কুমার।
রত্নেশ্বর আচার্য পণ্ডিত গোপীনাথ
দামোদর পণ্ডিত শঙ্কর এক সাথ।
নীলাম্বর চক্রবর্তী মিশ্র নারায়ণ
শ্রীমান পণ্ডিত আর মিশ্র সুদর্শন।
সদাশিব আচার্য আর শ্রীগর্ভ সংগতি
নকুল আচার্য কবিচন্দ্র চক্রবর্তী।
খোলাবেচা শ্রীধরহো শ্রীনিধি আচার্য
গঙ্গাদাস পণ্ডিত বিদ্যাবিদ আচার্য।
বল্লভ আচার্যের আচার্য হলায়ুধ
সনাতন নাম যার সর্ববিদ্যা বুধ।
পুরন্দর আচার্য আর মিশ্র কাশীনাথ
শ্রীচন্দ্র আচার্য দেবানন্দ তার সাথ।
লক্ষ্মণ আচার্য শিবানন্দ চক্রবর্তী
মিশ্র কবিরাজ আর পুরুষোত্তম সংহতি।
জগন্নাথ সেন বৈদ্য বনমালীদাস
মুরারি চৈতন্যদাস এসব প্রকাশ।
নবদ্বীপ মধ্যে মহাপ্রভুর সঙ্গতি
তবেত কহিয়ে আর শুন মহামতি।
কমলাকর পিপিলাই জন্ম চাকদ'তে
তথাই গোবিন্দ ঘোষ ভাইয়ের সাথে।
গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব হন
কনিষ্ঠ রাজীব ঘোষ ভাই চারিজন।
পানিহাটে জন্মপাট শ্রীপুরন্দরের
রাঘব পণ্ডিতের মিশ্র কাশীশ্বরের।
বাসুদেব ভাগদত্ত জনম চৌড়লিয়া
পরমানন্দ গুপ্ত দাস ঈশান বানিয়া।
দ্রাবিড়ে রাঘব ভট্ট রাঘব গোসাঞি
কাশীশ্বর হরিভট্ট প্রকাশ তথাই।
আকাই হাটেতে কানু কৃষ্ণদাস নাম
কৃষ্ণদাসের হো জন্ম বড়গাছি গ্রাম।
জন্মিলা মুদাবাজে কালিয়া কৃষ্ণদাস
মুকুন্দ বালক নাম শ্রীনাথ প্রকাশ।

সুবুদ্ধি খান প্রকাশ গুপ্তপাড়াতে
শ্রীঅনন্ত আচার্য রঘুনাথ তথাতে।
শ্রীকাশীনাথ মধু পণ্ডিতহো আর
তুলসী মিশ্র হোড় মণিগুপ্ত পরচার।
জগদানন্দ পণ্ডিত প্রকাশ বসুধায়
ভাগবত আচার্য পরমানন্দ তায়।
নারায়ণ গুপ্ত বৈশ্য গঙ্গাদাস আর
বুদ্ধিমন্ত খান পানিনালা পরচার।
রঘুনাথ দাস আর জগদীশ দাস
এহো দোঁহে তথাই হইলা পরকাশ।
কুমার ভট্টেতে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী
সঞ্জয় পণ্ডিত শ্রীমানহো তথি ধরি।
উৎকলে জন্মিলা উড়িয়া বলরামদাস
জগন্নাথ দাস তথাতেই পরকাশ।
বিপ্র শ্রীচন্দ্রশেখর বিপ্রদাস আর
ভট্টনায়ক বাণীনাথ হো পরচার।
নরসিংহ দাস আর হরিদাস
বলরাম হাতি হো তথি পরকাশ।
শিশু কৃষ্ণদাস দ্বিজ রামচন্দ্র আর
মাধব নায়ক ভট্ট তথাই প্রচার।
গরুড় আচার্যের জন্মপাট শ্রীকলাএ
কাশীশ্বর বক্রেশ্বর পণ্ডিত তথাএ।
পাহাড়পুরে জনমিলা রামমুকুন্দ
উদ্ধব দত্ত আর জন্ম কৃষ্ণানন্দ।
বুড়ণেতে জনমিলা সারঙ্গ ঠাকুর
উদাসীন ভাব যার মহিমা প্রচুর।
সুগ্রীব মিশ্রের জন্ম ফুলিয়া গ্রামেতে
গোবিন্দানন্দ শিবানন্দ পণ্ডিত হো তাথে।
কাশীশ্বর শিবজীব পণ্ডিত হো আর
তপন আচার্য হয়ে তথাই প্রচার।
কাটিশালীতে পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী
তথাই শ্রীকর মধু পণ্ডিতেরে ধরি।
কংসারি সেন বল্লভ সেন আর
তথাতেই জন্মপাট এ পাঁচজনার।
মুকুন্দ কবিরাজের জন্ম শ্রীখণ্ডেতে
কৃষ্ণের বন্দনা বিনে নাহি যার ওষ্ঠেতে।
গোকুলানন্দ বলরামদাস আর
এ দোঁহে হইলা ঘোড়াঘাটে পরচার।
যশদল গ্রামে জন্ম রাম চক্রবর্তী
বেতড়ি হইল নাম যাহ উতপতি।
রামানন্দ বসু জন্ম কুলিন গ্রামতে
গোপাল বসুর জন্ম হইল তথাতে।
রামচন্দ্র পুরী আর পুরী দামোদর
পরমানন্দ পুরী আর হো ঈশ্বর।
সুখানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ পুরী
গোবিন্দ নৃসিংহানন্দ পুরী নাম ধরি।
কৃষ্ণানন্দপুরী আর পুরী রঘুনাথ
বিশ্বেশ্বর পুরী আর রাঘব বিখ্যাত।
পুরুষোত্তম পুরী আর পুরীহো অনন্ত
হরিহরানন্দ পুরী সর্বগুণ মন্ত।
পুরী বিজনানন্দ সরখণ্ডে উপেন্দ্র আশ্রম
শুদ্ধেশ্বর সরস্বতী তিন এক সম।
অনুভবানন্দ চিদানন্দ সরস্বতী
শ্রীরাম তীর্থ আর কেশব ভারতী।
সত্যানন্দ ভারতী হো তীর্থ জগন্নাথ
নরসিংহ বাসুদেব তীর্থ তার সাথ।
গরুড় পরমানন্দ অবধুত নামে
প্রভু পারিষদ সব সন্ন্যাস আশ্রমে।
জন্মজ উদাসীন সব কেহো কোন দেশী
একত্রে মিলিলা সবে প্রভু সঙ্গে আসি
এ সবের জন্ম পাট নারি কহিবার
সভানের চরণে বহু প্রণাম আমার।
/ইতি সর্বপাট নির্ণয়/

তত্ত্বসাগরে। অতীতে দ্বাপরে ভূয়ঃ, প্রকটোভূত কলির্যদা। সর্বেস্বধর্মহীনাস্তু বভূবস্তে-কলের্গুণাৎ॥ দুরাচাররতাঃ, সর্বে সদাচার বহির্মুখাঃ। হিংসা চৌর্যমৃষাচারৈ র্নরাযান্তিযমালয়ং। স্বাহাভগবান সর্বান্ দেবান্হি সনাতন।

দ্বাপর অতীত যবে কলি প্রবেশিল
সভেই স্বধর্মহীন কলিগুণে হৈল।
দুরাচার বড় সদাচার বিবর্জিত
কৃষ্ণনিন্দা সাধুনিন্দা শাস্ত্র বিরহিত।
হিংসাচৌর্য মৃষাচারে মনুষ্য সকল
যমালয় জয়ী কলি হইল প্রবল।
জানিয়া সকল তবে প্রভু কৃপাবান
দেবগণে ডাকিয়া কহেন ভগবান।

তদ্যথা ভবিষ্যপুরাণে। দিবিজা ভুবিজায়ধাং যায়ধাং ভক্ত রূপিণঃ। কলৌসন্ন্যাসীরূপে ভুবিষ্যামিশচীসুতঃ। মুণ্ডোগৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিহোত্রস্তীর সম্ভবঃ। দয়াত্বঃ কীর্তনারম্ভে ভবিষ্যামি

কলৌযুগে। শঙ্করগ্রাহস্রস্তংহি ভক্তিযোগমহংপুনঃ। কলৌসন্ন্যাসীরূপেণ বিতরামি-চরামিচ। অতএব সহস্রনামি। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চচন্দনাঙ্গদা। সন্ন্যাসকৃৎসমঃ শান্তোনিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।

ভবিষ্যপুরাণ মত কহি নিরূপণ কলিতে সন্ন্যাসীরূপ আমি তাহা পুন
দেবগণে ভগবান কহিল যেমন। প্রকাশ করিবই যে অন্য নাহি শুন।
দিবিজা সকল ভুবি করহ গণন অতএব সহস্র নামেতে সত্য কন
ভক্তরূপ ধরি জীব ত্রাণের কারণ। সুবর্ণ বর্ণ হেমাঙ্গ ইত্যাদি বচন।
কলিতে সন্ন্যাসীরূপ আমিত নিশ্চয় সন্ন্যাকৃত সম শান্ত অনুক্ষণ
শচীসুত হইবই যে নাহিক সংশয়। নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণ তথি পুন কন।
মুণ্ডিত মুণ্ড গৌর সুদীর্ঘ শরীর তবে প্রভু কলিযুগ ধর্মের পালনে
সম্ভবিব ত্রিস্রোতা শ্রীজাহ্নবীর তীর। লোকের চেতন অর্থে প্রকাশ আপনে।
দয়ানুকীর্তনারম্ভে হৈব কলিযুগে কলিযুগ ধর্ম প্রভু জানি সংকীর্তন
তোমরা সভেই আগে চল মহাভাগে। প্রকট হইলা তার বিস্তার কারণ।
শঙ্করঙ্গীল কর্মবিমিশ্র গ্রন্থেতে বেদ পুরাণেতে আছে সর্বত্র প্রমাণ
ভক্তিযোগস্বল্প আছে নামুক্কে লোকেতে। যুগধর্ম প্রকাশে সম্ভবে ভগবান।

তথাচ ভগবদ্গীতা সুভগবদ্বচঃ। যদাযদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

গীতায়েতে ভগবান আপনেই কন দুরাচারী যতেক তবে বিনাশ কারণ।
যবে যবে ধর্মহীন হএত অর্জন। ধর্ম সংস্থাপন অর্থে জানহ যে তুম্হি
অভ্যুত্থান অধর্মের হয়েত যখন যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতরি আম্হি।
আপনেই লীলাদেহ সৃজিয়ে তখন। তাহে কলিযুগ ধর্ম সংকীর্তন মাত্র
সাধু পরিত্রাণ হেতু শুন দিয়া মন তপ যজ্ঞ অন্যার্চনা নাহি কহে শাস্ত্র।

তথাচ শ্রীভাগবতে। একাদশেনরসিদ্ধবচঃ। ধ্যায়ন্কৃতে যজন্যজ্ঞে স্রেতায়াং দ্বাপরের্চয়ন্। যদা প্নোতি-তদাপ্নোতি-কলৌ সংকীর্ত্যকেশবম্

ভাগবতে একাদশে নরসিদ্ধা কন দোয়াপরে অর্চন ধর্মেতে যেই হয়।
সত্যযুগে ধ্যান তপস্যা যে যে বাহন। সেইত সকল ফল এ কলি যুগেতে
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ ধর্মে যেই ফল পায় কৃষ্ণ সংকীর্তনে হয়ে জানহ নিশ্চিতে।

অন্যত্র আদি পুরাণেচ। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

আদি পুরাণেতে অন্যত্রেহ কহে শাস্ত্র এই ধর্ম বিনে আর এ কলি যুগেতে
হরিনাম হরিনাম হরিনাম মাত্র। নাহি নাহি গতি কোনই ধর্মেতে।

পুনশ্চ শ্রীভাগবতে। কলের্দোষনিধেরাজনু নস্তিহ্যেকো মহান গুণঃ। কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরংব্রজেত।

দোষনিধি কলিকাল জানহ নিশ্চয় কৃষ্ণের কীর্তনে লোক বন্দে মুক্ত হৈয়া
ইহাতে হো গুণ এক আছে অতিশয়। পরম পদ পায়ে ভক্তি ধর্ম আশ্র হৈয়া।

অতএব তত্র। কৃতাদিষুপ্রজারাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবং। কলৌখলুভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ।

অতএব কহি সবে শুন দিয়া মন　　হইবেক সত্য সত্য এইত কারণ।
ভাগবতে পরীক্ষিতে শুকদেব কন।　　যুগধর্ম লক্ষ্য করি নিজ ভাবি গণে
সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের প্রজাগণে　　নিজ লীলা প্রকাশিতে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
কলিযুগে জন্মিবারে ইচ্ছা করে মনে।　　স্বয়ং প্রভু অবতীর্ণ হইলা আপনে
কলিতে অনেক লোক কৃষ্ণ পরায়ণ　　ভঙ্গিতে কহিল যুগাবতার কথনে।

তথাচ শ্রীভাগবতে। নবসিদ্ধ জনক সম্বাদে। জনকউবাচ। কস্মিন্‌যুগে-সভগবান্ কিংবর্ণঃ কীদৃশোনৃভিঃ। নাম্নাবাকেনবিধিনা পূজ্যতেতদি হোচ্যতাং। করভাজম উবাচ। কৃতী ত্রেতাদ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ। নানা বর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেষ্যতে। কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুঃ জটিলোবল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজীনোপবীতাঙ্গান্ বিভ্রদ্দণ্ডং কমণ্ডলুং। মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্বৈরাঃ সুহৃদঃসমাঃ। যজন্তে তপসাদেবং শমেনচ দমেন চ। হংসঃ সুপর্ণো-বৈকুণ্ঠোধর্মোযোগে শ্বরোহ মণঃ। ঈশ্বরঃ পুরুষো ব্যক্তঃ পরমাত্মেতিগীয়তে।

ভাগবতে একাদশে নবসিদ্ধা প্রতি　　শিরে জটাধরে পরে বল্কল অম্বর।
জনক রাজন কন শুন মহামতি।　　কৃষ্ণসার চর্মে উপবীত শোভে যার
কোন যুগে ভগবান কোন বর্ণ ধরে।　　দণ্ড কমণ্ডলু করে তপস্বী আকার।
কিবা নামে কি বিধানে লোকে পূজে তারে।　　সত্য যুগে মনুষ্য সকল শান্ত মন
কহ মহাশয় এই সব বিবরণ　　জীবের সুহৃদ সমভাব অনুক্ষণ।
শুনি তাহে কহে কর ভাজন যেজন।　　তপস্যা ধর্মেতে তারে যজে সর্বজন
সত্য ত্রেতা দোয়াপর কলিযুগ আর　　শমদম দিন ক্ষণে শুনহ রাজন।
নানা বর্ণ ধরে প্রভু বিবিধ আকার।　　হংস সুপর্ণ বৈকুণ্ঠ ধর্ম যোগেশ্বর
নানা বিধানেতে তারে পূজে জগজন　　পুরুষ অব্যক্ত সেই অমল ঈশ্বর।
বিবরিয়া কহি শুন সেসব কথন।　　পরমাত্মা বুলি আর এই দশনাম
সত্যযুগে সুবর্ণ শোভে চারি কর　　সত্যযুগে লোকসব গায় অবিরাম।

তত্রৈব

ত্রেতায়াং রক্ত বর্ণোৎসৌ চতর্বাহুস্ত্রিলোচনঃ। হিরণ্য কেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥
তং তদা মনুজ দেবং সর্বদেবময়ং হরিম্। যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্মিণো ব্রহ্মবাদীনঃ।
বিষ্ণুর্যজ্ঞ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্বদেব উরুক্রমঃ। বৃষাকপির্যজন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে॥

ত্রেতায়েতে রক্তবর্ণ সেইত ঈশ্বর　　যজ্ঞধর্মে যজে তারে ব্রহ্মবাদী জন।
চতুর্বাহু ত্রিমেখল পরম সুন্দর।　　বিজ্ঞযজ্ঞ পৃশ্নিগর্ভ সর্বদেব উরুক্রম
সোনার বরণ কেশ শোভা করে শিরে　　বৃষাকপি যজন্ত উরু গায় অষ্ট নাম।
যজ্ঞধর্ম স্থাপিবারে ভ্রুক ভ্রুপ করে।　　ত্রেতাএতে এই সব ঘোষে সর্বজন
সর্বদেবময় হরি জানিয়া কারণ　　দ্বাপর যুগের পুন শুন যেই কন।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভি রঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরূপ লক্ষিত॥
তং তদা পুরুষং মর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্। যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবোনৃপঃ॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তবন্তি পরমেশ্বরম্। নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃনু॥

দোয়াপরে ভগবানে শ্যামবর্ণ ধরে
পিয়ল বরণ বাস নিজ অস্ত্র ধরে।
শ্রীঋ সাদি লক্ষণেতে লখি অনুভবে
মহারাজ রাজেশ্বর জানি সর্বলোকে।
বৈদিকী তান্ত্রিকি মতে তাহার যজন
করয়ে জিজ্ঞাসু সব শুনহ রাজন।
নম নম বাসুদেব নম সংকর্ষণ
প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ ভগবতে নম কন।
এই চারি নাম দোয়াপরে ঘোষে সবে
নানা তন্ত্র মতে তবে কহি শুন তবে।

তত্র। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি সুধেধসঃ।

অস্যার্থঃ কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশে—। কলৌ কৃষ্ণ বর্ণয়তীতি কৃষ্ণবর্ণস্তং কৃষ্ণবর্ণং পুনঃ কিম্বিশিষ্টং ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং কল্পভেদেন বর্ণাবশেষ—ত্বাদ্গৌরমিত্যথঃ।

কলি স্বয়ং ভাবিরূপ হৈয়া আপনেই
কৃষ্ণই বর্ণে নকৃষ্ণবর্ণ কন তেঞি।
প্রেমামৃতাদিতে সেই আছয়ে সাক্ষাতে
কৃষ্ণ কৃষ্ণেন্দ্ররানন্দ ইত্যাদি পয্যতে।
পুন ত্বিষা অকৃষ্ণের অর্থে দেও মন
ত্বিষাপদে কান্তি কহি গৌর সেই হন।
কল্প ভেদে বর্ণ অবশেষ হেতু ধরি
গৌর বিগ্রহ তেঞি শ্রীচৈতন্য হরি।
অঙ্গ উপঅঙ্গ সঙ্গে পারিষদগণ
সঙ্কীর্তন য়ঙ্গে যজে সুমেধ সজন।
ঈশ্বরের চারি বর্ণ যুগ অবতারে
হন এই নিষ্কর্ষ বচন শাস্ত্রে ধরে।

তথাচ শ্রীদশমে। কৃষ্ণনামকরণ প্রসঙ্গে গর্গবাক্যং। আসন বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ॥ শুক্লোরক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

অস্যার্থঃ। বিচার সুধার্ণবে। অনুযুগং প্রতিযুগং তনূর্গৃহ্নতোঽস্য কৃতাদিক্রমেণ অন্যেষু চতুর্ষু যুগেষু শ্বেতরক্তপীতবর্ণাস্ত্রয় আসন্ ইদানীন্তু দ্বাপরে কৃষ্ণতাংগতঃ। তদেব শ্রী একাদশে ব্যক্তমস্তি। কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুরিতি। ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসাবিতি। দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম ইতি। অতএবাবশিষ্টঃ পীতঃ॥

শ্রীদশমে বর্ণ চতুষ্টয় গর্গমুনি।
কৃষ্ণনাম করণতে কহিল বাখানি।
প্রতি যুগে তনু ইহ করেন গ্রহণ
অন্য চতুর্যুগে ছিল তিন বরণ।
শ্বেত রক্ত পীত ক্রমে তিন যুগে কন
কল্পের ভেদে বর্ণভেদ পুন হন।
ইদানী দ্বাপর যুগে কৃষ্ণবর্ণ গত
ইদানী চতুর্যুগে কল্পভেদ মত।
গৃকৃতনু যুগ পদে বর্ণ ভেদ কৃত
সে কথা শ্রীএকাদশে আছয়ে বেকত।
সত্যে শুক্ল ত্রেতা রক্ত শ্যাম দোয়াপরে
অরণিষ্ট পীত তিহোঁ কলি গৌর ধরে।
এই দোয়াপরে যেই কৃষ্ণ অবতার
স্ফুটই প্রমাণ শাস্ত্রে আছয়ে ইহার।

তথাচ মাৎসে নির ব্রহ্ম সম্বাদে। অস্মাৎ রথান্তরাৎ কল্পাৎ ত্রয়োবিংশতিমো যদা। বরাহো ভবিতা কল্পস্তস্য মন্বন্তরে শুভে॥ বৈবস্বতাখ্যে সম্প্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোকধৃক্। দ্বাপরাখ্যং যুগং তস্মিন্ সপ্তবিংশতিমং যদা। তস্যান্তে চ মহালীলা বাসুদেবো জনার্দনঃ॥

বরান্তর কল্প কহি ত্রয়োবিংশতম
বরাহ কল্প এই জানহ সপ্তম।
সপ্তম মন্বন্তরে তাহে বৈবস্বতে
সপ্তবিংশ চৌযুগে দ্বাপর শেষেতে।
মহালীলা কৈল বাসুদেব জনার্দন
তার অপ্রকটে কলিযুগ প্রবেশন।

তথাচ শ্রীভাগবতে—যস্মিন্ কৃষ্ণোদিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি। প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥

ভাগবতে দোয়াদশে কৈল নিরূপণ　　অতএব এই কলি পীতবরণ
যেই দিনে দিবে কৃষ্ণ করিল গমন।　　বর্ণ অবশেষ হেতু হয়ে অন্য নন।
সেই দিনে কলিযুগ করিল প্রবেশ　　তাহার কারণ কহি শুন বিজ্ঞজন
পুরাবিদ জনে এই করিল নির্দেশ।　　কল্পভেদে কোন্ বর্ণ কোন্ যুগে হন।

তদ্‌যথা ব্রাহ্মে পাদ্মে চ। মার্কণ্ডেয়ং প্রতি ভগবদ্ বাক্যং। বনপর্বণিচ যুধিষ্ঠিরং প্রতি মার্কণ্ডেয় বাক্যং। শ্বেতঃ কৃতযুগেবর্ণঃ শ্যামস্ত্রেতাযুগে মম। রক্তো দ্বাপরমাসাদ্য কৃষ্ণঃ কলিযুগে তথা ॥

ব্রাহ্মে পাসে মার্কণ্ডের ঈশ্বর বচন।　　সত্যে শুক্ল ত্রেতা শ্যাম আত্মার বরণ
রণপর্বে যুধিষ্ঠিরে মার্কণ্ডেয় কন।　　রক্ত দ্বাপরে কলি কৃষ্ণবর্ণ হন।

বালরামায়ণে চ। সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগেষু সিতরক্তপীতবর্ণাভঃ। কৃষ্ণঃকিল কলিকালে স এষনারায়ণোজয়তি ॥

বালরামায়ণ বাক্য শুন মহাভাগে　　শুক্ল রক্ত পীতবর্ণ ক্রমে তিন হন
সত্য ত্রেতা দোয়াপর এই তিন যুগে।　　কৃষ্ণবর্ণ কলিযুগে সেই নারায়ণ।

গীতাসারে চ। সত্যশ্বেত হরেবর্ণস্ত্রেতায়াং রক্ত বর্ণকঃ। দ্বাপরে পীতবর্ণশ্চনীলর্বঃ কলৌযুগে।

গীতাসার বাক্য তবে শুন দিয়া মন　　দোয়াপর পীত কলি নীলবর্ণ ক ন
সত্যে শ্বেত ত্রেতা রক্তবর্ণ পুন হন।　　কল্পভেদ বিনে ইহা সম্ভবে কেমন।

কিঞ্চ কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশে। ধদ্বাপরে শ্যাম ·· কলৌ ত্বিষাৎ কৃষ্ণমিত্যস্য স্বামী ব্যাখ্যা ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং তদ সঙ্গতং। যত ইন্দ্রনীল মণিত্বেনাপি শ্যামত্বং বোধয়তি। তদা-বর্ণাবশেষং পীতং যত্তদেব কুতো জ্ঞাতং। অতএব ত্বিষাৎ কৃষ্ণমিতি বচনাৎ কল্পভেদেন অস্মিন্ কলৌ গৌর এব ॥

কিঞ্চ কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশে কন শুন　　ইন্দ্রনীল মণি হেহো শ্যামত্ব বুঝায়ে।
দোয়াপরে শ্যামবর্ণ উক্ত করি পুন।　　তবে বর্ণ অবশেষ পীতবর্ণ যেই
ত্বিষা অকৃষ্ণের ব্যাখ্যা স্বামী যেই কন　　কোন্ যুগে ব্যক্ত তবে হইবেক সেই।
ইন্দ্রনীল মণি হেন উজ্জ্বল বরণ।　　অতএব ত্বিষা অকৃষ্ণ বচনেতে
সে কথা সঙ্গতি নহে বুধ সদাশয়ে　　কল্পভেদে এই কলি গৌর সুনিশ্চিতে।

কিঞ্চকৃষ্ণতত্ত্বপ্রকাশে। তত্র কেচিদ পূর্বজ্ঞানিনস্তং মুচুকুন্দমিতি যদ্বিলপন্তি তদেব ভ্রমঃ। যতো মুচুকুন্দ স্যাপি জন্মনির্ণয়োৎস্তি। তথাচ নারায়ণতত্ত্বামৃতে। ত্রয়োদশ্যাধ্যায়ে। অবতারপ্রসঙ্গে তত্র কৃষ্ণাবতারে নারদং প্রতি সনৎকুমার বচঃ। দত্বাবরং স্তুতিবশান্মুচু-কুন্দায় মাধবঃ। দ্রাবিড়েষু দ্বিজোভূত্বা মম ভক্তো ভবিষ্যতি ॥ তব প্রসাদাদ্বহবস্তরিষ্যন্তি ভবার্ণবম্। গচ্ছত্ব বদরীমূলং মচ্ছাসন পুরস্কৃতঃ ॥

কিঞ্চ শুন কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশেতে কন　　শাস্ত্রতত্ত্ব না বুঝিয়া করয়ে সংশয়।
ভ্রমজ্ঞানে গৌরচন্দ্রে কোন কোন জন।　　সেই মুচুকুন্দের হো জন্ম হৈল যথা
প্রলাপ করিয়া মুচুকুন্দ করি কয়　　শুনহ তাহাত শাস্ত্রে আছে স্ফুট কথা।

নারায়ণ তত্ত্বামৃতে ত্রয়োদশাধ্যায়ে
নারদের প্রতি সনৎকুমার কহয়ে।
মুচুকুন্দ স্তবে বশ হৈয়া ভগবান
দিলেন তাহারে বর প্রভু কৃপাবান।
দ্রাবিড়দেশেতে তুম্মি হইয়া ব্রাহ্মণ
হইবে আমার ভক্ত শুনহ রাজন।
তোহ্মার প্রসাদে বহুতর জীবগণ
তরিবেক ভবনিধি এ সত্য বচন।
বদরি আশ্রমে যাও আহ্মার আজ্ঞায়
মৃগয়া সম্ভব পাপ খণ্ড তপস্যায়।
শ্রীচৈতন্য অবতার গৌড় মণ্ডলে
ত্রিস্রোতা জাহ্নবী তীরে শাস্ত্রে স্ফুট বোলে।

অতএব চৈতন্য তত্ত্বামৃতে। পাষণ্ডাজ্ঞানিনঃ পাপা মূর্খাঃ পণ্ডিত মানিনঃ। দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা প্রমাণানি নমন্যন্তে বিদূষকাঃ। যতোহি পরম ব্রহ্ম দ্বাপরে নন্দমন্দিরে। জ্ঞাত্বাপি বেদ বিদ্বিপ্রা দুষ্প্রজ্ঞাস্তং ন মেনিরে॥

অতএব কহি সভে শুন দিয়া মন
শ্রীচৈতন্য তত্ত্বামৃতে কহিল যেমন।
পাষণ্ডী পাতকী সেই বড়ই অজ্ঞানী
মূর্খ সেই সব মিথ্যা পণ্ডিতাভিমানী।
দেখিয়া শুনিয়া এত প্রমাণ না মানে
বিদূষক গৌরচন্দ্রে অন্যমত জানে।
যুগে যুগেই বঞ্চিত সেই সব জন
তা'র দৃষ্টান্ত কহি শুন দিয়া মন
পরংব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র প্রভু দোয়াপরে
বিহার করিল যবে নন্দের মন্দিরে।
বেদ শাস্ত্র পড়িয়া জানিয়া বিদ্যাভোরে
দুষ্প্রজ্ঞা ব্রাহ্মণসব না মানিল তারে।
যদ্যপি বা পুনরপি কহে কেহো আন
শ্রীচৈতন্য চন্দ্র যদি স্বয়ং ভগবান।
তবে সত্যাদিতে যেন চতুর্ভুজাকার
তেমত স্বরূপ কেনে না দেখি তাহার।
তাহার কারণ কহি শুন বিজ্ঞবর
যেই কথা কহিলেক বিষ্ণু ধর্মোত্তর।

তথাহি। প্রত্যক্ষরূপধৃগ্দেবোন তথা দৃশ্যতে কলৌ। কৃতাদিষ্বেব ত্রিষ্বেষু ত্রিযুগঃ পরিপচ্যতে।

প্রত্যক্ষ স্বরূপেতে প্রভু ভগবানে
কলিযুগে লোক না দেখয়ে বিদ্যমানে।
সত্য ত্রেতা দোয়াপরে এই তিন যুগে
ত্রিযুগ করিয়া তিহোঁ কহে মহাভাগে।

তত্র বিচার সুধার্ণবে। অতএব শ্রীচৈতন্য দেবো যুগানুরূপেণ রূপান্তরেণ ভাবকরূপঃ সংবৃত্তঃ। মুণ্ডো গৌরইতি কলৌ সন্ন্যাসিরূপেণ ইতি যুগানুরূপং তদ্রূপং যো ভজতে স এব যুগধর্মী অপিচ নিজভজনশীলান্ প্রতি তস্য নিজরূপপ্রকাশঃ। অতএব কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণমিত্যুক্তং। তস্য অন্তর্ভাবব্যাখ্যা শ্রীমজ্জয়গোপাল দাস ঠাকুরমুখোদিতেন। কলাবুভয় বর্ণ প্রকাশকত্বাদেবমাহ। কিঞ্চিস্মিন্ কলৌ সার্বভৌমাদীনামনেকেষাং পুরতঃ কৃষ্ণবর্ণঃ প্রকাশিত ইতি প্রসিদ্ধো বচঃ॥

তথি কহি শ্রীবিচার সুধার্ণব মতে
অতএব শ্রীচৈতন্য যুগান্ত রূপেতে।
রূপান্তরে প্রকট হইলা ভাবীরূপ
গোপনীয় করি প্রভু আপনা স্বরূপ।
কপট সন্ন্যাস মণ্ডনাদি যেই এই
যুগ অনুরূপ সেই রূপ ভজে সেই।
যুগধর্মে সেই যুগ-অবতার জানে
নিজরূপ সুপ্রকাশ নিজ ভাবি গণে।
অতএব কৃষ্ণবর্ণ কহি সন্দর্ভেতে
দ্বিষা অকৃষ্ণ পুন কন ভাগবতে।
তার অন্তর্ভাব ব্যাখ্যা শুন দিয়া মন
শ্রীজয়গোপাল দাস ঠাকুর বচন।
কলিতে উভয় বর্ণ প্রকাশ কারণ
কৃষ্ণ বর্ণ কহি কান্তি অকৃষ্ণ কথন।
কিন্তু সার্বভৌম আদি বহু জন তেই
কৃষ্ণবর্ণ প্রকাশ প্রসিদ্ধ আছে এই।

তদ্ভাবে শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর মুখোদিত শ্রীচৈতন্যসহস্রনাম্নি। ইত্থং বিহার কলয়া সততং বিনোদী সন্ন্যাসিবেশমধুরশ্চকিতং কদাচিৎ। প্রেম প্রকাশমধুর স্বপনেনদৃষ্টঃ

শ্রী শ্রী শচীতনয়. এষ কিশোরমূর্তিঃ ।। পশ্যামি কেবলমহং যতিশান্তমূর্তিং চিত্তে পুনঃ স্ফূরতি নাগরনাগরেশঃ। কস্যৈবদামি কিমিবাস্তিনিগূঢ়মত্র চেতঃপ্রমোদ জলধিং মম গাহতে কিম্ ।।

চক্ষুঃ কিমিদানীং লোকাদ্বিপরীত.মব মে জাতম্। চৈতন্যং যতিবেশং পশ্যতি সর্বোৎহমেব নটলীলম্ ।। ন্যাসিবেশোৎপি সৌন্দর্য লীলা মাধুর্যবানয়ম্। আরোহতি মম স্বান্তং কৃষ্ণ এব ন সংশয়ঃ ।। তত্র ।। স নাগরেয়েৎয়ং ছল গৌরকান্তিরিতি। তত্র। শ্রীমজ্জয়কৃষ্ণ দাস ঠাকুরস্য বিচার সুধার্ণবে। ছল গৌরকান্তি যত্তদেব যুগানুরূপত্বাৎ।

তদ্ যথা—প্রত্যক্ষরূপ ধৃগ্‌দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিরিতি বচনাৎ গৌরকান্তি র্ণতু বর্ণঃ। অতএব কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহ কৃষ্ণমিতি বর্ণস্তু শ্যাম এব নিত্যবিগ্রহত্বাৎ। অনাদেয় মহেয়ঞ্চ নিয়তং তৎস্বরূপবৎ। অভৌতিকঞ্চাবিকল্পং নিত্যাকারং তদুচ্যতে। ইতিবচনাৎ। যে নিত্যানিয়তং রূপং ত্যক্ত্বা রূপান্তরং ব্রজেৎ। ভাবকস্য কুতোভাব কুতস্তস্যৈব নিত্যতা। ইতি বচনাচ্চ। কিঞ্চ গৌরকান্তেঃ কারণমাহ স চাপি নিত্যরূপঃ। তদ্‌যথা—পরং ব্রহ্মরূস্য শ্যামবিগ্রহস্য কান্তিঃ স্বর্ণাভাবাত্। স চ গৌরঃ। তথাচ। শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং তপ্তহাঠক বর্চসমিত্যেকাদশে। অতএব পরং ব্রহ্ম প্রকাশত্বাৎ যুগানুরূপত্বাৎ বর্ণাবশেষত্বাৎ স্বশক্ত্যা বর্ণং গোপায়িত্বা নিত্যত্বে কান্তিং প্রকটীকৃতবান্। যতো নিজ শক্তিপ্রভাবেনেতি পাদ্মে। অতএব সনাগরোৎয়ং ছলগৌর কান্তিরিত্যাদিবচনাৎ। নচেৎ পরিচিতিঃ কলৌ প্রকট গৌর গোপীপতি রিতি প্রবোধানন্দ সরস্বতী বচনং। অন্তঃশ্যাম বহির্গৌরমিতি জয়দেব-বচনং।

শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর মুখোদিত
চৈতন্য সহস্র নামে সেরূপ বিদিত।
বিহার কলা যে প্রভু বিনোদ সদায়
সন্ন্যাসীবেশে হো ক্ষণে মধুর দেখায়।
প্রেম প্রকাশ মাধুরীতে দেখি নিতি
শ্রীশচী তনয় এই, কিশোর মূরতি।
দেখিয়ে কেবল অতি সুশান্ত মূরতি
নাগর নাগরে ত্রস্ত চিত্তে স্ফুরে নিতি।
কাহারে কহিব পুন কি নিগূঢ় এহ
প্রমোদ জলধে চিত্ত করে অবগাহ।
চক্ষু কি ইদানী লোক হৈতে বিপরীত
জন্মিল আহ্মার এই বুঝিয়ে নিশ্চিত।
চৈতন্যকে যতিবেশ দেখে সর্বজন
আহ্মি পুন নট নীল দেখি সর্বক্ষণ।
সন্ন্যাসী বেশেহো ইহো সৌন্দর্যমোহন
লীলায়ে মাধুর্যবান প্রভু সর্বক্ষণ।
আহ্মার মনেতে আরোহণ মাত্র হয়
কৃষ্ণ এই-ইথে কিছু নাহিক সংশয়।
স্বরূপ গোপন হেতু সন্ন্যাসী আকৃতি
সেইত নাগর হইছে রে গৌর জুতি।
তথি শ্রীল জয়কৃষ্ণ দাস প্রভু কন
ছল গৌরকান্তি যেই তাহার কারণ।
যুগ অনুরূপ গৌরকান্তি পরচারে
স্বভাব স্বরূপ পুন আছয়ে অন্তরে।
কলিতে প্রত্যক্ষরূপ না দেখি ঈশ্বর
এইত বচনে তবে বুঝহ অন্তর।
কান্তি গৌরবর্ণ পুন বর্ণ সেই নন
অতএব কৃষ্ণবর্ণ দ্বিষাকৃষ্ণ কন।
নিত্য বিগ্রহ হেতু শ্যামল বরণ
নিত্যের লক্ষণ শুন শাস্ত্রে যেই কন।
অগ্রাষ্ট অত্যাক্ষ সেই স্বরূপ নিয়তি
অভৌতিক অবিকল্প হয়ে নিত্যাকৃতি।
নিত্যের নিয়ত যেই স্বরূপ নির্ণয়
সেরূপ ছাড়িয়া যদি অন্যরূপ হয়।
ভাবকের ভাব কোন্ রূপে তবে হৈব
নিত্যের নিত্যত্ব কোন রূপে বা বুঝিব।
কিঞ্চ গৌরকান্তি যেই সেহো নিত্য শুন
পরংব্রহ্ম শ্যাম কান্তি স্বর্ণ আভা হেন।
শ্রীঞ্চ সাঙ্ক ঘন-শ্যাম প্রভা তপ্ত সোনা
একাদশে কৃষ্ণতিরোভাবে এ বর্ণনা।
অতএব কন নরহরি মহামতি
সেইত নাগর ইহোঁ ছলে গৌরজুতি।
সব ধিক ধিক তবে যেই সব জনে
প্রকট গৌর গোপীপতি নাহি জানে।
শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর বচন
অন্তে শ্যাম বাহ্যে গৌর জয়দেব কন।

তথাচ শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে। শ্রীজীব গোস্বামী বচঃ। অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবং কলৌসঙ্কীর্তনাদ্যেষু কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে শুনহ বচন
শ্রীজীব গোস্বামীহ কৈল নিরূপণ।
অন্তরেতে কৃষ্ণ বাহ্যে গৌরবরণ
অঙ্গাদি বৈভব করাইল দরশন।
অঙ্গাদি বৈভব পদে অঙ্গ উপঅঙ্গ
অস্ত্র পারিষদ সব নিত্যগণ সঙ্গ।
কলি সঙ্কীর্তনাদিতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
আশ্রিত এতেকে লোক সব হৈলা ধন্য।

ননু কুত্রাপ্যেবং শ্রূয়তে—। চৈতন্যচরিতামৃতে।

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতি হলাদিনী শক্তিরস্মা—দেকাত্মানাবপিভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং জাতং রাধাদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম্ ॥

তবে যদি পুনরপি কহে কোন জন
চৈতন্য চরিতামৃতে শুনিয়ে এমন।
প্রণয় বিকৃতি শ্রীকৃষ্ণের রাধা হন
আহলাদিনী শক্তি তেহোঁ এইত কারণ।
পূর্বে ভুবিতে যবে কৃষ্ণাবতরণ
দেহ ভেদ হৈয়া দোঁহে কৈল বিলসন।
চৈতন্য প্রকটে দোঁহে একত্ব লভিয়া
জন্মিলা রাধার জুতে সুবলিত হৈয়া।
হেন কৃষ্ণ স্বরূপ চৈতন্যে নমস্করি
এ বাক্যের সন্দর্ভ শুনহ মন করি।

তদর্থে চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। একাত্মানবপিভুবিপুরা দেহভেদংগতৌযৎ। প্রকটা-প্রকটাবাত্র লীলা তদ্বুধ্যতে খলু ॥ একাত্মানাও (একাত্মনস্তু) প্রকটলীলা ভবিত সর্বদা। প্রকটে মানুষী লীলা লোকবচ্চেষ্টিতা খলু ॥

একাত্মায়ে পূর্ব দেহ ভেদ বাক্য যেই
প্রকটাপ্রকট লীলা বুঝিবে যে সেই।
অপ্রকটে একাত্মায়ে লীলা হয়ে শুন
প্রকটে মানুষী লীলা চেষ্টা লোক হেন।

তত্র একাত্মনো যথা ভাগবতামৃতে—। যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদি ভিরন্যাদৃক স ভদেকাত্ম (ভবেদেকাত্ম) রূপকঃ ॥

একাত্মায়ে যে মত শুনহ দিয়া মন
ভাগবতামৃতে সে একাত্ম রূপ কন।
যেইরূপ কৃষ্ণের অভেদ স্বরূপেতে
ভিন্ন ভিন্ন আকারাদি দেখি যে সাক্ষাতে।
একাত্মা স্বরূপ সেই জানহ লক্ষণ
নিত্যলীলা অপ্রকটে হয়ে বিলসন।

মানুষী লীলা যথা—শ্রীভাগবতে—অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥

প্রকটে মানুষী লীলা হয়েত যেমন
ভাগবতে কহিলেন শুন সে কথন।
ভক্ত সভার অনুগ্রহের লাগিয়া
মানুষ দেহকে কৃষ্ণ আশ্রয় করিয়া।
মানুষের হেন ক্রীড়া করেন ঈশ্বর
যাহা শুনি লোক সব যেন তৎপর।
যা শুনি তৎপর হয়ে এইত বচনে
আকাঙ্ক্ষা হইল বুধ বুঝ সাবধানে।
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণ হন যেই
তার নিত্য লীলা পর হয়ে বুলিল এই।
নরাকৃতি পরংব্রহ্ম জানিয়া কারণ
বন্ধু হেন ব্যবহার করে ভাবি জন।

তথাচ। পরিচর্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদেষু চ শেরতে। মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বন্ধুবৎ ॥

পরিচর্য্যা পরায়ণ কোন কোন জন গোবিন্দের মন্দিরে হোঁ করেন শরণ।
মনুষ্যের হেন তারে দেখি নরাকার বন্ধু হেন স্নেহেতে করেন ব্যবহার।

ব্রহ্মসংহিতায়াং "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব—কারণকারণম্ ॥"

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ গুণাগুণ পার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ যাহার।
আদিহো অনাদি গোবিন্দহো তারে কন তিহোঁ এক হন সর্বকারণ কারণ।

অপিচ বিষ্ণু পুরাণে—সত্ত্বাদিয়োন সম্ভীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ॥

সত্ত্বআদি করিয়া প্রাকৃত গুণ যেই ঈশ্বর বিগ্রহে সেই নাহিক কিছুই।
সকল শুদ্ধের পর শুদ্ধ সেই দেহ চিদানন্দ গুণীভূত নির্মল বিগ্রহ।

অপিচবৈষ্ণবতন্ত্রে—অষ্টাদশ মহাদোষৈরহিতা ভগবত্তনুরিতি।

অষ্টাদশ দোষা যথা বিষ্ণুযামলে
মোহস্তন্দদ্রাভ্রমো রুদ্ধরসতা কামডম্বলঃ। লোলতা মদমাৎ সর্যো হিংসা খেদ পরিশ্রমৌ।
আলস্যঞ্চৈব আশঙ্কা আকাঙ্ক্ষা বিশ্ববিভ্রমঃ। বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদেশোদিতাঃ ॥

মোহতন্দ্রাদি অষ্টাদশ দোষ এই ঈশ্বর বিগ্রহে নাহি শুদ্ধ দেহ তেই।

চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। নিজলীলা পৃথক্ তস্যমানুষী চ পৃথক্ পুনঃ। অতো ভাগবতে চোক্ত মেষ ক্রীড়ণ দেহভাক্।

নিজ লীলা পৃথক তবে নিত্যাসহ যেই মানুষী পৃথক কাম করে সহ সেই।
অতএব যা ভাগবতে ব্যাস কন দেহ ধরিয়া কৈল এইত ক্রীড়ন।

অপিচ তন্ত্র। ভুবিপুরেতি বাক্যেন ভুবি মানুষ লীলয়া। দেহ ভেদং গতৌ নিত্যদেহা-বেকাত্মনা খলু।

অবে হো কহিল তায় শুন সাবধানে ভুবিতে পুরা দেহ ভেদ হৈলা এ বচনে।
ভুবিতে মানুষী লীলা যতই করণ নিত্যদেহ একাত্মা স্বরূপ সর্বক্ষণ।

অপিচ তন্ত্র। নিজরূপং পৃথক্ নন্যায়দা চোক্তং তদাকথং। যস্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনং ॥ তথাচ শ্রীভাগবতে দশমে—অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং। যস্মিত্রং পরমাননন্দং পূর্ণংব্রহ্ম সনাতনং ॥

আশ্চর্য ভাগ্য ঘটা পুন পুন কন নন্দ ব্রজবাসী যত গোপ গোপীগণ।
যা সভার মিত্র কৃষ্ণ আনন্দ স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন নরাকৃতি রূপ।

অপিচ তত্র। অনুযাজ্ঞা প্রসঙ্গে
তং ব্রহ্মপরমং সাক্ষাদ্ভগবন্তমধোক্ষজম্। মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞামর্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ॥

অবেহো শুনহ সেই দশম বচন ভগবান অধোক্ষজ শাস্ত্র পরমাণে।
অনুযাজ্ঞা প্রসঙ্গেতে যেই কন। মনুষ্য দৃষ্টিতে তারে দুষপ্রজ্ঞ ব্রাহ্মণে
সেইত পরম ব্রহ্ম সাক্ষাত আপনে না দিলেক অন্ন না মানিলেক গোপজ্ঞানে।

অপিচ তত্র। ব্রহ্মাস্তুতিঃ। তস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোঽপি। নেশেমহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্ম সুখানুভূতেঃ ॥

অবে হো কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন স্বেচ্ছাময় দেহ এই নহে ভূতময়।
ভাগবতে দশমেতে ব্রহ্মা যেই কন। অষ্টাকৃত শরীর এ চিদানন্দ কন্দ
হেদের সাক্ষাত এই শরীর তোহ্মার পরীক্ষিণু মুঞি কি বুলিমু মতিমন্দ।
মহিমা জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার। আত্মসুখে অনুভূত দেহ এ তোহ্মার
মোরে অনুগ্রহ করি হইলা উদয় ইহা আদিস্তর ন করিল ঝরঝার।

অপিচ ভগবদ্ গীতায়াং। ভগবদ্বচঃ। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাব-মজানন্তো মম লোকমহেশ্বমম্ ॥

অবে হো কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন মানুষীতত্ত্ব আশ্রিত করয়ে ভাবনা।
ভগবদ্গীতায়ে প্রভু আপনেই কন। পরংভাব করিয়া আত্মারে নাহি জানে
ভক্ত বিনে আত্মাকে যতেক মূঢ় জনা নবাকৃতি পরংব্রহ্ম পরম ঈশানে।

অপিচ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে। কৃষ্ণস্য ভৌতিকং দেহং যে বদন্ত্যতিমোহিতাঃ। তেষাং দর্শন মাত্রেণ সচেলঃ স্নানমাচরেৎ।

অবে হো কহিয়ে তাহা শুন বিজ্ঞ জন সবস্ত্রে করিব স্নান জ্ঞাতজন যেই।
বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণেতে কহিল যেমন। নিত্যলীলা কৃষ্ণের পৃথক নহে যবে
কৃষ্ণের ভৌতিক দেহ যেইসবে বোলে এ সব বচন তবে কেমতে সম্ভবে।
তার সম মোহিত নাহিক এ ভূতলে। আর হো কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন
সে সব লোকের দরশন মাত্র তেই নিত্য বিগ্রহের শাস্ত্রে কহিল যেমন।

তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়াং—যস্য প্রভা প্রভবতো জগদন্তকোটি কোটিষ্বশেষ বসধা দিবি ভূতি-ভিন্নম্। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥

তত্র কারিকা শ্রীসনাতন দেবস্য ভাগবতামৃতে। নিষ্কলাদি স্বরূপং তদ্ব্রহ্মাণ্ডার্বুদ কোটিষু ॥ বিভূতিভির্ধরাদ্যাভি-ভিন্নং ভেদমুপাগতম্। সদা প্রভাবমুক্তস্য ব্রহ্ম যস্য প্রভাভবেৎ। তং গোবিন্দং ভজামীতি পদ্যস্যার্থস্ফুটীকৃতম।

'যস্য প্রভা প্রভবত ইত্যাদি পদ্যতে' কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বিভূতি ভিন্ন ভিন্ন।
গোস্বামী কারিকা কৈল ভাগবতামৃতে। সদাই প্রভাবযুক্ত প্রভা ব্রহ্ম যার
নিষ্কলাদি স্বরূপ যে ব্রহ্ম তিহোঁ পুন সে গোবিন্দ ভজি এই পরমার্থ শিঙ্গার।

অপিচ শ্রীভাগবতে। ইথং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যাদাস্যংগতানং পরদৈবতেন। মায়াশ্রীতানাং নরদারকেণপুর্ণ্যপুঞ্জাঃ। লার্ধং বিজহ্রুঃ কৃত তত্র ব্যাখ্যা শ্রীমজ্জয় কৃষ্ণদাস ঠাকুরস্য। ইথং অনেন প্রকারেণ কৃতপুণ্য পুঞ্জা যে, তেনসহবিজহ্রুঃ তেন কিম্বিশিষ্টেন সতাং সাধূনাং সম্বন্ধে ব্রহ্ম সুখানুভূত্যা সচিচদানন্দ রূপেণ পরং ব্রহ্মণেতি যাবৎ। মাধুর্য লীলা

প্রকাশ কেনেতি ভাবার্থঃ। অত্র সাধুনামিতি অনেন সখ্য ভবি নামিতি পর্যবসিতার্থঃ। অতএব তদর্থে যন্মিত্রং পরমানন্দমিত্যাদি। সাধুনাং মধ্যে দাস্যং গতানাং দাস্য ভাবিনাং সম্বন্ধেন পরদৈব তেন বাসুদেব রূপেণেতি যাবৎ ঐশ্বর্য লীলা প্রকাশ কেনেতি ভাবার্থঃ। পুনঃকিম্বিশিষ্টেন মায়াশ্রিতানাং সম্বন্ধে নরদারকেন প্রাকৃতভাব প্রকাশকেন মহদংশ যোগাদিতি শেষঃ।

আর হো কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন
ভাগবতে পুনরপি কহিল যেমন।
কৃত পুণ্য পুঞ্জা সব কৃষ্ণের সহিতে
বিহার করেন নিজ নিজ ভাব মতে।
মতের সম্বন্ধে ব্রহ্মসুখ অনুভূত
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ প্রকাশ নিয়ত।
পরংব্রহ্ম স্বরূপ যেইত নরাকৃতি
মাধুর্য লীলাপ্রকাশ ভাবার্থ এ তায়—
এ স্থলেতে সাধু পদে সখ্য ভাবি হন

যন্মিত্রং পরমানন্দ ভাগবতে কন।
সাধু মধ্যে দাস্য ভাবি সম্বন্ধতে কন
বাসুদেব ঐশ্বর্য স্বরূপে প্রকাশন।
মায়াশ্রিত জনে নরদারক প্রকাশ
প্রাকৃতে সে মহদংশ যোগেতে বিনাশ।
অতএব ভুবি পরংব্রহ্ম প্রকাশতে
ত্রিধা লীলা পরকাশ হয়েন ভাবি মতে।
দৈবী মানুষী পরাত্রিধা মত হয়
ঐশ্বর্য মাধুর্য আর প্রাকৃত নির্ণয়।

অতএব তত্ত্বসাগরে। ভাব্যস্য লীলা ভেদেন ভাবোপি ত্রিবিধা ভবেৎ। পরোদেবত্ব মায়ীচ মাধুর্যৈশ্বর্য প্রাকৃতঃ। ততোভাবো ভবেৎ পুংসামাশ্রয়ে চ নিরাশ্রয়ে। স্বার্থেপিকস্য কস্যাপি তত্ত্বত সম্বন্ধরূপতঃ। আশ্রয়ে মিত্রভাবানাং মাধুর্যেঃ সপবেয়তঃ। নিরাশ্রয়ে চ দাসানাং দৈবস্তত্ত্বদ্ গুণাদিকে। স্বার্থে মায়িক কামিনাং প্রাকৃতঃ স চ বুধ্যতে। দণ্ডমানাদিত স্তত্র নরদারক ভাবনাৎ।

অতএব শুন তত্ত্বসাগর বচন
ভাব্যের লীলাভেদে ত্রিধা ভাব হন।
পরভাব দেবভাব মায়িক—এ তিন
মাধুর্য ঐশ্বর্য প্রাকৃত ভিন্ন ভিন।
আশ্রয়েতে নিরাশ্রয়ে সেই ভাব হয়
স্বার্থে কারো সেই সেই সম্বন্ধে জন্মায়।
আশ্রয়েতে সখ্য পরভাব মাধুর্যেত

নিরাশ্রয়ে দাস্য দৈবভাব গুণাদিতে।
স্বার্থে মায়িক কামীর প্রাকৃত লক্ষণ
দণ্ডমান নরদারক ভাবনে।
যদি পুনরপি কেহো এমত কহেন
রসানুমোদন অর্থে সে দেহ ধরেন।
এমত হো নহে নিত্যা রসযুক্ত নিতি।
মহালয়ে তেহো ইহা দেখিলেন শ্রুতি।

তথাচ বৃহদ্বামনে। নিরন্তরং রসোন্মত্তং যত্র গোপী কদম্বকং। তৎকদম্বক-মধ্যস্থং কিশোরা-কৃতিমচ্যুতং ॥

এ কথা বৃহদ্বামনে কন মহালয়ে
রসযুক্ত নিত্যাকৃতি দেখিল তথায়ে।
বৃন্দাবন গোবর্ধন যমুনাদি যত

গোলোক বৈভব কৃতি দেখিল বেকত।
নিরন্তর রসে উনমত গোপীগণ
তার মধ্যে দেখে কৃষ্ণ কিশোর মোহন।

রসামৃতসিন্ধৌ চ। সিদ্ধান্তস্তত্ত্ব ভেদেপি কৃষ্ণ শ্রীশস্বরূপ যো ঃ। রসেনোৎ কৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষারসস্থিতিঃ ॥

রাসমৃতসিন্ধুতে হো কহিল যেমন
সে কথা কহিতে তবে শুন দিয়া মন।
সিদ্ধান্তেতে অভেদ হো যদ্যপি দোঁহাতে

শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীব [শ্রীশ] পড়িএ বাসু
দেবেতে। রসেতে উৎকর্ষ হয়ে কৃষ্ণের জানহ
রসের স্বরূপ হয়ে সেই তার বগ্রহ।

চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। নিত্যপ্রেমরসামোদী নিত্যাভিঃ কৃষ্ণ সর্বদা। শৃঙ্গারাদি গ্রাম্যরসো-মানুষী লীলয়া ভবেৎ। শৃঙ্গার রস এব স্যাৎ কামিনাং যোগমায়য়া। নিত্যানাং কামব-দ্রাগো কামোনৈবাস্য কারণম্॥

নিত্যপ্রেম রসামোদী নিত্যা গোপীসহ কামুকা গোপীর সহ এ যোগ না যায়ে।
সর্বদাই কৃষ্ণচন্দ্র নিশ্চয় জানহ। নিত্যার কামের প্রায় রাগের লক্ষণ
শৃঙ্গারাদি গ্রাম্যরস মানুষী লীলায়ে কাম পুন সে রাগের নহেত কারণ।

যতোভক্তিভাব প্রদীপে। কাম এব সুভোগার্থং তদর্থং প্রেমকথ্যতে ইতি।

সুভোগার্থে ইচ্ছা যেই কাম সেই হন শ্রুতিরসুনিব সেই স্বভাবত হন।
কৃষ্ণের স্বরূপ দেখি কহে শ্রুতিগণ। শ্রুতির যেমত শুন বৃহদ্বামনে
সুভোগার্থ কাম যেন শুন দিয়া মন কৃষ্ণের স্বরূপ দেখি কহে শ্রুতিগণে।

তথাহি। কন্দর্প কোটি লাবণ্যে ত্বয়ি কৃষ্ণে মনাংসিনঃ। কামিনী ভাব মাসাদ্যস্মারক্ষুদ্ধান্য সংশয়ঃ। যথা ছন্দোক বাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজতে রমণংমত্বাচিকীর্ষাহ জনিনস্তথা।

প্রেমরস বিলাস শ্রুতি বা না জানিল তোহ্মার স্বলোকবাসী গোপিকা যেমন
কামরস মানি মোহে প্রার্থনা করিল। কামে মত্ত তোহ্মা ভজি করয়ে রমণ।
কোটি কন্দর্প প্রভু লাবণ্য তোহ্মার আমরা হো এই মত ভজি এই মনে
দেখি কামে চিত্ত ক্ষোভ হইল মো সভার। কামভাবে রমণ করি যে তোহ্মা সনে।

মুনীনাং যযাপাদ্যোত্তরে। পুরামহর্ষয়ঃ সর্বেদত্ত কারণ্য বাসিনঃ। দৃষ্টা রামং হরিংতত্র ভোক্তুমৈচ্ছন স্ববিগ্রহম্॥ তে সর্বে স্ত্রীশ্চমাপন্নাঃ সমস্তুতাশ্চগোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততোমুক্তা ভবার্ণবাৎ।

পূর্বেহ ঋষিসব দণ্ডকঅরণ্যে গোকুলে তাহারা সব স্ত্রীরূপ হৈয়া
রাম দেখি কাম ভোগ ইচ্ছা কৈল মনে। মুক্ত হইলা কামে কৃষ্ণকে পাইয়া।

তত্র কামিনাং যোগমায়য়া যথা। শ্রীভাগবতে /১০/১০/ ভগবানপি তারাত্রীঃ শারদোৎ ফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষ্যরন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়া মুপাশ্রিত। তত্রস্বামী। ননু বিপরীতমিদং। পরদারবিনোদেত্র কন্দর্প জেতৃত্ব প্রতীতেঃ নৈবং যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ আত্মারামোহপ্যরীরমৎ সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত ইত্যাদিষু। স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ।

কামুকার সহযোগে মায়ায়ে যেমন রমিবার তরে হরি মনেত করিয়া।
ভাগবত দশমে রাসেতে তাহা কন। যোগমায়া আশ্রয় করিয়া বিলসিল
পূর্ব আজ্ঞা অনুরূপ সে রাত্রি দেখিয়া প্রতিবিম্বে কামুকার কাম পূর্ণ কৈল।

তথাহি তত্র। কৃত্বাতাবন্তমাত্মানং যাবতীর্ব্র জযোষিতঃ। রে মে সভগবাংস্তাভিরাত্মারামোপি লীলয়া॥

যতেক কামুকা গোপী তত্যূতি করি রমিলেন লীলা করি আত্মারাম হরি।

ক্রমদীপিকায়াং। রাসধ্যানেচ। মণিশঙ্কুগমমপ্য মুনাবপুষা বহুধা বিহির্তঙ্কদিব্যতনুং। সুদৃশামুভয়োঃ। পৃথগন্তরগং দয়িতাগলবন্ধভুজ দ্বিতীয়ং॥

ক্রমদীপিকায় রাস ধ্যানেতে হো ধরি দুই দুই গোপী মাঝে একমূতি সাজে
প্রতিবিম্বে নিজ হেন বহু মূতি করি। রমিলেন দয়িতার গলবন্ধে ভুজে।
মণিকা বেদিকা বেঢ়ি মণ্ডল রচিয়া অতএব সে বেহার ঐশ্বর্য যোগেতে
যতেক কামুকা গোপী তত দেহ হৈয়া। তদ্ভাবে হো প্রমাণ কহিল ভাগবতে।

তথাহি। গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষাঞ্চাপি দেহিনাং। যোন্তশ্চ রতি সোহধ্যক্ষ এষ ক্রীড়ন দেহভাক্॥

গোপীর গোপীপতির সভাকার আর দেহধরি কামুকার সহ এ বিলাস
আত্মারূপ যেই সেই অধ্যক্ষ ইহার। নিত্যার সহিতে স্বয়ং কৈল নিত্যরাস

তদ্যথা। তত্রৈবরাসধ্যানে। ইতি ভিন্নতনুং মণিভিনির্মিতং তপনীয়ময়ৈ রিবমারকতম্। মণিশঙ্কুক মধ্য লসদ্বি পুলারুণ পঙ্কজ মধ্যগতম্॥

এই ভিন্ন তনু কৃষ্ণ গোপী মাঝে রণি তার মধ্যগত বিলসিল স্বয়ং অজে।
মহামরকত বেচি যেন হেমমণি। নিত্যে প্রাকৃতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যাসহ
মণির বেদিকা মাঝে অরুণ-পঙ্কজে সমান বিহার সর্বকালেই জানহ।

তথাচ ব্রহ্মবৈবর্তে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং। নিত্যবৃন্দাবনস্থো সৌভগবান্ কৃষ্ণরূপধৃক্। নিত্যং ক্রীড়তি বিশ্বাত্মা গোপৈগোপীভিরেবচ। নিত্যবৃন্দাবনে যত্তত্তথৈবর্ভবিতাভুবি।

নিত্যাসহ নিত্য যেন তেন প্রাকৃততে নিত্য বৃন্দাবনে যেন ভুবি হৈল তেন
তদ্ভাবের প্রমাণ কন ব্রহ্ম বৈবর্ততে। ভবিষ্যে কহিল ব্রহ্মা নারদেরে শুন।
নিত্য বৃন্দাবনে কৃষ্ণ নিত্য স্বরূপেতে কামাতীত রস সেই প্রেম বিলসন
বিহার করেন গোপগোপীর সহিতে। কৃষ্ণোপনিষদেতে করিল নিরূপণ।

তথাহি। নানারঙ্গ রসোপেতং কামাতীতং রসাচ্যুতমিতি।

নানারঙ্গ রসেতে উপেন্দ্র কৃষ্ণ হন নিত্যার কামের প্রায় রাগ যেন রীত
কামাতীত রস সেই প্রেম বিলসন। তন্ত্রভক্ত শুনরূপ দেব উদ্ধারিত।

তথাহি। প্রেমৈব গোপ রামাপাং কামইত্যগমৎ প্রথা। ইতি।

গোপিকা সভার যেই প্রেম বিলসন নিত্য বিদগধি বিলক্ষণ কাম সেই
প্রথা করিয়া তারে কাম করি কন। স্বেচ্ছায়ে রমেণ কৃষ্ণ জানহ যেই।

তস্যাৎ সাধুক্তং ভক্তিভাবপ্রদীপে—জারত্বঞ্চ পতিত্বঞ্চ রাগোহয়মুভয়োঃপরঃ। অতস্তত্রতু বন্ধ্যন্তে লক্ষণানিদ্বয়োরিব॥

ভক্তিভাব প্রদীপেতে সাধু তেঞি কন অন্তরে পতিবত্তন্য স্নেহ সদা পুন
জারত্ব পতিত্ব পর এই রাগ হন। বাহ্যে লোক রঞ্জনার্থে জার ভাব হেন।
এতেকেই সে দুই-এ বহেন ই লক্ষণ কামগন্ধ নিত্যার নাহিক কদাচন
এইত রাগের কহি জানহ কারণ। সতত তা সভার প্রেম আস্বাদন।

অতএব আদি সংহিতায়াং। সুধাসারং তোয়ংস্থলম মলচিন্তামণিময়ং স্ফূরন্মল্লীবল্লীকুলকলিত কল্পদ্রুমলতা। সদাতত্র প্রেমোদ্ভবতি পরমানন্দ লহরী নবীনাক্ষ্যঙ্গানাং তদপিরমাস্বাদ্য-মিতি চ। অস্যার্থঃ।

সেই বৃন্দাবনে হয়ে সুধাসার জল কল্পদ্রুম বেড়ি কল্পলতা সে অতুল।
অতি সুনির্মল চিন্তামণিময় স্থল। সদা তথি প্রেমে উঠে আনন্দ লহরী
স্ফুটিত মল্লিকা জাতী নানা বর্ণ ফুল নবীনাঙ্গা গোপিকা সে আস্বাদন করি।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে। লীলাসহস্র নাম্নি চ। বন শয্যাশয়ে রাধা প্রেমসংলাপ নিরতা ইতি। বৃহদ্বামনে। নিরপেক্ষা নিরাহারানির্গুণা গুণশালিণী। সপ্রেমা সানুরাগাতে গোপীভাবঃ সউচ্যতে।।

বনশয্যাশয়ে রাধা প্রেম আলাপনে নিরপেক্ষা নিরাহারা নিত্যা-গোপীগণ
আনন্দ তরঙ্গ সদা গোবিন্দের সনে। নির্গুণ হো নিত্য গুণ যুক্তা হন পুন
বৃহদ্বামন পুরাণেতে পুন কন প্রেম অনুরাগ সহ গোপীভাব কন।

আদি পুরাণে চ। নতপোভির্ণ বেদৈশ্চ নাচারৈর্ণচ বিদ্যয়া। বশোহস্মি কেবলং প্রেম্না প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ।।

আদি পুরাণেতে আপনেই কন প্রভু কেবল প্রেমেতে বশ আছিত নিশ্চিত
তপে বেদে আচারি নহি সে বশ কভু। তাহা যে প্রমাণ গোপীভক্ততে বিদিত।

অতএবান্যত্র। কমলনয়ন লীলালোকনাপ্যায়িতানাং ব্রজপুর বণিতানাং প্রেমরাগ স্বভাবান্। কথযিত্তংসুরলোক শ্রোত্তমাঙ্গং ধুনীতেম মতুমতমূর্ষাং তত্ত্ববেত্তা কদাচিত।।

কৃষ্ণলীলা আলোকনে সদাস্নিগ্ধ ভাব তথি মধ্যে তত্ত্ববেত্তা কেহো কেহো হয়ে।
ব্রজরমণীর প্রেম রাগের স্বভাব। চিত্তের বিকার সেই প্রেম রস হন
কহিতে অনেক লোক মস্তক লাড়য়ে নারদ সঙ্গীতসার সংহিতা যে কন।

তথাহি। চিদানন্দ রসোল্লাস নিদানং শ্যামসুন্দরং। বন্দে গোপাঙ্গনাপাঙ্গভঙ্গী রঙ্গী কৃতংমহঃ।।

চিত্তরস আনন্দ উল্লাস বৃয়ে এহ সানন্দে বন্দী যেহেন নাগর কিশোরে
দোহান নিদান শ্যামসুন্দর বিগ্রহ। গোপীর অপাঙ্গে ভঙ্গি রঙ্গ যেই করে।

অতএব গোবিন্দ বৃন্দাবনে বলরামং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং। ভূতস্বরূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা। প্রকৃতেঃ পর এবাহং সাপি চিচ্ছক্তি রূপিণী।

অতএব গোবিন্দ বৃন্দাবনে শুনি রাধিকা আমার প্রিয়া চিচ্ছক্তি রূপিণী।
বলরাম প্রতি কৃষ্ণ কহিল আপুনি। অতএব চিত রসময়ী তিহোঁ হন
প্রকৃতের পর আমি চিদানন্দে গুণি রসবতী করিয়া তাহারে তিহোঁ কন।

সত্র বাদ্যং পরোরসঃ। তথাচ গৌতমীয়ে। শ্যাম এব পরং রূপং বনং বৃন্দাবনং পরং। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্যএব পরোরসঃ।।

সেই প্রেমরস আদ্য পররস হয়
গৌতমীয় তন্ত্রে কন করিয়া নির্ণয়।
সকল রূপের পর শ্যামরূপ হন
সকল বনের পর বৃন্দাবন বন।
সর্ব বয়সের পর কিশোর মোহন
সর্বরস পর আদি প্রেম রস কন।
আদি শৃঙ্গার রস তবে যেই কন
সৃষ্টি আদি শৃঙ্গার সে গ্রাম্য রস হন।

ব্যবায়োগ্রাম্য ধর্মশ্চ রতি র্নিধুবনঞ্চ সঃ। ইত্যমরঃ।

ব্যবায় গ্রাম্য ধর্মরতি নিধুবন
শৃঙ্গার পর্যায় এ অমরতে কন।

অতএব চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। যথাদিপুরুষঃ কৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পর এবহি। তথাচাদিরসঃ প্রেম শৃঙ্গারাদ্য ত্রচৈবহি॥

আদি পুরুষ কৃষ্ণ হয়েন যেমন
প্রকৃতের পর তিহোঁ শাস্ত্র নিরূপণ।
তেন আদি প্রেমরস চিদ্রূপ এ হন
শৃঙ্গার আদি রস এ স্থলেতে নন।

তথাচ কৃষ্ণোপনিষদি। নানারঙ্গরসোপেতং কামাতীতং রসাচ্যুতং নানারূপং স্বরূপঞ্চ নানা প্রণয় বর্জিতং। এবমাদি রসোপেতং কৃষ্ণধামস্ত নাময়মিতি॥

কৃষোপনিষদেতে করিল নিরূপণ
নানারঙ্গ রসেতে রসিক কৃষ্ণ হন।
কামাতীত রস সেই প্রেম তার নাম
সেই আদি রসেতে উপেত কৃষ্ণ ধাম।
পূর্বের রহস্য এই কহিল নির্ণয়
তবেত কহিয়ে এযে শুন সদাশয়।
রাধাকৃষ্ণ এক হৈয়া রাধা জুতিযুত (দ্যুতিযুত)
চৈতন্য প্রকট তাহা শুনহ যে মত।
ইহার হো দ্বিবিধ প্রকাশ এই জান
রাধা নহ অপ্রকটে বাহ্য ঐক্য হেন।

তদর্থে চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। হরেরর্ধতনূ রাধাতত্র, রাধাভিধামম্। ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যেন রাধাকৃষ্ণৈকতাধ্রুবং। কৃষ্ণক্রোড়ে সদারাধাহ্যঙ্গাঙ্গা বচসর্বদা। তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তংহি প্রোক্ত-মেকাত্ম রূপতঃ॥

কৃষ্ণ অর্ধতনু রাধা শাস্ত্রে এই কন
আত্মা যে অভেদ রাধা কৃষ্ণের বচন।
ইহাদি শাস্ত্র বাক্য বুঝ বিজ্ঞজন
একাত্ম স্বরূপ রাধাকৃষ্ণ দুই হন।
দোঁহে এক বিগ্রহ হইলা তেঞি কন
একাত্ম অদ্বৈতবাদ এইত কারণ।

অতএব ব্রহ্মসংহিতায়াং। যঃ কৃষ্ণ সাপি রাধা চ যা রাধা কৃষ্ণ এব সঃ॥ অনয়োরন্ত রাদর্শী সংসারান্ন বিমুচ্যতে॥

যেই কৃষ্ণ সেই রাধা এইত জানহ
যেই রাধা সেই কৃষ্ণ অভেদ বিগ্রহ।
সে দোহাতে অন্তর দেখয়ে যেইজন
সংসার হইতে তার নাহিক মোচন।

নারদ পঞ্চরাত্রে। হেররর্ধতনু রাধা ইতি।

শ্রীকৃষ্ণের অর্ধতনু রাধা বিনোদিনী
অভেদ স্বরূপ হেতু পঞ্চরাত্রে শুনি।

আদি পুরাণে। শ্রীকৃষ্ণ বচঃ। ত্রৈলোক্য পৃথিবী ধন্যা তত্র বৃন্দাবনংপুরী তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থতত্র রাধাভিধামম॥

আদি পুরাণেতে প্রভু অর্জুনেরে কন তথিহো গোপিকা পার্থ শ্রেষ্ঠ সভাকার
ত্রৈলোক্য পৃথিবী ধন্যা তত্র বৃন্দাবন। তাহা যে রাধিকা নাম অভেদ আত্মার।

পাদ্মোত্তরে। কার্তিক মাহাত্ম্যে। যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব গোপীষু সৈবৈকাবিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা ॥

পাদ্মোত্তরে কার্তিক মাহাত্ম্য কন পুন সকল গোপীতে তিহোঁ এক শ্রেষ্ঠ পুনি
কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা যেন ভানকুণ্ড তেন। অত্যন্ত কৃষ্ণবল্লভা সর্বত্র বাখানি।

পুনঃ শ্রীচৈতন্য তত্ত্বামৃতে। দ্বিষাগৌরেণত দেহ কান্তিংহি প্রকটীকৃতং। জাতং রাধা-দ্যুতি সুবলিতং সন্দর্ভেণোক্তমেব তত্ ॥

দ্বিষাগৌরে রাধা দেহকান্তি প্রকটিল রায় কহে পহিলে দেখিল ন্যাসিরূপ
রাধা দ্যুতি সুবলিত জন্য তেঞি বুলিল। এবে দেখি গোপবেশ শ্যামল স্বরূপ।
লৌমি কৃষ্ণ স্বরূপ কহিল পুন যেই তোহ্মার কোলেতে রাধা কাঞ্চন প্রতিমা
অন্তে কৃষ্ণ বাহ্যে গৌর অর্থে বাক্য সেই। তার কান্ধে ঢাকা তুয়া স্বরূপ গরিমা।
অন্তরে বরণ ভিন্ন বাহিরে গৌর চিহ্ন পুন দোহে একই স্বরূপ হৈলা যেই
[রাধাকান্তি বিরাজে।] অন্তে কৃষ্ণ বাহ্যে গৌর জান হয়ে সেই।
এই পদ চৈতন্য ভাবগতে শুনি জীব গোস্বামীর পূর্বে বচন প্রমাণে
দাস বৃন্দাবন দীর্ঘ ছন্দেত বাখানি। অন্তঃকৃষ্ণঃ বহিঃ গৌর আছে বিদ্যমানে।
অতএব চৈতন্য চরিতামৃতে[১] শুনি অতএব কৃষ্ণ ক্রোড়ে রাধা সর্বক্ষণ
রায় দেখে রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন দুই পুনি। নিত্যরূপ বিকল্প না হয়ে কদাচন।

অন্যথা চৈতন্য চরিতামৃতে[১]। তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তংহি চৈতন্যাখ্যং যদাতদা। রাধাকৃষ্ণার্চনং-নস্যাৎ। পৃথগ্ জ্ঞানাদিনা কলৌ ॥ যতঃ, পৃথগবয়বোযস্য সাধকেন দৃশ্যতে। নতস্যাস্তি পৃথক্ পূজাঅদৃশ্যে ভাবনাকুতঃ।

অন্যথা যেমত তাহা শুন দিয়া মন পৃথক অর্চন নহে বুঝ মহাভাগে।
শ্রীচৈতন্য তত্ত্বামৃতে কৈল নিরূপণ। তাহার কারণ কহি শুন সমাহিতে
রাধিকা কৃষ্ণ চন্দ্রে ঐক্য হৈয়া যবে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি না দেখিল সাধকেতে।
একদেহ চৈতন্য প্রকট হৈলা এবে। পৃথক অর্চন তবে কেন মতে হয়
পৃথক ধ্যান আদিতে তবে কলিযুগে গ্রহণ্যে ভাবনা নাহি বুঝ সদাশয়।

যতো বিষ্ণুপুরাণে। নাগপত্নীবচঃ। হৃদিসঙ্কল্প্যযদ্রূপং ধ্যানেনার্চন্তি যোগিনঃ। ভাব পুষ্পাদিভির্গাথ সোহচর্চ্যতে বা কথং ময়া ॥

এই অর্থে শুন বিষ্ণু পুরাণ বচন মহাযোগিগণে পূজে ভাবপুষ্প দিয়া।
পরংব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্রে নাগপত্নী কন। সেরূপ কেমতে প্রভু অচিব তোহ্মার
তোহ্মার যেরূপ প্রভু হৃদয়ে কল্পিয়া কীট জাতি ভাবলেশ নাহি মো সভার।

অপিচ চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। রাধেকৃষেতি বা নাম পৃথগুচ্চারণাদিভিন্নং নহি। নভবেদ্রাস-লীলা দৌতত্ব যোর্ভাব মোদনং। যৎসাক্ষাৎকারং বিনাভাব সুগমভ্যুদয়ং কথং। গীতোদ্গিষ্টন্ত যদ্বস্তু ভাবস্তদ্ব্যক্তি সম্ভবঃ ॥

১ লিপিকর প্রমাদ : চৈতন্যতত্ত্বামৃত।

রাধেকৃষ্ণ নাম বা পৃথগুচ্চারণ তাহার কারণ কহি শুন বিজ্ঞজন।
রাসাদিতে পৃথক ভাবের আমোদন। সাক্ষাৎকার বিনে ভাব সুখ নাহি হন
পৃথকভাব নহিলে এ সম্ভবে কেমন গীতোক্তিষ্ট বস্তু প্রকাশভাব কন।

অপিচ ব্রহ্ম সংহিতায়াং। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচানন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি। যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণ স্বরূপং গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি।। অর্থস্যার্থঃ।

প্রেমাঞ্জন নির্মলতে ভক্তি বিলোচনে যদি বোল দোয়াপরে যত লীলা কৈল
হৃদয়ে হো সন্ত সব দেখে অনুক্ষণে। দোহে এক হৈয়া ভাবে তাহা প্রকাশিল।
যে শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণ অচিন্ত্য স্বরূপ দ্বাপরের লীলাসত্য গ্রহণ করিবে
ব্রহ্ম সংহিতায়ে ব্রহ্মা কহিল স্বরূপ। চৈতন্যে বিশ্বাস পুন কিরূপে বুঝিবে।
এতেকে চরিতামৃতে[১] বুলিল সাধুবাণী সর্বকাল হো দ্বিভাব কিরূপে বা হয়
রায় দেখে রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন দুই পুনি। রূপের নানাত্ব হৈলে বুঝ সদাশয়।

অপিচ চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। ক্বচিদ্ভেদং ক্বচিচ্চৈক্যং বিকল্পংহি ভবেদ্‌যদা। তদাতস্য বিগ্রহস্য নিত্যত্বং বুধ্যতে কুতঃ। অনাদেয়মহেয়ঞ্চ প্রাগুক্তং নিত্যলক্ষণং। যো নিত্যো-নিয়তং তিষ্ঠেদতো যোহন্যঃ স এব সঃ। অন্তকৃষ্ণং বহির্গৌরং ভূত্বা প্রকটলীলয়া।

অন্তরে স্বসুখামোদী ভাবরিত সদা। যে নিত্যনিয়ত রয় ইত্যাদি হো কন
আর হো কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন অতএব যার যে স্বরূপ তেন রন।
শ্রীচৈতন্যতত্ত্বামৃতে কহিল যেমন। অন্তরেতে কৃষ্ণ নিজ রূপ পরকাশ
অবিকল্প বস্তু যারে পুরাণেতে কন প্রকট লীলায়ে গৌর বাহ্যে বিলাস।
কভো ঐক্য কভো ভেদভাব যদি হন। অন্তরে স্বসুখামোদী প্রভু সর্বদায়ে
দোহ বিকল্প হৈলে নিত্যের নিত্যতা প্রকটে ভাবিব হেন ভাব বিলসয়ে।
বিচারিয়া দেখ বিজ্ঞ সেবার হে কথা। তবে তত্ত্ব শুন সঙ্গে উপাঙ্গ বাক্যের
অগ্রষ্টে অত্যারূপ যেই যেই হন রাগাঙ্গনয়াঙ্গ গোপগোপী শ্রীকৃষ্ণের।
নিত্য দেহ সেই পূর্বে কহিল লক্ষণ।

তথাচ আদি সংহিতায়াং। গোলোক বর্ণনে। প্রেমানন্দময়া গোপী নানা বর্ণলয়াঙ্গকাঃ। ইতি। তত্র। তত্রানন্দময়োরামঃ ক্রীড়ানন্দ বিলাসবান্। পরমানন্দ সন্তোষদায়কঃ শুক্ল বিগ্রহঃ।

গোলক বর্ণনে কন আদি সংহিতায়ে প্রধান আনন্দ মূর্তি বলাই জানহ
প্রেমানন্দময় গোপ নয়াঙ্গ তথায়ে। পরমান্দ দায়ক শুক্ল বিগ্রহ।

কৃষ্ণোপনিষদি। গোলোকবর্ণনে। তস্যাগ্রে ভগবান্রামঃ আসীনঃ সমআসনে। নিত্যযৌবন সংযুক্তো নয়নানন্দ বিগ্রহঃ।।

কৃষ্ণোপনিষদে কন গোলোক বর্ণনে নিত্যযৌবন সংযুক্ত বয়স কিশোর
কৃষ্ণের সংমুখে রাম বন সমাসনে। নয়নানন্দ বিগ্রহ শুক্ল কলেবর।

অতএব পাদ্মোত্তরে। যোবৈকৃষ্ণঃ সবৈরামোযোরামঃ কৃষ্ণ এব সং। যবয়োর্নান্তরং মেহস্তি প্রসীদ ত্বং জগন্ময়।। হরিবংশে চ। শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং। অহং যঃস্ত্বস ভবানেব যস্তং সোহহং সনাতনঃ। দ্বাবেববিহতৌ হ্যাধামেকদেহেন হাবনৌ।

১ তত্ত্বামৃত।

যেই কৃষ্ণ সেই রাম পাদ্মের বচন
আম্হি তুম্হি এক হরি বংশে কৃষ্ণ কন।
অভেদ আনন্দ অঙ্গ প্রধান হে কন
সভাকার শ্রেষ্ঠ প্রভু বলরাম হন।

কিঞ্চ চতুর্থ হতে যেই সঙ্কষণ
এই শ্রীবলরামের অংশ তিহোঁ হন।
তার অংশ অনন্ত শুনহ মতিমান
ভাগবত দশমে শুনহ সে প্রমাণ।

তথাহি। তদ্ভাবে বলরামং প্রতি দুর্যোধনবচঃ। যস্যাংশাংশেন বিধৃতা জগতীজগতঃ প্রভো। ইতি।

সেই ভাবে বলরামে দুর্যোধন বাণী
যাহার অংশের অংশে ধরিল মেদিনী।
অন্যথা যখন বাসুদেব দ্বারকায়ে
সংকর্ষণ প্রদ্যুম্নানি রুদ্ধ চতুষ্টয়ে।

তখনে শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণের সঙ্গতি
মাধুর্য স্বরূপে শ্রীবলরাম স্থিতি।
ইহার প্রমাণ আম্হি করিব পশ্চাতে
বৎসর শতাব্দী আদি-ইত্যাদি পদ্মাতে।

পুনঃচৈতন্যতত্ত্বামৃতে। নয়াঙ্গশ্রেষ্ঠ রামোহি নিত্যানন্দঃ স এব চ। বাহ্যরক্ত গৌর এবা প্রকটে শুক্ল বিগ্রহঃ। অঙ্গোপাঙ্গাশ্চ গোপালৈদ্বার্দ শাদ্যৈশ্চ বৈকলৌ। প্রকটাপ্রকটৈনৈব সর্বমোদন্তি নান্যথা ॥

নয়াঙ্গের শ্রেষ্ঠ যেই প্রভু বলরাম
তিহোঁ ই কলিতে এবে নিত্যানন্দ নাম।
প্রকট আরক্ত দেহ অন্তে শুক্ল দেহ

চৈতন্যের অঙ্গরূপ এইত জানহ।
দ্বাদশ গোপাল আদি উপঅঙ্গ আর
রামাই সুন্দর আদি কলিতে প্রচার।

তদাগোপিকা রাগাঙ্গয়থা। আদি সংহিতায়াং গোলোক বর্ণনে। প্রেমরাগময়া গোপ্যস্তত্র রাগাঙ্গ সঙ্জকাঃ। ইতি।

আদি সংহিতা যে কন গোলোক বর্ণনে
প্রেমরাগময় গোপী রাগাঙ্গ সে স্থানে।
রস রাগ জানহ অভেদ এ জানহ কারণ

রসরতি করি তেঞি গোপীসবে কন।
চিত্ত স্বরূপ রস সেই শাস্ত্র নিরূপণ
চিদঙ্গ গোপিকা স্ত্রী আকার তে কারণ।

তথাচ নারদোক্ত সংগীতসার সংহিতায়াং। চিদানন্দ রসোল্লাস নিদানং শ্যামসুন্দরং। বন্দে গোপাঙ্গনা পাঙ্গ ভঙ্গী রঙ্গীকৃতংমহঃ।

রসরূপচিত হয়ে আনন্দ উল্লাস
দোঁহার নিদান শ্যামসুন্দর প্রকাশ।

পূর্বে লিখিআছি আনন্দাঙ্গ গোপ সখা
চিদঙ্গ গোপিণী তাহে প্রধান রাধিকা।

তদর্ধেপাদ্মে।----ঋতম্বরূপিণী সা চ রাধিকা মম বল্লভা। প্রকৃতেঃ পর এবাহং সা পি চিচ্ছক্তিরূপিনী।

প্রকৃতের পর আম্হি চিদানন্দেগুণা
রাধিকা আম্হার প্রিয়া চিচ্ছক্তি রূপিণী।

তাহাতে প্রধান রাধা গোপী শিরোমণি।
তাহার প্রমাণ কহি শুন বিজ্ঞ পুনি।

তথাচ বৃহদ্গোতমীয়ে। দেবীকৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পর দেবতা। সর্বলক্ষ্মীময়ী স্বর্ণ-কান্তি সংমোহিনী পরা ॥ দেবীকৃষ্ণ পাদ্মোত্তর খণ্ডবাণী। তস্যাঃ কুণ্ড প্রসঙ্গে। যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুন্তং প্রিয়ং তথা। সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা ॥

রাধাকুণ্ড প্রসঙ্গেতে কহিলেন শুন
কৃষ্ণ প্রিয়া রাধা যেন ভাব কুণ্ড তেন।
সকল গোপীতে তেহোঁ এক শ্রেষ্ঠা হন
অত্যন্ত কৃষ্ণবল্লভা সর্বত্রেই কন।
রাগাঙ্গ প্রধান রাধা অপ্রকটে এবে
প্রত্যঙ্গেতে তেন অপ্রকটে গোপী সবে।
রাধিকা রহস্য অভেদাঙ্গ নিরূপণে
পূর্বেই কহিয়াছি যে শাস্ত্র পরমাণে।
এবে গদাধরাদিতে রাধিকাদি ভাব
প্রকাশ করিল গুপ্ত করিয়া স্বভাব।
কৃষ্ণের প্রকাশ যেন গোপগোপী তেন
চৈতন্য প্রকটে এই সত্য করি জান
অন্যথা সঙ্গতি নহে পুরাণ বচন
শুন কৃষ্ণ যা মনেতে কহিল যেমন।

তথাহি। যত্রৈব ভগবান্ কৃষ্ণস্তত্র বৃন্দাবনং বনং। তত্রৈব রাধিকা নিত্যাভদ্রাদেবী চ তত্রবৈ। তত্রৈব বলরামস্তু গোপা গো প্যাবরাঙ্গানাঃ॥

যেইখানে কৃষ্ণ সেইখানে বৃন্দাবন
তথাহি রাধিকা নিত্যা ভদ্রাদেবী কন।
সেইখানে বলরাম গোপগোপীগণ
এবে হো প্রকাশ সব অপ্রকটে রন।

অতএব ভাগবতামৃতে। তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে। সহৈবস্বৈঃ পরীবারে-র্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ। কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যাশক্তিরেবসা। তেষাংপরিক রাণাঞ্চতং তং ভাবং বিভাবয়েৎ॥ প্রপঞ্চ গোচরত্বেন সা লীলা প্রকটাস্মৃতা। অন্যাস্তু প্রকটাভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ॥ তত্র প্রকট লীলায়াং স্যাতামেবং গমাগমৌ। গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারঃকায়াঞ্চ শাঙ্গিণঃ। যাস্তত্র লীলাপ্রকটাস্তু তত্র তত্রৈব সন্তিতাঃ॥

অতএব ভাগবতামৃতে পুন কন
স্বয়ং পৃথিবীতে প্রকাশিত যবে হন।
আপনার পরিবার সহিতে জন্মাদি
করেন শ্রীকৃষ্ণ এই শাস্ত্রে কন বিধি।
কৃষ্ণভাব অনুসারে লীলাশক্তি সেই
তার সঙ্গীর হো ভাব ভাবিব তেনই।
প্রপঞ্চ গোচর লীলা যেইত করণ।
প্রকট মানুষী লীলা তাহারেই কন।
অন্য প্রকট লীলা যেইত করণ
প্রপঞ্চের অগোচর সেই লীলা হন।
প্রকট লীলায়ে তাহা গমাগম হয়
গোকুল মথুরা দ্বারকা যে সুনিশ্চয়।
অপ্রকট নিত্য লীলা যেইত করণ
সেই সেই স্থানে আছেন সর্বক্ষণ।

তদ্ভাবেস্কান্দে। মথুরাখণ্ডে যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদ বাক্যং। বৎসৈর্বৎ সতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরাম্বোবানকৈর্বৃতঃ। বর্ণয়ন্তিচতং গোপ্যঃ কৃষ্ণপ্রেম পরিপ্লুতাঃ। তথৈব দ্বারকাং গত্বাদৃষ্টঃ কৃষ্ণোগৃহে গৃহে॥ তত্রকারিকা শ্রীসনাতন দেবস্য ভাগবতামৃতে। যদালায়স্তু সম্বাদো দ্বারবত্যাং তদাহরিঃ। তথাপি নিত্যবাচিত্বেপ্রোক্তং তণ্নৈত্য বাচিকং॥ তত্রচ। প্রেষ্ঠেভ্যোহপি প্রিয়তমৈর্জনৈর্গোকুলবাসিভিঃ। বৃন্দারণ্যে সদৈরাসো বিহারং কুরুতে হরিঃ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে যুধিষ্ঠির প্রতি
শ্রীনারদ যে কহিল শুন মহামতি।
বৎসরত সতবীসহ বালক আবৃত
বলরামসহ কৃষ্ণ ক্রীড়য়ে নিয়ত।
বৃন্দাবন অভ্যন্তরে শুনহ রাজন
বর্ণনা করিতেছেন তাহা গোপীগণ।
তেমনি দ্বারকা আস্মি করিয়া গমন
গৃহে গৃহে কৃষ্ণকে করিল দরশন।
তাহাতে কারিকা কৈল ভাগবতামৃতে
শ্রীল সনাতন দেব শুন সমাহিতে।
শ্রীনারদে যুধিষ্ঠিরে সম্বাদ যখন
দ্বারকায়ে বাসুদেব আছেন তখন।
তথাপি নিত্যত্ব হেতু শ্রীনারদ মুনি
নৈত্যবাচিক কথা কহিল আপুনি।
প্রিয়েতে হো হৈতে প্রিয় সঙ্গী ব্রজবাসী
তা সভার সঙ্গে বৃন্দাবনে নিশিদিশি।
বিহার করিতেছেন সততই প্রভু
তেঞি জানহ বৃন্দাবন ত্যাগ নাহি কভু।

অতয়েব কৃষ্ণযামলে। কৃষ্ণো জ্ঞেয়স্ত সম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোহপ্যতঃ পরঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥ দ্বিভূজঃ সর্বদা সোহএ ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ। গোপ্যেকষুয়াতস্তত্র পতিঃ ক্রীড়তি সর্বদা॥

অতএব কৃষ্ণ যামলেতে যেই কন। কদাচিত কথাহো না জান সত্য জান।
সেই কথা কহিয়ে বিস্তর শুন দিয়া মন। দ্বিভুজ সর্বদা তার জানহ লক্ষণ
যদুকুল সমুদ্ভূত কৃষ্ণ অন্য সেই চতুর্ভুজ রূপ তিহোঁ কদাচিত নন।
তারপর পূর্ণ কৃষ্ণ জানহ যে এই। নিত্য রাধিকাদিসহ বৃন্দাবনান্তরে
বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে হো পুন বিহার করেন সদা শুন বিজ্ঞবরে।

অতোভাগবতামৃতে। অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ। ব্রজেন যত্ব মাছায়স্বং ব্যঞ্জনা বাসুদেবতাং। যোবাসুদেবো দ্বিভুজস্তথা চাপি চতুর্ভুজঃ। তাস্তা মধুপুরী লীলাঃ প্রকটস্য যদূদ্বহঃ। দ্বারবত্যাং তথাযাতিতাংতাং লীলাং প্রকাশকঃ॥ তত্রাবিষ্কুরুতে ব্যূহং প্রদ্যুম্নাখ্যং তৃতীয়কং। যতো ব্যূহোহ নিরুদ্ধখ্যোস্তর্যঃ প্রকটতাং ব্রজেৎ॥ ইতি ব্যূহ চতুষ্কস্য লোকোত্তর চমৎক্রিয়া। বিবাহাদ্যা বহুবিধা লীলাস্তত্রৈব বর্ণিতাঃ॥

তথি ভাগবতামৃতে কহেন বিচারি দ্বারকাতে সেই সেই লীলা প্রকাশিল
প্রকট লীলায়ে কৃষ্ণ গেলা মধুপুরী। প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ প্রাদুর্ভাব কৈল
ব্রজকুল নন্দসুত করি আছাদন বাসুদেব সঙ্কর্ষণ পূর্বে প্রকটিয়া
আপনাকে বাসুদেব জানাইল তখন। এ চারি ব্যূহের লোক চমৎকার ক্রিয়া।
দ্বিভুজ যে বাসুদেব চতুর্ভুজ তিহোঁ বিবাহাদি বহু লীলা বর্ণিল তথাই
প্রকটাপ্রকট রূপে মধুপুরে পহু। পুন শুন ভাগবতামৃতে কন যেই।

তথাহি। বাসুদেবাদি লীলাস্তু মথুরাদ্বারকাদিষু। তত্তল্লীলা ব্রজান্তঃস্থবাহ্যেহাতিশ্চদর্শিতাঃ॥

বাসুদেব আদি চতুর্ব্যূহ সংজ্ঞা যার অতএব প্রকট মানুষী লীলা সনে
মথুরা দ্বারকা আদিতে লীলা তা সভার। শ্রীবাসুদেবের মথুরাদি গমনে।
সেই সেই লীলা পুন ব্রজের অন্তেতে নিত্যার বিরহ নাহি জানহ নিশ্চিত
লীলাভেদ দেখাইল বাল্য চেষ্টাদিতে। তাহার প্রমাণ কহি শুন দিয়া চিত।

তথাচ অগ্নিপুরাণবচনং। শ্রীরূপদেবে নোদ্ধারিতম। গোপ্যঃ পপ্রচ্ছুরুষসি কৃষ্ণানুচরমুদ্ধবম। হরিলীলাবিহারাংশ্চতত্রৈবাং রাধিকাংবিনা॥ রাধা তদ্ভাবসংলগ্না বাসনায়া বিরামিতা। সখিভিঃ সাভ্যধাচ্ছুদ্ধবিজ্ঞান গুণজৃম্ভিতং॥

অগ্নি পুরাণের বাক্য শ্রীরূপদেবে হরিলীলা বিহারাদি করিয়া বিরহ
উদ্ধারিল যেই তার অর্থ শুন এবে। রাধিকা না ছিল তাহে নিজগণ সহ।
কৃষ্ণানুচর উদ্ধব আইলে গোকুলে তদ্ভাব সংলগ্না তেহোঁ বাসনা রহিত
গোপীসব প্রশ্ন যবে কৈল উষাকালে। সখীগণ সঙ্গে কন কৃষ্ণের চরিত।

তত্রচৈতন্যতত্ত্বামৃতে। তদাসেন নিত্যানাং বিরহোবর্ণ্যতেহিষৎ। মানুষীলীলয়াতদ্ধিলোকবৎ প্রকটীকৃতং॥

তবেসতে নিত্যার যে মথুরা বিরহ মানুষী লীলায়ে তান ভাব সুনিশ্চিতে
বর্ণনা করেন তার তত্ত্ব হো শুনহ। লোকমত প্রকট করেন প্রপঞ্চতে।

তথাচ ভাগবতামৃতে। ব্রজে প্রকটলীলায়াং স্ত্রীন মাধান বিরহোহ মুনা। তত্রা জনি বিস্ফূর্তিঃ প্রাদুর্ভাবো পরাহরেঃ। ত্রিমাস্যাৎ পরতস্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সংগতিঃ। তত্র। ব্রজে বিহরমানেস্মিন্ প্রাদুর্ভুয়হরৌতদা। ভবেত্তস্য পুরেযাত্রা স্বপুরদ্বজ বাসিনাং ॥

ব্রজে প্রকট লীলায়ে এযে যার বাস　　ব্রজের বিরহী জনে প্রাদুর্ভাব হৈয়া
কৃষ্ণ বিয়োগে হেন বিরহ তিন মাস।　　খণ্ডিল বিরহ তাপ বিহার করিয়া।
প্রকট লীলায়ে তিন মাস বহি তবে　　পুনরপি দ্বারকায়ে করিল গমন
কৃষ্ণ সঙ্গ পাইলেন ব্রজবাসী সবে।　　স্বপ্ন হেন ব্রজবাসী মানিল তখন।

রসামৃতসিন্ধৌচ। প্রোক্তেয়ং বিরহাবস্থা প্রকটস্যানুসারতঃ। হরিনা বিপ্রয়োগিত্বং ন জাত্ত ব্রজবাসিনাং ॥

নিত্যার বিরহাবস্থা উক্ত কৈল যেই　　অন্যথা কৃষ্ণের সহ নিত্য গোপিকার
প্রকটে মানুষী লীলা অনুসারে সেই।　　বিয়োগ নাহিক প্রভু শাস্ত্রের বিচার।

কিঞ্চবিচারসুধার্ণবে। স্পষ্ট লীলায়াং নিত্য লীলাংবিনা মদ্ মৎ করণং তদেব প্রাকৃত কল্পনং। অতএব তচ্চেষ্টা কল্পনং প্রাকৃতমেব। কিঞ্চ নিত্যানাং স্পষ্ট লীলায়ামপি বিরহভাবো নীচস্যেব তাসাং যথা নিত্যস্থানে যথা প্রাকৃতে পি ॥

কিঞ্চয়ে কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন　　রাধা কলিত মূর্তি লক্ষে পরকালি
শ্রীবিচারসুধার্ণবে কহিল যেমন।　　পষ্ট লীলা তেহো নাহি নিত্যার বিরহ
পষ্ট লীলায়ে নিত্য লীলা বিনে পুন　　নিত্যা যেন প্রাকৃতে হো তেমতি জানহ।
যে করণ প্রাকৃত কল্পনা সেই শুন।　　নিত্যা যেই শুন ভাব কহিয়ে লক্ষণ
প্রাকৃত কল্পনা যেই সে লীলা মানুষী　　রসামৃত সিন্ধুতে করিল নিরূপণ।

তথাহি। অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদাকৃষ্ণাপিত ক্রিয়াঃ। নিত্যাঃ স্যুঃ সতত প্রেমসৌখ্যাস্পদ পরায়ণাঃ ॥

অখিল ক্লেশ অঙ্গতে হয়েত নিত্যার　　চৈতন্যের পরকাশ দ্বিবিধ তেমন।
সদা কৃষ্ণার্পিত ক্রিয়া হয়ে তা সভার।　　সাঙ্গোপাঙ্গ সহ অপ্রকট বিলসন
সততই প্রেম সুখাস্বাদ পরায়ণ　　প্রকটে যতি রূপেতে সর্বত্র গমন।
অতএব বিরহাদি সংভবে কেমন।　　অন্তঃ কৃষ্ণ স্বরূপতে প্রকাশ সে হন
প্রকটাপ্রকট লীলা কৃষ্ণের যেমন　　প্রকাশ পৃথক রূপ নহে কদাচন।

তথাচ ভাগবতামৃতে। প্রকাশস্তুনভেদেন গণ্যতে সহিনো পৃথক্। দ্বারবত্যাং যথাকৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষং প্রতি মন্দিরং ॥

শ্রীভাগবতামৃতে কৈল নিরূপণ　　ভাব সঙ্গীগণের হো জানহ তেমন।
প্রকাশ পৃথক রূপ না করি গমন।　　প্রকট জনার সেই পরকাল শুন
শ্রীকৃষ্ণের জানহ যেমত দ্বারকাতে　　তেঞি দেখে কেহো শ্যাম কেহো গৌর পুন।
প্রত্যক্ষতা হইলে প্রতি মন্দিরতে।　　বৃন্দাবন পরিত্যাগ নাহি কদাচন
পর শুন চৈতন্যের প্রকাশ যেমন　　সেই সেই রূপ সর্বত্রই প্রকাশন।

কিঞ্চাপরং বিচারসুধার্ণবে। স্বশক্ত্যা স্বরূপং প্রকাশয়তি। তদ্ যদা যুগপৎ সর্ব ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে বাহ্যে বা তদেক স্বরূপমাত্রং নতুকায়ব্যূহঃ। পৃথিব্যাং চন্দ্রইব সর্ব মূর্ধণ্য দৃশ্যতে

সর্বেষাং পুরতঃ স এক এব। তথাচ ভগবান্নামকেলি কৌমুদ্যাং। সর্বত্রৈব প্রকটতা রূপস্যৈকস্যচৈকদা। সর্বদা তৎ স্বরূপেণ স্বপ্রকাশ ইতীর্যতে॥

কি পুন কহিব যদি কৃষ্ণ একবারে
প্রকাশ হয়েন তাঙ বাহ্য অভ্যন্তরে।
একই স্বরূপ সেই নহে কায় ব্যূহ
ভগবণ্নাম কেলি কৌমুদী কন এহ।

কিঞ্চভক্তিভাব প্রদীপে। পন্যাসৌযুগধর্মস্থাপকরূপেণ নিজ নামগুণ সংকীর্তন রূপং যুগ-ধর্মং স্থাপিত বান্ সর্বজনান্ প্রতি। অপরঞ্চ মহত্যাকৃপয়াস্বভক্তান্ প্রতি গোলোক বৈভবভাবেন কাঞ্চভাব প্রকাশ কাপ্যভবৎ স্বাবির্ভাবতঃ। অতএব কাঞ্চবৈষ্ণব পার্ষদোল-ক্ষ্যতেহ সৌ অনেনভাব প্রকাশোকোহপি। সতত্র ভাগবত সন্দর্ভে। তাদৃশং ভাবং ভাবং প্রথয়িতুমিহ যোবতারমেবা প। আহুর্জনগণ শরণং স জয়তি চৈতন্যবিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ॥

কিঞ্চ শুন ভক্তিভাব প্রদীপ বচন
শ্রীজয়গোপাল দাস ঠাকুর যে কন।
দেখ যুগধর্ম সংস্থাপক রূপে হরি
নিজ নামগুণ সংকীর্তন পরচারি।
এই যুগধর্ম স্থাপি সর্বজন প্রতি
অপর কহিল যেই শুন মহামতি।
মহৎ কৃপায়ে নিজ ভাবি জন প্রতি
গোলোক বৈভব ভাবে প্রকাশিল ক্ষিতি।
কাঞ্চভাব হো প্রকাশিল আবির্ভাবে
সকাঞ্চ বৈষ্ণব লক্ষ্যে স্বয়ং সেই এবে।
ভাগবত সন্দর্ভে হো কহিলেন এহ
প্রযাস ভাবক কৃষ্ণ চৈতন্য বিগ্রহ।
সেভাব প্রকাশ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে
কহি যে প্রবোধানন্দ সরস্বতী মতে।

তথাহি। ক্বচিৎ কৃষ্ণাবেশাণ্নটয়তি বহু ভঙ্গীমতি নয়ন্ ক্বচিদ্রাধা বিষ্টো হরি হরি হরী-র্ত্যাত্তরদিতঃ। কচিদ্রিঙ্গন্বাণঃ ক্বচিদপি চ গোপাল চরিতো জগদ্গৌরোবিষমা পয়তি-রহ গম্ভীর মহিমা॥

কৃষ্ণের স্বরূপা বেশে কভো গৌররঙ্গী
নাচে সংকীর্তন মাঝে করি বহু ভঙ্গী।
রাধার আবেশে ক্ষেণে ভাবোন্মাদে
হরি হরি বুলিয়া কান্দেন আর্তনাদে।
বালক স্বভাব ক্ষণে করে ভাবে ভুলি
শিশু হেন নাদ করে মাতাপিতা বুলি।
কখন করয়ে প্রভু গোপাল চরিত
শ্রীদাম সুদাম ডাকে করিয়া পিরীত।
জগৎ বিস্ময় করে ভাবের বিকারে
মহিমা গম্ভীর প্রভু গৌরঙ্গ সুন্দরে।
যদি পুনরপি কেহো কহয়ে এমন
সত্য সর্বভাব প্রকাশক গৌর হন।
তথি গোপিকার কান্তভাব শ্রেষ্ঠ শুনি
তদর্থে প্রমাণ শুন ভাগবতে পুনি।

তথাহি। নায়ং শিরোঙ্গদুলিভাওরতি প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিন গন্ধ রুচাং কুতোহন্যাঃ। রাসোহমবেৎস্য ভুজ দণ্ড গৃহীত কণ্ঠ লব্ধাশিষাং যুদদ গাদ্ ব্রজসুন্দরীনাম্॥ তত্র স্বামিব্যাখ্যা----অঙ্গে বক্ষসি নিতান্ত রতির্যস্যাঃ তস্যাঃ শিয়োহপি নায়ং প্রসাদোহনঃ গ্রহোহস্তি নলিনস্যেব গন্ধো রুক্ কান্তির্যাসাং স্বর্যোষিতামপি নাস্তি অন্যাঃ পুনস্তাদৃশ প্রসাদ্যোগ্যাঃ কুতঃ। কৃষ্ণভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীত আলিঙ্গিত কণ্ঠস্তেন লব্ধা আশিষো যাভিস্তাসাং গোপীনাং যদুদগাদাবির্ভুব ইতি।

ভুজদণ্ড গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ সনে
কণ্ঠ লব্ধ হৈয়া করেন আলিঙ্গনে।
এন মত প্রসাদ লক্ষ্মীহো নাহি পান
সে প্রসাদ যোগ্য কেবা হইবেক আন।

অতএব বৃহদ্বামনে। শ্রীকৃষ্ণবচঃ। সন্তি যদ্যপিমে প্রাজ্যালীলা স্তাস্তামনোহরাঃ। নহিজানে স্মৃতেরাসে মনোমে কীদৃশং ভবেদিতি।

অতএব বৃহদ্বামনে কৃষ্ণ কন　　কেমত করয়ে আন্ধি নহিয়ে গোচর।
সেই সেই লীলা মনোহরা যদি হন।　　তথাপি রাধিকা প্রেমাধিকা সভাকার
তথাপি হো রাস রসে তেমন মোর　　পূর্বেই কহিয়াছি যে প্রমাণ তাহার।

তথাহি। সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা ইত্যাদি।

সত্য সেই হয়ে কিছু নাহিক অন্যথা　　পুরাণের মত যবে বুঝহ সত্তম
কিন্তু তার মধ্যে শুন কহিয়ে যে কথা।　　তবে তথি ভাব ভেদ আছে তর তম।
সংপ্রদানুরোধে যবে করত তম　　হেন যে গোপিকা সব সর্ব পরা হন
তবে যার যেই ভাব- সেই সর্বোত্তম।　　সখ্য ভাবি প্রতি শুন তথাপি যে কন।

তদাশ্রীদশমে। বলরামং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং। ধন্যেয় মদ্য ধরণী তৃণ বীরুধস্তং-পাদস্পৃশোদ্ভ্রম ভূতাঃ করজাতি মৃষ্টাঃ। নদ্যোদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ গোপ্যান্তরেণ ভুজযোরপি যৎ স্পৃহাশ্রীঃ। ইতি॥

তত্রকারিকা শ্রীসনাতনদেবস্য ভাগবতামৃতে। শ্রীবৃন্দাবন তদ্বাসি মাধুর্যৌল্বণ চেতসা। ততস্ততস্তবং হরিণা বন্ধে নিজোতকর্ষারসাষিণং। তমালোচ্যত তোরামমপদেন্য চ্যধায়িসঃ। ব্রতোহ এনৈবতাৎপর্যং রামস্যোৎ কর্ষ বর্ণনে। সখ্যভাবাত্তদা রামণর্ম্মণে বেদমীরিতং। ভুজাদুরস্ত বক্ষস্তে তেন ধন্যা ব্রজাঙ্গণাযৎ স্পৃহাবক্ষসে যস্যৌশ্রীরপ্যা চরিতস্পৃহাং। তত স্পৃহৈব পরং তস্যা নতুতৎ প্রাপ্তিযোগ্যতা॥

ধন্য ধবলী আজি এইত পদ্ম্যতে　　সখ্যভাব হেতু রামে নিজ বর্ম হেন
গোস্বামিকারিকা শুন ভাগবতামৃতে।　　কুতূহলে কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন পুন।
শ্রীবৃন্দাবন তদ্বাসীর মাধুর্য বর্ধনে　　ভুজান্তর তোন্নীর যেই বক্ষ স্থল
সে স্তব আরম্ভ কৃষ্ণ করিল সে স্থানে।　　তাহে বিলসিয়া ধন্যা গোপিকা সকল।
আপন উৎকর্ষ ঘর্ষণের হেতুতে　　যেই স্পৃহা লক্ষ্মীদেবী করিল আপুনি
বলরাম দেখি এই কহেন সাক্ষাতে।　　স্পৃহামাত্র কৈল প্রাপ্তি না হইল পুনি।
এ স্থলে বলরামের উৎকর্ষ বর্ণনে　　ভুজান্তরে গোপী যেই তার হেতু শুন
এতেকে তাৎপর্য নাহি বুঝ বিজ্ঞজনে।　　গোপিকার সহবাস করে রাম পুন।

তদ্‌যথা শ্রীদশমে। কদাচিদ য গোবিন্দোরামশ্চাদ্ভুত বিক্রমঃ। বিজদ্রুর্ভুবনেরাত্র্যাং মধ্যগৌব্রজযোষিতাম্। উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীবত্তৌর্বদ্ধ সৌহৃদৈঃ। স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিনৌ বিরজাম্বরৌ॥ ইত্যাদি।

শ্রীবলরামের রাস শ্রীদশমে কন　　আদি করি মহাশয় দাস বৃন্দাবন
একদিন রামকৃষ্ণ একত্রে দুজন।　　তার মত অন্যথা করয়ে কোন্ জন।
রাত্রিতে ব্রজনারীর মধ্যে বৃন্দাবনে　　সেই গোপী প্রতি যদি শ্রুতি মুনি কন
নানা মত রাস কৈল তা সভার সনে।　　তথাপি হো সেই দৃষ্টান্তেই ভাবি হন।
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাসে　　অপাকৃত প্রেমরাস নিত্যার বটেন
শ্রীবলরামের রাস লিখেন বিশেষে।　　তেঞি রামকৃষ্ণ একত্রেই বিলসেন।
নানানে যে জন তারে দোষ দিল যত　　গোপালের সখ্যভাব হেতু পর শুন
সেইত গ্রন্থেতে তাহা আছয়ে বেকত।　　ক্রম দীপিকাদি যেই কহিলেন পুন।

তথাহি। গৌপৈঃ সমান গুণশীল বয়োবিলাস বেশৈশ্চ মূছিত কলাস্বন বেণুবীণৈঃ। মন্ত্রোচ্চতান পটু গান পরৈবি লোলদোর্বল্করী ললিতলাস্য বিধানদক্ষৈঃ॥

কৃষ্ণের সমান গুণ গোপ সখাগণে বেণু বীণা মুরলিকা নানা যন্ত্র মেলা
বয়স বেশ বিলাস সমগা সমানে। কৃষ্ণের নয়াঙ্গরূপ কৃষ্ণ সহ খেলা।

অতএব পদ্মপুরাণ বচনং শ্রীসনাতন দেবেনোদ্ধারিতং। চরিতং কৃষ্ণদেবস্য সর্বমেবাদ্ভুতং ভবেৎ। গোপাল লীলা তত্রাপি সর্বতোহতি মনোহরা ॥

পদ্মপুরাণের বাক্য সনাতন দেবে তথি হো গোপাল লীলা সর্বলীলা হৈতে
উদ্ধারিল সে কথা শুনহ বিজ্ঞসবে। অতি মনোহর এই জানহ নিশ্চিতে।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র যত যত যত মনোহর লীলা- তাহা হৈতে পর
সকল জানহ যেই যেন অদ্ভুত। এইত কারণে কন অতি মনোহর।

অতএব কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশে। গোপিভিশ্চৈব গোপালৈ কৃষ্ণলীলা ভবেত্তুযা। তযৌর্মেধ্যতু গোপালৈঃ সহলীলা পরাঃ স্যু তাঃ। ততস্ত গোপিকাঃ সর্বাগায়ন্ত্যেব দিবানিশম্ ॥ প্রসিদ্ধান্তি স্ফুটাবাণী শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু॥ ইতিবেণু বরং রাজন্নিত্যাদিষু পদেষু চ। উচচস্বরৈ প্রগায়ন্তি ভূত্বা প্রেমপরিপ্লুতাঃ ॥

অতএব কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশে যে কন সেই লীলা গোপী হো দিবানিশি গান।
সে কথা কহিয়ে সভে শুন দিয়া মন। এ বাণী প্রসিদ্ধ স্ফুট আছে ভাগবতে
গোপী গোপালের সহ কৃষ্ণের যে খেলা ইতি বেণু বরং বাজন্ ইত্যাদি পদ্যতে।
তার মধ্যে গোপালের সহ পরালীলা। উচচস্বরে গান গোপী হৈয়া প্রেমাপ্লুত
তাহার কারণ কহি কর অবধান তাহাও কহিয়ে পুন শুনহ যেমত।

তথাচ দশমে। ইতিবেণুবরং রাজন সর্বভূত মনোহরং। শ্রুত্বা ব্রজাস্ত্রিয়ঃ সর্বাবর্ণয়ন্ত্যোভিরে মিরে ॥ গোপ্য উচুঃ। অক্ষনুদং তাং ফলমিদং নপরংবিদাম সখ্যঃ পশুননানু বিবেশয়তোবয়স্যোঃ বক্ত্রং ব্রজেশ সুতয়েধেনু বেণু জুষ্টং যৈর্বে নিপীতমণুরক্তকটাক্ষ মোক্ষং ॥

শ্রীদশমে শুকদেব পরীক্ষিত প্রতি সখা সহ ধেনু লৈ ধাভাই (ভাই) দুইজনে
গোপী গীতা কহি শুনহ মহামতি। ঘন বেণু পুরি প্রবেশ যে বৃন্দাবনে
মনোহর বেণুরব শুনি গোপীগণ সুচারু কটাক্ষ সুখে পদ্ম মনোহর
পরস্পর তারা সব করেন বর্ণন। দেখে যারা সব তারা কিবা ভাগ্যতর।
কহিতে লাগিলা গোপীকৃষ্ণ মগ্নমনে পিয়ে ও অধর সুধা মুরলীর গীত
চক্ষু বাণের ফল আর নাহি ইহা বিনে। আর সখীবোলে সই শুন দিয়া চিত।

তত্র। চ্যুত প্রবালবর্হস্তবকোৎ পলাব্জমালানুপৃক্ত পরিধান বিচিত্রবেশৌ মধ্যেরিবে জতুরলং পশুপাল গোষ্ঠ্যাং রঙ্গে যথানটবরৌ কুচ—গায়মানৌ ॥ বৃতপ্রবাল নবগুঞ্জা শিখি চান্দ্র দিব্যমাল্য চিত্রবেশ নটবর ছন্দে।

সখাগণ মধ্যে রামকৃষ্ণ করে গান গোপের সমান কহ কেবা আছে আন।

তত্রচ। দৃষ্ট্বাতপে ব্রজ পশূন্ সহরাম গোপৈঃ সঞ্চারয়ন্ত মনু বেণু মুদীরয়ন্তং প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ সখ্যুর্দধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আত্পত্রম্ ॥

আর সখী বোলে সই অন্তত শুনহ কুসুমাবলীতে প্রেম প্রকাশিত পুনি।
দেখি আতপে রামকানু গোপসহ। স্বশরীর ছত্র করি মেঘসব ধরে
সব মুখ সঞ্চরিত বেণুরব শুনি শুনি আর সখী পুনি কহেন সাদরে।

হন্তাযমস্ত্রির বলা হরি দাসর্যোয়দ্রামকৃষ্ণচরণ স্পর্শ প্রমোদঃ। মানং তনোতি সহপোগণ· য়োস্তায়োর্যৎ পানীয় স্বয় রস কন্দরকন্দ মূলৈঃ গাগোপকৈরণুবনং নয়তোরুদারবেণু স্বনেঃ কল পদৈস্তনুভৃৎ সুসখ্যঃ। অস্পন্দনং গতিমতাং পুল কন্তরূণাং নির্যোগপাশকৃত লক্ষণয়ো বিচিত্রং ॥

ধন্য গোবর্ধন গিরি দাস পরধানে সুধা সার জলকন্দ মুলাদিতে এহ।
রামকৃষ্ণ পদরজ স্পর্শ প্রমোদনে। গোপ সখা সহ কৃষ্ণ বেণু পুরে চারু
দ্বন্দ্ব ভার্যের মান করে গো গোপসহ শুনিয়া অচল সভে পুলকিল তরু।

তত্র। বহিণস্তবক ধাতু পলাশের্বদ্ধমল্ল পরিবর্হবিড়ম্বঃ। কহিচিৎ সবল আলিসগোপৈর্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥ অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিত বীর্য আদি পুরুষ ইবাচলভৃতিঃ। বনচরো গিরিতটৈষু চরন্তী বেণুনাহ্বয়তিগাঃ সমুদাহি ॥

শিখি পুচ্ছ বন ধাও গুঞ্জা বন ফুলে অনুচর গোপ সখা বর্ণেন সদাই
মল্লের সমান বেশ করে কুতুহলে। আদি পুরুষ গোবিন্দের বীর্য যেই।
সখা সঙ্গে অঙ্গ হেলি প্রেমানন্দ মনে গিরির গহ্বরে যবে চরে ধেনুগণে
নামধরি ধরিয়া ডাক যে গাভীগণে। নিকটে আন যে তারে বেণুর আহ্বানে।

তত্র। সহবলঃ ম্রগবতংশবিলাসঃ সানুষু ক্ষিদিভৃতো ব্রজদেব্যঃ। হর্ষয়ন য হি বেণু রবেন জাতহর্ষ উপরম্ভিতি বিশ্বং। মারধরঃ কৃচিদাগণয়ন্গানান যা দয়িত গন্ধতুলস্যা ॥ প্রণয়িণোঽনুচরস্য কদাংশে প্রক্ষিপণ্ ভুজমগায়ত যত্র ॥

বলরামসহ কৃষ্ণ মান্য অবতংশে মণিধর কৃষ্ণমণি মালা যতক্ষণে—
ভূষিত হইয়া গিরিতটে নিজ হর্ষে। পরম আনন্দ মনে গাভীসব গণে।
জগতের হর্ষ জনমায় কুতুহলে দধিতাগন্ধ তুলসী মাল্যে ভূষা হৈয়া
পরমাত্ম রাগ পুন আর সখী বোলে। রহে প্রিয় সখা কান্ধে ভুজ আরোপিয়া।

তত্র। কুন্দদাস কৃত্ত কৌতুকবেশো গোপগোধন বৃতো যমুনায়াং। নন্দসুন্দুরনরেতবরৎ সোনর্মদঃ প্রণয়িণাং বিজহার ॥

আর সখী বোলে যশো শুন দিয়া মন গোপ গোধনসহ যমুনার তীরে।
তোহ্মার বালক কৃষ্ণ নন্দের নন্দন। বিহরে সখার সঙ্গে প্রেমানন্দ মনে
কৌতুক করিয়া বেশ কুন্দদাম ডোরে করায়ে প্রেম বর্ধন তরুলতাণে।

তত্র। এবং ব্রজস্ত্রিয়োরাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ। বেমিরেহহঃসু তচিচত্তা স্তন্মনস্কামহোদয়াঃ।

শুকদেব কন শুন পরীক্ষিত রায় দ্বারকায়ে বাসুদেব আছিল যখন।
এই মত ব্রজনারী কৃষ্ণলীলা গায়। তখন নারদমুনি বৃন্দাবনান্তরে
তাঁহাইর মানসেতে হইয়া উন্মনা এই লীলা বর্ণিতে দেখিল গোপিকারে।
গোপীভাব কহি ইথে শুন বিজ্ঞ জনা। বৎসরং সতবী আদি ইত্যাদি পদ্যতে
যদি কহেন অন্য গোপী করেন গায়ন স্কন্ধ পুরাণের বাক্য কহিল পূর্বেতে।
তাহারা নহেন রাধিকাদি নিত্যাগণ। পরতরতম কহি শুন দিয়া মন
এমত হো নহে বিজ্ঞ বুঝ দিয়া মন প্রেম সখ্যে স্কন্ধে শ্রীদামকে কৃষ্ণ কন।
ব্রজস্ত্রীয়শ্চ সর্বাপদে সর্বগোপী কন। কান্ত ভাবি গোপী পুন যাঞ্চা করিল
কি পুন কহিব সভে শুন দিয়া মন তারে ত্যাগ করি কৃষ্ণ অন্তর্ধ্যান হৈল।

তদ্‌যথা শ্রীদশমে। যত্র বা হন্তি জেতারোবহন্তি চ পরাজিতাঃ। বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ চারয়ন্ত শ্চ গোধনং॥ ভাণ্ডীরকং নামবটং জগ্মুঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ। রামসংমুষ্টি নোযহি শ্রীদাম বৃষভাদয়ঃ॥ ক্রীড়াযাং জয়িনস্তাং স্তানূহঃ কৃষ্ণদয়োনৃপ। উবাহ কৃষ্ণোভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ॥

শ্রীল দশমের কথা শুন সাবধানে
নিয়ম করিল কৃষ্ণ সব সখাগণে।
জিনিলে চড়িব কান্ধে হারিলে বহিব
বর্মসহ সভে বট-ভাণ্ডিরে খেলিব।
শ্রীদাম বৃষভ আদি খেলায়ে জিনিল
কান্ধেতে করিয়া কৃষ্ণ শ্রীদামে বহিল।
এখানে কৃষ্ণের পরাজয় যেই কন
প্রেম সখ্যভাবে সত্য জানহ বচন।

অথকান্তি ভাবি গোপী পরিত্যাগোযথা। শ্রীদশমে। রাসপঞ্চাধ্যায়ে। সাচমে নেতদামোনং বরিষ্ঠং সর্বযোষিতাং। হিত্বাগোপীঃ কাম যানো মানসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥ ততো গ্রত্বা-বনোদ্দেশং তৃপ্তা কেশবম ব্রবীৎ। ন পারয়েহং চলিতুং নয়মাং যত্রতে মনঃ॥ এবমুক্তঃ প্রিযামাহস্কন্ধ আরুহ্যতামিতি॥ ততশ্চান্তর্দুধে কৃষ্ণঃ সা বধূরনুতপ্যত॥

কান্ত ভাবি গোপীত্যাগ করিল যেমন
শ্রীদশমে রাস পঞ্চধ্যায়ে তাহা কন।
আপনারে তিহোঁ সর্ব বরিষ্ঠ মানিল
সভারে ছাড়িয়া কৃষ্ণ আমারে ভজিল।
তবে দর্প করিতে হো কৃষ্ণচন্দ্রে কন
চলিতে না পারি নেহ যেনমত মন।
তাব তারে পুনরপি কৃষ্ণচন্দ্র কন
আমারি স্কন্ধেতে তবে কর আরোহণ।
ইহা বুলি শ্রীগোবিন্দ অর্ন্তধ্যান হৈল
মূছিত হইয়া গোপী বিলাস করিল।

অপিচ তত্র। কামিনাং দর্শয়ন দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈবদুরাত্মতাং। ইতি-- তত্রস্বামী। স্ত্রীণাং দুরাত্মতামাহ। সা চেতিদ্বাভ্যাং কামযানং যাসাং তাঃ গোপীহিত্বামাং ভজত ইতি হেতোঃ আত্মানং বরিষ্টংমেনে ইতি॥

কামীরে দরশায়িল দুঃখ যত যত
স্ত্রীলোকের দুরাত্মতা করিল বেকত।
তথি স্বামী টীকায়ে করিল নিরূপণ
সাচমেলে দুই শ্লোকে দুরাত্মতা কন।
কামযান আগমন সাধন যাহার
তারে ছাড়ি আমারে ভজিলা পুনর্বার।
এই হেতু আপনারে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি
চলিতে না পারি বুলিল কৃষ্ণে মান করি।
পর শুন কৃষ্ণের বিহার যত যত
এ গোপ সখারে কিছু নাহিক গুপত।

তথাচ রসামৃতসিন্ধৌ। তদ্রহস্যন্তু নাস্ত্যেব যদ মীষাং নগোচরমিতি॥

কৃষ্ণের রহস্য হেন নাহি গোপ্যতর
গোপ সখা সভার যে নহেত গোচর।
অন্য গোপ্য লীলা কিবা কহিব প্রমাণে
বিবস্ত্রে দেখাইল গোপী গোপ সখাগণে।

তথাচ শ্রীদশমে। বস্ত্রহরণে। ২২। উসস্ত্র্যংথায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যা বন্ধবাহবঃ॥ কৃষ্ণ-মুচৈচর্জগুর্যাস্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমণ্বহং। নদ্যাঃ কদাচিদাগত্যজবে নিক্ষিপ্য পূর্ববৎ। বাসাং সি কৃষ্ণগায়ন্ত্যাবিজহ্রুঃ সলিলেমুদা॥ ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণোযোগে শ্বরোহরিঃ বয়স্যৈ রাগতস্তত্রবৃতস্তৎ কর্মসিদ্ধয়ে। তাসাংবাসাংস্যু পাদায়নীপমারুহ্য সত্বরঃ। হসদ্ভিঃ প্রহসন্-বালৈঃ পরিহাসমুবাচহ। অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাং॥ তত্র। ততো-জলাশয়াৎ সর্বাদারিকাঃ শীতবেপিতাঃ। পাণিভ্যাং যোনিমাছাদ্যপ্রোক্তেরুঃ শীতকাশিতাঃ। ভগবানাহ তাবীক্ষ্য শুদ্ধভাব প্রসাদিতঃ। স্কন্ধেনিধায় বাসাংসিপ্রীতঃ প্রোবাচসস্মিতং। যূযং বিবস্ত্রায়দপোধৃত ব্রতাব্যগাহতৈত তত্তদেবহেলনং। বদ্ধাঞ্জলিং মূঝুপনুত্তয়েহ হসঃকৃত্বা-

নমোঽধোবসনং প্রগৃহ্যতাং। ইত্যচ্যুতেনাভিহিতা ব্রজাবাল মত্বাবিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিং। তৎ পূর্তিকামাস্তদশেষ কর্মনাংসাক্ষাৎ কৃতং নেমুর ঘন্যমৃগ্যত।। তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্-দেবকীসুতঃ বাসাং সিতাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ।।

দশমে বস্ত্র হরণে এই কথা কন
একদিন প্রভাতে উঠিয়া গোপীগণ।
অন্যোন্যেতে বদ্ধ বাহু করি সব বালা
উচচস্বরে কৃষ্ণ গাইয়া যমুনারে গেলা।
স্নান করিবার মনে সব গোপীগণ
পূর্বদিন হেন তীরে এড়িয়া বসন।
বিবস্ত্র হইয়া জলে খেলেন সকল
হর্ষে কৃষ্ণ লীলা গান করি কোলাহল।
হেনকালে কৃষ্ণ গোপ সখা সব সঙ্গে
খেলিতে খেলিতে তথা আসি লীলারঙ্গে।
গোপিকার বস্ত্র যত লৈয়া কাঁখে হাতে
উঠিলা কদম্ব গাছে গোপ সখা সাথে।
গাছে বসি সখাসব সহিত উল্লাস
হাসিয়া গোপিকারে করেন উপহাস।
এথা আসি বস্ত্র লহ আপন আপন
ব্রতফল পাইবারে যদি আছে মন।
তবে জলে হৈতে গোপীসব যুক্তি করি
সোনার পুতলি যেন উঠে সারি সারি।
যোনিতে দুইত হস্ত আছাদন দিয়া
কৃষ্ণের নিকটে আইলা শীতার্ত হইয়া।
বিবস্ত্রে গোপিকা দেখি শুদ্ধ ভাব বাসি
কান্ধে বস্ত্র করিয়া কহেন হাসি হাসি।
ব্রতী হৈয়া বিবস্ত্রেতে খেলয় খেলায়
দেব হেলন দোষ হৈল তো সভায়।
এ দোষ খণ্ডন হেতু বদ্ধাঞ্জলি হৈয়া
আন্ধারে প্রণাম কর বস্ত্র লহ আসিয়া।
কৃষ্ণ বাক্যে হাসিয়া কহেন ব্রজ বালা
তোন্ধার নাহিক দোষ আন্ধারা অবলা।
কি করিব অবাতহে মনে বাসি শঙ্ক
আসিয়া দেখিলে লোকে রহিব কলঙ্ক।
এতেক ভাবিয়া সভে জোড় হাত হৈয়া
প্রণাম করিল রাঙ্গা পদে নেহারিয়া।
সর্বাঙ্গ বিবস্ত্র গোপী দেখিয়া গোবিন্দে
গোপ সখাসহ হাসে পরমানন্দে।
একে একে বস্ত্র সব দিলা ফেলাইয়া
নিজ বস্ত্র সব পরিল চিনিয়া।
অতএব অপ্রাকৃত কৃষ্ণ লীলা যত
গোপগোপিকার কিছু নাহিক গুপত।
নয়াঙ্গ গোপাল গোপী রাগাঙ্গ স্বভাব
কেহ কারো নাহি তথি সাপত্নীক ভাব।
পর শুন সেই কান্তভাবের বিচার
নিত্যা কামুকাগোপী দুই পরকার।
কামী প্রতি আজ্ঞা পুন বৃহদ্ বামনে
যার ভাবে আন্ধারে ভজিবে ভ্রুতিগণে।
অন্তরে কান্তের স্নেহ নিত্যা গোপীকার
প্রকটেতে পরকিয়া হেন ব্যবহার।
গোপিকার স্নেহে প্রেম ভাবকে রহিব
তেঞি শাস্ত্রে কন গোপী ভাবেতে ভজিব।

তথা আদি পুরাণে। অর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং। গোপীভাবেন যে ভক্তা মামেবং সমুপাসতে। তেষু তাস্বিবতুষ্টোঽহং সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়।।

আদি পুরাণেতে কৃষ্ণ অর্জুনেরে কন
গোপীভাবে আন্ধারে যে ভজে ভক্তগণ।
গোপীর সমান আন্ধি তুষ্ট হই তারে
সত্য সত্য ধনঞ্জয় কহিল তোন্ধারে।
প্রেম অনুরাগসহ গোপীকার ভাব
গোপী গীতায়েতে পূর্বে কহিল যেমন স্বভাব।
বাল্য গোষ্ঠ স্বরূপাদি গোপীর বর্ণন
গোপীভাবে ভজিবারে তেঞি শাস্ত্রে কন।
স্নেহ বিনে পতিপত্নীভাবে ভক্তি যার
সে জনারে শাস্ত্রেতে করেন তিরস্কার।

তথাচ শ্রীদশমে রুক্মিনাং প্রতি শ্রাভগবদ্বচঃ। যে মাং ভজন্তি দম্ভেন তপসা ব্রহ্ম চর্যয়া। কামাত্মা নোহপবর্গেশং মোহিতামমমায়য়া। তত্রস্বামী। একান্তভক্তিন্যূতামেব দৃঢ়ী কর্তুং সকামান্ ভক্তান্নিন্দতি। যেষামিতি। দাম্পত্যে দাম্পত্যুপভোগ্য সুখার্থী ইতি।।

দশমে রুক্মিনী প্রতি ভগবান কন
দাম্পত্য ভাবেতে মোরে ভজে যেই জন।
কামাত্মা সে সব মোর মায়ায়ে মোহিত
তথি স্বামীয়ে কহিল শুন দিয়া চিত্ত।

একান্ত ভক্তি প্রশংসিতা বদ্রাচ্যতরে
সকামীয়ে ভক্ত নিন্দা করিল তাহারে।

দাম্পত্য উপভোগ সুখার্থী যে জন
দাম্পত্য শব্দের অর্থ শুন দিয়া মন।

তদ্‌যথা চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। পতিপত্নী দম্পতীতদ্ভাবং দাম্পত্যমেবাহ। চিদানন্দাত্মকে কৃষ্ণে তদ্ভাবং ভ্রম এ ব চ। তথাচ দম্পতীজম্পতী জায়াপতী ভার্যাপতী চইত্যমর ॥

পতিপত্নী দম্পতি তাহার ভাব যেই
দাম্পত্য কহিয়ে তারে জানহ যে এই।
চিদানন্দাত্মকে কৃষ্ণে সেই ভাব ভ্রম
শাস্ত্রের সম্মত এই জানহ সত্তম।
যদি কেহো পুন বণিক হেন এমন
কান্তভাবে ব্রজে কৃষ্ণ পাইল ব্রুতিগণ।
সেই কৃষ্ণে সেইভাব করিব যে জন
গোপী হৈয়া ব্রজে পাব ব্রজেন্দ্র নন্দন।
পূর্বে মহাঋষি হো দৃষ্টান্ত তথি হন

তাহার সিদ্ধান্ত কহি শুন দিয়া মন।
কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা দেখি ব্রুতিগণ
কান্তভাবে কামভোগ করিল প্রার্থন।
দুর্ঘট এ বুলি কৃষ্ণ আজ্ঞা কৈল পুন
ব্রজে গোপী হৈয়া এ ভাবে পাবে শুন।
যোগমায়ায়ে তবে প্রতিবিম্ব করি
তা সভার কাম পূর্ণ করিলেন হরি।
পুনরপি সেই ব্রুতিগতি পাইল
সেইভাব সভার স্থাই (স্থায়ী) না হইল।

তদ্‌যথা। তত্রাদৌবৃহদ্বামনে। নিরন্তং রসোন্মত্তং যত্র গোপী কদম্বকং। তৎ কদম্বক মধ্যস্থ কিশোরাকৃতিমচ্যুতম্। দর্শয়িত্বা যসপ্রাহ ব্রুতকিং করবাণিবঃ। দুষ্টৌমদীয়োলোকোয়ং যতোনান্ত্য পরঃ পরঃ ॥ শ্রুতয়ভচুঃ। কন্দর্প কোটি লাবণ্যে ত্বয়িদৃষ্টেমনাংসিনঃ। কামিনীভাব মাসাদ্যস্মর ক্ষুব্ধন্য সংশয়ঃ। যথা ত্বল্লোক বাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তে রমণং মত্বাচিকীর্ষাজনিতস্তথা ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। দুর্লভোনুর্ঘটশ্চৈষ যুষ্মাকন্তু মনোরথঃ। ময়ানুমোদিতঃ সম্যকৃস্ত্রিয়োভবিতুমর্হথ ॥ আগামিনি বিরিঞ্চৌতুযাতে সৃষ্ট্যর্থমুদ্যতঃ। কল্পংসারস্বতং প্রাপ্যব্রজে গোপ্যোমভবিষ্যথ ॥ পৃথিব্যাং ভারতবর্ষে মাথুরে মম মণ্ডলে। বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাসমণ্ডলে ॥ জার ভাবেন সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্বতোধিকং। ময়ি সংপ্রাপ্য ভজনং কৃতকৃত্যা ভবিষ্যথ ॥

বৃন্দাবন গোবর্ধন যমুনাদি যত
গোলোক বৈভব ব্রুতি দেখিল বেকত।
নিরন্তর রসে উনমত গোপীগণ
তার মাঝে দেখে কৃষ্ণ কিশোর মোহন।
দেখাঞা স্বলোক কৃষ্ণ কহেন আপনে
কহ কি করিব কিবা চাহ ব্রুতিগণে।
এই যে দেখিল ব্রুতি স্বলোক আস্কার
সর্ব পর এই ইচ্ছা পর নাহি আর।
প্রেমরস বিলাস ব্রুতিরা না জানিল
কামরস মানি বর মাগিতে লাগিল।
কন্দর্প কোটি প্রভু লাবণ্য তোস্কার
দেখি কামভাবে ক্ষোভ হইল মো সভার।

তোস্কার স্বলোক বাসী গোপিকা যেমন
কামমত্ত তোস্কা ভজি করয়ে রমণ।
আস্করা হো এই মত ভজি এই মনে
কামভাবে রমণ করি যে তোস্কা সনে।
তবে কৃষ্ণ তা সভারে কহিল উত্তর
দুর্লভ দুর্ঘট বড় তো সভার বর।
নিত্যরস এ স্থলেতে নাহি কামগন্ধ
সৃষ্টি হৈলে হয় কাম ভোগ অনুবন্ধ।
সারস্বত কল্পে তোরা ব্রজ গোপী হৈয়া
পাইবে আস্কারে যবে ভাবেতে ভজিয়া।
যোগমায়াতে কৃষ্ণ প্রতিবিম্ব করি
কাম পূর্ণ করিলেন বিবিধ বিহরি।

তদ্‌যথা। বীক্ষ্যরন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়া সমুপাশ্রিত ইতি দশমে রাসে ॥ কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতী র্ব্রজযোষিতঃ। রেমেস ভগবাংস্তাভিরাত্মা রামোহপি লীলয়া। ইতি তত্র ॥ এষ ক্রীড়ন দেহ ভাগিতি চ। কামাশক্তোযথা। রাত্রৌ চেন্যস্মাক্রান্ত মানসং দেবকীসুতং। ক্রমদীপিকায়াং। রাসধ্যানে। মণিশঙ্কুগমপ্যমুনাবহুধা বহুধা বিহিত স্বকদিব্য তনুং। সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগং দয়িতাগলবদ্ধ ভুজদ্বিতীয়ং ॥ অতএব ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিত। ইতি শ্রীদশমে রাসে ॥

অতএব ঐশ্বর্য যোগাতে এ বেহার　　কৃষ্ণ সহ নিত্য রসে নিত্য গোপিকার।

তদ্‌যথা। ইতি ভিন্ন তনুং মণিভির্নির্মিতং তপনীয়ময়ৈ রিবমারকতং ইতি রাসধ্যানে।। মধ্যে মণিনাং হৈমানাং মহামরকতোযথা।। ইতি শ্রীদশমে।।

প্রেম রস নির্য্যার শৃঙ্গার কামুকার　　পুন ভ্রুতি গতি পাইল সেই ভ্রুতিগণ
পূর্বেই কহিয়াছি যে প্রমাণ তাহার।　　ভাগবতে ভ্রুত্যধ্যায়ে এই কথা কন।

তথাহি শ্রুতয় উচুঃ। নিভৃত মরুন্মনোক্ষ দৃঢ়যোগযুজো হৃদয়ন্যুনয় উপাসতে তদরয়োহপিযুঃ স্মরণাৎ। স্ত্রিয়উরগেন্দ্র ভোগভুজ দণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঙ্ঘ্রি সরোজ সুধাঃ।।

পুন ভ্রুতি হইয়া কহেন ভ্রুতিগণ　　আমরা হো তাহা সম প্রসাদ পাইল
শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের প্রতি স্তবন বচন।　　তেনমতি তোহ্মাসহ বিলাস করিল।
মনেন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া যোগাসনে　　অতএব দেখি তোহ্মা সম দরশন
যেইত মুকতি পায় জ্ঞানযোগিগণে।　　ইহা আদি বহুবিধ করিল স্তবন।
আবির্ভাবে শিশুপাল আদি রাজা গণে　　তা সভার স্থায়ীভাব নহিল সে শুন
সেই গতি পাইল প্রভু তোহ্মার স্মরণে।　　সেই দৃষ্টে ভাবিব কি হইবেক পুন।
তোহ্মার সঙ্গিণী যেই নিত্যাগোপীগণে　　মুনি রাসে ভাব আগে ব্রজে গোপী হৈয়া
ভুজদণ্ড গৃহীত বিলসে তোহ্মা সনে।　　মুকতি লভিল কামে কৃষ্ণকে ভজিয়া।

তদ্‌যথা পাদ্মোত্তরে। পুরামহর্ষয়ঃ সর্বেদণ্ডকারণ্য বাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্‌সুবিগ্রহং।। তে সর্বেস্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততোমুক্তাভবার্ণবাৎ।।

পূর্বে মহর্ষি সবে দণ্ডক অরণ্যে　　গোকুলে তাহারা সব স্ত্রীরূপা হৈয়া
রাম দেখি কামভোগ ইচ্ছা কৈল মনে।　　মুকত হইলা কামে কৃষ্ণকে পাইয়া।

তথাচ তত্র। কৃষ্ণ প্রাদুর্ভাবে। ১৫। কামক্রোধৌনৃণাং লোকে নিরয়স্যৈব কারণং। হরিং সংপ্রাপ্য তাবেব মুক্তো গোপী সুরদ্বিষ্যাম্।। কামাদ্ভয়া দ্বারোষা দ্বাযেভজন্তি জনার্দনং তে প্রাপ্নুবন্তি বৈকুণ্ঠং কি পুনর্ভক্তি যোগিনঃ।।

কাম ক্রোধ মনুষ্যের নরক কারণ　　সে পায়ে বৈকুণ্ঠ ভক্তি যোগীর কি পুন।
কৃষ্ণেতে সে কামে গোপী হেন মুক্ত হন।　　কি পুন ভক্তিযোগীর এইত বচন।
কামক্রোধে ভয়ে কৃষ্ণ ভজে যেই শুন　　নিষ্কামী ভাবক প্রতি জানহ লক্ষণ।

স্কন্ধোত্তরে। গবোপজীব গোপ্যস্তবন চারি গৃহোষিতাঃ। অরণ্যজীব নাঃ। প্রাপুর্মুক্তিং কামোপভোগতঃ।।

গোপে জীব্য গোপীগোপের গৃহিণী　　কালভোগ করি কালে মুকতি লভিল
অরণ্য জীবনা কৃষ্ণে কামাভিলাসিনী।　　শ্রীভাগবতে হো আপুনি প্রভু বুলিল।

মৎ কাম রমণং শ্রেষ্ঠং মৎ স্বরূপং বিদোহবলাঃ। ব্রহ্মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গীশত সহস্রশঃ।।

কাম প্রিয় করি গোপী আত্মারে জানিল ব্রহ্মরূপ আত্মাতেই মোর সঙ্গ হৈতে
আত্মার স্বরূপবেত্তা তাহারা নহিল। মুকতি লভিল সভে আত্মার গুণেতে।

অতএব বৃহৎ সহস্রনাম্নি শ্রীকৃষ্ণং প্রতি। অভীষ্ট মথনঃ কামোন্মত্ত গোপী। বিমুক্তিদঃ। যতো ত্র। শ্রবণাদিলক্ষণেন ভজনং প্রোচ্যতে বুধৈঃ। বাসনায়া ভক্তি মুক্তি র্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ শ্রুতীনাঞ্চ ন ভক্তি ·· সাতু বাসনা। ইচ্ছাস্বরূপং মোহাদ্যৈ কামশ্চ প্রথিতো যতঃ ॥ মৎকামারমণং শ্রেষ্ঠং মৎস্বরূপবিদো বলা ॥ ইতি শ্রীভাগবতে ভগবদ্বচঃ ॥

শ্রবণ কীর্তন আদি লক্ষণ ভজন ভ্রুতির মুনির ভক্তি নহে সে বাসনা
পুরাবিদ্ সকল করিল নিরূপণ। রূপ দেখে মোহে কাম করিল প্রার্থনা।
বাসনাতে ভোগমোক্ষ হবে শাস্ত্রে কন। কাম রমণ প্রিয় আত্মারে জানিল
কামভাবে গোপীমুক্ত হৈলা তেকারণ। স্বরূপ অবিদ গোপী ভগবান বুলিল।

অতএব ভক্তিভাব প্রদীপে। ভবানাং ত্রিবিধা জ্যোতিঃ পরোদৈবশ্চ মাষিকঃ। নিরূপাধি-র্গুণোপাধির্ভোগোপাধি শ্চ কণ্ঠ্যতে। অতএব যোগমায়ামুপাশ্রিত ইতি ॥

পুন পুন দ্রোণ ধরানন্দ যশো হৈয়া সে দেহ নহিল স্থায়ী বুঝ বিজ্ঞ পুনি।
বাৎসল্য ভাবতে ব্রজে কৃষ্ণকে ভজিঞা। সনকাদি মুনি শ্রীদামাদি হই এহ
বৈকুণ্ঠ পাইল এই পুরাণেতে শুনি সেই গতি পাইল স্থায়ী নহিল সে দেহ।

তত্র দ্রোণ ধরা প্রার্থনা যথা। ব্রহ্মবৈর্বতে। নারদং প্রতিব্রহ্মবচঃ। এতস্মিন্নন্তরে দ্রোণোধ-রয়াসহভার্যায়া। গন্ধাকাম্য বনং রম্যং তপস্তপ্স্যতি দারুণম্। পরিতুষ্টো জগৎ স্বামীতয়োরাবি ভবিষ্যতি ॥ ইত্যাদি তত্র। হৃষ্যত্তনুরুহো ভক্ত্যা কৃষ্ণং প্রতিবদিষ্যতি। তদেতঃ মেবরংদেহি নান্যমিচ্ছামি মাধব। পালয়ামি পুত্র বত্বামাবামেবং বিধং বিভুম্। ইতি তদ্বাক্য-মার্কন্য তথেতি প্রীতিমান্ মুনিঃ। ইতি।

ব্রহ্মবৈবর্তে ব্রহ্মা নারদের প্রতি এই বর দেহ প্রভু কমল লোচন
ভবিষ্য কহিল ব্রহ্মা নারদের প্রতি। পুত্র হেন তোহ্মা দোহাঁ করিয়ে পালন।
দ্রোণবসুধা ভার্যাসহ কাম্য বনে এই বাক্য শুনি প্রভু প্রীতি মুক্ত হৈয়া
দারুণ তপস্যা করি কৃষ্ণ অন্বেষণে। দিন দিন এই বর বুলিব ডাকিয়া।
তুষ্ট হৈয়া কৃষ্ণ তবে দরশন দিব সেই দ্রোণ ধরানন্দ যশো দুই জন
স্বরূপ দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া বুলিব। বাৎসল্য ভাবেতে কৃষ্ণ করিল ভজন।

সনকাদয়শ্চ শ্রীদামাদির্যথা। তত্র। সনকাদ্যাস্তু মুনয়স্তপসারাধ্য মাধবং। প্রীতিযোগং বাঞ্ছয়ন্তঃ কৃষ্ণে প্রাপ্সন্যন্তি তৎফলম্।

শ্রীদাম সনক বৃষভানু নন্দন দ্রোণ ধরানন্দ যশো বাৎসল্য প্রার্থিলা
সুদামা চন্দ্রভানের পুত্র সনাতন। সনকাদি শ্রীদামাদি হৈয়া সখা হৈলা।
ইহা আদি যার পুত্র হইলা যেমনি পুনরপি নন্দ আদি বৈকুণ্ঠ পাইল
ব্রহ্ম বৈবর্ততে সব কহিল বাখানি। পাদ্মে উক্ত ভাগবতামৃতে উদ্ধারিল।

তথাহি। অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্বেজনাঃ পুত্র দারাদি সহিতা বাসুদেব প্রসাদেন দিব্যরূপ ধরা বিমানমারূঢাঃ পরমং বৈকুণ্ঠমবাপুঃ। অত্রকারিকা শ্রীসনাতন দেবস্য ভাগবতামৃতে। ব্রজেসাদে রংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অরাতরন্। কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠং প্রাহিণে

দিতিসাপ্তং। প্রেষ্ঠোভ্যোহপি প্রিয়তর্জেনে গোকুল বাসিভিঃ। বৃন্দারণ্যেস দৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ॥

নন্দ গোপ আদি পুত্র দারাদি সহিতে　　প্রপঞ্চ অতীত নহে গোলোকে পয়ান।
বৈকুণ্ঠ পাইল এই কহেন পাদ্মেতে।　　শ্রুতিমুনি নন্দ আদি দৃষ্টান্ত পাইল
ইহার কারণ শ্রীল সনাতন দেবে　　কেহোত বৈকুণ্ঠ পাইল কেহো মুক্ত হৈল।
ভাগবতামৃতে কৈল শুন বিজ্ঞ সবে।　　শ্রীদাম সনকমুনি বৃষভানু সুত
ব্রজ ঈশ নন্দ আদি নিত্য সঙ্গী যত　　নিত্য শ্রীদামাদি পুন আছেন বেকত।
দ্রোণ আদি তা সভার যেই অংশভূত।　　অন্যথা নিত্য নন্দাদি শ্রীদামাদি যত
কৃষ্ণ তা সভাকে বৈকুণ্ঠেরে পাঠাইল　　তেন নন্দ নাম শ্রীদামাদি নাম কত।
এসব পাদ্মের অর্থ এইত কহিল।　　অতএব বাঞ্ছা অনুরূপ দেহ পাই
প্রিয় হৈতে প্রিয়তম গোকুল নিবাসী　　করিলেন কামপূর্ণ না হইল স্থায়ী।
নিত্যগণ সহ সদাবৃন্দাবন বসি।　　এতেকে নির্হেতু ভাবি ভাব সুখ বিনে
এ বচন যখন কৃষ্ণের তিরোধান　　কোন হেতু বাঞ্ছা না করিয়ে কদাচনে।
অতএব অনুভবে বুঝ মতিমান।　　ব্রজে কিবা গোলোকতে কৃষ্ণের বিলাস
কামীজন কাম মত এই স্থলে পান　　ভাবে সাক্ষাতে রহেন ভাবিতে প্রকাশ।

তথাচ। মনোবুদ্ধি সন্ধাদে। স্বয়ং তিষ্ঠতি গোলোকে সর্বশক্তি প্রভাবকঃ। স্বরূপরূপগীতার্থঃ সর্বত্রাসৌ প্রকাশতে॥

স্বয়ং কৃষ্ণ গোলোকে রহেন সর্বক্ষণ　　সর্বত্র প্রকাশ হন ভাবক জনতে।
শক্তির প্রভাবে আর সকল বরণ।　　ঐশ্বর্য মাধুর্যভেদে কৃষ্ণের নিবাস
স্বরূপ রূপাদি ভাব গান করিতে　　ভাগবতামৃতে কন করিয়া প্রকাশ।

তথাহি। যস্য বাসঃ পুরাণাদৌপ্রোক্তঃ স্থানচতুষ্টয়ে। ব্রজে মধুপুরে দ্বারবত্যাং গোলোক এব চ।

যার বাস পুরাণাদি কন চারিস্থান　　ভাবভেদে ভাবিবাহ ভাবিবেন মনে।
ব্রজে মধুপুরে আর দ্বারকা ভুবনে।　　পর শুন কৃষ্ণতে অচল প্রেম যার
গোলোক ভুবনে আর এই চারিস্থানে　　ক্রীড়ার ভেদতে কিবা প্রয়োজন তার।

তাচ শ্রীচৈতন্য চন্দ্র বচঃ। জ্ঞানং বস্তুতথাপি ন বৃণে স্বাতন্ত্র্য শঙ্কা তো, দাস্যং নাভিল সামি দাস বশ গস্তৎপারতন্ত্র্যে ভয়াৎ। কারুণ্যার্ণবধাম কামদ ভবৎ পাদদ্বয়ে কাময়ে নিষ্কামঞ্চ নিরন্তরঞ্চ সহজ প্রেমৈব হৃন্মজ্জনং॥

জ্ঞানবস্তু তথাপি না করিয়ে বরণ　　কারুণ্য সমুদ্র তুম্মি কামদ সভার
তথি সোহং স্বাতন্ত্র্য ভয়ের কারণ।　　তুয়া দুই পাদ কাম এইত আমার।
দাস্য ভাব হো না করিয়ে অভিলাষ　　নিষ্কাম সহজ প্রেমভাব নিরন্তর
পরতন্ত্র ভয় তুয়ার সভার দাস।　　হৃদয়ে মজ্জন করি না চাহি অপর।

অতএব তস্য ভাবঃ চৈতন্যচন্দ্রামৃতে। প্রবোধানন্দ সরস্বতী বচঃ। ক্বচিৎ কৃষ্ণাবেশান্নটয়তি বহুভঙ্গীমভি নয়ন্ ক্বচিদ্রাধাবিষ্টো হরিহরিহরীত্যাত্ত রুদিতঃ। ক্বচিদ্রিঙ্গন্ বালঃ ক্বচিদপি চ গোপালচরিতো জগদ্ গৌরো বিস্মাপয়তি বহু গম্ভীর মহিমা॥

এই শ্লোকে চতুর্বিধ ভাব প্রকাশিল　　কান্ত বাৎসল্য সখ্য সাম্য বুঝাইল।

অতএব তত্ত্বসাগরে। চতুর্বিধং ভবেন্মিত্রং সখা স্বামীব সাম্যবৎ। পুত্র বচ্চেতি তজ্জ্ঞেয়ং তত্তদ্রূপ প্রয়োজনাৎ॥ তদেবাভিমতং তস্য নতুস্বার্থমতং পুনঃ। তদ্‌যথাতত্র। বাল্যলীলা বিনোদনার্থং পিতৃমাতৃবদন্তিতৎ। বয়স্যোবাপি খেলার্থং সখাঃসন্তি সনাতনাঃ। রতিরঙ্গ-বিহারাদি তৌর্যত্রিক রসাত্মিকা। নিত্যরূপা অতস্তস্য সন্তি রামা ইব প্রিয়াঃ॥

গৌরব প্রীতিরূপাহি সুখামোদাস্তি সর্বদা। কেবলানন্দ রূপাতো জ্যেষ্ঠভ্রাতাত্বিবাস্তিতৎ। পতিত্বে রাগযুক প্রেম সাম্যেনানন্দ বর্ধনং সখ্যাবানন্দ রাগৌ চ মুখ্যঃ প্রাগ গৌণ যুক্‌পর। তরলানন্দ রাগৌ চ পুত্রত্বে স্নেহ উৎকটে। নিত্যানাঞ্চ স্বভাবেতৎ ভাবকামাঞ্চ ভাবনে। বাসনা কাঙিক্ষণাঞ্চৈবন ভাবো বাসনাতুসা। সিদ্ধে ভূতেপিতেষাং বৈগ্রাম্যেবেতিত দিষ্যতে। নিরূপাধির্যতোনৈষমুক্তিস্তস্মাত্তুকালতঃ॥

চতুর্বিধ কৃষ্ণে মিত্রভাব হয়ে শুন
সখা স্বামী সাম্য পুত্রত্বের হৈল পুন।
সেই সেই রূপে ভাব ভাব অভিমতে
স্বার্থ প্রয়োজনে নহে জানহ নিশ্চিতে।
বাল্য লীলা বিনোদার্থে পিতৃমাতৃ হেন
নন্দ যশো নিত্যত্বে আছেন সদা পুন।
বয়স্যের হেন গোষ্ঠ খেলার কারণ
সতত আছেন শ্রীদামাদি সখাগণ।
রতিরঙ্গ নৃত্যগীত রসের কারণ
নিত্যরূপারামা হেন রাধিকাদি বন।
গৌরব প্রীতিরূপ সুখের কারণ
জ্যেষ্ঠভাই হেন বলরাম সর্বক্ষণ।
পতিভাবে রাগযুক্ত প্রেম সর্বক্ষণ
সাম্যে স্বভাবত সদা আনন্দ বর্ধন।
সখাভাবে রাগ গৌণ মুখ্য আনন্দ
পুত্রত্বে স্নেহ উৎকটে সম রাগানন্দ।
নিত্য গুণের স্বভাবত এ করণ
ভাবকের ভাবে সে সকল আমোদন।
বাসনা কাঙক্ষীর ভাব নহে সে বাসনা
সিদ্ধ হইলে হো তার গ্রাম্যে সে গণনা।
নিরুপাধি নহে সেই এইত কারণ
সে সব করণে তারা কালে মুক্ত হন।
সে সব দৃষ্টান্ত পূর্বে কৈল নিরূপণ
কেহো মুক্ত হৈলা কারো বৈকুণ্ঠে গমন।
যদি বোলে বাৎসল্যের স্ত্রীর পতি ভাবে
কৃষ্ণচন্দ্রে সখ্যভাব কেমতে সম্ভবে।
তাহার সিদ্ধান্ত শুন ভাগবতে কন
ব্রজবাসী সভাকারি সখ্যভাব হন।

তথাহি শ্রীদশমে। অহো ভাগ্যম হো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং। জন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং।
তত্র শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা ; অহো হো ভাগ্যম হো ভাগ্যমিতি পুনবক্ত্যা দারেন সর্বথা ভাগ্যস্যা পরিচ্ছেদ্যত্বমুক্তং। নন্দগোপ ব্রজৌক সা মিতি সামান্যপদেন গবাদীনামপি গ্রহণং তেষামপি কৃষ্ণেনন্দাসবদ্বিশ্বা সাদ্য বিশেষ্যাৎ যন্মিত্রং যেষাং মিত্রং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ স্বরূপং কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়মিতি বচনাৎ পরমানন্দং নিরতিশয় সুখ স্বরূপমিতি॥

অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য পুন পুন বুলিল
ভাগ্যের অপরিচ্ছেদ সর্বথাতাক ছিল।
নন্দব্রজ মুরজার সামান্য পদতে
গবাদির গ্রহণ হো এ সখ্য ভাবতে।
নন্দাদির হেন তাহা সভার বিশ্বাস
সভাকার সখ্যভাব ব্রজে যার বাস।
যা সভার মিত্র কৃষ্ণ পরম ব্রহ্মণ
পরমানন্দ স্বরূপ স্বামী ব্যাখ্যা কন।
পর শুন স্ত্রীরূপা গোপিকার সাক্ষাতে
স্ফুট হো প্রমাণ কন পুন ভাগবতে।

তথাহি শ্রীদশমে। রাসে গোপীনাং বচঃ। সখে দর্শয়মন্বিন্দ্রিধিমিতি। সখউদয়িবান্‌সাত্বতাং কুল ইতি।

রাসে অন্তর্ধ্যান কৃষ্ণ করিল যখন
দরশন দেহ সখে গোপীগণ কন।
যদি বোলে পরকীয়া ভাব গোপিকার
এ সকল জ্ঞান কভো নাহি তা সভার।

এহো নহো পরং ব্রহ্মজ্ঞান গোপিকার পরকীয়া হেন ভাব করেন বাহ্যেতে
পতি হেন স্নেহ অন্তরেতে সভাকার। পরমেশ্বরত্ব জ্ঞান আছে অন্তরতে।

তদ্ভাবে শ্রীদশমে রাসে। তাসাং বচঃ। ন খলু গোপিকানন্দ লোভবা ন খিল দেহি নামন্ত বাহক। বিখন সখি তে বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥

প্রেমরাগে নিত্যার মিত্রের ব্যবহার যার ভাবে আত্মাকে ভজিবে শুন শ্রুতি।
কামভাবে ভ্রম খনে হয়ে কামুকার। পতিত্বে আশ্রয় মাত্র নাহি ব্যবহার
পর শুন আজ্ঞা আছে কামুকার প্রতি গ্রাম্য গোপগণতে সকল গোপিকার।

তথাচ শ্রীরূপদেবেণোক্তং। মায়া কলি ততাদৃক্ স্ত্রীশীলনেন নানুমৃতুভিঃ। নজাতু ব্রজ-দেবীনাং পতিভি. সহ সঙ্গমঃ॥ তথা চ শ্রীদশমে। মাস্যুয়ন্ খনু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া মন্যমানাঃ স্ব পার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান ব্রজৌক সঃ।

মায়া কলিত মূর্তি সহ ব্যবহারে বর মাগিলেন কৃষ্ণসহ বিলসিতে
অসূয়া না কৈল কৃষ্ণ সকল কৃষ্ণেরে। গ্রাম্য গোপসহ ভোগ সম্ভবে কেমতে।
পতিসহ গোপিকার নাহিক সঙ্গম অতএব সখ্যভাব কৃষ্ণে সভাকার।
তাহার কারণ কহি শুনহ সত্তম। স্নেহের ভেদতে সেই চারি পরকার।
নিত্যানিত্য সঙ্গী বেদমাতা শ্রুতিগণ কামুকার সহেতুক নিহের্তু নিত্যার
মুনি মহর্ষিয়ে গোপিকা শাস্ত্রে কন। তেমত নির্হেতু স্নেহ ভাবক সভার।

তদ্‌যথাভক্তিভাব প্রদীপে। ক্রীড়ন্তো নির্ভয় ত্বেন সহ তদ্ভাবভাবিনঃ। তন্নিষ্ঠং স্নেহমাত্রংহি সৌখ্যং নির্হেতু সৌখ্যদং। ইদং সখ্যন্ত নিত্যানং তদন্যানাং মহোত্তমং। সহ নিত্যৈস্তথা ক্রীড়ান্তাঃ ভূত্বা তৎ পরোভবেৎ॥

নির্ভয়ে ক্রীড়য়ে তার সহ ভাবিগণ তদন্যের তদ্ভাবে ভাবক যেই তার।
তন্নিষ্ঠ স্নেহমাত্র নির্হেতু সখ্য কন। নিত্যা না সহয়ে ই কৃষ্ণের বিহার
এই সখ্য নিত্যগণের সভাকার তাহা শুনি সেই সুখ হয়ে তা সভার।

রসামৃতসিন্ধৌচ। কাম সম্বন্ধ রূপেতে প্রেমমাত্র স্বরূপকে। নিত্যসিদ্ধাশ্রয়তয়া নাত্রসম্য গ্বিচারিতে॥ ইতি। অতএব পাদ্মে পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃ পিতৃবন্মাতৃবদ্ধরিং। যেধ্যায়ন্তি সদা যুক্তাস্তে ভ্যোহং পীহ নমোনমঃ॥

অতএব কৃষ্ণে পতিপুত্র সখা হেন সেই সেই রূপ প্রকাশিল সভে জানে।
স্নেহেতে ভজিব হেতু না বাঞ্ছিব পুন। বাল গোপাল উপাসক একজন
নিত্যার দৃষ্টিতে ভাব নির্হেতু প্রকাশ শচী গৃহে অতিথ হৈলা সে ব্রাহ্মণ।
কামুকার দৃষ্টে হয়ে ভোগ অভিলাষ। পক্ক অন্ন বাল গোপালে নিবেদিল
কাম অভিলাষী যত হৈতুক সে হন বাল গোপাল রূপে প্রভু তাহা খাইল।
নিত্যার নির্হেতু প্রেমভাব সর্বক্ষণ। দিগ্বিজয়ী বিপ্র এক আসি নদীয়ায়
অতএব শ্রীচৈতন্য প্রকাশিয়া কন পণ্ডিতে জিনিয়া জয়পত্র নিতে চায়।
নিষ্কাম প্রেম সদা করিয়ে মজ্জন। তার সঙ্গে প্রভু বিচারিলা বিদ্যাকলা
অপর কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন নিরস্ত না হয়ে ক্রোধে বিশ্বরূপ হৈলা।
সভাকার মূলভূত শ্রীচৈতন্য হন। সহস্র জিহ্বায়ে সহস্রেক সরস্বতী
অতএব উপাসনা রূপের স্বজন বিচারিতে দিগ্বিজয়ী দেখে মূর্তিমতী।

মুরারি গুপ্তে তবে প্রভু পূজার কালতে ষড়ভুজ হো দেখাইল সার্বভৌম প্রতি
বরাহ স্বরূপ দেখাইলেন সাক্ষাতে। নরহরি দেখি শ্যাম কিশোর মূরতি।
পূজা দ্রব্যাদিক সব মৃত্রময় কৈল রায় রামানন্দ দেখি শ্যাম গোপ বেশে
আম্মি সেই পরোক্ষ পূজহ কেনে বুলিল। ইহা আদি পরকাশ হইলা অশেষে।
শ্রীনিবাস আলয়তে প্রভু একদিন সর্বশক্তিময় কৃষ্ণ প্রকাশ আপনি
সর্ব অবতার প্রকাশিল ভিন্ন ভিন। অন্যতে হইতে এই নহে কভু পুনি।
মৎস্য কূর্ম শ্রীবরাহ নৃসিংহ বামন পুনরপি কেহো যদি কহয়ে এমন
শ্রীরাম বাসুদেবাদি হৈলা প্রকাশন। শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরাবতার যদি হন।
ত্রিভঙ্গ মুরলী ধর শ্রীকৃষ্ণ আপনে তবে অন্য অবতার হেন নামমন্ত্র
নিজ নিজ সেব্য সভ প্রভুরেই মানে। না কহিল তার কি কারণে বেদতন্ত্র।
নিত্যানন্দ ব্যাস পূজা ছদ্যে কৈল যবে তাহা সিদ্ধান্ত শ্রীবিচার সুধান্তরে
ষড়ভূজ প্রকাশ প্রভু হইলেন তবে। কহিল যেমত সমাহিতে শুন সুবে।

সচ কৃষ্ণ স্বয়মেব স্বপ্রকাশনার্থং ছলেন ভাবিরূপেন মূর্ত্যন্তরেণ প্রকাশ। অতএব তস্য নিজরূপস্য নামমন্ত্রদিকমস্তোব।। তদেব গৃহ্যতে।

সেই কৃষ্ণ আপনে স্বপ্রকাশ অর্থতে কৃষ্ণনাম মন্ত্র তার নিজ নামমন্ত্র
ছলে নৃত্যান্তরে পুন ভাবক রূপতে। গ্রহণ করিব তাহা দেখি বেদতন্ত্র।

অতএব চৈতন্যতত্ত্বামৃতে। পাষণ্ডাজ্ঞানিনঃ পাপামূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা প্রমাণানি ন মন্যন্তে বিদূষকাঃ।।

অতএব পাষণ্ডী পাতকী যে অজ্ঞানী বিদূষক যত শ্রীচৈতন্য নাহি মানে।
মুরখ কেবল মিথ্যা পণ্ডিতাভিমানী। সর্বকাল বঞ্চিত সেই সব জন
দেখিয়া শুনিয়া হো প্রমাণ বিদ্যমানে শুন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বচন।

তথাহি। অবতরতি জগত্যাং কৃষ্ণচৈতন্যদেবে, ন ভবতি বিমলা ধীর্যস্য তস্যৈব ন স্যাৎ। উদয়তি দিননাথে সৎপথে যস্য দৃষ্টিঃ, প্রসরতি নহি কিম্বা তস্য শক্ত্যা তমিস্রে।।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য স্বপ্রকাশ অবতারে সর্বকাল সেই সব বঞ্চিত হইল।
যে জনার মতি ভাল নাহৈল সংসারে। সূর্যের ভয়ে পথ না দেখিল যেই
নাহিব নাহিব আর তার মতি ভাল রজনীতে অন্ধকারে কি দেখিব সেই।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বচঃ। অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণেঃ প্রেমসাগরে সুপ্রকাশিত রত্নৌদ্যো যো দীনোদীন এব সঃ।।

গৌর অবতারে প্রেমনিধি সুবিস্তারে কোনকালে দরিদ্রতা না ঘুচিল তার
প্রেমধনে দরিদ্র হরিল যে সংসারে। সত্য সত্য সত্য করি কন বারবার।

।। ভক্তিকল্পবীজ ও শাখা বর্ণন ।।

প্রাচীনমত মালোক্যসংক্ষেপৈনৈব কেবলং শাখা নিরূপণাঞ্চাত্র ভাষায়াং রক্ষ্যতে ময়া।।

তবেত সংক্ষেপে কহি ভাষা নিরূপণ প্রথম অঙ্কুর শ্রীমাধবপুরী হৈলা।
প্রাচীন মত দেখি শুন দিয়া মন। ঈশ্বরপুরী সে অঙ্কুর পুষ্ট কৈল
ভক্তি কল্পবীজ প্রভু আরোপিলা আপনেই প্রভু পুন স্কন্ধরূপ হৈল।

পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী
ব্রহ্মানন্দপুরী ব্রহ্মানন্দ ভারতী।
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী কৃষ্ণানন্দপুরী
নৃসিংহ তীর্থ আর সুখানন্দপুরী।
এই নব ভক্তি কল্পবৃক্ষ মূলরূপ
পরমানন্দ পুরী মধ্য জড়ের স্বরূপ।
আপনেই মহাপ্রভু হইলা আদি স্কন্ধ
দুই দিগে দুই স্কন্ধ অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
তবে অসংখ্য শাখা স্কন্ধে জনমিল
শিষ্য উপশিষ্য সব যত ব্যাপিল।
মহাপ্রভুর শাখা যত যত হন
প্রাধান্যে সংক্ষেপে আগে কহি নিরূপণ।
চৈতন্য গোসাঞির যত পারিষদ সাথে
গুরু-লঘু ভাব কেহো না পারে জানিতে।
অতএব সভারে করিয়ে পরণাম
দোষ নাহি লইবে কহিব মাত্র নাম।
শ্রীবাস পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম
দুইভাই দুই শাখা প্রেম কন ধাম।
শ্রীপতি শ্রীনিধি দুই সহোদর তার
চারি ভাইর দাসদাসী পরিজন আর
দুই শাখার উপশাখা তা সভারে গণি
যার গৃহে কীর্তন প্রভুর দিবস রজনী।
আচার্য রতন নাম এক শাখাবর
উপশাখা তার যত শিষ্য পরিকর।
আচার্য রত্ন নাম শ্রীচন্দ্র শেখর
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হন শাখাবর।
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি বড় শাখা
শিষ্য উপশিষ্য হয়ে তান উপশাখা।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত শাখার স্বরূপ
প্রভুর প্রিয়ত ভৃত্যভাবক অনুরূপ।
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রিয়তম
তাহার চরিত্র সবলোকে অনুপম।
রাঘব পণ্ডিত অনুচর শাখাবর
তার উপশাখা এক মকরধ্বজ কর।
তার ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী
প্রভুর ভোগ সামগ্রী যোগান বারমাসী।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুর প্রিয়তর
শ্রী আচার্য পুরন্দর হয়েন শাখাবর।
বড় শাখারূপ শ্রীপণ্ডিত দামোদর
তাহার অনুজ শাখা পণ্ডিত শঙ্কর।
সদাশিব পণ্ডিত প্রভুর দাসবর
প্রথম নিত্যানন্দের বাসা যার ঘর।
নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সংজ্ঞা তার
নারায়ণ পণ্ডিত এক শাখা উদার।
শ্রীমান পণ্ডিত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী
নন্দন আচার্য এক শাখা ধরি।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত বাসুদেব দত্ত নাম
এক এক শাখা যার কীর্তি অনুপাম।
হরিদাস ঠাকুর শাখা প্রধান বিদিত
তার উপশাখা সে কুলীন গ্রামী যত।
শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রেমের ভাণ্ডারী
শ্রীরাম সেন প্রভুর সেবাচারী
সর্বোপরি শাখা ভাল গদাধর দাস
শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অভিলাষ।
চৈতন্য দাস রামদাস সকর্ণপুর আর
শিবানন্দের তিন পুত্র উপশাখা তার।
বল্লভ সেন শ্রীকান্ত সেন উপশাখা তারি
গোবিন্দানন্দ প্রভুর প্রিয় শাখা ধারী।
নন্দন ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবিষ্ট
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী প্রভু যার ইষ্ট।
শ্রীগোবিন্দ দত্ত আদি প্রভুর কীর্তনিয়া
শ্রীবিজয় দাস প্রভুর আখরিয়া।
খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর দাস প্রধান
প্রভুর প্রিয় অতি পণ্ডিত ভগবান।
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য মহাশয়
প্রভুর পচুয়া দুই পুরুষোত্তম সঞ্জয়।
বনমালী পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত খান
গরুড় পণ্ডিত গোপিনাথ সিংহ জান।
শ্রীমুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন
প্রেমদাতা শাখা চিরঞ্জীব সুলোচন।
সত্যরাজ রামচন্দ্র আর যদুনাথ
পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ সাথ।
বানীনাথ বসু চৈতন্যের প্রিয়দাস
আর যত জনের কুলীন গ্রামে বাস।
শ্রীরূপ সনাতন দুই মহাশাখা
অনুপাম জীব আদি উপশাখা লেখা।
মহা প্রভুর প্রিয় দাস রঘুনাথ
প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাথ।
শঙ্করারণ্যাচার্য বড় শাখা হন
মুকুন্দ কাশিনাথ গরুড় উপশাখা কন।
শ্রীনাথ পণ্ডিত জগন্নাথ আচার্য জান
শ্রীনিধি শ্রীগোপিকান্ত মিশ্র ভগবান।
সুবুদ্ধি মিশ্র হৃদয়ানন্দ কমল নয়ান
মহেশ পণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন।
জগন্নাথ দাস গালিম শ্রীপুরুষোত্তম
শ্রীচন্দ্রশেখর দ্বিজ হরিদাস নাম।
রামচন্দ্র কবিচন্দ্র ভাগবতাচার্য
শ্রীগোপালদাস সারঙ্গদাস আর্য।

জগন্নাথ তীর্থ আর বিপ্র জগন্নাথ
শ্রীগোপাল আচার্য আর বাণীনাথ।
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ভাই তিনে
মহাপ্রভু চৈতন্যে নাচায় সংকীর্তনে।
শ্রীরামদাস অভিরাম প্রেম সখ্যাশ্রয়ী
নিত্যানন্দ সঙ্গী হৈলা প্রভু আজ্ঞা পাই।
প্রভু আজ্ঞায়ে নিত্যানন্দ গৌড় আইলা
প্রভু আজ্ঞায় তিন জন তার সঙ্গী হৈলা।
শ্রীরাম দাস মাধব বাসুদেব ঘোষে
গোবিন্দ প্রভুর সঙ্গে রহিলা হরিষে।
কমলাকান্ত যদুনন্দ মাধব আচার্য
কৃপাপাত্র জগাই মাধাই দুই আর্য।
নবদ্বীপে ভক্তর কৈল সংক্ষেপে গণন
অসংখ্য চৈতন্য ভক্ত নহেত লিখন।

নীলাচলে

প্রভু সঙ্গে এই সব ভক্ত নীলাচলে
দুই স্থলে প্রভুর সেবা কৈল কুতুহলে
প্রভু সঙ্গে নীলাচলে ভক্তগণ যত
নীলাচলে রহি সেবা করেন নিয়ত।
গৌড় দেশবাসী আর যত ভক্তগণ
নীলাচলে আসি করে প্রভুর দর্শন।
নীলাচলে যার যার প্রভুর মিলন
প্রথম হইতে কহিলে শাখার গণন।
মহাশাখা সার্বভৌম ভট্টাচার্য তথি
শ্রীগোপীনাথ আচার্য তার ভগ্নিপতি।
কাশী মিশ্র প্রদ্যুম্ন আর ভবানন্দ
যার পঞ্চ পুত্র ভজে প্রভুর সকন্দ।
রামানন্দ রায় বাণীনাথ পট্টনায়ক
কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ নায়ক।
চৈতন্যের প্রিয়পাত্র পঞ্চপুত্র এহ
রামানন্দসহ প্রভু ভেদমাত্র দেহ।
প্রতাপরুদ্ররাজা উড়িয়া কৃষ্ণদাস তথি
ভাগবানাচার্য ব্রহ্মানন্দ ভারতী।
শিখি মহাতি আর মহাতি মুরারি
এই সব প্রভুর সতত সেবাকারী।
শিখি মহাতির ভগ্নি মাধবী দেবী
রাধিকার দাসী মধ্যে যার নাম ভাবি।
ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর
শ্রীগোবিন্দ হয়েন তাহার অনুচর।
কৃষ্ণদাস নাম এক কুলীন ব্রাহ্মণে
সঙ্গতি লইয়া প্রভু আইলা দক্ষিণে।
বলভদ্রাচার্য প্রেম ভক্তি বিলসই
বড় হরিদাস ছোট হরিদাস দুই।
রাম ভদ্রাচার্য নাম উড়িয়া সিংহেশ্বর
তপনমিশ্র রঘুনাথ নাম নীলাম্বর।
সিহা ভট্ট কর্মো ভট্ট শিবানন্দ দত্তর
কমলাকান্ত পূর্বে গৌড়ে ভৃত্য প্রভুর।
অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত আচার্য তনয়
চৈতন্য চরণাশ্রয়ে নীলাচলে রয়।
নির্লোম গঙ্গাদাস বিষ্ণুদাস আর
নীলাচলে প্রভু সঙ্গেতে বাস যার।
বারানসী মধ্যে ভক্ত চন্দ্রশেখর
মিশ্রতপন রঘুনাথের কোঙর।
রঘুনাথ মিশ্র ভট্টাচার্য উপাধি
বাল্যে প্রভুর সেবা কৈল নিরবধি।
প্রভু সঙ্গে নীলাচলে কথোদিন ছিলা।
প্রভুর আজ্ঞায়ে বৃন্দাবনে বাস কৈলা।
অসংখ্য চৈতন্য ভক্ত নহেত গণন
সংখ্যানিরূপণ দিগমাত্র দরশন।
একেক শাখার কোটি কোটি ডাল আর
তার শিষ্য উপশিষ্য উপডাল তার।
প্রেম ফুল ফল ভরি আছয়ে সকল
ত্রিজগত ভাসাইল কৃষ্ণ-প্রেম-ফল।
দীন হীন অজ্ঞবিজ্ঞ ম্লেচ্ছ চণ্ডালাদি
বাল্য যুবতী মূঢ় অন্ধক অবধি।
কৃতার্থ হইলা সভে প্রেম ভক্তি পাইয়া
ভুবন পবিত্র কৈল নাচিয়া গাইয়া।
দেখিয়া প্রাচীনমত মহাপ্রভুর শাখা
সংক্ষেপে কহিল ইথে নামমাত্র লেখা।

নিত্যানন্দ শাখা

শ্রীনিত্যানন্দের শাখা কহি সংক্ষেপেতে
প্রাচীন দৃষ্টিতে তাহা শুন সমাহিতে।
বৃক্ষে গুরুতর স্কন্ধ নিত্যানন্দ রায়
জন্মিল অনেক শাখা প্রশাখা তাহায়।
শ্রীবীরভদ্র নিত্যানন্দ সমশাখা
যাহার করণ সব নাহি যায় লেখা।
তার উপশাখা যত অসংখ্য গণন
তবে আর শাখার শুনহ নিরূপণ।
শ্রীরামদাস আর দাস গদাধর
চৈতন্য গোসাঞির ছিলা দুই ভক্ত বর।
প্রভু আজ্ঞায় নিত্যানন্দ সঙ্গে গৌড় আইলা
অতএব দুইগণে গণনা হইলা।
শ্রীরাম দাসের সখ্যভাব মুখ্যতর
গোপীভাবে পূর্ণভারী দাস গদাধর।
যার ঘরে নিত্যানন্দ কৈল দানলীলা
নীলাচল হৈতে যবে গৌড় দেশে আইলা।

চৈতন্য ভাগবতে দাস বৃন্দাবন
বিবরিয়া লিখিল এই সব বিবরণ।
অন্তর্ভাব ব্যাখ্যা তার কহি নিরূপণ
অবধান করিয়া শুনহ ভাবীজন।
নিত্যানন্দ বলরাম সদানন্দ সখ্যে
এইভাব দেখাইল সখ্য ভাবি মুখ্যে।
অতএব সখ্যভাবি হৈব যারা যারা
কৃষ্ণের যাবত লীলা প্রমোদিব তারা।
রামদাস গদাধর দাসের যেমন
মাধব বাসুদেবঘোষের তেন বিবরণ।
কীর্তনিয়া জনে মুখ্য শ্রীমাধব ঘোষে
যার গানে নিত্যানন্দ নাচয়ে হরিষে।
বাসুদেব করে প্রভুর গীত বর্ণন।
মুরারি চৈতন্যদাসের অদ্ভুত করণ
ব্রজের শাখাসহ নিত্যানন্দ সঙ্গী
মত্তবেশ বীর ধড়া শিঙ্গা বেণু রঙ্গী।
রঘুনাথ বৈদ্য মহাশয় উপাধ্যায়ী
যাহার দর্শনমাত্র প্রেমভক্তি পাই।
মর্ম শাখা নিত্যানন্দের সুন্দরানন্দ
যার সনে ব্রজ নর্ম কৈল নিত্যানন্দ।
অলোক চরিত কমলাকর পিপিলাই
সূর্যদাস সরখেল কৃষ্ণদাসভাই।
গৌরী দাস পণ্ডিত পণ্ডিত পুরন্দর
পরমেশ্বর দাস এসব শাখা বর।
জগদীশ পণ্ডিত পণ্ডিত ধনঞ্জয়
মহেশ পণ্ডিত সদা উদার আশয়।
পুরুষোত্তম পণ্ডিত ভাবক নির্যাস
কৃষ্ণপ্রেম রসাস্বাদী বলরাম দাস।
যদুনাথ কবিচন্দ্র হন শাখাবর
কৃষ্ণদাস দ্বিজ নিত্যানন্দের কিঙ্কর।
বালা কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ ভাবময়
শীসদাশিব কবিরাজ মহাশয়।
পীপুরুষোত্তম দাস তনয় যাহার
নিত্যানন্দ পদ বিনু না জানয়ে আর।
তার পুত্র শ্রীকানাই ঠাকুর মহামতি
কিঙ্করণ দত্ত মহাভাগবত অতি।
মহাভক্ত আচার্য বৈষ্ণবানন্দ নাম
পূর্বে যারে রঘুনাথ পুনি দিল নাম।
বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই
পূর্বে যাহার গৃহে আছিলা নিতাই।
রামানন্দ উপাধ্যায় জীব পণ্ডিত
রমানন্দ গুপ্ত সদা কৃষ্ণ পর চিত।
নারায়ণ কৃষ্ণদাস আর মনোহর
বিনানন্দ এ চারি নিত্যানন্দের কিঙ্কর।
নকড়ি, মুকুন্দ সূর্য মাধব শ্রীধর
পরমানন্দর সুত জগন্নাথ মহীধর।
শ্রীমন্ত গোকুল দাস সদা ভাবময়
হরিহরানন্দ শিবানন্দ মহাশয়।
মুকুন্দাই পরমানন্দ অবধূত গণি
গোপাল সনাতন বসন্ত লবণী।
বিষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন
কংশারি সেন রামসেন আর কন।
রামচন্দ্র কবিরাজ গোবিন্দ শ্রীলঙ্গ
পীতাম্বর মাধবাচার্য দামোদর সঙ্গ।
শঙ্কর মুকুন্দ শীল দাস মনোহর
নর্তক গোপাল রামভদ্র ভক্ত বর।
গৌরাঙ্গ দাস দাসভাবময় হন।
নৃসিংহ চৈতন্য দাস মীন কেতন।
নারায়ণী নন্দন শ্রীবৃন্দাবন দাস
চৈতন্যলীলার যেহেন কলি ব্যাস।
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞির উপশাখা
যতেক আছয়ে কেবা করিবেক লেখা।
নিত্যানন্দের শাখা অসংখ্য গণন
সংক্ষেপেতে জানমাত্র কহিল গণন।

অদ্বৈত শাখা

ভক্তিকল্পবৃক্ষ স্কন্ধ দ্বিতীয় অদ্বৈত
সংক্ষেপেতে কহি তার শাখা হেন যত।
অচ্যুতানন্দ শ্রেষ্ঠ আচার্য নন্দন
আজন্ম চৈতন্যপদ করিল সেবন।
কৃষ্ণমিশ্র শ্রীগোপাল অদ্বৈত তনয়
চৈতন্যের প্রিয়তর দুই মহাশয়।
আচার্যের আর পুত্র বলরাম কন
রূপ জগদীশ নাম শাখা যে গণন।
চৈতন্যে বিশ্বাস গৌণ স্বতন্ত্রাভিমানী
এতেকে অদ্বৈত গোশারী দুই গণ গণি।
কমলাকান্ত বিশ্বাস আচার্যের দাস
আচার্যেতে হয়ে তার গাঢ় বিশ্বাস।
শ্রীযদুনন্দনাচার্য অদ্বৈতের শাখা
তার শাখা উপশাখা কে করিব লেখা।
ভাগবতাচার্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য
চক্রপাণি আচার্য অনন্তপ্রাণ আর্য।
নন্দনী কামদেব চৈতন্য দাস
দুর্লভ বিশ্বাস নাম বনমালী দাস।
জগন্নাথকর ভবনাথকর শাখা
হৃদয়ানন্দ সেনদাস ভোলানাথ লেখা।
যাদবদাস বিজয় দাস জনার্দন
অনন্ত দাস কানু পণ্ডিত দাস নারায়ণ।

শ্রীবংস পণ্ডিত হরিদাস ব্রহ্মচারী
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী হরিদাস ধরি।
পুরুষোত্তম পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ।
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত।
বিজয় পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত
অদ্বৈত গোসাঞির শাখা সংখ্যা অতীত।
ইহার মধ্যতে যেই না মানে চৈতন্য
শুষ্ক কাষ্ঠ সম সেই জগতে অধন্য।
অদ্বৈত গোসাঞির কৈল নিরূপণ
তিন স্কন্ধ শাখার কৈল সংক্ষেপে গণন।
শিষ্য উপশিষ্য এ সবের যত যত
শাখা উপশাখা তথা লিখিব বা কত।
প্রণতি করিয়া বন্দোঁ সভার চরণ
ইহায়ে করিল মাত্র দিগ্‌দরশন।

চৈতন্যলীলা

সংক্ষেপেতে সূত্র চৈতন্যের লীলা গাথা
পারিষদ ভক্ত সঙ্গে কৈল যেই যথা।
চৈতন্য লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন
শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যে কৈল বর্ণন।
মুরারি গুপ্তের শ্রীচৈতন্য চরিত
তাহাতে দেখিয়া সূত্র লেখি যে কিঞ্চিত।
আদি খণ্ডে মধ্য খণ্ডে শেষ খণ্ডে আর
তার সূত্র সংক্ষেপেতে করিব বিস্তার।
আদি খণ্ডে বিদ্যার বিলাস প্রধান্যতে
মধ্য খণ্ডে সংকীর্তন প্রকাশ জগতে।
শেষ খণ্ডে ন্যাসী রূপে স্থিতি নীলাচলে
নিত্যানন্দে সমর্পিয়া গৌড় মণ্ডলে।
কলির চরিত্র সব হইল প্রবলে
ধর্মের তিন পাদ কাটিলেক সবলে।
হিংসা চৌর্য মুষাবাদ পাষণ্ড আচারি
মঙ্গলচণ্ডীর গীত আর বিষহরি।
সজ্ঞান করয়ে কহো করিয়া যতন
হাস্যকার্যে মিথ্যা কাল করয়ে হরণ।
প্রথম পাদেতে হৈল হরির নিন্দন
হরিনাম হরিপূজা ছাড়িলেক জন।
জীবের দুর্গতি দেখি প্রভু ভগবান
চিন্তিত হইলা করিবারে জীব ত্রাণ।
সাঙ্গোপাঙ্গে অস্ত্র [?] পার্ষদে আজ্ঞা কৈল
জীবত্রাণ হেতু সভে মর্ত্য ভূমি চল।
অদ্বৈতেরে আগুজান পাঠাইল হরি
যার প্রীতিরসে অবনীতে অবতরি।
নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর
বসুদেব সম তার স্বভাব সুন্দর।
তার পত্নী শচীদেবী প্রতিব্রতা অতি
দৈবকীর সমান হয়ে তাহার প্রকৃতি
তার গর্ভ লক্ষে অবতীর্ণ ভগবান
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম জগতে বাখান।
আদি খণ্ডে শচীগর্ভে দেখি অধিষ্ঠান
অদ্বৈত আচার্য প্রভু সীতাদেবী প্রাণ।
শান্তি প্রবাহিতে শচীগৃহে আগুসার
গর্ভ প্রদক্ষিণ করি কৈল নমস্কার।
কুঙ্কুম কৌস্তরী গর্ভে লেপি স্তব কৈল
শচীদেবীরে হো বহু প্রণতি বুঝিল।
তোহ্মার ভাগ্যের সীমা কি কহিব আর
সর্ব অর্ন্তবাসী প্রভু গর্ভতে তোহ্মার।
শান্তিপুর গেলা পুন অদ্বৈত গোসাঞি
সকল দেবতা তবে হৈয়া এক ঠাঞি
শচীগর্ভে অধিষ্ঠান জানি ভগবানে
আসিয়া অনেক স্তব কৈলা দেবগণে।
নিদ্রা ভাঙ্গি শচীদেবী হৈলা চমকিত
দেব দেখি ভয় মানি চাহে চারিভিত।
চতুর্মুখ কারো কারো পঞ্চ বয়ান
দুই তিন চক্ষু কারো সহস্র নয়ান।
দেখি দেবী কহিলেন মিশ্র পুরন্দরে
স্বপ্ন হেন জানি মিশ্র প্রবোধিল তারে।
স্তবন করিয়া দেব গেলা নিজালয়
শচীর হইলা আসি প্রসব সময়।
শকে চৌদ্দশত আর সপ্তবৎসর
বিষ্ণু বিংশতি তৃতীয় বৎসর অন্তর।
ফাল্গুণী পূর্ণিমা বার বিস্তৃত জান
ত্রয়োবিংশ দিনে আবির্ভাব ভগবান।
সোনাশতবাণ জিনি বরণ উজ্জ্বলে
ধ্বজ বজ্র আদি চিহ্ন করপদ তলে।
হরিনাম সুমঙ্গল চতুর্দিগ ভরি
হরিনাম আগে করি জনমিলা হরি।
জন্মিলা অদ্বৈত গোসাঞি শান্তিপুরতে
দীপান্বিতা অমাবস্যা কার্তিক মাসতে
নিত্যানন্দ একচাকা খলতপুরতে
হাড়ো পণ্ডিতের ঘরে প্রসিদ্ধ জগতে।
জনম লভি পদ্মাবতীর উদরে
মাঘে শুক্ল ত্রয়োদশী ভূমিসুতবারে।
নবদ্বীপে গৌর জন্ম নিশ্চয় জানিয়া
স্থানে স্থানে পরিষদ জন্মিলা আসিয়া
আদি খণ্ডে শিশুরূপে অনেক বিলাস
পিতামাতায়েরে দেখাইল গুপ্তবাস

বজ্রাঙ্কুশাম্বুজ আদি চিহ্ন বাজে
মাতা অন্তত দেখাইল গৃহ মাঝে।
স নামকরণ তবে কৈল
স্বভাব বিশ্বেশ্বর নাম থুইল।
ত্র চলি আছে নড়চ্যা দেখিয়া
তামাতা থুইল নাম নিমাই বুলিয়া।
তমাসে কৃষ্ণগান শুনি শয্যাগত
নে গলয়ে ধারা অঙ্গ পুলকিত।
লগোপাল উপাসক বিপ্রবরে
তিথ হইলা শচী জগন্নাথ ঘরে।
লগোপালে বিপ্র অন্ন নিবেদিল
গোপাল রূপে প্রভু তাহা খাইল।
রূপে গৌরাচান্দ নানা অলঙ্কারে
গণ সঙ্গে গিয়া দূরে খেলা করে।
সময়ে এক ধাউড় তথায়
মূল্য অলঙ্কার দেখি গোরা গায়।
নছলে অলক্ষিতে কোলেত করিয়া
রিব করিয়া অতি দূরে গেল লৈয়া।
র ভ্রমাইয়া প্রভু নিজ ঘরে আইল
য়ে তাহারে প্রভু উদ্ধার করিল।
কদিন জগদীশ হিরণ্যের ঘরে
সাদ খাইল প্রভু শ্রীহরি বাসরে।
রূপে ক্রন্দন করিয়া নিজ সুখে
হরি কীর্তন বোলাইল সর্বমুখে।
বাবা মৃদঙ্গ খোল করতাল
সঙ্গে আরম্ভিল কীর্তন রসাল।
দি খণ্ডে কতরূপ খেলে প্রভু রঙ্গে
কুলে বিহরে যেন শিশুগণ সঙ্গে।
নাম রাম জপময়ে করিল প্রকাশ
লে জগৎ গুরু প্রভু শ্রীনিবাস।
পূজার দ্রব্য লীলায়ে খাইয়া
টি পাড়িল হাণ্ডি কলসী ভাঙ্গিয়া।
দাস দ্বিজ স্থানে পড়িবারে দিল
প অধ্যাপক প্রভু সর্বশাস্ত্রে হৈল।
ল সকল বিদ্যা করি গুরু লক্ষ্য
দশ বিদ্যাএতে প্রভু হৈলা দক্ষ।
দ খণ্ডে সকল পড়ুয়া সব মেলি
সুধি করিয়া গঙ্গায় করে কেলি।
াস্ত্রে বিজয়ী গৌরাঙ্গ নিজ সুখে
বনে হেন নাহি তরয়ে সংমুখে।
দিন সভামধ্যে মুরারি গুপত
এন ব্রহ্মতত্ত্ব অভেদ এ যত।
য়াত মহাপ্রভু কহে লাড়ি মাথা
পাইব আহ্মি এই তত্ত্বকথা।

আরদিন মুরারি গুপ্তের পূজা কালে
প্রস্রাব করিয়া শিব ভিজাইল জলে।
বরাহ রূপতে তার ভ্রম ঘুচাইল
পশ্চাতে মুরারি গুপ্ত স্তব বহু কৈল।
বিদ্যাগুরু গঙ্গাদাস দ্বিজ সঙ্গে
গঙ্গাস্নানে গৌরাঙ্গ গিয়াছিলা রঙ্গে।
পূজার ফুলের সাজি ভাসি যায় স্রোতে
প্রভুরে কহিল ফুলের সাজি আনিতে।
সাজি আনিবারে প্রভু যতদূরে যায়ে
পদ্মপুষ্প ফুটিয়া যায়েত পায়ে পায়ে।
পদ্মে পদ্মে চড়ি প্রভু সাজি আনি দিল
দেখি বিপ্র স্তব করি চরণে ধরিল।
এই ভিক্ষা মাঙ্গো প্রভু করি পরিহার
পুন তুহ্মি মোরে না করিবে নমস্কার।
প্রভু পারিষদ জনমিলা যথা যথা
সর্বত্রেই প্রচার হইল এই কথা।
আইলা নদীয়া সভে প্রভুরে দেখিতে
আইলা অদ্বৈত চন্দ্র শান্তিপুর হৈতে।
পারিষদ সঙ্গে কৈল প্রভুর সম্ভাষ
আইলা বুড়ন হইতে শুনি হরিদাস।
শ্রীহট্ট হইতে গদাধর শিশুকালে
পিতামাতা সঙ্গে আইলা গঙ্গাবাস ছলে।
দর্শনমাত্রতে গদাধর মিশাইলা
চৈতন্যের প্রাণের দোসর যেন হৈলা।
শ্রীনিবাস পণ্ডিত আইলা তথা হইতে
নানা দেশে পারিষদ হৈলা একত্রেতে।
একদিনে শ্রীনিবাস গৃহে গৌরমণি
আহ্মা ছাড়ি নরসিংহ পূজে এত জানি।
তাহার সাক্ষাতে চতুর্ভুজ রূপ হৈয়া
জন্মাইল বিশ্বাস তার সদয় হইয়া।
হিরণ্যাক্ষ জগদীশ পণ্ডিত দুজনে
একাদশী করি বিষ্ণু পূজে একদিনে।
সেসব নৈবেদ্য প্রভু বসিয়া খাইল
দেখিয়া তাহারা দোহে ভাগ্য করি নিল।
সপ্ত বৎসরে তবে কর্ণভেদ কৈল
নবম বৎসরে যজ্ঞ উপবীত দিল।
কৌমার পৌগণ্ড গেল হইলা কিশোর
বিভা দিতে ইচ্ছা কৈল মিশ্র পুরন্দর।
বল্লভ আচার্য কন্যা কমলা গোসানি
প্রভুরে দিলেন বিভা লক্ষ্মীসম মানি।
কথোদিনে দৈবে তারে দংশিল সর্পতে
বৈকুণ্ঠ গমন কৈল সেই তেন ক্ষতে।
তবে সনাতন নাম পণ্ডিতের কন্যা
বিষ্ণুপ্রিয়া বিভা দিল জগতের ধন্যা।

জগন্নাথ মিশ্র পাইল বৈকুণ্ঠলোক
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস শচীর দুই শোক।
দিগ্বিজয়ী বিপ্র এক আসিয়া নদীয়া
জিনিল পণ্ডিত সব বিচার করিয়া।
জয়পত্র লইবারে আছয়ে বসিয়া
এত কথা লোকমুখে গৌরাঙ্গ শুনিয়া।
তার সনে প্রভু বিচারিল বিদ্যাকলা
নিরস্ত না হয়ে ক্রোধে বিশ্বরূপ হৈলা।
সহস্র জিহ্বায়ে সহস্রেক সরস্বতী
বিচারিতে দিগ্বিজয়ী দেখে মূর্তিবতী।
নিরস্ত হইয়া স্তব বহুতর কৈল
তবে মহাপ্রভু তারে সদয় হইল।
আদি খণ্ডে গয়া গেলা প্রভু স্বইচ্ছাতে
ঈশ্বরপুরীকে কৃপা করিল তথাতে—
আদি খণ্ডে লীলা কত করিলেন আর
সেসব লিখিতে সূত্র হয়েত বিস্তার।
বাল্যলীলা আদি গয়াগমন অবধি
আদিখণ্ড লীলাপূর্ণ এই গ্রন্থ বিধি।
আদিখণ্ডে গৌরসিংহ হইলা বিদিত
চিনিলেন পাদপদ্ম ভৃঙ্গ যত যত।

মধ্যখণ্ড

মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতাদি সর্ব সঙ্গী সঙ্গে
শ্রীনিবাস ঘরে খট্টায়তে প্রেমরঙ্গে।
তাম্বুল যোগান শ্রীপণ্ডিত গদাধর
সভাকার ভাব প্রভু বুঝিয়া অন্তর।
মুকুন্দে বাহিরে এড়ি সভার বিশ্বাস
জন্মাইতে নানারূপ হইলা প্রকাশ।
বরাহ নৃসিংহ আদি যার ভাবি যেই
চতুর্ভুজ বিষ্ণু আদি দেখে সেই সেই।
কেহো দেখে শ্যামরূপ মুরুলী অধরে
নিজ ইষ্ট করি সভে জানিল প্রভুরে।
প্রভু প্রভু করি কান্দে চরণে ধরিয়া
বাহিরে মুকুন্দ কান্দে সে সব শুনিয়া।
শুনি শ্রীনিবাস শ্রীচরণে নিবেদিল
মুকুন্দের রীত প্রভু সকল কহিল।
যতেক পুছয় যত করয়ে বিচার
আস্কারে বিশ্বাস নাহি ভাবে নিরাকার।
অনেক মিনতি পুন কৈল শ্রীনিবাস
তবে তারে কৃপা করি হইলা প্রকাশ।
একদিন মহাপ্রভু সর্বসঙ্গী লৈয়া
সংকীর্তন আরম্ভিল জীবের লাগিয়া।
শ্রীনিবাস রামানন্দ গোবিন্দ মুকুন্দে
চারিজনে করতাল দিল নিজানন্দে
গঙ্গাদাস বনমালী দোহারে ডাকি
আপনে মৃদঙ্গ কান্ধে দিলেন তুলিয়া
সংকীর্তন ধ্বনি হৈল নদীয়া ভরিয়া
ব্রাহ্মণ যবন ধায় প্রেমায়ে ভুলিয়া
আনন্দে মাতল প্রভু পারিষদ সাথে
সংকীর্তন মাঝে নাচে তিন লোক নাথ
ব্রহ্মা শিব লক্ষ্মী যেই প্রেম অভিলাষে
গোপী গোপ ব্রজবাসী যে প্রেম বিলসে
হেন প্রেম প্রভু আচণ্ডাল আদি করি
যাচিয়া যাচিয়া দেয় দন্তে তৃণ ধরি
হেন প্রেমে যেই জন বঞ্চিত হইল
নিশ্চয় জানহ তারে বিধি বিড়ম্বিল।
আর দিন প্রভু সব সঙ্গীরে ডাকিয়া
কহে গদ গদ বাণী সকরুণ হৈয়া।
আসিল সংসার কলিযুগ ঘোরতর
সর্বধর্ম বিবর্জিত হৈল সব নর।
হরিনাম বিনে কোন ধর্ম সিদ্ধ নয়
মহা মহাপাপ যায়ে ভস্ম রাশি হয়।
হরিনাম দিতে সভাকারে আজ্ঞা দিল
দণ্ডবৎ করি আজ্ঞা মস্তকে ধরিল।
অভেদ চৈতন্য-দেহ অদ্বৈত ঠাকুর
সঙ্গী সঙ্গে করি গিয়াছিলা শান্তিপুর
শ্রীনিবাসে কহি রামাইরে পাঠাইয়া
অনেক করিল প্রেম অদ্বৈত আনিয়া।
কৃষ্ণ-কথা আলাপনে দিবারাত্রি রহে
শুনি শচী দুঃখী হৈয়া সর্বজনে কহে
বিশ্বরূপ পুত্র মোর গৃহবাসী ছিল
আচার্যের আলাপনে সন্ন্যাসী হইল
এবে একপুত্র নিমাইমাত্র আছে
ভুলাইয়া সন্ন্যাসী করেন তারে পাছে
এত শুনি অদ্বৈত গোসাঞি দুঃখীমনা
শচী পাইয়া তার করিল সান্ত্বনা।
নিত্যানন্দ চৈতন্যের মিলন যেমন
সূত্রমাত্র কহি তাহা শুন সর্বজন।
একচাকা গ্রামে হাড়ো পণ্ডিতের ঘর
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ নানা লীলা করে
দৈবে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মাগি নি
সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রভু সর্বতীর্থ কৈ
এইমত বিংশতি বৎসর তীর্থ কৈ
মথুরা মণ্ডলে তবে বিশ্রাম করিল
নদীয়ায়ে অবতার কৈল গৌরমণি
লোকমুখে শুনি মনেমনে অনুমানি।
মথুরা ছাড়িয়া আইলা নদীয়া নগ
বাসা কৈল শ্রীনন্দন আচার্যের ঘ

নে রাত্রে স্বপ্ন দেখি বিশ্বম্ভর
ম বেশভূষণ লীলা স্বর।
ত সর্ব সঙ্গীরে কহিয়া স্বপনে
সঙ্গে গেলা নিত্যানন্দ দরশনে।
া দরশনে যত আনন্দ পাথার
ব কহিতে শক্তি আছয়ে কাহার।
ানন্দে বাসা দিল শ্রীনিবাস ঘরে
নে মালি দেবী যার সেবা করে।
ানন্দ ব্যাসপূজা করিল বিধানে
রষদ লৈয়া প্রভু দেখিল আপনে।
ত তুলি নিত্যানন্দ দিব্য পুষ্পমালে
ানন্দে তুলি দিল গৌরাঙ্গের গলে।
ভুজ হইলা প্রভু অদ্ভুত আকার
য়া নদীয়া লোক হৈল চমৎকার।
ভাবে নৃত্যপ্রভু করিল তথাতে
নিবাস আদি সব পারিষদ সাথে।
ভাই হেন নিত্যানন্দে প্রেম করে
ঙ্গী সব অবিশ্বাস হয়েন অন্তরে।
ানি প্রভু গঙ্গার পুলিনে রৌদ্রে বসি
কথাচ্ছলে নিত্যানন্দে পরকাশি।
ভু কহে নিত্যানন্দ তোহ্মারি বিদ্যমানে
দ্রে সভে ক্লেশ পায় না নিবার কেনে।
ভুর আজ্ঞায়ে নিত্যানন্দ মহামনা
লেন ছায়া ধরি সহস্রেক ফণা।
খ চমৎকার সঙ্গী সভার অন্তরে
সভার মন বুঝি প্রভু হেন করে।
প্রভু এত যায় পরম আনন্দে
কলাবন দেখি কন নিত্যানন্দে।
মাগিয়া লই কিছু সভে মিলি খায়
া মাত্রতে গেলা নিত্যানন্দ রায়।
াতে যত ধরে মাগিলেন কলা
আনে তত ধরে গৃহস্থ কাঁপিলা।
ান দিয়া তবে কলা আনি দিল
খাইয়া প্রভু হাত ধুইতে চাহিল।
ার ঘায়ে জল দিলেন তুলিয়া
কার সঙ্গীসব প্রভাব দেখিয়া।
ধ ক্ষমিবারে করিল বিনয়
কহে নিত্যানন্দ ক্ষমিলে সে হয়।
আসি নিত্যানন্দের পাদোদক নিয়া
ধ ক্ষমাইল কপিন বাঁটিয়া।
ন বাঁটিয়া দিল প্রভু নিত্যানন্দ
ীগণে হৈলা পরম আনন্দ।
ন্দের প্রসাদ কপিন পাইয়া
দেবতা ঘরে প্রসাদ করিয়া।

একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের অঙ্গনে
আবেশে করয়ে নৃত্য পারিষদ সনে।
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দুহিতা ভ্রাতার
নারায়ণী নাম তার চারি বৎসরের।
মহাভাবময় প্রভু দেখিয়া সংমুখে
চর্বিত তাম্বুল প্রভু দিল তার মুখে।
'আল রাঢ়ি' বুলি তেঞি কহেন তাহারে
বৃন্দাবন দাস জন্ম যাহার উদরে।
শ্রীনিবাস গৃহে প্রভু পারিষদ সঙ্গে
পরম আবেশে নাচে সংকীর্তন রঙ্গে।
সঙ্কীর্তন সঙ্গে শ্রীনিবাস পুত্র মৈল
কীর্তন অবধি হৈলে তারে পোড়াইল।
শোক দেখি মৃতপুত্র জীবদশা পাইয়া
খণ্ডিল তাহার শোক আপনা চিনাইয়া।
বৃহস্পতি পিতা শাপে জন্ম হৈল এথা
পরিত্রাণ হেতু বুলিল শুন তার কথা।
কলিযুগে গৌরাঙ্গ কীর্তন করিতে
শব্দমাত্রে দেহ ছাড়ি আসিবা এথাতে।
কহিয়া তিহো গেলা নিজ স্থানে
শ্রীনিবাস নিবেদিল প্রভুর চরণে।
খোলাবেচা শ্রীধর নামেতে বিপ্র ছিল
পাট্টধার খোলা দিয়া প্রভু তুষ্ট কৈল।
কৃপা করি প্রভু খোলাবেচা দূর কৈল
প্রভুর আজ্ঞায়ে নির্ভরসিয়া হইল।
জগাই মাধাই দুই পাষণ্ড আচারি
ব্রাহ্মণ শরীরে মদ্য মাংস ভক্ষ করি।
ব্রহ্মবধ গোবধ স্ত্রীহত্যা করে
সহস্র কায়েতে পাপ লিখিতে না পারে।
কৃপা করি হেন দোহে করিল উদ্ধার
মহাভাগবত সংজ্ঞা হইল দোহার।
কাজী সব নদীয়ায় আছিল দুরবার
তারে জ্ঞান দিয়া প্রভু করিল উদ্ধার।
কুষ্ঠীবিপ্র আসি এক মহা প্রভুস্থানে
অনেক বিনয় কৈল ব্যাধির হরণে।
প্রভু বোলে অপরাধ শ্রীনিবাস স্থানে
আম্মি ইহা করিতে কি পারি পরিত্রাণে।
কৃষ্ণ অপরাধ কল্পঅন্তে হয় ক্ষয়
বৈষ্ণব অপরাধ ক্ষয় কোটি কল্পে নয়।
শ্রীনিবাস স্থানে অপরাধ খণ্ডাইয়া
ঘুচাইল কুষ্ঠ তার সদয় হইয়া।
কীর্তন আর নৃত্য প্রভু বাড়ির ভিতরে
গতাগতে মহাভীড় হইল দুয়ারে।
দৈবে এক শিষ্যবিপ্র শরীর দুর্বলে
যাইতে না পারে কেহো না শুনয়ে বোলে।

ক্রোধ করি বিপ্র মহাপ্রভুরে সাপিল
অন্যান্তরে কীর্তন শুনিতে না পাইল।
দীনবেশ ধরি তুহ্মি এই সংকীর্তন
দেশে দেশে করহ শুনুক সর্বজন।
লোক মুখে শুনি প্রভু অন্তর্যামী হরি
সান্ত্বনা করিল বিপ্রে মনে দুঃখ করি।
ব্রহ্মশাপ অন্যথা না করয়ে প্রভু কন
প্রভুর অন্তর বুঝে হেন কোন জন।
একদিন সংক্রান্তি রাত্রিতে স্বপ্ন দেখে
মহাভাগে ডাকি কহে মনতে অসুখে।
রাত্রিশেষে সন্ন্যাসী আসিয়া একজনে
সন্ন্যাসের মন্ত্র কহিলেক মোর কানে।
মোরে কহে অসার এ সংসারের বাস
ছাড়িয়া চলহ তুহ্মি করিয়া সন্ন্যাস।
কহিতে কহিতে প্রেমসিন্ধু উথলিল
সংসার ছাড়িতে প্রভু উপায় সৃজিল।
প্রভু কথা শুনি ভক্ত সকল সংঘাতে
কত বজ্রঘাত যেন হইল মাথাতে।
ব্যাকুল হইয়া সভে বিস্তর কহিল
শুনি প্রভু তা সভারে পুন বুঝাইল।
কেশব ভারতী আসি প্রভু দরশনে
হইল অনেক কথা মহাপ্রভু সনে।
তবে প্রভু সঙ্গী সবে হিত বুঝাইল
সর্বভক্ত সম্প্রীতে রহিবে এই বুলিল।
অনেন্যান্যতে কৃষ্ণকথা আলাপ করিবে
ভক্তি তত্ত্বকথা সর্বলোকে বুঝাইবে।
কৃষ্ণ বৈমুখ জনের ছায়া না চাইবে—
এইমত সঙ্গী সবে অনেক বুঝাইয়া
নিত্যানন্দ অদ্বৈতে পরোক্ষে সম্ভাষিয়া।
সে দোহারে সকল কহিল গৌরমণি
লোকমুখে শচী তবে এ সকল শুনি।
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হৈব পাইল বার্তা সার
অন্ধকার দেখে দেবী সকল সংসার।
ধীরে ধীরে আসি দেবী গৌরাঙ্গ নিকটে
যত বুলিল সেসব কহিতে প্রাণ ফাটে।
তবে প্রভু মায়েরে অনেক বুঝাইয়া
তবে গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সম্ভাষিয়া।
অনেক প্রকারে তবে তারে বুঝাইল
নিয়ম করিয়া তবে তারে প্রভু দিল।
একেক নামতে এক তণ্ডুল রাখিহ
দিনান্তে তণ্ডুল যত হইব সমূহ।
সে তণ্ডুল রান্ধিয়া কৃষ্ণেরে নিবেদিবে
সেই মহাপ্রসাদ আপনে পাইবে।
আমার বিয়োগ কিছু মনে না ভাবিহ
কৃষ্ণস্বামী কৃষ্ণস্বামী বুলিয়া ৫
ফুকুরি কান্দয়ে দেবী ধরি
শুনিয়া পাষাণ ঝরে অন্যে
সন্ন্যাস করিতে তবে গেল
কেশবভারতী স্থানে কণ্টক
ডুবিলা শোক-সাগরে শচী
সেসব কহিতে বুক যায়ে
নদীয়ানগর হৈল দিবসে
করুণা বন্যায়ে হৈল নদীয়া
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীচন্দ্র
ব্রহ্মানন্দ মুকুন্দ এ পারিষদ
কথো দূরে যাইয়া মেলিলা
তা সভার সহ গেলা কণ্ট
কেশবভারতী স্থানে সন্ন্যাস
প্রকারেত মন্ত্র প্রভু আগে ত
স্বপনেতে আহ্মি এক মন্ত্র
এই মন্ত্র দিবে এত বুলি ব
জগদ্‌গুরু প্রভু কে তাঁহার
অখিল লোকের এক বাঞ্ছা
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি নদীয়া
শোকাকুল হইয়া রহিলা
দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন
কণ্টকনগর আহ্মি না ছাড়ি
প্রতিমা রূপেতে আহ্মি এহনে
ইহারে প্রতিমা জ্ঞান কভো
কণ্টক নগরে প্রভু সন্ন্যাস
মধ্য খণ্ড সম্পূর্ণ এই স্থলে

শেষখণ্ড

শেষ খণ্ডে সন্ন্যাস করিয়া
চলিলা পশ্চিম মুখে মথুরা
বৈদ্যনাথ হৈতে পুন আইল
কৃষ্ণ না বোলয়ে কেহো দুখি
কণ্টক নগরে আসি পুন
কেশবভারতী দেখি প্রভাতে
দক্ষিণ মুখতে নীলাচল
শান্তিপুর গিয়া কৈল আচা
নিত্যানন্দ পাঠাইয়া নদীয়া
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া আনি সকল
সভা সম্ভাষিয়া প্রভু নীলাচ
নিত্যানন্দ রায় দণ্ড ভাঙ্গিলে
তুলসী চৌটিয়ে প্রভু উত্তরি
পাণ্ডা সব স্বপ্ন দেখি লইল

তবে বিশ্রাম করিল ভক্তি গ্রন্থ দোহে বহু করিল প্রচার।
থ দর্শন করিল। শেষখণ্ডে মথুরায়ে অনেক বিলাস
বিদ্যা অনেক বিচারি নানা স্থল মুক্তি সব করিল প্রকাশ।
তাহারে কৃপা করি। শেষ খণ্ডে মহাপ্রভু গেলা বারাণসী
কৈল গৌরহরি পুন রাস করিলেন নীলাচল বাসী।
সি উপাদান করি। অহনিশি কীর্তন করিল গোরা রায়
পরমানন্দ পুরী মহাভাবে মগ্ন প্রভু হইলা তথায়।
এই সব অধিকারী। গৌড়দেশে আসি তবে নিত্যানন্দ রায়
গৌড়দেশে আইল। ব্যবহার করিলেন চৈতন্য আজ্ঞায়।
আনন্দিত হৈলা। বসু জাহ্নবী বিভা করিল তথায়
আসিয়া রহিলা বীরভদ্র গঙ্গাদেবী প্রকাশ লীলায়।
গরে প্রভু আইলা। কে কহিব তার লীলা বুঝন না যায়
দেখিবারে আইল বহু জীব নিস্তারিল চরণ কৃপায়।
নিস্তার পাইল। নীলাচলে মহাপ্রভুর যতেক বিহার
চলিলা আনন্দিতে করিতে তাহার সূত্র শক্তি আছে কার।
পুন কথো দূর হৈতে। হরিনাম জীবে প্রকাশিল যুগধর্ম
আইলা গৌরবঙ্গে [রঙ্গে] প্রকাশিল উপাসনা গূঢ়ভক্তি মর্ম।
ভক্তগণ সঙ্গে। জীব নিস্তারিয়া প্রভু নিজ সঙ্গীসহ
ন্দ গৌড় পাঠাইল নিজ ধাম শুভ কৈল না লখিল কেহ।
লাচলে বিহরিল। তিন খণ্ড সূত্র এই সংক্ষেপে কহিল
মুখে নৃত্য কৈল দিগ্‌দরশন মাত্র লোকে জানাইল।
প্রেমায়ে ভাসিল। শ্রীচৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ সংক্ষেপতে
কৈল গৌরহরি কহিল শাস্ত্র সংগ্রহ দেখি সাধুমতে।
দরশন করি। শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপা অবলেশে
গেল মথুরায় সাহসে প্রবর্ণই যে না বুঝি বিশেষে।
কৈল পথে তায়। ধৈরজ ধরিয়া চিত্তে রহিতে না পারি
পরিচয় দিলা সদা গৌরগুণ গাই শুনি মনে করি।
কৃতার্থ হইলা। বন্দিয়া চৈতন্য-চান্দের চরণ মাধুরী
খুইল দোহার এ ব্রজমোহন দাস গ্রন্থ পূর্ণ করি।

তত্ত্বপ্রদীপে সাঙ্গোপাঙ্গ গ্রন্থ সম্পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ শর্ম্মণ স্বাক্ষরমিদং মস্তু শকাব্দা ১৬২৫ তেরিখ ১৩ ফাল্গুণ।

গ্রন্থ-পরিচয়

বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা ॥ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। [illegible] কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২+৩৬২। সাইজ: ডিমাই ১/৮। [illegible] মূল্য: তিরিশ টাকা।

ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা' এ-যাবৎ আমাদের দেশের বাংলা-সাহিত্যে যত উল্লেখযোগ্য গবেষণা হই পরিবেশনমূলক একটি সংকলন-গ্রন্থ। বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের গ শ্রেণীর কোন তথ্য-সংকলন গ্রন্থ আমার জ্ঞান মতে এ-যাবৎ সংকলি পশ্চিমবঙ্গে, না বাংলাদেশে। এই জাতীয় গবেষণা-তথ্য-পঞ্জী বিজ্ঞান শাখায় অতি সহজ লভ্য বলিয়া বিজ্ঞানের যে-কোন শাখায় উচ্চতর গ ও গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

কে, কোথায়, কোন্ বিষয়ে কোন্ কাজ করিয়াছেন, তাহা জানিয়া লইয়া হাত দিলে, তাহা যেমন পুনরুক্তির হাত হইতে রক্ষা পায়, তেমন তা সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু, গবেষণালব্ধ জ্ঞানের শেষ নাই একই বিষয়ে নূতন করিয়া গবেষণায় লিপ্ত হইতে কোন বাধা নাই বলি বা গবেষণা প্রণালী হইতে উদ্যুক্ত-গবেষণা প্রণালী ও তাহার জ্ঞান কত তাহা স্থির করা সহজ হইয়া পড়ে। সুতরাং গবেষণার সুশৃংখল তথ্য ভাবী-গবেষক, গবেষণা-পরিচালক, গবেষণা-পরীক্ষক প্রভৃতি সকলে আবশ্যক।

এই জাতীয় গ্রন্থ-সংকলন খুব সহজ কাজ নহে। যিনি এই কা সম্বন্ধে তাঁহার সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। অধিকন্তু, এই কা শ্রমসাপেক্ষ। গবেষণার যেমন শেষ নাই, এই জাতীয় গ্রন্থেরও শে গবেষণার তথ্য এই জাতীয় গ্রন্থে যোগ করিতে হয়। নতুবা ইহার আ সংকলন হইতে তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাইয়া থাকে।

বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা-ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থটিকে প্র উল্লেখ করিতে হইবে। সুতরাং, যে-কোন প্রথম-প্রচেষ্টার অপূর্ণতা ইহাতে পারে না। এতৎসত্ত্বেও, এ-প্রচেষ্টা প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ। ইহা যে উচ্চতর জন্য একটি অতি মূল্যবান সহায়ক গ্রন্থ, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ না বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে (১৯৭০-১৯৭৫) এমন একটি ম সংকলন করিয়া ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সাহেব যে একক-কাজ সমাধ তজ্জন্য আমি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

এই জাতীয় সংকলন-গ্রন্থের প্রকাশ ব্যক্তিগত চেষ্টায় আজকালকার নহে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আনন্দিত হইয়াছি। কারণ, এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বৃহত্তম জ্ঞান-কে প্রতিষ্ঠান হইতেই এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বলিব "যোগ্যং যো

মুহম্ম